

আওনুল ওয়াদুদ

আলা সুনানে আবী দাউদ

(সুনানে আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ)

মাওলানা নো'মান আহমদ

মুহাদ্দিস জামি'আ রাহমানিয়া, ঢাকা

পরিচালক : জামি'আ কাসিমিয়া, ঢাকা



আতোয়ার লাইব্রেরী

[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০

Free @ www.e-ilm.weebly.com

প্রথম প্রকাশ □ সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং

চতুর্থ সংস্করণ □ মার্চ ২০১১ ইং

আব্দুল ওয়াদুদ আলী সুনানে আবী দাউদ
(সুনানে আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ)

মাওলানা নোমান আহমদ

মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরবিয়া, ঢাকা

প্রকাশক □ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

আনোয়ার লাইব্রেরী, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব □ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য □ ৫০০.০০ টাকা

আল-ইহদা

رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

যে মায়ের স্নেহ মমতা আর মন উজাড় করা দোয়ায় আব্বাহ
জাঙ্গাজালালুহ আমাকে কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, দু'চার
কলম লেখার সৌভাগ্য হচ্ছে, তাঁর দীর্ঘ ছায়া, বরকতময় হায়াত
ও সুস্থ জীবন কামনায়—

— নোমান আহমদ

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার অশেষ শুকরিয়া। তাঁর মহা অনুগ্রহে আওনুল ওয়াদূদ আলা সুনানে আবী দাউদ নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। অনেক দিনের শখ, সুনানে আবু দাউদের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ তৈরি করব। আল্লাহ তাআলা সে আশা পূর্ণ করেছেন। সুনানে আবু দাউদ সিহাহ সিন্তার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব। আহকামে শরঈ জানার একটি বিশাল হাদীস ভাণ্ডার। তবে এটি একটি জটিল গ্রন্থ হিসেবেও প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ **قال ابو داود** গুলো বুঝা ছাত্রদের জন্য কঠিন। এজন্য আমার মুহাভারাম উস্তাদ জামিআ কাসিমিয়া, ঢাকা-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ঐতিহ্যবাহী জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা-এর প্রবীণ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা নোমান আহমদ সাহেব এটির একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ তৈরি করেন। আল হামদুলিল্লাহ তিনি এতে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থের শুরু থেকে কিতাবুস সালাতের শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেছেন। এতে তিনি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন- ১. **قال** -এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ২. **قال ابو داود** বিশিষ্ট হাদীসগুলোর অনুবাদ দিয়েছেন। ৩. **قال ابو داود** বিশিষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ৪. সাহাবীগণের জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ৫. প্রশ্নোত্তর আকারে সাজিয়েছেন। ৬. মূল কিতাব হল ও সহজভাবে উত্তরদানের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। ৭. এ যুগের ছাত্র-ছাত্রীদের মনমানসিকতার প্রতি খেয়াল রেখেছেন। ৮. ইমাম আবু দাউদ র.-এর জীবনী দিয়েছেন। ৯. সুনানে আবু দাউদের বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করেছেন।

ফলে গ্রন্থটি ইনশাআল্লাহ আমাদের দৃষ্টিতে ছাত্রদের জন্য বিশেষ উপকারী হবে বলে মনে হয়। গ্রন্থকার প্রচুর মেহনত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম জাযা দান করুন। গ্রন্থটিকেও কবুল করুন। সংশ্লিষ্ট সবার নাজাতের উসিলা করুন।

কোন ভুল-ত্রুটি নজরে পড়লে আশাকরি সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা আমাদের অবহিত করবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ সংশোধনের চেষ্টা করব।

-বিনীত

(মাওলানা) আনোয়ার হোসাইন
জামিআ আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা
০১.০১.০৭ইং

سبحانك اللهم لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك . لا اله الا الله
الحليم الكريم وسبحان الله رب العرش العظيم . احمد الله الواحد القهار العزيز
الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لاولى القلوب والابصار وتبصرة لاولى الالباب
والاعتبار له الحمد ابلغ حمد وازكاه واشمله وانما واشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له ، لا ضلله ولا ندله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي
من الذل واكبره تكبيرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليفه الهادي الى
صراط مستقيم والداعى الى الدين القويم صراط القرآن العظيم والحديث الكريم
وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وانصاره الى يوم الدين . امابعد .

আল্লাহ জালা জালালুহর অসীম শোকরিয়া। তাঁর মহা অনুগ্রহে ‘আওনুল ওয়াদুদে আলা সুনানে
আবী দাউদ’ নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। মূলতঃ প্রথম দিকে আবু দাউদ-এর
ব্যাখ্যায় হাত দিয়েছিলাম। সংশ্লিষ্ট হাদীসের অনুবাদ ও আবু দাউদ-এর ব্যাখ্যা কিতাবুস
সালাত পর্যন্ত করছিলাম। এরপর অন্যদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারা পরামর্শ দিলেন
সংশ্লিষ্ট হাদীসের কিছু ব্যাখ্যাও দিয়ে দেয়ার জন্য। আবার অনেকেই বললেন প্রশ্নোত্তর আকারে
সাজানোর কথা। শুরুতে ইচ্ছা ছিল শুধু আবু দাউদ-এর ব্যাখ্যা ও সংশ্লিষ্ট হাদীসের অনুবাদ
দিব। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্নজনের পরামর্শে প্রশ্নোত্তরও দিতে হল।

আমরা চাইলাম ছাত্ররা যেন কিতাব বুঝার চেষ্টা করে। সাজেশন আর প্রশ্নোত্তর আকারে
নোটের পেছনে না পড়ে। কিন্তু সময়টাই ভিন্ন গতিতে সামনে এগিয়ে চলছে। এখন ছাত্ররা
বেশী বুঝছে প্রশ্নোত্তর সাজেশন ইত্যাদির দিকে। এই স্রোত প্রবল। এটিকে প্রতিহত করা সম্ভব
নয়। তাই বাধ্য হয়ে কিতাবের ব্যাখ্যা তৈরীর পর প্রশ্নোত্তর আকারে সাজিয়ে দিলাম। আশা
করি ছাত্ররা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে মান্যবর আলিম জাতীয় মসজিদের খতীব
মাওলানা উবাইদুল হক সাহেবের একটি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যের অবতারণা করছি। তিনি
শরহে আকাইদের একটি উপকারী সংক্ষিপ্ত নোট লিখেছেন প্রশ্নোত্তর আকারে। এর পরিশিষ্টে
স্কুল-কলেজ ভার্সিটি ও মাদরাসার ছাত্রদের নোট সাজেশনপ্রীতির কথা তুলে ধরেছেন। মূলগ্রন্থ
বাদ দিয়ে এগুলোর পিছনে পড়ার জন্য তিনি আফসোসও করেছেন। বাস্তবেও এতে কিছু সমস্যা
আছে। যার ফলে আকাবির এখনো নোট সাজেশন ইত্যাদিকে তেমন একটা সুনজরে দেখেন
না। কিন্তু স্কুল, কলেজ মাদরাসার আধুনিক ছাত্র উদ্ভাবনের মন মানসিকতা পাশ্চাত্যে গেছে।
এটাও এক বাস্তবতা। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

খতীব সাহেবের ভাষায়- ইতিহাস বলে, এরূপ পরিস্থিতির মুকাবিলায় নেতিবাচক দিক
অবলম্বনের পরিবর্তে ইতিবাচক সংশোধন ও সংস্কারমূলক সাইড অবলম্বন করাই অধিক
উপকারী। যে হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে তা প্রতিহত করা কঠিন, কিন্তু ভাল দিকে মোড় নেয়া

সহজ। এসব বিষয় মাথায় রেখেই সুনানে আবু দাউদের এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি এভাবে তৈরী করলাম। এতে একদিকে যেমন শরহের দিক রয়েছে, অপরদিকে প্রশ্নোত্তর আকারে আধুনিক যুগের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টাও করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ গ্রন্থে বিতর্কিত মাসায়েলের বেশির ভাগই নেয়া হয়েছে জাতিস মাওলানা তকী উসমানীর দরসে তিরমিযী (লেখকের অনূদিত বাংলা দরসে তিরমিযী) থেকে। আর কিছু কিছু অন্যান্য কিতাব থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সাথে সাথে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট সাহাবীর জীবনীও দেয়া হয়েছে। যাতে একজন ছাত্রের কিতাব অনুধাবনের সাথে সাথে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণও সহজ হয়।

দুর্বল বান্দার এ প্রচেষ্টাকে আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন। ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন। দুনিয়া আখিরাতে বেইযযত না করুন। পাঠক-পাঠিকা ও লেখককে উপকৃত হবার তাওফীক দিন। আমীন।

ربنا لاتخزننا فى الدنيا والاخرة - ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب - اللهم يسر لنا امورنا اللهم لاسهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت - والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين -

-বিনীত

নোমান আহমদ

.

ইমাম আবু দাউদ র. : জীবন ও কর্ম

নাম-সুলাইমান। উপনাম-আবু দাউদ। বংশ-ইমাম আবু দাউদ র.-এর বংশ সম্পর্কে দুটি উক্তি রয়েছে-১. সুলাইমান ইবনে আশ'আছ ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর ইবনে শাদ্দাদ। ২. সুলাইমান ইবনে আশ'আছ ইবনে শাদ্দাদ। অবশ্য প্রথম উক্তিটি বিতর্কিত।
-তাহযীবুত তাহযীব : ৪/১৪৬

নিসবত : তাঁর দুটি নিসবত রয়েছে- ১. আযদী, ২. সিজিসতানী অথবা সানজেরী। আযদ একটি গোত্রের নাম। সিজিসতান হল একটি স্থানের নাম। প্রথমটির দিকে লক্ষ্য করে আযদী আর দ্বিতীয়টির দিকে লক্ষ্য করে সিজিসতানী বলা হয়। বস্তুতঃ সিজিসতান হল- সিসতানের আরবী। এটি কান্দাহারের নিকটবর্তী একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চল।

জন্ম : ইমাম আবু দাউদ র. শুক্রবার দিন ১৬ই শাওয়াল ২০০২ হিজরীতে সিজিস্তান শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

ওফাত : ১৬ই শাওয়াল ২৭৫ হিজরী মুতাবিক ফেব্রুয়ারি ৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে শুক্রবার দিন ৭৩ বছর বয়সে বসরায় তাঁর ওফাত হয়। আল্লামা কাশ্মীরী র. তাঁর জন্ম, ওফাত ও জীবনকাল আদ্যাক্ষরে ع (বয়স ৭৩ বছর) دار (ওফাত : ২৭৫ হিজরী) بر (জন্ম : ২০২ হিজরী) শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

জীবনী : ইমাম আবু দাউদ র.-এর প্রাথমিক শিক্ষা হয় সিজিসতানে। অতঃপর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সফর করেন। খতীব বাগদাদী র. বলেন, শৈশবেই ইমাম আবু দাউদ র.-এর আকর্ষণ ছিল হাদীস শাস্ত্রের প্রতি। যার ফলে তিনি বাগদাদ ও শামের দিকে অগণিতবার সফর করেন। বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে অবস্থান করেন। ইমাম আবু দাউদ র. হাদীসের ইমাম ও বড় জবরদস্ত আলিম হওয়া সত্ত্বেও স্বভাবগতভাবে সাদাসিধে মেজাজের লোক ছিলেন। ছিলেন খুবই বিনয়ী। ইমাম যাহাবী র. লিখেন- তাঁর একটি আস্তিন ছিল সু-প্রশস্ত, অপরটি রাখতেন সংকীর্ণ। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- আমার একটি আস্তিন সু-প্রশস্ত রাখার কারণ, যাতে আমি স্বীয় সুনানের কিছু পাতা এখানে রাখতে পারি।

তাঁর গুণাবলী : ইমাম আবু দাউদ র. হজ্বের মাসায়েল সম্পর্কে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। তাকে আসমাউর রিজালের ইমাম স্বীকার করা হত। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের পর মুহাম্মদীসীন ও উলামায়ে কিরামের নিকট আবু দাউদের স্থান রয়েছে। তিনি যখন সুনানে আবু দাউদ রচনা আরম্ভ করেন, তখন ইসলামী আইনবিধ ও হাদীস বিশারদগণের মধ্যে মুসনাদ ও জামি' রচনার প্রচলন ছিল। যেমন মুসনাদে ইমাম আজম, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি। ইমাম আবু দাউদ র. কিতাবুস সুনান লিখে একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেন। এরপর তাঁর অনুসরণ করে হাফিজে হাদীসগণ বিভিন্ন সুনান রচনা করেন।

যুহুদ ও তাকওয়া : আল্লাহ তা'আলা ইমাম আবু দাউদ র.-কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাগর বানিয়েছেন। এমনভাবে তিনি ছিলেন ইবাদত ও সাধনার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। হাদীস সংকলন ও দরস-তাদরীস থেকে যে সময়টুকু বেচে যেত সেটুকু তিনি ইবাদত ও নফল কাজকর্মে ব্যয় করতেন।

শিক্ষা সফর : ইমাম আবু দাউদ র. প্রাথমিক শিক্ষা সিজিসতানে অর্জন করেন। এরপর ইলমে হাদীস ইত্যাদির জন্য মিসর, শাম, ইরাক, হিজাজ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শহরগুলোতে সফর করেন। বিভিন্ন উস্তাদ থেকে ইলমে হাদীস অর্জনে পারদর্শিতা লাভ করেন।

আশ্রয়স্থল : ইমাম আবু দাউদ র.-এর নিকট সর্বদা হাদীস অন্বেষীদের ভীড় লেগে থাকত। বড় বড় মাশায়েখ ও বুয়ুর্গানে দীন তাঁর দরবারে উপস্থিত হতেন। তৎকালীন যুগের বড় বড় আলিমগণ তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইলমী আলোচনায় রত হতেন।

তার উদ্ভাদবৃন্দ : ইমাম আবু দাউদ র.-এর সু-প্রসিদ্ধ উদ্ভাদগণের তালিকা অনেক দীর্ঘ। নিম্নে কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হল-

১. ইমামুল হাদীস আহমদ ইবনে হাম্বল র., ২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা র., ৩. আবুল ওয়ালীদ তারাসী র., ৪. ইয়াহুয়া ইবনে মাসীন র., ৫. আলী ইবনে মাদীনী র., ৬. মাহমুদ ইবনে গায়লান র., ৭. কুতাইবা ইবনে সাঈদ র., ৮. মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার র., ৯. মুহাম্মদ ইবনে বান্না র., ১০. উসমান ইবনে আবু শায়বা র. এবং, ১১. মুসলিম ইবনে ইবরাহীম র. প্রমুখ।

তার শিষ্যগণ : ইমাম আবু দাউদ র.-এর শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হয়েছেন পৃথিবীর বহু বড় বড় মুহাদ্দিস ও আলিম। নিম্নে কয়েকজন প্রসিদ্ধ শিষ্যের নাম প্রদত্ত হল-

১. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী র., ২. আবু আবদুর রহমান নাসাঈ র., ৩. আবু আলী মুলুঈ র., ৪. আবদুর রহমান নিশাপুরী র., ৫. তাঁর ছেলে আবু বকর আবদুল্লাহ র., ৬. আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে দাউদ র., ৭. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ খাত্তাল র., ৮. আহমদ ইবনুল আরাবী র., ৯. আবু ঈসা ইসহাক রামালী র. প্রমুখ।

ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল, দূলাবী এবং ইমাম আবদুল্লাহ রাযী র. তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাও করেছেন।

মহা মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম আবু দাউদ র. : পৃথিবীর বড় বড় আলিম ও মহা মনীষীগণ ইমাম আবু দাউদ র. সম্পর্কে সপ্রশংস অনেক মন্তব্য করেছেন। নিম্নে কয়েকটি মন্তব্য পেশ করা হল-

১. ইমাম ইবরাহীম হারবী র. বলেন-

أَلَيْنَ لَا بِي دَاوُدَ الْحَدِيثِ كَمَا أَلَيْنَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَدِيدُ

‘আল্লাহ তাআলা ইমাম আবু দাউদ র.-এর জন্য হাদীস শাস্ত্রকে এমন সহজ করে দিয়েছেন যেমন হযরত দাউদ আ.-এর জন্য লোহাকে মোম করে দিয়েছেন।’

২. ইমাম আবু হাতিম ইবনে হাব্বান র. বলেন-

كَانَ أَبُو دَاوُدَ أَحَدَ أَثَمَةِ الدُّنْيَا عِلْمًا وَحِفْظًا وَفَقْهًا وَوَرَعًا وَاتَّقَانًا

‘ইমাম আবু দাউদ র. জ্ঞান, স্মরণশক্তি, ফিকহী অভিজ্ঞতা, তাকওয়া পরহেজগারীতে বিশ্ববাসীর- একজন ইমাম ছিলেন।’

৩. ইমাম ইবনে মানদা র. বলেন-

الَّذِينَ أَخْرَجُوا الثَّابِتَ مِنَ الْمَعْلُولِ وَالْخَطَأِ مِنَ الصَّوَابِ أَرْبَعَةُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

‘যেসব ইমাম মালুল তথা ত্রুটিযুক্ত হাদীসকে ত্রুটিমুক্ত হাদীস থেকে এবং সহীহ হাদীসকে গলদ হাদীস থেকে পৃথক করেছেন এরূপ মনীষী চারজন- ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও আবু দাউদ র.।’

৪. ইমাম মুসা ইবনে হারুন র. বলেন-

خَلَقَ أَبُو دَاوُدَ فِي الدُّنْيَا لِلْحَدِيثِ وَفِي الْآخِرَةِ لِلْجَنَّةِ وَمَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْهُ

‘সৃষ্টিকর্তা দুনিয়াতে ইমাম আবু দাউদ র.-কে হাদীসের সেবার জন্য, আর আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমি বিদ্যা ও মর্যাদায় কোন মুহাদ্দিসকে তার চেয়ে অগ্রগামী পাইনি।’

৫. ইমাম হাকিম র. বলেন-عصره ‘ইমাম আবু দাউদ র. সমকালীন মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন।’

৬. ইমাম যাহাবী র. তায়কিরাতুল হুফাজে লিখেন-

ان ابا داود يشبه احمد بن حنبل في هديه ودله وسمته وكان احمد يشبه في ذلك بوكيع وو كيع
بسفيان وسفيان منصور ومنصور بابراهيم وابراهيم بعلقمة وهو بابن مسعود رض قال علقمة وكان
ابن مسعود رض يشبه النبي ص في هديه ودله .

‘তথা ইমাম আবু দাউদ র. আখলাক-চরিত্র স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। আর তিনি ছিলেন ইমাম ওয়াকী’ র.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তিনি ছিলেন ইমাম সুফিয়ান র.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তিনি ছিলেন মসনুর র.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তিনি ছিলেন ইবরাহীম নাখঈ র.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তিনি হযরত আলকামা র.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তিনি ছিলেন ইমামূল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।’

একটি বিশ্বয়কর ঘটনা : হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. সুপ্রসিদ্ধ বুজুর্গ সাহল তস্তরী র.-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি একবার ইমাম আবু দাউদ র.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, আপনার সাথে আমার একটি প্রয়োজন রয়েছে। আপনি সে প্রয়োজন পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিন। তখন ইমাম আবু দাউদ র. সে প্রয়োজন পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর হযরত সাহল র. বললেন, ‘হে ইমাম! আপনার সে জবান মুবারক আমাকে দেখান, যদ্বারা আপনি দিবা-রাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও কর্মের বিবরণ দেন। যাতে আমি সে পবিত্র জবানে চুমু খেতে পারি। ইমাম আবু দাউদ র. জবান মুবারক বের করে দিলে হযরত সাহল র. তাঁর জিহ্বায় ভক্তি ও ভালবাসা নিয়ে চুমু খান।

মাযহাব : এতে তিনটি মত রয়েছে- ১. শাফিঈ মতাবলম্বী, ২. অনানুসরণীয় মুজতাহিদে মুতলাক, ৩. হাম্বলী। ইবনে তাইমিয়া র. তাঁকে হাম্বলী বলেছেন। দ্বিতীয় উক্তিটি প্রধান। শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী র. বলেন- اما ابو داود والترمذى فهما مجتهدان منتسبان الى احمد واسحاق

প্রহুরাজি : ইমাম আবু দাউদ র. অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদত্ত হল-

১. সুনানে আবু দাউদ, ২. কিতাবুল মারাসীল, ৩. আররাদদু আলাল কাদরিয়াহ, ৪. আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ, ৫. কিতাবুল মাসাইল, ৬. দালাইলুন নবুয়াহ, ৭. কিতাবুত তাফসীর, ৮. কিতাবু নাজমিল কুরআন, ৯. কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, ১০. কিতাবু বাদইল ওয়াহয়ি, ১১. ফাযাইলুল আনসার, ১২. কিতাবু যুহুদ ইত্যাদি।

সুনানে আবু দাউদের কপি : সুনানে আবু দাউদের অনেক কপি আছে। তন্মধ্যে চারটি বর্তমানে বিদ্যমান এবং মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট সুপ্রসিদ্ধ।

১. ইবনে দাসতার কপি : এটি আবু দাউদ র.-এর শিষ্য মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রায়যাক ইবনে দাসতা থেকে বর্ণিত। এ কপিটি মরক্কো, আন্দালুস ইত্যাদি পশ্চিমা দেশগুলোতে পড়ানো হয়।

২. ইবনুল আরাবীর কপি : এটি ইমাম আবু দাউদ র.-এর শিষ্য আবু সাঈদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত। এটি অন্য তিনটি কপির তুলনায় অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ। তাতে কিতাবুল ফিতান, কিতাবুল মালাহিম, কিতাবুল হুরূফ ও কিতাবুল কিরাআত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ নেই।

৩. রামালীর কপি : এটি ইমাম আবু দাউদ র.-এর শিষ্য আবু ঈসা ইসহাক রামালী থেকে বর্ণিত। অবশ্য এটি আজকাল প্রায় দৃশ্যপ্য।

৪. লুন্সীর কপি : এটিকে সমস্ত কপির তুলনায় বিশুদ্ধতম ও সংরক্ষিত মনে করা হয়। এটি কপি করেছেন ইমাম আবু দাউদ র.-এর শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে আমর লুন্সীর র.। এতে চার হাজার আট শত হাদীস রয়েছে। ইমাম লুন্সীর র.-এ কপিটি ইমাম আবু দাউদ র. থেকে মহররম ২৭৫ হিজরীতে শ্রবণ করেছেন। এ বছরই ইমাম আবু দাউদ র. ওফাত লাভ করেছেন। তাই এটি হল সর্বশেষ কপি।

সুনানে আবু দাউদের বৈশিষ্ট্যাবলি : সুনানে আবু দাউদের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে-

১. সুন্দর বিন্যাস : এতে ফিক্‌হী অনুচ্ছেদরূপে সেসব হাদীস সংকলন করা হয়েছে, যেগুলোর সম্পর্ক আহ্‌কাম এর সাথে।

২. সুবিন্যস্ত অনুচ্ছেদ : এতে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ মাসায়েলে ইসলামী আইনবিদদের উক্তির আলোকে অনুচ্ছেদ কায়েম করা হয়েছে।

৩. আবু দাউদের জানা মুতাবিক সহীহ রেওয়াজাত সংকলন।

৪. কয়েকটি সনদ থাকলে উঁচু পর্যায়ের সনদকে প্রাধান্য দেন।

৫. কোন সময় এক হাদীসের বিভিন্ন সনদ বর্ণনা করেন এ শর্তে যে, হাদীসের মূল পাঠে অতিরিক্ত বিবরণ থাকবে।

৬. সংক্ষিপ্তকরণ। অর্থাৎ, হাদীস দীর্ঘ হলে সংক্ষিপ্ত সে অংশটুকু উল্লেখ করেন যা ছাত্রদের জন্য বর্ণনা করা ও মুখস্থ করা সহজ।

৭. হাদীসের সূক্ষ্ম ত্রুটির বিবরণ।

৮. হাদীসে পরিত্যাজ্য কোন বর্ণনাকারীর বিবরণ তিনি গ্রহণ করেন নি। গরীব ও শায বিবরণগুলো থেকেও তিনি পরহেজ করেছেন।

৯. বর্ণনাকারীর নাম ও উপনাম সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ।

১০. পুনরাবৃত্তিহীনতা। ভীষণ প্রয়োজন না হলে তিনি তা থেকে দূরে থাকেন।

১১. قال ابو داود এ শিরোনামটির অধীনে তিনি কখনও সনদ কখনও হাদীস আবার কখনও ফিক্‌হী মাসায়েল সংক্রান্ত বিবরণ দেন। কখনও রহিত ও রহিতকারীর বিশদ বিবরণের দিকে ইঙ্গিত দেন। প্রথমে রহিত রেওয়াজাতগুলো পরে রহিতকারী রেওয়াজাতগুলোর বিবরণ দেন।

১২. আবু দাউদের সম্পূর্ণ হাদীস মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কিরামের মতে আমলযোগ্য।

১৩. কারো কারো মতে, তাতে একটি সূলাসী হাদীস রয়েছে। অবশ্য শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী র.-এর গবেষণা অনুযায়ী তাতে তিন সূত্রের কোন হাদীস নেই।

সিহাহ সিন্তায় আবু দাউদের স্থান : বর্ণনাকারীদের পাঁচটি স্তর রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ দরসে তিরমিযীতে রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ র. প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রাবীদের থেকে সব হাদীস নেন। আর চতুর্থ শ্রেণী থেকে বাছাই করে হাদীস বর্ণনা করেন। এ হিসেবে সুনানে আবু দাউদ সিহাহ সিন্তায় চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থ। আব্দাম্মা আনওয়ার শাহ র. বলেন-

ان اول مراتب الصحاح منزلة صحيح البخارى ثم صحيح مسلم ثم سنن النسائي ثم سنن ابى داود

ثم جامع الترمذى ثم مسند الدارمى او موطا للامام مالك لاسنن ابن ماجة .

তাছাড়া ইমাম আবু দাউদ র. সে বর্ণনাকারী থেকে হাদীস রেওয়াজাত করেন যার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্ত-শরায়তের কোন একটি বিদ্যমান থাকে-

১. সে বর্ণনাকারী বুখারী মুসলিমের রাবী,

২. বুখারী মুসলিমের শর্তে উন্নীত,

৩. সে বর্ণনাকারী মুহাম্মদসীনের সর্বসম্মতিক্রমে পরিত্যক্ত নয়,

৪. কোন বর্ণনাকারী ভীষণ দুর্বল হলে তার কারণে দুর্বলতার বিবরণ দেয়া হয়।

উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে সুনানে আবু দাউদ : ইমাম গাযালী র. বলেন, ইলমে হাদীসে শুধু সুনানে আবু দাউদ মুহাম্মদ মুজতাহিদ এবং ইসলামী আইনবিদের জন্য যথেষ্ট।

২. আব্বাস খাতাবী র. লিখেন-

ان كتاب سنن ابي داود كتاب لطيف لم يصنف في علم الدين مثله وقد رزق القبول من كافة الناس.

‘সুনানে আবু দাউদ একটি সূক্ষ্ম ও উত্তম গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থ ইলমে দীনে রচিত হয়নি। মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এর ব্যাপক মকবুলিয়ত তথা গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়েছে।’

৩. ইমাম নববী র. বলেন, যার ইলমে ফিকহের প্রতি মনোযোগ ও আকর্ষণ রয়েছে, তার উচ্চ সুনানে আবু দাউদ গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করা।

৪. ইমাম আবু দাউদ র.-এর বিশিষ্ট শিষ্য আব্বাস ইবনুল আরাবী বলেন- ইলমে দীন অর্জনে জন্য কুরআন মজিদ ও সুনানে আবু দাউদ যথেষ্ট।

৫. আব্বাস হাসান ইবনে মুহাম্মদ র. বলেন, একবার স্বপ্নযোগে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি বলেন, داود بن ابي داود অর্থাৎ, কেউ যদি সুনানকে আকড়ে ধরতে চায়, তবে সে যেন সুনানে আবু দাউদ পাঠ করে।

মোটকথা, সুনানে আবু দাউদ আমখাস নির্বিশেষে সবার নিকট প্রশংসিত এবং এটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

সুনানে আবু দাউদ র.-এর হাদীস সংখ্যা

ইমাম আবু দাউদ র. সুনানে আবু দাউদ শরীফ লিখেছেন ফিকহী ধারা বাহিকতায়। পাঁচলক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে তিনি এ সুনান তৈরী করেছেন। তাতে সহীহ হাসান ও আমলযোগ্য হাদীসগুলো সংকলন করেন। এতে মোট ৪৮০০ (চার হাজার আটশত) হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলো চল্লিশটি পর্বের অন্তর্ভুক্ত

আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ :

১. মা'আলিমুস সুনান- আব্বাস সুলাইমান খাতাবী র. (ওফাত : ৩৮৮ হিজরী)।

২. মিরকাতুস সুউদ- আব্বাস জালালুদ্দীন সুয়তী র. (ওফাত : ৯১১ হিজরী)।

৩. ইকতিযাউস সুনান- আব্বাস বদরুদ্দীন আইনী র. (ওফাত : ৮৫৫ হিজরী)।

৪. গায়াতুল মাকসুদ- আব্বাস শামসুল হক আজীমাবাদী র. (ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত)।

৫. আওনুল মাবুদ- আব্বাস শামসুল হক আজীমাবাদী ও তার ভাই আব্বাস মুহাম্মদ আশরাফ আজীমাবাদী র. সহ দুজনের যৌথ রচিত।

৬. বয়লুল মাজহুদ- আব্বাস খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. কর্তৃক রচিত (পাঁচ খণ্ড)।

৭. ফাতহুল ওয়াদুদ- আব্বাস আবুল হাসান সিন্দী হানাতী র. এটি দুশাপা ও অপূর্ণাঙ্গ।

৮. আততালীকুল মাহমুদ- মাওলানা ফখরুল হাসান গান্ধুহী র.-এর রচিত একটি সুন্দর গ্রন্থ।

৯. তাকরীরে শাইখুল হিন্দ- মাওলানা আবদুল হাফিজ বলিয়াভী র. এটি বিন্যস্ত করেছেন। এটি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক।

এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী-

- ✽ قال ابروداد-এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
- ✽ قال ابروداد বিশিষ্ট হাদীসগুলোর অনুবাদ দেয়া হয়েছে।
- ✽ قال ابروداد বিশিষ্ট হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
- ✽ সাহাবীগণের জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
- ✽ প্রশ্নোত্তর আকারে সাজানো হয়েছে।
- ✽ মূল কিতাব হল ও সহজভাবে উত্তরদানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
- ✽ এযুগের ছাত্র-ছাত্রীদের মনমানসিকতার প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে।
- ✽ ইমাম আবু দাউদ র.-এর জীবনী দেয়া হয়েছে।
- ✽ সুনানে আবু দাউদের বৈশিষ্ট্যাবলী প্রদত্ত হয়েছে।

সূচিপত্র

পবিত্রতা পর্ব

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ : টয়লেটে প্রবেশের সময় কি দোয়া পড়বে?	৪৯
الخَبْثُ وَالْخَبَائِث-এর তাহকীক	৪৯
الخَبْثُ ও الْخَبَائِث দ্বারা উদ্দেশ্য	৫০
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৫০
হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর জীবনী	৫০
শয়তান থেকে আশ্রয় গ্রহণের কারণ	৫১
দোয়া কোন সময় পড়বে	৫১
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৫৩
অনুচ্ছেদ : প্রস্রাব-পায়খানার সময় কিবলামুখী হওয়া মাকরুহ	৫৪
এ বিষয়ে ইমামগণের মতামত	৫৪
মাসআলার প্রমাণাদি	৫৫
হানাফীদের প্রাধান্যের কারণসমূহ	৫৬
বিরোধী হাদীসগুলোর উত্তর	৫৭
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৫৯
হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর জীবনী	৫৯
অনুচ্ছেদ : প্রস্রাব পায়খানার সময় কিভাবে অনাবৃত হবে	৬০
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৬০
অনুচ্ছেদ : প্রস্রাব-পায়খানার সময় কথা বলা মাকরুহ	৬১
প্রস্রাব-পায়খানার সময় বিবস্ত্র হওয়া ও কথোপকনের হুকুম	৬১
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৬১
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর জীবনী	৬২
অনুচ্ছেদ : প্রস্রাব করাকালে সালামের উত্তর দান	৬২
মল-মূত্র ত্যাগকালে সালাম ও এর উত্তরদান মাকরুহ	৬৩
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৬৩
অনুচ্ছেদ : আত্মাহুয় যিকির বিশিষ্ট আংটি নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা	৬৪
خاتم و خلا- শব্দের তাহকীক	৬৪
আত্মাহু-রাসুলের নাম বিশিষ্ট জিনিসসহ ইসতিনজায় যাওয়ার হুকুম	৬৪

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	নবীজী সাদ্ধায়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটির তাৎপর্য	৬৫
	আংটি ব্যবহারের হুকুম	৬৫
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৬৫
	হাদীসে মুনকারের সংজ্ঞা	৬৬
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি যথার্থ কিনা	৬৬
	আবু দাউদ র. কর্তৃক মুনকার বলার কারণ	৬৬
	তিরমিযী র. কর্তৃক হাসান সহীহ গরীব মন্তব্যের কারণ	৬৬
	আবু দাউদ র.-এর উক্তির সারনির্ঘাস	৬৭
	আবু দাউদ র.-এর উক্তির একটি ব্যাখ্যা	৬৮
অনুচ্ছেদ :	প্রশ্নাধ থেকে পবিত্রতা অবলম্বন	৬৮
	কবরবাসীহয় মুসলিম ছিল না অমুসলিম?	৬৯
	বিরোধ অবসান	৬৯
	একটি প্রশ্নোত্তর	৬৯
	আর একটি প্রশ্নের উত্তর	৭০
	কবরের উপর ফুল দেয়া ও ডাল গাড়া	৭০
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৭১
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৭১
	فلا -এর ফায়েল (কর্তা) কে?	৭৩
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৭৩
	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর জীবনী	৭৪
অনুচ্ছেদ :	দাঁড়িয়ে প্রশ্নাব করা	৭৫
	أخبرنا و حدثنا -এর মাঝে পার্থক্য	৭৬
	নবীজী সা. দেয়ালের গোড়ায় কিভাবে প্রশ্নাব করলেন? এটাতো দেয়ালকে দুর্বল করে দেয়?;	৭৬
	নবীজী সা.-কে আবু মুসা রা. কিভাবে প্রশ্নাব করতে দেখলেন ...?	৭৬
	বিরোধ অবসান	৭৬
	দাঁড়িয়ে প্রশ্নাবের হুকুম	৭৬
	একটি প্রশ্নোত্তর	৭৭
	দাঁড়িয়ে প্রশ্নাবের কারণ	৭৭
	একটি সন্দেহের নিরসন	৭৮
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৭৮
	হযরত হুয়াইফা রা.-এর জীবনী	৭৮

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ : প্রস্তাব-পায়খানার সময় পর্দা করা	৮০
মল-মূত্র ত্যাগের সময় পর্দা করার হুকুম	৮০
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৮১
হোসাইন হিমইয়ারী?	৮১
তার উপাধি কি আল খায়ের?	৮১
তিনি সাহাবী, না তাবিঈ?	৮১
হযরত আবু হোরায়েরা রা.-এর জীবনী	৮২
অনুচ্ছেদ : টিলা দ্বারা ইসতিনজা করা	৮৩
ইসতিনজায় টিলার সংখ্যা	৮৪
হানারীদেহ প্রমাণাদি	৮৪
ইসতিনজায় নিষিদ্ধ সংক্রান্ত মূলনীতি কি?	৮৬
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৮৬
হযরত খুযাইমা ইবনে সাবিত রা.-এর জীবনী	৮৭
অনুচ্ছেদ : ইসতিনজা সেরে জমিনে হাত ঘষা	৮৭
নাপাকীর দূর্গন্ধ দূর করা জরুরী কিনা?	৮৮
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৮৮
অনুচ্ছেদ : মিসওয়াক	৮৯
সؤال-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ	৯০
মিসওয়াকের উপকারিতা	৯০
মিসওয়াকের শরঈ মর্যাদা-ওয়াজিব না সুন্নত?	৯০
মিসওয়াক নামাযের সুন্নত না ওয়ূর?	৯১
ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজলে সুন্নত আদায় হবে কিনা?	৯২
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৯২
হযরত হানজালা রা.-এর জীবনী	৯৩
অনুচ্ছেদ : কিভাবে মিসওয়াক করবে	৯৪
মিসওয়াক করার মাসনুন পদ্ধতি	৯৪
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৯৫
হযরত আবু বুরদা রা.-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৯৫
অনুচ্ছেদ : মিসওয়াক স্বভাবজাত বিষয়	৯৫
ফিতরতের অর্থ	৯৬
স্বভাবজাত কাজগুলোর বিধান	৯৬

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	স্বভাবজাত বিষয়গুলোর সংখ্যাগত বিভিন্ণতা	৯৬
	মোচ ছাঁটা সংক্রান্ত রেওয়াজাতের বিরোধ	৯৭
	দাড়ি রাখার হুকুম ওয়াজিব না সুন্নত?	৯৭
	দাড়ি বৃদ্ধির শরঈ পরিমাণ	৯৭
	নাকে পানি দেয়া এবং কুলি করার শরঈ হুকুম	৯৮
	নখ কাটার হুকুম	১০০
	আঙ্গুলের এস্থি ও ময়লা জমার স্থান ভালরূপে পরিষ্কার করা সুন্নত	১০০
	বগলের নীচের পশম পরিষ্কার করার হুকুম	১০০
	নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা	১০১
	انتفاص الماء-এর অর্থ	১০১
	খতনার হুকুম	১০১
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১০২
	হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর জীবনী	১০৩
অনুচ্ছেদ :	রাতে জাগ্রত হবার পর মিসওয়াক করা	১০৪
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১০৫
	হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর জীবনী	১০৫
অনুচ্ছেদ :	যে অপবিত্রতা ছাড়া উযু নবায়ন করে	১০৬
	প্রতি নামাযের আগে ওযু ওয়াজিব নয়	১০৭
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১০৭
	আবু শুতাইফ আল-হুযালী রা.-এর পরিচিতি	১০৮
অনুচ্ছেদ :	পানিকে কিসে অপবিত্র করে	১০৮
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১০৮
	হযরত ইবনে উমর রা.-এর জীবনী	১০৯
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১১১
	পানির বিধিবিধান	১১১
	মাযহাব চতুষ্টয়	১১১
	ইমামগণের প্রমাণাদি	১১২
	হাদীসে বীরে বুযা'আর উত্তর	১১২
অনুচ্ছেদ :	বীরে বুযা'আ	১১২
	বীরে বুযা'আর পরিচয়, والننن, والعوض-এর অর্থ	১১৩
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১১৩

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ : কুকুরের ঝুটা দ্বারা ওয়ু করা	১১৬
ولوغ-এর অর্থ	১১৬
কুকুরের ঝুটার বিধান	১১৭
পবিত্রতার জন্য কতবার ধৌত করতে হবে?	১১৭
মাটি দ্বারা মেজে ধৌত করার হিকমত কি?	১১৯
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১১৯
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১১৯
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১২০
হযরত ইবনে মুগাফফাল রা.-এর জীবনী	১২০
অনুচ্ছেদ : নাবীয দ্বারা ওয়ু করা	১২১
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১২২
খৈজুর ভিজানো পানীয় ছাড়া আর কিছু না পেলে ওয়ু করবে, না তায়াম্মুম?	১২২
মায়হাবের বিবরণ	১২৩
নাবীয দ্বারা ওয়ু জায়েয নেই	১২৩
যৌক্তিক প্রমাণ	১২৩
দ্বিতীয় যৌক্তিক প্রমাণ	১২৩
তৃতীয় যৌক্তিক প্রমাণ	১২৪
হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর জীবনী	১২৫
অনুচ্ছেদ : মলমূত্র আটকে রেখে কি কেউ নামায পড়তে পারে	১২৬
মলমূত্রের চাপের সময় নামায আদায়ের হুকুম	১২৬
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১২৭
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রা.-এর জীবনী	১২৮
অনুচ্ছেদ : উযুতে কতটুকু পানি যথেষ্ট	১২৯
উযু গোসলের জন্য পানির পরিমাণ	১২৯
হানাফীদের প্রমাণ নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতসমূহ	১২৯
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৩০
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৩১
অনুচ্ছেদ : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওযুর বিবরণ	১৩৩
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৩৩
হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. -এর জীবনী	১৩৩
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৩৬
দু' হাদীসের বিরোধাবসান	১৩৭

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৩৭
	হযরত রুবাযি বিনতে মুআওয়য রা.-এর জীবনী	১৩৭
	ایش শব্দের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	১৩৯
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৪০
	হযরত আবু উমামা বাহিলী রা.-এর পরিচিতি	১৪০
অনুচ্ছেদ :	মোজাযয়ের উপর মাসেহ করা	১৪১
	মোজার উপর মাসেহের বৈধতা আহলে সুন্নাতে বৈশিষ্ট্য	১৪১
	মোজার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান	১৪১
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৪৩
অনুচ্ছেদ :	মাসেহের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ	১৪৩
	মোজার উপর মাসেহের মেয়াদ	১৪৪
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৪৬
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৪৭
	হযরত উবাই ইবনে উমার রা.-এর পরিচিতি	১৪৮
অনুচ্ছেদ :	মাসেহ কিভাবে করবে	১৪৮
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৪৯
	মোজা মাসেহের ধরণ কি?	১৪৯
	হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা.-এর জীবনী	১৫০
অনুচ্ছেদ :	পানি ছিটিয়ে দেয়া	১৫১
	পানি ছিটানোর অর্থ ও হিকমত	১৫১
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৫১
	সুফিয়ান ইবনে হাকাম আস-সাকাফী কিংবা হাকাম ইবনে সুফিয়ান আস-সাকাফী রা.-এর জীবনী	১৫২
অনুচ্ছেদ :	ওয়ু করার পর কি বলবে	১৫৩
	উয়ু পরবর্তী দো'আ	১৫৪
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৫৪
	হযরত উকবা ইবনে আমির রা.-এর জীবনী	১৫৫
অনুচ্ছেদ :	ওয়ুতে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করা	১৫৬
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৫৬
অনুচ্ছেদ :	চুষনের ফলে ওয়ু	১৫৭
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৫৭
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৫৯

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ : এ ব্যাপারে অবকাশ	১৬১
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৬২
মহিলাকে স্পর্শ করার কারণে উযু	১৬২
এর বিপরীতে উযু ওয়াজিব না হওয়ার উপর হানাফীদের দলীল নিম্নরূপ	১৬৩
হযরত তাল্ক রা.-এর জীবনী	১৬৫
অনুচ্ছেদ : কাঁচা গোশত স্পর্শ করে ওযু করা এবং হাত ধৌত করা	১৬৬
শিরোনামের উদ্দেশ্য	১৬৭
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৬৭
অনুচ্ছেদ : আশুন স্পর্শকৃত জিনিস স্পর্শ করার পর উযু না করা	১৬৮
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৬৮
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর জীবনী	১৭০
অনুচ্ছেদ : এ সম্পর্কে অবকাশ	১৭১
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৭১
অনুচ্ছেদ : নিদ্রার কারণে উযু	১৭১
নিদ্রা উযু ভঙ্গের কারণ কিনা ?	১৭২
প্রবল নিদ্রার সীমা	১৭২
নিদ্রা উযু ভঙ্গকারী না হবার প্রমাণ	১৭৩
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৭৪
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৭৬
অনুচ্ছেদ : যে পায়ে ময়লা মাড়ায়	১৭৬
অনুচ্ছেদ : মযী	১৭৮
মনী, মযী ও ওয়াদীর সংজ্ঞা	১৭৯
মযীর সংজ্ঞা	১৭৯
ওয়াদীর সংজ্ঞা	১৭৯
মযী নিয়ে প্রশ্ন সংক্রান্ত হাদীসগুলোর বিরোধাবসান	১৮০
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৮১
হযরত আলী রা.-এর জীবনী	১৮১
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৮২
হযরত মিকদাদ রা.-এর জীবনী	১৮৩
অনুচ্ছেদ : বীর্যপাতহীন সহবাস	১৮৪
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৮৫

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ওধু সহবাসের ফলে গোসল ওয়াজিব	১৮৫
	হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর জীবনী	১৮৭
অনুচ্ছেদ :	যে গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তি পুনরায় সহবাস করে	১৮৭
	সহবাসস্থলের মাঝে গোসল ওয়াজিব নয়, উত্তম	১৮৮
	স্ত্রীদের পালা বস্টনের পরিপন্থী কাজ কিভাবে করলেন?	১৮৮
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৮৯
অনুচ্ছেদ :	গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তি খেতে পারবে	১৮৯
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৯০
অনুচ্ছেদ :	যে বলে জুনুবী ওধু করবে	১৯১
	গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য পানাহার ও ঘুমানের পূর্বে ওধু করা উত্তম	১৯১
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৯১
	হযরত আশ্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর জীবনী	১৯২
অনুচ্ছেদ :	যে জুনুবী গোসল দেরিতে করে	১৯৩
	সহবাসের পর ওধু সংক্রান্ত মত বিরোধ	১৯৩
	উপরোক্ত ও আলী রা.-এর পরবর্তী হাদীসের বিরোধাবসান	১৯৫
	উযু দ্বারা কোন উযু উদ্দেশ্য	১৯৫
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৯৬
অনুচ্ছেদ :	জুনুবী মুসাফাহা করতে পারবে	১৯৬
	হুকুমী অপবিত্রতা দেহে প্রকাশ পায় না	১৯৭
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৯৭
অনুচ্ছেদ :	যে জুনুবী ভুল করে কণ্ঠের ইমামতি করে	১৯৮
	ইমামের নামায ফাসিদ হলে মুজাদীর নামায ফাসিদ হয় কিনা	১৯৯
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	১৯৯
অনুচ্ছেদ :	পুরুষ স্বপ্নে যা দেখে মহিলা যদি তা দেখে	২০১
	মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে গোসল ফরয হয় কিনা	২০২
	রমণীরও বীর্ঘ হয়	২০২
	প্রশ্নকারী কে ছিলেন	২০২
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২০৩
অনুচ্ছেদ :	যে পরিমাণ পানি গোসলে যথেষ্ট	২০৪
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২০৫
অনুচ্ছেদ :	ঋতুবতীর সাথে সহবাস	২০৬
	সদকার হুকুম	২০৭

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ঋতু অবস্থায় বা পায়ুপথে স্ত্রী সহবাস বা ভবিষ্যদ্বক্তাকে বিশ্বাস করলে কাফির হবে কিনা?	২০৭
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২০৮
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২০৮
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২১০
অনুচ্ছেদ :	রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা এবং যে বলে সে ঋতুর দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে	২১০
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২১১
	হযরত উম্মে সালামা রা.-এর জীবনী	২১১
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২১৪
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২১৬
	হযরত আসমা রা.-এর জীবনী	২১৯
	হযরত উম্মে হাবীবা রা.-এর জীবনী	২২০
	ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা.	২২২
অনুচ্ছেদ :	যে বলে ঋতু এলে মহিলা নামায ত্যাগ করবে	২২২
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২২৩
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২২৭
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২২৯
	হযরত হামনা বিনতে জাহ্শ রা.-এর জীবনী	২২৯
অনুচ্ছেদ :	রক্তপ্রদরে আক্রান্ত মহিলা প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল করবে	২৩০
	হায়েয ও ইসতিহাযার অর্থ	২৩১
	নবীজী স.-এর যুগের যে সব মহিলার ইস্তিহাযার কথা হাদীসে এসেছে	২৩১
	মাসিক ও রক্তপ্রদরের মাসায়েল	২৩২
	হায়েযের সর্বনিম্নকাল	২৩২
	মাসিকের সর্বোচ্চকাল	২৩২
	পবিত্রতার সর্বনিম্নকাল	২৩২
	মাসিকের রক্তের রং	২৩৩
	রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলার প্রকারভেদ	২৩৪
	মুভাদিয়ার বিধান	২৩৪
	মু'তাদার বিধান	২৩৪
	হানাফীদের প্রমাণাদি নিম্নরূপ	২৩৬
	মুতাহাযিরার বিধিবিধান	২৩৮
	সংখ্যা বিষয়ক মুতাহাযিরার বিধান	২৩৯
	সময় বিষয়ক মুতাহাযিরার হুকুম	২৩৯

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৩৯
	মাযুরদের হুকুম	২৪২
	প্রতিটি নামাযের জন্য উযুর অর্থ কি	২৪২
অনুচ্ছেদ :	যে বলেছে সে মহিলা দুই নামায একত্রে আদায় করবে এবং উভয়টির জন্য একবার গোসল করবে	২৪৪
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৪৫
	দু' নামায এক গোসলে একত্রে আদায়	২৪৫
	হযরত হামনা রা. যু'তাদা ছিলেন	২৪৬
	এক গোসলে দু'নামায একত্রিকরণ : একটি প্রশ্নোত্তর	২৪৬
অনুচ্ছেদ :	যে বলে রক্তপ্রদরাক্রান্ত মহিলা এক পবিত্রতা থেকে অপর পবিত্রতা পর্যন্ত গোসল করবে	২৪৮
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৪৯
অনুচ্ছেদ :	যে বলে রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা এক জোহর থেকে আর এক জোহর পর্যন্ত গোসল করবে	২৫১
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৫২
অনুচ্ছেদ :	যে বলে সে মহিলা প্রতিটি নামাযের জন্য ওযু করবে	২৫৪
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৫৪
অনুচ্ছেদ :	তায়াম্মুম	২৫৫
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৫৬
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৫৮
	দু'টি বিতর্কিত মাসআলা	২৫৮
	তায়াম্মুমে হাত কতবার মারবে	২৫৯
	হস্তদ্বয় মাসেহের পরিমাণ	২৫৯
অনুচ্ছেদ :	জুনুবী (গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তি) তায়াম্মু'ম করবে	২৬৪
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৬৫
অনুচ্ছেদ :	জুনুবী যখন ঠাণ্ডার আশংকা করবে তখন কি তায়াম্মুম করবে?	২৬৫
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৬৬
অনুচ্ছেদ :	তায়াম্মুমকারী নামাযের ওয়াত্তে নামায আদায়ের পর পানি পেলে	২৬৬
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৬৭
অনুচ্ছেদ :	বীর্য কাপড়ে লাগলে	২৬৮
	বীর্য পবিত্র না অপবিত্র এবং এর পবিত্রতার পদ্ধতি কি?	২৬৮
	হানাফীদের প্রমাণাদি নিম্নরূপ	২৭০
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৭৪

নামায পর্বের সূচনা

অনুচ্ছেদ : নামাযের ওয়াক্ত	২৭৫
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৭৬
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৭৮
অনুচ্ছেদ : যে নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে অথবা তা ভুলে গেছে	২৭৯
ঘুম কখন অপরাধ নয়	২৮০
এ ঘটনা কখন ঘটেছিল ?	২৮০
প্রিয়নবী স.-এর অন্তরতো ঘুমায় না তাহলে তিনি কেন জাগতে পারলেন না?	২৮০
কাষা কখন পড়তে হবে	২৮০
হানাফীদের প্রাধান্যের কারণসমূহ নিম্নরূপ	২৮০
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৮২
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৮৩
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৮৪
অনুচ্ছেদ : শিশুকে কখন নামাযের নির্দেশ দেয়া হবে	২৮৫
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৮৫
৭ বছর হলে নামায শেখানো জরুরী	২৮৬
শিশু কি শরঈ ভাবে নামাযের জন্য আদিষ্ট?	২৮৬
আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা শাফিঈদের প্রমাণ	২৮৭
অনুচ্ছেদ : আযানের সূচনা	২৮৮
আযানের সূচনা কিভাবে হল	২৮৯
প্রথম হিজরীতে আযান শেখানো হয়েছিল	২৮৯
ওলীদের স্বপ্ন প্রমাণ নয়	২৮৯
অনুচ্ছেদ : আযান কিরূপে দেয়া উচিত	২৯০
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৯৩
আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-এর জীবনী	২৯৩
হযরত আবু মাহযুরা রা.-এর জীবনী	২৯৫
অনুচ্ছেদ : ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান দেয়া	২৯৬
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৯৬
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৯৭
অনুচ্ছেদ : নামাযের জন্য ইমাম না এলে বসে বসে তাঁর অপেক্ষা করা	২৯৭
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৯৮
হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা.-এর জীবনী	২৯৮
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	২৯৯

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	নামাযের অপেক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য কি	২৯৯
অনুচ্ছেদ :	জামা'আত বর্জনে কঠোরতা আরোপ	৩০০
	জামআতের হুকুম	৩০০
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩০১
	ইবনে উয়ে মাকতুম রা.-এর জীবনী	৩০১
অনুচ্ছেদ :	নামাযের দিকে দৌড়ে যাওয়া	৩০১
অনুচ্ছেদ :	কে ইমামতির অধিক হকদার	৩০১
	উক্ত মাসআলায় ইমামগণের মতামত	৩০৩
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩০৫
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩০৬
অনুচ্ছেদ :	যে ইমাম বসে বসে নামায পড়ান	৩০৬
	ইমাম বসে নামায পড়লে মুকতাদী কিভাবে পড়বে	৩০৭
	হযরত আনাস রা.-এর হাদীসের ঘটনা কখন ঘটেছে?	৩১০
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩১১
অনুচ্ছেদ :	মুকতাদীকে ইমামের যে অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়	৩১১
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩১২
অনুচ্ছেদ :	মহিলা কয় কাপড়ে নামায পড়বে	৩১২
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩১৩
অনুচ্ছেদ :	যে মহিলা ওড়না ছাড়া নামায পড়ে	৩১৩
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩১৩
অনুচ্ছেদ :	আড়ালের নিকটবর্তী হওয়া	৩১৪
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩১৫
	হযরত আবু যর গিফারী র.-এর জীবনী	৩১৫
অনুচ্ছেদ :	কিসে নামায ভঙ্গ করে	৩১৬
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩১৭
অনুচ্ছেদ :	যে বলে মহিলা নামায ভঙ্গের কারণ হয় না	৩১৭
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩১৮
অনুচ্ছেদ :	যে বলে কোন কিছু নামায ভঙ্গের কারণ হয় না	৩১৮
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩১৯
	কোন কিছু অতিক্রম করলে নামায ভঙ্গ হয় না	৩১৯
	তিনটি জিনিসকে বিশেষিত করার কারণ কি?	৩১৯
অনুচ্ছেদ :	দু' হাত উত্তোলন	৩২০
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩২১
	হযরত ওয়াইল ইবনে হজর রা.-এর জীবনী	৩২১

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	নামাযের সূচনা	৩২২
	আবু হুমাইদ, আমর ও আবু উসাইদ রা.-এর পরিচিতি	৩২৩
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩২৪
	সাহল ইবনে সা'দ রা.-এর জীবনী	৩২৫
	মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা.-এর জীবনী	৩২৫
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩২৬
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩২৭
অনুচ্ছেদ :	৩২৮
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩২৯
অনুচ্ছেদ :	যিনি রুকুয়র সময় হস্তদ্বয় উত্তোলনের কথা উল্লেখ করেননি	৩২৯
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৩০
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৩০
	রুকুতে যাবার ও তা থেকে উঠার সময় হাত উঠানো	৩৩১
	হযরত বারা ইবনে আযির রা. এর হাদীস	৩৩২
	হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়াত	৩৩২
	হযরত আব্বাদ ইবনে যুবাইর রা. এর রেওয়ায়াত	৩৩২
	হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা.-এর হাদীস	৩৩৩
	হাত উত্তোলনের প্রবক্তাদের প্রমাণ	৩৩৩
	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদীস	৩৩৩
	হাত উত্তোলন না করার প্রাধাণ্যের কারণসমূহ	৩৩৩
অনুচ্ছেদ :	যিনি সুবহানাকা দ্বারা (নামায) শুরু করার মত পোষণ করেন	৩৩৪
	তাকবীর ও সূরা ফাতিহার মাঝে দোআ	৩৩৫
	কোন যিকির উত্তম	৩৩৫
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৩৬
	بسم الله কুরআনের অংশ কি না?	৩৩৭
	হানাফীদের প্রমাণাদি	৩৩৮
অনুচ্ছেদ :	(নামায) শুরুকালে নীরবতা অবলম্বন	৩৪০
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৪১
	হযরত সামুরা রা.-এর জীবনী	৩৪১
অনুচ্ছেদ :	যিনি সশব্দে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর কথা উল্লেখ করেননি	৩৪২
	মাযহাবের বিবরণ	৩৪২
	বিভিন্ন মাযহাবের প্রমাণাদি	৩৪৩
	হানাফীদের প্রমাণাদি	৩৪৬
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৪৭

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ : জোহর নামাযের কিরাআত	৩৪৮
কোন নামাযে কোন সূরা মাসনুন	৩৪৯
অনুচ্ছেদ : সশবে কিরাআত না পড়লে সূরা ফাতিহা পড়ার মত যিলা পোষণ করেন	৩৫০
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৫০
ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ	৩৫২
মাযহাব সমূহের বিস্তারিত বিবরণ	৩৫৩
ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠের প্রযুক্তাদের প্রমাণাদি	৩৫৪
হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা.-এর হাদীস	৩৫৪
হযরত আবু হোরাযরা রা.-এর হাদীস	৩৫৫
আবু কিলাবার রেওয়ায়াত	৩৫৫
হানারফীদের প্রমাণাদি	৩৫৬
হানারফীদের প্রমাণ হাদীস	৩৫৬
হযরত আবু মুসা আশআরী ও আবু হোরাযরা রা.-এর হাদীস	৩৫৬
হযরত আবু হোরাযরা রা.-এর হাদীস	৩৫৭
হানারফীদের মাযহাব ও আছারে সাহাবায়ে কিরাম	৩৫৭
নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয না ওয়াজিব?	৩৫৮
অনুচ্ছেদ : ইমাম জোরে কিরাআত না পড়লে যে তার মত পোষণ করে	৩৫৯
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৬০
অনুচ্ছেদ : তাকবীরের পরিপূর্ণতা (কোন কোন স্থানে তাকবীর)	৩৬২
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৬২
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৬৪
অনুচ্ছেদ : রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করার সময় কি পড়বে	৩৬৪
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৬৫
তাসমী' ও তাহমীদ পাঠের দায়িত্ব কার	৩৬৬
হযরত ইবনে আবু আওফা রা.-এর জীবনী	৩৬৬
অনুচ্ছেদ : নামাযে সালামের জবাব দেয়া	৩৬৬
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৬৭
অনুচ্ছেদ : নামাযে ইস্তিত্ব করা	৩৬৭
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৬৮
অনুচ্ছেদ : তাশাহহুদের বৈঠক কিরূপ	৩৬৮
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৬৮
নামাযের বৈঠক সংক্রান্ত মতবিরোধ	৩৬৯
অনুচ্ছেদ : যিনি চতুর্থ রাকআতে তাওয়ারুক্কের উল্লেখ করেছেন	৩৭০
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৭০

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ : সালাম	৩৭১
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৭২
সালাম কয়বার ও কিভাবে দিবে	৩৭৩
ইমাম মালিক র.-এর প্রমাণ	৩৭৩
অনুচ্ছেদ : দু' সিজদাতে তুল হলে	৩৭৪
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৭৬
অনুচ্ছেদ : (যখন দু' অথবা তিন রাক'আতে সন্দেহ করবে তখন) যে বলে সন্দেহ বাদ দিবে	৩৭৭
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৭৮
রাক'আত সংখ্যায় সন্দেহ হলে কি করবে	৩৭৮
অনুচ্ছেদ : যিনি কলান (সামান্য) পূর্ণ করবে তার প্রবল ধারণা অনুপাতে	৩৮০
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৮০
অনুচ্ছেদ : যে বসা অবস্থায় তাশাহুদ পড়তে ভুলে গেছে	৩৮১
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৮১
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৮২
অনুচ্ছেদ : জুমআর নামায় ভরককারীর কাফ্ফারা	৩৮৩
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৮৩
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৮৩
অনুচ্ছেদ : কার উপর জুমআ ওয়াজিব	৩৮৪
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৮৫
অনুচ্ছেদ : ঠাণ্ডা রাতে জামাআতে অনুপস্থিতি	৩৮৫
অনুচ্ছেদ : জুমআর জন্য (বিশেষ) পোশাক পরিধান করা	৩৮৬
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৮৭
অনুচ্ছেদ : ধনুকের উপর ঠেস লাগিয়ে যে খুতবা দেয়	৩৮৭
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৮৮
উম্মে হিশাম রা.-এর পরিচিতি	৩৮৮
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৮৯
অনুচ্ছেদ : উযু ভেঙ্গে গেলে ইমামকে কিভাবে অবহিত করে বাবে	৩৮৯
অনুচ্ছেদ : দু' ঈদের তাকবীর	৩৯০
ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি	৩৯০
হানারফীদের প্রমাণাদি	৩৯১
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৯৩
অনুচ্ছেদ : সালাতুল ইসতিসকা ও তার ব্যাপক শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত	৩৯৩
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৯৩

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৯৪
	সফরের নামায	৩৯৫
অনুচ্ছেদ :	মুসাফিরের নামায	৩৯৫
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৯৫
অনুচ্ছেদ :	দু' নামায একত্রে আদায় করা	৩৯৬
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৯৬
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৯৭
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৯৮
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৩৯৯
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪০০
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪০১
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪০২
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪০২
অনুচ্ছেদ :	কখন মুসাফির (নামায) পূর্ণাঙ্গ আদায় করবে	৪০২
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪০৩
	কসর ওয়াজিব, না জায়েয	৪০৩
	শাফিঈদের প্রমাণাদি	৪০৩
	হানাফীদের প্রমাণাদি	৪০৫
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪০৬
অনুচ্ছেদ :	শত্রুভূমিতে অবস্থানকালে কসর পড়বে	৪০৬
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪০৮
অনুচ্ছেদ :	যে বলে শংকাকালীন সময়ে এক কাতার ইমামের সাথে দাঁড়াবে আর এক কাতার শত্রুদের সম্মুখীন থাকবে। তাদের অভিমত হল, যারা ইমামের নিকটবর্তী থাকবে ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাকআত নামায আদায় করে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন যতক্ষণ না তার সাথে নামায আদায়কারীরা তাদের দ্বিতীয় রাকআত নামায পূর্ণ করবে। এরপর তারা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে যাবে। যারা সে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তারা এসে দাঁড়াবে ইমামের পিছনে। তখন ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাকআত অর্থাৎ, ইমামের দ্বিতীয় রাকআত আদায় করে ততক্ষণ বসবেন যতক্ষণ না পিছনে আগমনকারীরা তাদের দ্বিতীয় রাকআত পূর্ণ করবে। এরপর ইমাম সাহেব উভয় দলকে নিয়ে সালাম ফিরাবেন।	৪০৮
	হযরত সাহল রা.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	৪০৯
	সালাতুল ষাওফ এখনো জায়েয আছে কিনা	৪০৯
	সালাতুল ষাওফ আদায়ের তিনটি পদ্ধতি	৪১০
	হানাফীদের পদ্ধতির প্রাধান্যের কারণ	৪১০

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ :	যে বলে, যারা এক রাক'আত পড়ে এবং দাঁড়িয়ে থাকে তারা নিজেদের এক রাক'আত পূর্ণ করবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে, অতঃপর শত্রুদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের মুকাবিলায় দাঁড়াবে এবং সালামের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে।	৪১১
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪১২
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪১২
অনুচ্ছেদ :	এক দল আলিম বলেন, শংকাকালীন নামায পড়ার সময় সবাইকে এর সাথে তাকবীরে তাহরীমা বলতে হবে। যদিও এক দলের কিবলা তাদের পিছনে পড়ুক না কেন, অতঃপর যারা ইমামের নিকটবর্তী থাকবে, তাদের সাথে ইমাম এক রাক'আত আদায় করবেন। পরে অপর দল এসে নিজেদের এক রাক'আত আদায় করার পর ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে বসে থাকবেন। তখন ইমাম সাহেবের সাথে যারা প্রথম রাক'আত আদায় করেছেন তারা দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করবে। এরপর ইমাম সাহেব তাদের সাথে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করবেন।	৪১৩
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪১৪
অনুচ্ছেদ :	যে বলে প্রতিটি দলের সাথে এক রাক'আত পড়বেন অতঃপর সালাম ফিরাবেন অতঃপর প্রতিটি দল আরেক রাক'আত পড়বে	৪১৫
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪১৬
অনুচ্ছেদ :	এক দল বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে, ইমাম প্রথম দলের সাথে এক রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরাবেন এবং তারা উঠে স্বতন্ত্রভাবে আরেক রাক'আত নামায পড়বে। অতঃপর তারা শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে এবং পরবর্তী দল এসে তাদের স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামের সাথে এক রাক'আত নামায পড়বে।	৪১৬
অনুচ্ছেদ :	যারা বলেন প্রতিটি দলের সাথে এক রাক'আত পড়বেন আবার তারা কাবাও করবে না	৪১৮
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪১৯
অনুচ্ছেদ :	যারা বলেন প্রত্যেক দলের সাথে দু'রাক'আত পড়বেন	৪২০
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪২০
অনুচ্ছেদ :	শত্রুঅবেধীর নামায	৪২১
	তালিব দ্বারা উদ্দেশ্য কি?	৪২২

অধ্যায় : নফল ও সুন্নতের রাক'আত-এর শাখা-প্রশাখা

অনুচ্ছেদ :	নামায ফওত হলে গেলে কখন কাযা করবে	৪২৩
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪২৪
অনুচ্ছেদ :	জোহরের পূর্বে ওপরে চার রাক'আত	৪২৫
	ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪২৫
	জোহরের পূর্বে ৪ রাক'আত সুন্নত	৪২৫
	বিরোধী হাদীসের উত্তর	৪২৬

অনুচ্ছেদ	বিবরণ	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ : সালাতুত তাসবীহ		৪২৭
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি		৪২৮
সালাতুত তাসবীহের বৈধতা		৪২৮
অনুচ্ছেদ : মগরিবের দু'রাক 'আত (সুন্নত) কোথায় পড়া হবে?		৪২৯
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি		৪২৯
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি		৪৩০
অনুচ্ছেদ : রাতের নামায (তাহাজ্জুদ)		৪৩০
অনুচ্ছেদ : যে সকালের পর সিজদার (আয়াত) তিলাওয়াত করে		৪৩১
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি		৪৩২

অধ্যায় : বিতর ও এর শাখা-প্রশাখার বিবরণ

অনুচ্ছেদ : বিতর মুস্তাহাব		৪৩৩
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি		৪৩৪
বিতর নামায ওয়াজিব না সুন্নত		৪৩৪
হানাফীদের প্রমাণাদি		৪৩৪
সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণাদি		৪৩৫
অনুচ্ছেদ : বিতরের কুনুত		৪৩৬
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি		৪৩৭
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি		৪৩৭
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি		৪৪১
কুনুতের অর্থ ও এর বিভিন্ন প্রকার		৪৪১
প্রথম মাসআলা		৪৪২
দ্বিতীয় মাসআলা		৪৪২
কুনুত কি রুকু'র আগে হবে না পরে?		৪৪২
তৃতীয় মাসআলা		৪৪২
তৃতীয় মাসআলা হল, কুনুতের শব্দরাজি কি?		৪৪২
কুনুতে নাখিলা সম্পর্কে আলোচনা		৪৪২
ব্যাপক মুসিবত না হলে		৪৪৩
যৌক্তিক প্রমাণ		৪৪৩
কুনুতে বিতর সংক্রান্ত একটি প্রশ্নোত্তর		৪৪৩
একটি সন্দেহের অবসান ও হানাফীদের ফতওয়া		৪৪৪

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুচ্ছেদ : বিতরের ওয়াক্ত	৪৪৫
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪৪৫
অনুচ্ছেদ : কিরা'আতে কিরূপ তারতীল মুত্তাহাব?	৪৪৬
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি	৪৪৬

এক নজরে

যে ক'জন সাহাবীর জীবনী বা পরিচিতি এ গ্রন্থে এসেছে-

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.	৫০
হযরত আবু আইউব আনসারী রা.	৫৯
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.	৬২
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.	৭৪
হযরত হযাইফা রা.	৭৮
হযরত আবু হোরাযরা রা.	৮২
হযরত খুযাইমা ইবনে সাবিত রা.	৮৭
হযরত হানজালা রা.	৯৩
হযরত আবু বুরদা রা.	৯৫
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.	১০৩
হযরত ইবনে আব্বাস রা.	১০৫
হযরত আবু ওতাঈফ আল-হযালী রা.	১০৮
হযরত ইবনে উমর রা.	১০৯
হযরত ইবনে মুগাফ্ফাল রা.	১২০
হযরত ইবনে মাসউদ রা.	১২৫
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রা.	১২৮
হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রা.	১৩৩
হযরত রুবাযিয় বিনতে মুআওযায রা.	১৩৭
হযরত আবু উমামা বাহিলী রা.	১৪০
হযরত উবাই ইবনে 'উমার রা.	১৪৮
হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা.	১৫০
হযরত সুফিয়ান ইবনে হাকাম আস-সাকাতী কিংবা হাকাম ইবনে সুফিয়ান আস-সাকাতী রা.	১৫২

অনুচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত উকবা ইবনে আমির রা.		১৫৫
হযরত তালক রা.		১৬৫
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.		১৭০
হযরত আলী রা.		১৮১
হযরত মিকদাদ রা.		১৮৩
হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.		১৮৭
হযরত আশ্বার ইবনে ইয়াসির রা.		১৯২
হযরত উম্মে সালামা রা.		২১১
হযরত আসমা রা.		২১৯
হযরত উম্মে হাবীবা রা.		২২০
হযরত ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা.		২২২
হযরত হামনা বিনতে জাহ্‌শ রা.		২২৯
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামেদ রা.		২৯৩
হযরত আবু মাছযুরা রা.		২৯৫
হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা.		২৯৮
হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রা.		৩০২
হযরত আবু যর গিফারী রা.		৩১৫
হযরত ওয়াইল ইবনে হজ্‌র রা.		৩২১
হযরত আবু হুমাইদ রা.		৩২৩
হযরত আমর রা.		৩২৩
হযরত আবু উসাইদ রা.		৩২৩
হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা.		৩২৫
হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা.		৩২৫
হযরত সামুরা রা.		৩৪১
হযরত ইবনে আবু আওফা রা.		৩৬৬
হযরত সাহল রা.		

- ৬৯ السؤال : ترجم الحديث بعد التشكيل سندا ومتنا حقق الخبث الخبائث، اوضح ما قال الامام ابو داود رح - اذكر نبذة من حياة انس بن مالك رض
- السؤال : شكل الحديث ثم ترجمه - ما هو سبب الاستعانة عن الشيطان؟ فى اى وقت يدعوا؟ عند ارادة الدخول؟ او بعد الدخول ايضا؟ بين مذاهب الائمة مدلا موضعا ومجيبا عن استدلال المخالفين - ১০
- السؤال : شكل الحديث ثم ترجم - اذكر اقوال الائمة فى استقبال القبلة بالبول والغائط مدلا ومجيبا عن استدلال المخالفين مرجعا مذهبك مع ايضاح ما قال الامام ابو داود رح وذكر ترجمة ابى ايوب رض ১১
- السؤال : شكل الحديث سندا ومتنا ثم ترجم - وضع ما قال الامام ابو داود رح مفصلا - ১২
- السؤال : شكل الحديث ثم ترجم - حقق الخلاء والخاتم، اذكر حكم كشف عورة احد عند اخر والحديث مع الاخر عند الخلاء - اكتب نبذة من حياة سيدنا ابى سعيد رض - ১৩
- السؤال : شكل الحديث ثم ترجم - اذكر حكم رد السلام حين البول مع دفع التعارض لحديث عائشة رض - ১৪
- السؤال : شكل الحديث ثم ترجم - حقق الخلاء والخاتم - ماذا حكم دخول الخلاء بشئ فيه ذكر الله تعالى كالقلنسوات والتعويذات والخواتيم وغيرها - لم اتخذ النبى ﷺ خاتمه؟ ومم اتخذ خاتمه، من ورق او ذهب؟ اذكر حقيقة خاتم النبى ﷺ وماذا حكم لبس الخاتم فى الشرع؟ وما كان نقش خاتم رسول الله ﷺ وكيف كان؟ اوضح ما قال ابو داود رح وما قال الامام ابو داود ههنا صحيح؟ اذكر اقوال العلماء موضعا - ১৫
- السؤال : شكل الحديث سندا ومتنا. ثم ترجم - هل كان صاحبا القبرين مسلمين؟ اذكر اقوال العلماء بالدليل - حديث الباب يخالف حديث البخارى (حيث جاء فيه بعد وما يعذبان فى كبير قال بلى) فكيف التفصلى عن هذا التعارض؟ ما المناسبة بين عدم الاستنزاه وعذاب القبر؟ اوضح ما قال الامام ابو داود رح - ماهو حكم غرس العسيب على القبر ووضع الریحان عليه - ১৬
- السؤال : شكل الحديث سندا ومتنا ثم ترجم - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - ১৭
- السؤال : شكل الحديث سندا ومتنا ثم ترجم - ما وجه الشبه فى يببول كما تببول المرأة، اوضح مصداق ما فى قوله قطعوا ما اصابه البول منهم - من فاعل قلنا؟ هل هم مسلمون ام كفار؟ ان كان الاول فكيف صدر عنهم انظروا اليه الخ؟ اكتب نبذة من حياة سيدنا عمرو بن عاص رض - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - ১৮

- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - ما الفرق بين حدثنا واخبرنا؟ كيف بال النبي ﷺ في اصل الجدار مع ان البول يوهى الجدار ويضعه؟ كيف رأى ابو موسى رض رسول الله ﷺ يقول وقد روى عن جابر بن عبد الله رض قال ان النبي ﷺ كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد؟ - حديث عائشة رض وحديث حذيفة رض متعارضان في البول قائماً وعدمه، فكيف التفصلي عنه؟ ما هو حكم البول قائماً عند الائمة الكرام؟ اذكر مفصلاً - كيف استعمل النبي ﷺ سباطة قوم المملوكة؟ ماوجه البول قائماً للنبي ﷺ؟ الحديث المذكور مخلوط من حديث حذيفة ومغيرة رض؟ اذكر بالتفصيل - وضع ما قال الامام ابو داود رض مع ذكر نبذة من حياة سيدنا حذيفة رض - ٧٥
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - ماحكم الاستنار عند الخلاء؟ اوضح ما قال الامام ابو داود رح - اذكر نبذة من حياة سيدنا ابي هريرة رض - ٨٠
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - بين مذاهب الائمة في حكم عدد الاحجار عند الاستنجاء مدلاً مرجحاً ومجبياً عن استدلال المخالفين - ما هي الضابطة للاشياء المنهية عنها في الاستنجاء؟ ما معنى الروث والرمة الرجيع والعذرة والركس؟ اذكر نبذة من حياة سيدنا خزيمه بن ثابت رض - ٨٤
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - هل يجب ازالة الرائحة الكريهة للنجاسة؟ بين اقوال العلماء بالدلائل - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - ٨٨
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - ما معنى السواك؟ وما الفائدة فيه؟ بين حكم الشرع للسواك - هل هو سنة للصلاة او للوضوء؟ اجب متفكراً مدلاً بعد ذكر المذاهب - هل تتأدى سنة الواك بالفرشاة - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - اذكر نبذة من حياة سيدنا حنظلة رض - ٨٩
- السؤال : حقق لفظ السواك، كيف يستاك في الاسنان واللسان طولاً او عرضاً؟ اذكر الطريقة المستنونة بالدلائل، اكتب نبذة من حياة سيدنا ابي بردة رض - ٩٤
- السؤال : ترجم الحديث بعد التشكيل - ما معنى الفطرة؟ حقق الامور الفطرية - ماهي احكام الامور الفطرية في الحديث النبوي؟ الروايات متعارضة في عدد الامور الفطرية فما التوفيق؟ اوضح ما قال الامام ابو داود رح - اكتب نبذة من حياة ام المؤمنين السيدة عائشة الصديقة رض - ٩٦
- السؤال : زين الحديث الشريف بالحركات والسكنات سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - ١٠٢
- السؤال : زين الحديث الشريف بالحركات والسكنات سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - ١٠٤
- السؤال : ترجم الحديث ثم زينه بالحركات والسكنات - هل يجب الوضوء لكل صلاة؟ اذكر حكم الشرع بالبرهان - اوضح ما قال الامام ابو داود رح، اذكر نبذة من حياة سيدنا ابي غطفان الهذلي رض - ١٠٦

- السؤال : زين الحديث الشريف بالحركات والسكنات سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال
 ١٠٨ الامام ابو داود رح -
- السؤال : زين الحديث الشريف بالحركات والسكنات سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال
 ١٠٩ الامام ابو داود رح -
- السؤال : زين الحديث الشريف بالحركات والسكنات سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال
 ١١٠ الامام ابو داود رح -
- السؤال : زين الحديث الشريف بالحركات والسكنات سنداً ومتناً ثم ترجم - اين يقع بير
 ١١٣ بضاعة وما معنى الحيض والنتن؟ اوضح ما قال الامام ابو داود رح -
- السؤال : شكل الحديث الشريف سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال الامام ابو داود رح -
 ١١٤ السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - حقق الولوغ - ما الاختلاف في سور الكلب؟ وما
 طريق التطهير؟ اذكر مع الدلائل والجواب عن استدلال المخالفين - ما الحكمة في
 ١١٦ التتريب؟ اوضح ما قال الامام ابو داود رح -
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - اذكر نبذة من
 ١٢٠ حياة سيدنا عبد الله بن المغفل رض -
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - هل يجوز الوضوء بالنبیة؟ ما الاختلاف في هذه
 المسئلة؟ وما قال الامام ابو حنيفة رح؟ اذكر بالدلائل النقلية والعقلية - اذكر نبذة
 ١٢٢ من حياة سيدنا ابن مسعود رض -
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - ما حكم اداء الصلوة مع الحقن؟ بين المذاهب مع
 ١٢٦ الدلائل - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - اذكر نبذة من احوال سيدنا عند الله بن ارقم رض -
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال الامام ابو داود رح مع ذكر ترجمة
 ١٣٣ سيدنا عثمان بن عفان رض -
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال الامام ابو داود رح -
 ١٣٥ السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - الحديث معارض لحديث اخر في كيفية
 المسح ومخالف للجمهور فكيف دفع التعارض؟ اوضح ما قال الامام ابو داود رح -
- ١٣٧ اذكر التعارف للربيع بنت معوذ رض -
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - حقق لفظ ايش اوضح ما قال الامام ابو داود رح -
 ١٣٨ السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - اذكر نبذة من
 ١٣٩ ترجمة سيدنا ابى امامة الباهلى رض -
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - ما حكم المسح على الخفين؟ اذكر بالدلائل مع
 ١٤١ ذكر انواعه واحكامها - اوضح ما قال الامام ابو داود -
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - ما الاختلاف في التوقيت في المسح؟ اذكر مع
 ١٤٤ الدلائل والجواب عن المخالفين اوضح ما قال الامام ابو داود رح -

- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال الامام ابو داود - اذكر نبذة من حياة سيدنا ابي بن عمارة رض - ١٤٧
- السؤال : ترجم الحديث بعد التشكيل سنداً ومتناً - اذكر كيفية المسح على الخفين مع بيان المذاهب والاستدلالات والجواب عن المخالفين - اوضح ما قال الامام ابو داود - اذكر نبذة من حياة سيدنا المغيرة بن شعبه رض - ١٤٨
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - ما معنى الانتضاح؟ وما حكمته؟ اوضح ما قال الامام ابو داود رح اذكر نبذة من حياة سيدنا سفيان بن حكم الثقفي - ١٥١
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - كم نوعاً من الدعاء والذكر ثبت بالحديث النبوي الشريف بعد الوضوء؟ اكتب مدلولاً - اوضح ما قال الامام ابو داود رح اذكر نبذة من حياة سيدنا عتبة من عامر رض - ١٥٣
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال الامام ابو داود رح ايضاها تاماً - ١٥٦
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - ١٥٧
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - من المراد بعروة في سند الحديث الآتي؟ وما قال الامام ابو داود ههنا اوضح بالدلائل - بين مذاهب الأئمة في الوضوء من مس المرأة مع الدلائل اذكر نبذة من حياة طلق بن علي رض - ١٥٨
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - اذكر نبذة من حياة سيدنا طلق رض - ١٦٢
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - وضع السند وما قال الامام ابو داود رح - ما المراد بترجمة الباب؟ وما مناسبة الحديث بها؟ ١٦٦
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - ما المراد بـ "هذا اخر الامرين؟" وما المقصود بقول ابو داود؟ اذكر مذاهب الأئمة في الوضوء مما مست النار مدلولاً ومرجعاً - اذكر نبذة من حياة سيدنا جابر بن عبد الله رض - ١٦٨
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - وضع السند وما قال الامام ابو داود رح - ١٧١
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجم - هل النوم ناقض للوضوء؟ بين مذاهب الأئمة مع الدلائل ودفع التعارض بين الاحاديث - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - ١٧١
- السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - شرح ما قال الامام ابو داود رح - ١٧٧
- السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التشكيل - عرف المنى والمذى والودى - من سأل النبي ﷺ عن المذى؟ بين دفع التعارض بين الاحاديث فيه - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - اذكر نبذة من حياة سيدنا علي رض او مقدار رض - ١٧٨
- السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - اذكر نبذة من حياة سيدنا مقدار رض - ١٨٢

- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . هل يجب الغسل بمجاوزة الختان الختان؟ اذكر الاختلاف مع الدلائل والجوابات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح. اذكر نبذة من حياة سيدنا ابي بن كعب رض. ١٨٤
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات هل يجب الغسل بين الجماعين ؟ اذكر الحكم بالدليل . كيف خالف النبى ﷺ التقسيم الواقع فى الازواج؟ اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح. ١٨٧
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح. ١٨٩
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح. اذكر نبذة من حياة سيدنا عمار بن ياسر رض. ١٩١
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . ما هو حكم الوضوء بعد الجماع؟ ما الاختلاف فيه بين الائمة الكرام؟ بين مع الدلائل والجواب عن استدلال المخالفين مع دفع التعارض بين الحديثين الشريفين . اى الوضوء اريد ههنا؟ اجب ببرهان واضح . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح. ١٩٣
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل ما هو حكم اعضاء الجنب والحائض والنفساء وعرقهم وسورهم؟ وما هو حكم الماء الذى غسل به الميت؟ اذكر المذاهب بالدلائل وايضاح ما قال الامام ابو داود ر.ح. ١٩٧
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات هل تفسد صلوة المؤتم بفساد صلوة الامام؟ اكتب المذاهب بالدلائل مع الجواب عن استدلال المخالفين وايضاح ما قال الامام ابو داود ر.ح. ١٩٨
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . هل يجب الغسل على المرأة التى ترى مثل ما يرى الرجل؟ اذكر موضعا . هل يكون المنى للمرأة ايضا؟ من كانت سائلة عند النبى ﷺ بين حكم الاغتسال عند ما ترى مثل ما يرى الرجل؟ وما هو التطبيق بين الاحاديث المتعارضة؟ ما هى اراء الاطباء القديمة والحديثة؟ وما هو التطبيق ؟ اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح. ٢٠١
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح. ٢٠٤
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . حديث الباب موزول او على الحقيقة؟ ان كان الاول فما التاويل؟ حكم التصديق على الوجوب او على الاستحباب؟ وما هو حكم اتيان المرأة بالدبر؟ هل يكفر بالمجامعة بالحائض واتيان المرأة بالدبر واتيان الكاهن وتصديقه؟ وضع على ضوء الدلائل . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح. ٢٠٦
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح. اذكر نبذة من حياة السيدة ام سلمة رض. ٢٠٨

- السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال
الامام ابو داود رح ۲۰۹
- السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال
الامام ابو داود رح . اذكر نبذة من حياة السيدة ام سلمة رض ۲۱۰
- السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التشكيل . اوضح ما قال الامام ابو داود رح ۲۱۴
- السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اكتب نبذة من حياة
السيدة ام حبيبة رضا او اسماء رض و فاطمة بنت ابي حبيش رض . اوضح ما قال الامام
ابو داود رح ۲۱۵
- السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . في ترجمة الباب
تكرار عبث فما التفصلي عنه؟ (الجواب مضمي تحت ترجمة الباب) شرح ما قال
الامام ابو داود رح ۲۲۳
- السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التشكيل . شرح ما قال الامام ابو داود رح
موضعا ۲۲۶
- السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال
الامام ابو داود رح . من حمنة بنت جعش رضا؟ اذكر نبذة من حياتها ۲۲۸
- السؤال : ترجم الحديث بعد التشكيل . حقق لفظ الحيض والاستحاضة . كم مستحاضة في
عهد النبي ﷺ جاءت اسماءها في الرواية؟ ما هو اقل مدة الحيض وأكثرها؟ ما هو اقل
مدة الطهر؟ ما هي ألوان الحيض؟ كم قسما للمستحاضة؟ بين اقسام كل قسم
بذكر المذاهب مع الدلائل . ما حكم المعذورين؟ وما معنى تنوضاً لكل صلوة؟
اوضح ما قال الامام ابو داود ۲۳۱
- السؤال : ما معنى سامرك بامرین وهو اعجب الامرین الى؟ من ای قسم من المستحاضة كانت
حمنة رضا؟ فی صورة الجمع بین الظهر والعصر بفصل ينتقض الوضوء عند
الحنفية علی اصولهم فما هو التفصلي عنه؟ ۱۴۴
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجمه . اوضح ما قال الامام ابو داود رح ۲۴۸
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجمه . اوضح ما قال الامام ابو داود رح ۲۵۲
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجمه . اوضح ما قال الامام ابو داود رح ۲۵۴
- السؤال : شكل الحديث سنداً ومتناً ثم ترجمه . اوضح ما قال الامام ابو داود رح ۲۵۵
- السؤال : كم ضربة في التيمم؟ الى اين يكون مسح اليدين؟ (ما هو المقدار الممسوح) بين
مع الدلائل والجواب عن استدلال المخالفين . اوضح ما قال الامام ابو داود رح ۲۵۸
- السؤال : ترجم الحديث بعد التشكيل سنداً ومتناً . اوضح ما قال الامام ابو داود رح ۲۶۴
- السؤال : ترجم الحديث بعد التشكيل سنداً ومتناً . اوضح ما قال ابو داود رح ۲۶۶

پृষ্ঠا	अध्याय सृष्टिपत्र
२६७	السؤال : ترجم الحديث بعد التشكيل سنداً ومتناً . اوضح ما قال ابو داود رح .
२६۸	السؤال : ترجم الحديث بعد التشكيل سنداً ومتناً . المنى طاهر ام نجس؟ بين مذاهب الائمة مع الجواب عن استدلال المخالفين . اوضح ما قال ابو داود رح .
२۷۶	السؤال : زين العبارة بالحركات والسكنات ثم ترجم . اوضح ما قال الامام ابو داود رح .
२۷۸	السؤال : زين العبارة بالحركات والسكنات ثم ترجم . اوضح ما قال الامام ابو داود رح .
۲۸۹	السؤال : زين العبارة بالحركات والسكنات ثم ترجم . فى اى وقت لا يكون فى النوم تفريط؟ متى وقعت هذه الواقعة؟ كيف لم يستيقظ النبى ﷺ مع انه لا ينام قلبه؟ ما الاختلاف بين الائمة فى حكم من سها او نام عن الصلوة فذكر او استيقظ فى هذه الاوقات؟ بين مذاهب الائمة مع الدلائل والجواب عن استدلال المخالفين وترجيح الراجح . اوضح ما قال الامام ابو داود رح .
۲۸۳	السؤال : ترجم الحديث سنداً ومتناً بعد التشكيل . اوضح ما قال الامام ابو داود رح .
۲۸۴	السؤال : ترجم الحديث سنداً ومتناً بعد التشكيل . اوضح ما قال الامام ابو داود رح .
۲۸۵	السؤال : ترجم الحديث سنداً ومتناً بعد التشكيل . متى يعلم الغلام الصلوة؟ هل هو مكلف حينما يكون عمره سبع سنين ؟ شرح بالدلائل الواضحه، اوضح ما قال الامام ابو داود رح .
۲۸۸	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف ثم زينه بالحركات والسكنات . كيف كان بدء الاذان؟ فى اى سنة كان تعليم الاذان ؟ رؤيا الاولياء حجة؟ ما يفهم من الحديث؟ وما جوابك؟ اجب مع دفع التعارض بين الاحاديث فى هذه . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
۲۹۱	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . شرح قوله فانه اندى صوتاً منك، من رأى الاذان اولاً . ادفع التعارض بين الاحاديث فى هذه الرؤيا . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
۲۹۴	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
۲۹۶	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
۲۹۷	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
۲۹۸	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . ما معنى انتظار الصلوة؟ شرح ما قال الامام ابو داود رح اذكر نبذة من حياة سيدنا جابر بن سمرة رض .
۲۹۹	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
۳۰۰	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . ما حكم الجماعة للصلوة؟ اذكر المذاهب مع الادلة والجواب عن استدلال المخالفين . شرح ما قال الامام ابو داود رح اذكر نبذة من حياة سيدنا بن ام مكتوم رض .

पृष्ठा	अक्षर सूचिका
३.२	السؤال : زين الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
३.३	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات من هو احق بالامامة . الاقرأ او الاعلم؟ بين مذاهب الائمة مبرهنا مرجحا مع الجواب عن استدلال المخالفين . شرح قوله عليه السلام فان كانوا فى السنة سواء فاقدمهم هجرة ولا يوم الرجل فى سلطانه ولا يجلس على تكرمته فى بيته الا باذنه . اوضح ما قال الامام ابو داود رح .
३.५	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . هل يجوز اقتداء القائم بالقاعد؟ ما الاختلاف فيه بين الائمة الكرام؟ بين مبرهنا مع ترجيح الراجع . متى وقعت واقعة حديث انس بن مالك رض؟ شرح ما قال الامام ابو داود رح .
३.६	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
३.११	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل ثم شرح ما قال الامام ابو داود رح .
३.१२	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
३.१३	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
३.१४	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
३.१५	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
३.१६	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
३.१७	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . شرح ما قال الامام ابو داود رح .
३.१८	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . هل يقطع الصلوة شئ من الكلب الاسود والمرأة والحمار؟ ما الاختلاف فيه بين الائمة الكرام؟ اذكر مبرهنا مرجحا مع الجواب عن استدلال المخالفين . ما وجه تخصيص الاشياء الثلاثة فى الحديث النبوى؟ شرح ما قال الامام ابو داود رح .
३.२०	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . شرح ما قال الامام ابو داود رح . اذكر نبذة من حياة سيدنا واثل بن حجر رض .
३.२२	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل ، ثم شرح ما قال الامام ابو داود رح اذكر نبذة من حياة سيدنا ابى حميد وعمر بن الخطاب رض او سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رض .

- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - شرح ما قال الامام ابو داود رح . اذكر نبذة من حياة سيدنا سهل بن سعد او محمد بن مسلمة رض - ٣٢٤
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل - اوضح ما قال الامام ابو داود رح ٣٢٦
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - اوضح ما قال الامام ابو داود رح ٣٢٧
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - اوضح ما قال الامام ابو داود رح ٣٢٨
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل - ما الاختلاف فى رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه بين الائمة الكرام؟ اذكر مع الدلائل والجواب عن استدلال المخالفين - اوضح ما قال الامام ابو داود رح ٣٢٩
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - اوضح ما قال الامام ابو داود رح ٣٣٠
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - هل بين التكبير والفتحة ذكر مسنون؟ واى الذكر اولى؟ ما الاختلاف فيه بين الائمة العظام؟ اكتب بالدلائل - اوضح ما قال الامام ابو داود رح ٣٣٥
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - وضع قوله حفظت سكتتين فى الصلوة سكتة الخ - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - اذكر نبذة من حياة سيدنا سمرة بن جندب رض - ٣٤٠
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - هل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا او جهرا؟ ما الاختلاف فيه بين الائمة الكرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم جزء من القرآن؟ اذكر مع الادلة الواضحة والجواب عن استدلال المخالفين - اوضح ما قال الامام ابو داود رح ٣٤٢
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - اذكر القراءة المسنونة فى الصلوات الخمسة - اوضح ما قال الامام ابو داود رح ٣٤٩
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - اوضح ما قال الامام ابو داود رح ٣٥٠
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف ثم زينه بالحركات والسكنات - ما الاختلاف فى قراءة الفتحة خلف الامام بين الائمة الكرام؟ اكتب بالدلائل الواضحة والجواب عن استدلال المخالفين - اوضح ما قال الامام ابو داود رح ٣٥١
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - اوضح ما قال الامام ابو داود رح ٣٦٠

पृष्ठा	अक्षर मूल्यांकन
३६२	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . شرح ما قال الامام ابو داود رحه .
३६६	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحه .
३६६	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف ثم زينته بالحركات والسكنات . على من ذمة قراءة التسميع والتحميد؟ ما الاختلاف فيه بين الائمة الكرام؟ وما هي الدلائل؟ اوضح ما قال الامام ابو داود رحه . اذكر نبذة من حياة سيدنا عبد الله بن ابي اوفى رضه .
३६६	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف ثم زينته بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحه .
३६६	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحه .
३६८	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التشكيل . ما الاختلاف في كيفية الجلوس في التشهد؟ بين مذاهب الائمة فيه مع الادلة الواضحة والجواب عن استدلال المخالفين . اوضح ما قال الامام ابو داود رحه .
३७٠	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحه .
३७١	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف ثم زينته بالحركات والسكنات . كم مرة يسلم في الصلوة وكيف؟ وما الاختلاف فيه بين الائمة الكرام؟ بين مع الادلة والجواب عن استدلال المخالفين . اوضح ما قال الامام ابو داود رحه .
३७٤	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحه .
३७٥	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التشكيل ، اوضح ما قال الامام ابو داود رحه .
३७٨	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . ما يصنع المصلی ان شك في عدد الركعات؟ وما الاختلاف فيه بين الائمة بينوا مع الادلة . اوضح ما قال الامام ابو داود رحه .
३٨٠	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحه .
३٨١	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحه .

पृष्ठा	अक्षर सूचिका
३८६	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३८३	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३८३	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३८६	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३८॥	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३८॥	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३८६	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३८७	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . ام هشام صحابية؟ اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३८८	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३८९	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३९०	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف ثم زينته بالحركات والسكنات . كم تكبيرا فى صلوٰۃ العيدين؟ ما الاختلاف فيه بين العلماء الكرام؟ بين بالادلة الواضحة والجواب عن استدلال المخالفين . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३९३	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३९६	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३९॥	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३९६	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३९७	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.
३९८	السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل . اوضح ما قال الامام ابو داود ر.ح.

पृष्ठा	अध्याय सूचिका
३९९	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
४००	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
४००	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
४०१	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التشكيل . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
४०१	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . القصر واجب او جائز؟ بين مذهب الائمة مع الدلائل والجواب عن استدلال المخالفين . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
४०२	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
४०७	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
४०७	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
४०८	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف ثم زينته بالحركات والسكنات . هل تجوز صلوۃ الخوف في زماننا؟ كم صورة لها؟ وما هي؟ اذكر صورة راجعة عند الحنفية مع الدلائل ووجه الترجيح . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ . اذكر نبذة من حياة سيدنا سهل بن ابي حنيفة رضـ .
४११	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
४१२	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
४१४	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
४१٥	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
४١٦	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
٤١٩	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف ثم زينته بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .
٤٢٠	السؤال : ترجم الحديث النبوي الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات . اوضح ما قال الامام ابو داود رحـ .

- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل - كيف يصلى طالب العدو؟ اذكر
موضعا - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - ٤٢٢
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التشكيل - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - ٤٢٣
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - كم ركعة تسن قبل الظهر؟ ما الاختلاف فيه بين الائمة العظام؟ اكتب مدلا مرجحا مجيبا عن
استدلال المخالفين - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - ٤٢٥
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف ثم زين بالحركات والسكنات - هل تجوز صلوة التسبيح؟ اذكر اقوال العلماء مبرهنا وموضعا كيفيتها - اوضح ما قال ابو داود رح - ٤٢٨
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - ٤٢٩
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - اوضح ما قال ابو داود رح - ٤٣٠
- السؤال : شكل الحديث سندا ومتنا ثم ترجم - شرح ما قال الامام ابو داود رح - ٤٣١
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - اوضح ما قال الامام ابو داود رح - ٤٣٢
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - شرح ما قال الامام ابو داود رح - ٤٣٣
- السؤال : شكل الحديث سندا ومتنا ثم ترجم - الوتر سنة او واجب؟ بين مدلا مرجحا مع الجواب عن استدلال المخالفين - اوضح ما قال ابو داود رح - ٤٣٤
- السؤال : شكل الحديث سندا ومتنا ثم ترجم - شرح ما قال الامام ابو داود رح - ٤٣٦
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - شرح ما قال الامام ابو داود رح - ٤٣٨
- السؤال : ترجم العبارة بعد التشكيل - ما معنى القنوت؟ وكما قسما له؟ والقنوت فى الوتر مشروع ام لا؟ القنوت قبل الركوع او بعده؟ ما هى الفاظ القنوت؟ اوضح مسائل القنوت النازلة، فى اية صلوة تكون؟ وفى اى وقت؟ اوضح مبرهنا - ٤٤١
- السؤال : شكل الحديث سندا ومتنا ثم ترجم - شرح ما قال الامام ابو داود رح - ٤٤٥
- السؤال : ترجم الحديث النبوى الشريف بعد التزيين بالحركات والسكنات - شرح ما قال الامام ابو داود رح - ٤٤٦



كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতা পর্ব

بَابُ : مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

অনুচ্ছেদ : টয়লেটে প্রবেশের সময় কি দোয়া পড়বে?

۱. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (بْنِ صُهَيْبٍ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ سَدًّا وَمَتْنًا ، حَقِّقِ الْخُبْثَ وَالْخَبَائِثَ ، أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح . أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةٍ سَيِّدِنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১১। মুসাদ্দাদ..... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন টয়লেটে তথা পায়খানায় যেতেন, হাম্মাদের বর্ণনামতে, তিনি বলতেন- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ -হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি শয়তানদের থেকে ও যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে। আর আবদুল ওয়ারিসের বর্ণনামতে বলতেন- أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ -আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি নর-নারী শয়তানদের থেকে।

الْخُبْثُ وَالْخَبَائِثُ-এর তাহকীক

الْخُبْثُ : শব্দটির ব-এর উপর পেশ এবং জযম উভয়টিই হতে পারে। পেশ হলে, এটি হবে خَبِيثٌ এর বহুবচন। জযম হলে তাতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে- হয়তো এটিকে مُفْرَد বলা হবে। এর অর্থ হল অনিষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয়। অথবা বলা হবে এটি বহুবচন। সহজ করার জন্য ব কে জযম দেয়া হয়েছে। আবার মূলনীতি আছে যে, প্রতিটি দু' পেশ বিশিষ্ট শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে সহজের জন্য সাকিন করা যায়।

وَالْخَبَائِثُ وَ الْغَيْبُ : দ্বারা উদ্দেশ্য :

১. প্রথমটি দ্বারা উদ্দেশ্য নর শয়তান, দ্বিতীয়টি দ্বারা উদ্দেশ্য নারী শয়তান।
২. প্রথমটি দ্বারা উদ্দেশ্য অনিষ্টসমূহ আর দ্বিতীয়টি দ্বারা উদ্দেশ্য গুনাহসমূহ।
৩. প্রথমটি দ্বারা উদ্দেশ্য শয়তানসমূহ, দ্বিতীয়টি দ্বারা উদ্দেশ্য অপবিত্রতাসমূহ।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ عَنْ حَمَّادِ اللَّهِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ، وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْغَيْبِ وَالْخَبَائِثِ .

দু'টি দৃষ্টি -এর ফায়েরের যমীর (সর্বনাম) মুসাদ্দাদের দিকে ফিরেছে। এ হাদীসটিকে মুসাদ্দাদ স্বীয় দুই উস্তাদ- হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও আবদুল ওয়ারিস থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য স্বীয় উস্তাদ মুসাদ্দাদের দুই উস্তাদের শব্দরাজিতে যে পার্থক্য রয়েছে তার বিবরণ দান। মুসাদ্দাদ হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম إِنِّي أَعُوذُ بِكَ বলেছেন, আর দ্বিতীয় উস্তাদ আবদুল ওয়ারিস রেওয়াযাত করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- أَعُوذُ بِاللَّهِ বলেছেন। এতে اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ শব্দ নেই।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম আনাস। উপনাম আবু হামযা। পিতার নাম মালেক ইবনে নযর। মাতার নাম উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান। তাঁকে خَدْمُ النَّبِيِّ উপাধি দেয়া হয়েছে। তিনি খায়রাজ বংশোদ্ভূত লোক ছিলেন।

খ্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেবায় : একবার আনাস রা.-কে নিয়ে তাঁর আশা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে আনাস রা.-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতের জন্য পেশ করেন এবং তাঁকে দোয়ার আবেদন করেন। তিনি তার জন্য হযাযাত, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্তাতির দোয়া করেন। আশ্চর্য্য তা কবুল করেন। আশ্চর্য্য নবী তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন-لَلَّهِمَّ أَكْثَرَ مَا لَهُ وَلَوْلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তার সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করে দাও এবং তাকে যা দান করেছ, তাতে বরকত দাও।

হযরত আনাস রা. ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও সহনশীল ব্যক্তিত্ব।

একটানা আনাস রা. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে দশ বছর কাটান। এ দীর্ঘ সময়ের সংস্পর্শে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচরণের একটি বর্ণনা তিনি এভাবে দিয়েছেন-

خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَنْفٌ وَلَا لِمَا صَنَعْتُ وَلَا لِمَا لَأَصْنَعْتُ .

আমি দশ বছর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছি। এ সময় তিনি আমাকে কষ্টদায়ক কোন কথা বলেননি এবং এ কথাও বলেননি যে, তুমি এ কাজ কেন করেছ? কিংবা ঐ কাজ কেন কবনি?

হাদীস বিবরণ : হযরত আনাস রা. হাদীস বিবরণে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা ২২৮৬টি। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম র. সম্মিলিতভাবে ১৬৮টি এবং ইমাম বুখারী র. এককভাবে ৮৩টি এবং ইমাম মুসলিম র. এককভাবে ৯১টি স্ব- স্ব কিতাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সারা জীবন হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। বসরার মসজিদে তাঁর দরসে হাদীস চলত অব্যাহত গতিতে।

ইসলামী আইন শিক্ষাদান : রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে থেকে হযরত আনাস রা.-এর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক কথা শোনার এবং জানার সুযোগ হয়েছে। ফলে তিনি ইলমে ফিকহের

অসীম জ্ঞানার্জন করেন। এর ডিঙিতে হযরত উমর রা.-এর খিলাফতের সময় তাঁকে বসরা নগরীতে ইলমে ফিক্হ শিক্ষা দানের জন্য পাঠানো হয়।

গভর্ণর ও শিক্ষকরূপে : তিনি হযরত আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে বাহরাইনের গভর্ণর পদে এবং হযরত উমর রা.-এর খেলাফতকালে বসরার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ওফাত : তিনি ১০৩ (একশত তিন) বছর বয়স লাভ করেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এর শাসনামলে ৯১ হিজরীতে, আবার কোন কোন বর্ণনা মতে ৯৩ হিজরীতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সর্বশেষ বসরা নগরীতে ইনতিকাল করেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. তাঁকে গোসল দেন এবং বসরা থেকে এক ক্রোশ দূরে স্বীয় বাসস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। -বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ইসাবা : ১/৭১-৭২; উসদুল গাবাহ : ১/২৯৪ ইত্যাদি।

۲. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّدُوسِيِّ قَالَ أَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ بِهِذَا الْحَدِيثِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ مَرَّةً أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقَالَ وَهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ .

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثُ ثُمَّ تَرَجَّمَهُ . مَا هُوَ سَبَبُ الْإِسْتِعَاذَةِ عَنِ الشَّيْطَانِ؟ فَيَأْتِي وَقِيْتُ يَدْعُو؟ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّخُولِ؟ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ أَيْضًا؟ بَيْنَ مَذَاهِبِ الْإِسْلَامِ مُدَلَّلًا مُوضِحًا وَمُجِيبًا عَنْ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ২। হাসান ইবনে আমর..... আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব র. হযরত আনাস রা. থেকে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ - 'হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি' রয়েছে। শো'বা বলেন, আবদুল আযীয একবার 'أَعُوذُ بِاللَّهِ' (আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি) বলেছেন। আর উহাইব র. আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ -সে যেন আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে' -কথাটি রয়েছে।

শয়তান থেকে আশ্রয় গ্রহণের কারণ

শৌচাগারে প্রবেশ করার সময় শয়তানগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কারণ হল যে, এই ধরনের ময়লা স্থানগুলো শয়তানের কেন্দ্র হয়ে থাকে। এগুলো প্রস্রাব-পায়খানার সময় মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে। কোন কোন রেওয়াযাত দ্বারা বোঝা যায়, সতর খোলার সময় শয়তানগুলো মানুষের অভ্যাকোষ তথা লজ্জাস্থান নিয়ে খেলতে আরম্ভ করে। হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রা.এর মৃত্যু ঘটেছিল এভাবেই। তিনি প্রস্রাব-পায়খানার কাজে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সেখানেই তাঁর লাশ পাওয়া গেছে। তখন একটি রহস্যজনক আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেছে। যেন কেউ কাব্য পাঠ করছে- قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ * رَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نُخْطِ فُرَادَهُ .

দোয়া কোন সময় পড়বে

এই দু'আটি কোন সময়ে পড়া উচিত। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন- যখন শৌচাগারে প্রবেশ করার ইচ্ছে হবে তখন পড়বে। এ ব্যাপারে তাহকীকী উক্তি হল, যদি মানুষ ঘরে থাকে তখন শৌচাগারে প্রবেশ করার পূর্বে,

আর যদি জঙ্গলে বা ময়দানে থাকে তাহলে সতর খোলার পূর্বে দু'আ পড়ে নিবে। অধিকাংশের মত হল, যদি শৌচাগারে প্রবেশ করে ফেলে এবং পূর্বে দু'আ না পড়ে, তাহলে মৌখিক দু'আ পড়বে না; বরং মনে মনে তা স্মরণ করবে।

○ কিন্তু ইমাম মালিক র. বলেন যে, সতর খোলার পূর্বে শৌচাগারে প্রবেশ করার পরেও দু'আ পড়ে নেয়া উচিত। ইমাম মালিক র. এ অধ্যায়ের হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, তাতে **إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ** শব্দ এসেছে। যদ্বারা এদিকেই মন দ্রুত চলে যায় যে, শৌচাগারে প্রবেশ করার পরও দু'আ পড়া যায়।

○ অধিকাংশের মতে **إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ** এটি **إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ** -এর অর্থে ব্যবহৃত। এর প্রমাণ হল, ইমাম বুখারী র. এ হাদীসটি আল-আদাবুল মুফরাদে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন-

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ الْخ.

'আবু নু'মান হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সন্মুখাঃ অলাইহি ওয়াসলাম্ যখন শৌচাগারে প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন, তখন **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ الْخ** দু'আ পড়তেন।' -নায়লুল আত্তার : ১/৭২

○ তাছাড়া মূলনীতি হল, যখন কোন আদিষ্ট বিষয়কে **إِذَا** -এর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হবে, তখন তার তিনটি পদ্ধতি হয়-

১। আদিষ্ট বিষয়টি আদায় করা **إِذَا** -এর প্রবিষ্ট বিষয়ের পূর্বে ওয়াজিব হবে। যেমন- **إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ** -যখন নামাযের জন্য প্রস্তুত হও তখন তোমাদের চেহারা ধৌত কর।'

২। আদিষ্ট বিষয়টি আদায় করা **إِذَا** -এর প্রবিষ্ট বিষয়ের সাথে সাথে ওয়াজিব হবে। যেমন- **إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ** -যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে তখন তা মনোযোগ সহকারে শুন। অথবা যখন তিলাওয়াত কর ধীরে ধীরে ওয়াকফ করে পড়।'

৩। আদিষ্ট বিষয়টির আদায় **إِذَا** -এর প্রবিষ্ট বিষয়ের পরে হবে। যেমন : **إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا** : যখন তোমরা (ইহরাম থেকে) হালাল হয়ে যাও তখন শিকার কর।'

○ ইমাম মালিক র. যদিও এখানে তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করেন; কিন্তু অধিকাংশ আলিম প্রথম অর্থ গ্রহণ করেন। এর প্রাধান্যের কারণ হল- শৌচাগার ময়লা এবং নাপাকীর স্থান। সেখানে যেহেতু বিকির, দু'আ ও আশ্রয় প্রার্থনা আদব পরিপন্থী।

○ ইমাম মালিক র. হযরত আরেশা রা.-এর একটি রেওয়াজকে দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন যে-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانٍ
(أَبُو دَاوُدَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ فِي الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طَهْرٍ : ১/৮)

'রাসূলুল্লাহ সন্মুখাঃ অলাইহি ওয়াসলাম্ সর্বদা আব্রাহাম যিকির করতেন।'

কিন্তু এই প্রমাণটি খুবই দুর্বল। কারণ, যদি এ হাদীসের জাহিরের উপর আমল করা হয়, তাহলে সতর খোলার পরেও দু'আ পড়া জায়েয হওয়া উচিত। অথচ ইমাম মালিক র.ও এর প্রবক্তা নন। এতে বোঝা গেল, এই রেওয়াজটি ঈয বাহিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। অথবা এতে **كُلِّ** শব্দটি **رَأَوْتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ** (আমাকে সবকিছু থেকে দেখা হয়েছে)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং **كُلِّ** শব্দটি অধিকাংশের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিংবা যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য

আন্তরিক যিকির। বস্তুতঃ যিকির শব্দটি মৌখিক যিকিরের পরিবর্তে শুধু স্মরণ করার অর্থেও প্রচুর ব্যবহৃত হয়।
 ذَكَرْتِكَ وَالْخَطِيءُ يَخْطُرُ بَيْنَنَا * وَقَدْ نَهَلْتُ مِنَ الْمُثَقَّفَةِ السَّمَرِ
 একজন বীর কবি বলেছেন-

৩ মোটকথা, টয়লেটে প্রবেশের একটি আদব হল তাতে প্রবেশের ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দোয়া পাঠ করা। যেমন এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এ দোয়া টয়লেটে প্রবেশের পূর্বেই পড়া উচিত। যদিও কোন কোন মালিকী, ইবরাহীম নাখঈ, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. এর মতে টয়লেটে প্রবেশের পরেও দোয়া পড়া যায়।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ শব্দ যদিও বিদ্যমান রয়েছে, যদ্বারা বাহ্যত টয়লেটে প্রবেশের পরেও এই দোয়া পড়া যায় বলে বুঝা যায়, কিন্তু আল-আদাবুল মুফরাদের রেওয়ায়াতে إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ অর্থাৎ, দোয়া পড়ার সময় হল টয়লেটে ঢুকবার পূর্বে। অতএব, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত প্রমানিত হয়ে গেল।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ الْخ : এর পূর্ববর্তী হাদীসে শব্দ ছিল الْخَلَاءُ الْخ : بِهِذَا الْحَدِيثِ -এর ফায়েলের যমীর হয়তো শো'বার দিকে ফিরেছে অথবা, আবদুল আযীযের দিকে এবং এতে এ যমীরটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকেও ফেরার সম্ভাবনা আছে।

أَعُوذُ بِاللَّهِ এতে বুঝা যায়, প্রথম বাক্যের قَالَ এর যমীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে ফেরানোর পরিবর্তে শো'বা অথবা আবদুল আযীযের দিকে ফেরানো বেশি ভাল।

وَقَالَ وَهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلْيَتَعَوَّذْ : গ্রন্থকার প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে যা বলেছেন, এর সারকথা হল, প্রথম হাদীসে আবদুল আযীযের এক শিষ্য হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, দ্বিতীয়জন আবদুল ওয়ারিস। দ্বিতীয় হাদীসে আবদুল আযীযের এক ছাত্র শো'বা অপরজন ওহাইব। এই চার শিষ্যের শব্দরাজিতে বিভিন্নতা রয়েছে। প্রথম হাদীসে আবদুল আযীয থেকে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ أَعُوذُ بِكَ আর দ্বিতীয় ছাত্র আবদুল ওয়ারিস আবদুল আযীয থেকে أَعُوذُ بِاللَّهِ বলেছেন। এতে أَعُوذُ بِكَ নেই।

দ্বিতীয় হাদীসে শো'বা আবদুল আযীয থেকে যে রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, তাতে শো'বা একবার হাম্মাদ ইবনে যায়েদের অনুকূল أَعُوذُ بِكَ বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়বার, আবদুল ওয়ারিসের ন্যায় أَعُوذُ بِاللَّهِ বলেছেন। আবদুল আযীযের চতুর্থ ছাত্র ওহাইবের রেওয়ায়াতের শব্দ অন্য কারো মত নয়। তিনি আবদুল আযীয থেকে أَعُوذُ بِاللَّهِ নির্দেশসূচক শব্দে বর্ণনা করেছেন। বুঝা গেল, ওহাইবের রেওয়ায়াত একটি স্বতন্ত্র হাদীস। এটি প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়াতের মত নয়। এখানে শুধু টয়লেটে প্রবেশ করার সময় আব্দুল্লাহর আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এখানে প্রথম হাদীস দ্বারা সন্দেহ হয়, এতে যে শাব্দিক বিভিন্নতা রয়েছে সেটি হাম্মাদ ও আবদুল ওয়ারিসের মধ্যকার ইখতিলাফ, আবদুল আযীয থেকে নয়, তার দুই বা তিন শিষ্য থেকেও নয়।

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. বলেন, ওহাইবের হাদীস গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি। অন্যান্য হাদীসগ্রন্থেও তার রেওয়ায়াতটি পাওয়া গেল না।

بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ : প্রস্রাব-পায়খানার সময় কিবলামুখী হওয়া মাকরুহ

٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ رَضٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَابُو زَيْدٌ هُوَ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ .

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثُ ثُمَّ تَرَجَّمَ . أَذْكَرُ أَقْوَالِ الْأَيْمَةِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ مُدَلَّلًا وَمُجِيبًا عَنْ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ مُرْجَحًا مَذْهَبَكَ مَعَ إِضْطِحَاقِ مَا قَالَ الْأَمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِ
وَذَكَرَ تَرْجُمَةَ سَيِّدِنَا أَبِي أَيُّوبَ رَضِ
الْجَوَابُ بِاسْمِ اللَّهِ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ৪। মূসা ইবনে ইসমাইল..... হযরত মা'কিল ইবনে আবু মা'কিল আসাদী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম পেশাব অথবা পায়খানা করাকালে দুই কিবলা তথা (কা'বা শরীফ ও বাইতুল মুকাদ্দাসের) দিকে মুখ করে বসতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেছেন- আবু যায়েদ হলেন বনু ছালাবার আয়াদকৃত দাস।

এ বিষয়ে ইমামগণের মতামত

মলমূত্র ত্যাগের সময় কিবলার দিকে মুখ করা বা না করা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের ৯টি মাযহাব রয়েছে। আমরা এখানে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাযহাবের বিবরণ দিলাম।

১. (মল-মূত্র ত্যাগে) কিবলার দিকে মুখ করা এবং পিঠ দেয়া উভয়টি সাধারণভাবে নাজায়েয। চাই খোলা ময়দানে হোক কিংবা আবাদীতে। এ মত হল হযরত আবু হোরায়রা রা., ইবনে মাসউদ রা., আবু আইউব আনসারী রা., সুরাকা ইবনে মালিক রা., মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখঈ, আওযাই, ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মদ, আহমদ ইবনে হাম্বল র. প্রমুখের। হানাফীদের মতে এর উপরই ফতওয়া।

২. কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়া উভয়টি সাধারণভাবেই জায়েয, চাই আবাদীতে হোক কিংবা ময়দানে। এই মাযহাবটি হযরত আয়েশা, উরওয়া ইবনে যুবাইর, ইমাম মালিক র.-এর উস্তাদ রবী'আ আর-রাঈ ও দাউদ জাহিরী র. থেকে বর্ণিত।

৩. ময়দানে কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়া উভয়টি না জায়িয়, আবাদীতে উভয়টি জায়িয়। এ মতটি হল হযরত ইবনে আব্বাস রা., আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা., আমির শা'বী র., ইমাম মালিক র., ইমাম শাফিঈ র., ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ র.-এর। ইমাম আহমদ র.-এর একটি রেওয়ায়াতও অনুরূপ।

৪. কিবলার দিকে মুখ করা উভয় অবস্থাতে নাজায়েয। কিবলার দিকে পিঠ দেয়া উভয় অবস্থাতে জায়েয। এটি ইমাম আহমদ র.-এর একটি রেওয়ায়াত। কোন কোন আহলে জাহির-এর প্রবক্তা এবং ইমাম আবু হানীফা র.-এর একটি রেওয়ায়াতও অনুরূপ।

৫. কিবলার দিকে মুখ করা সর্বাবস্থায় নাজায়িয। আর কিবলার দিকে পিঠ দেয়া আবাদীতে জায়িয, ময়দানে নাজায়িয। এই মতটি হল ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর। ইমাম আ'জম র.-এর একটি রেওয়ায়াতও অনুরূপ।

৬. কা'বার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়ার সাথে সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়াও ব্যাপক আকারে নাজায়িয। এ উক্তিটি হল মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র.-এর। এক রেওয়ায়াত মতে ইবরাহীম নাখঈ র. এরই প্রবক্তা।

৭. কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়া উভয়টির নিষিদ্ধতা মদীনাবাসীর সাথে বিশেষিত। অন্যদের জন্য উভয়টি জায়িয। এটি হল হাফিজ আবু আওয়ানা র.-এর উক্তি।

৮. কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়া সাধারণভাবে মাকরুহে তানযীহী। এটি হল ইমাম আবু হানীফা র. থেকে একটি রেওয়ায়াত। যেটি বর্ণনা করেছেন 'আন নাহরুল ফায়িক শরহে কানযুদ দাকায়িক' গ্রন্থকার। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ র. 'মুসাফফা ও মুসাওয়ায' এবং প্রসিদ্ধ হানাফী আলিম আল্লামা শাওক নীমত র. আছারুসু সুনানে (পৃষ্ঠা ২৩, বাবু আদাবিল খালাতে) এটাই গ্রহণ করেছেন।

এই ইখতিলাফটি মূলতঃ রেওয়ায়াতের বিভিন্নতার উপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার রেওয়ায়াত রয়েছে।

মাসআলার প্রমাণাদি

❶ প্রথম রেওয়ায়াত হযরত আবু আইউব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তাঁর হাদীসটি নিম্নরূপ-

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا - بخاری : ২৬/১, ترمذی

১/১, ابن ماجه : ২৭

এ হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে এ অধ্যায়ের মধ্যে বিশ্বকৃতম। এর দ্বারা হানাফীগণ এবং প্রথম মাযহাবের সমস্ত উলামায়ে কিরাম ব্যাপক নিষিদ্ধতার উপর প্রমাণ পেশ করেন। কারণ, এতে হুকুম ব্যাপক রয়েছে। ময়দান ও আবাদীর কোন পার্থক্য করা হয়নি।

❷ দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রা.-এর। যেটি ইমাম তিরমিযী র. বর্ণনা করেছেন।

"قَالَ رَقِيبٌ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَرَأْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ" (كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخَصَةِ فِي ذَلِكَ)

'হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, একদিন আমি হযরত হাফসা রা.-এর ঘরের ছাদে আরোহণ করলাম। দেখলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাজত পূর্ণ করছেন কা'বার দিকে পিঠ দিয়ে শামের দিকে মুখ করে।'

-নায়লুল আওতা : ১/৬৯, তিরমিযী : ১/৯

এ হাদীসটি দ্বারা দ্বিতীয় মাযহাবপন্থীগণ ব্যাপক আকারে বৈধতার উপর প্রমাণ পেশ করেন, তৃতীয় মাযহাবপন্থীগণ শুধু আবাদীতে বৈধতার উপর, চতুর্থ মাযহাবপন্থীগণ কিবলার দিকে পিঠ করা ব্যাপক আকারে বৈধ হওয়ার উপর, পঞ্চম মাযহাবপন্থীগণ আবাদীতে পিঠ দিয়ে হাজত পূর্ণ করার বৈধতার উপর, অষ্টম মাযহাবপন্থীগণ কিবলার দিকে পিঠ দেয়া মাকরুহে তানযীহী হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেন।

❸ তৃতীয় রেওয়ায়াতটি হচ্ছে হযরত জাবির রা.-এর। তিরমিযী এবং আবু দাউদে আছে-

قَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبُضَ بِعَآمٍ يَسْتَقْبِلُهَا -

'তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাবকালে কা'বার দিকে মুখ করতে নিষেধ করেছেন।

অতঃপর তাঁর ওফাতের এক বছর পূর্বে আমি তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করতে দেখেছি।' -তিরমিযী : ১/৮, আবু দাউদ : ১/৩

এ হাদীসটি দ্বারা দ্বিতীয় মাযহাবপন্থীগণ ব্যাপক আকারে বৈধতার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন এবং তৃতীয় মাযহাবপন্থীগণ শুধু আবাদীতে জাযিয় হওয়ার উপর দলীল পেশ করেছেন।

○ চতুর্থ রেওয়াযাতটি ইবনে মাজায় হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে—

ذَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ أَرَأَيْكُمْ قَدْ فَعَلُوا مَا اسْتَقْبَلُوا بِحَقِّهِ الْقِبْلَةَ - (ابن ماجه) كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك في الكنيف وبابحه دون الصحاري

‘একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এমন একটি সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করা হল, যারা তাদের লজ্জাস্থান কিবলামুখী করতে অপছন্দ করত। তখন তিনি বললেন, আমি দেখছি তারা এরূপ করছে। তোমরা আমার শৌচাগার কিবলামুখী করে দাও।’
-ইবনে মাজাহ : ১/২৭

এ হাদীস দ্বারা হযরত আয়েশা রা. কিবলার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়া ব্যাপক আকারে বৈধ হবার উপর এবং শাফিঈ ও মালিকী মতাবলম্বীগণ শুধু আবাদীতে বৈধতার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন।

○ পঞ্চম রেওয়াযাতটি হল আবু দাউদ শরীফে (كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ) হযরত মা'কিল ইবনে আবু মা'কিল আসাদী রা. থেকে বর্ণিত—

“قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ”

‘তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব-পায়খানা কালে কিবলামুখের দিকে মুখ ফিরাতে নিষেধ করেছেন।’
-আবু দাউদ : ১/৩

এর দ্বারা মুহাম্মদ ইবনে সীরীন এবং এক রেওয়াযাত মতে ইবরাহীম নাখঈ র.-এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করেন যে, কা'বা ছাড়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকেও মুখ করা ও পিঠ দেয়া মাকরুহ।

হানাফীদের প্রাধান্যের কারণসমূহ

হানাফীগণ উপরোক্ত সবগুলো রেওয়াযাত থেকে হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়াযাতটিকে প্রাধান্য দিয়ে এর উপর স্বীয় মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। অবশিষ্ট সবগুলো রেওয়াযাতের ব্যাখ্যা দিয়ে সেগুলোকে এই রেওয়াযাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করেছেন। হযরত আবু আইউব রা.-এর রেওয়াযাতের প্রাধান্যের কারণ নিম্নরূপ—

১. এ হাদীসটি সমস্ত মুহাদ্দিসীনের সর্বসম্মতিক্রমে সনদগত দিক দিয়ে এ অধ্যায়ে বিস্তৃততম এবং এ অধ্যায়ে কোন হাদীস সূত্রগত দিক দিয়ে এর মুকাবিলা করতে পারে না।

২. হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়াযাত একটি মৌলিক আইনের মর্যাদা রাখে। এর মুকাবিলায় অন্যসব রেওয়াযাত শাখাগত ঘটনা। হানাফীদের মূলনীতি হল, তারা বিপরীতধর্মী রেওয়াযাতগুলোর মধ্য হতে সে রেওয়াযাতটি গ্রহণ করেন যাতে মৌলিক আইন বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ স্থানে হানাফীগণ বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীতে তাবীল বা ব্যাখ্যা দেন।

৩. হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়াযাত কওলী বা বাচনিক, আর বিরোধী রেওয়াযাত ফে'লী বা ক্রিয়াবাচক। নিয়ম হল, বিরোধের সময় সর্বসম্মতিক্রমে বাচনিক হাদীসেরই প্রাধান্য হয়।

৪. হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়াযাত হারামকারক। বিরোধী রেওয়াযাতগুলো বৈধকারী। এটিও একটি মূলনীতি যে, পরস্পর বিরোধের সময় বৈধকারীর উপর হারামকারকের প্রাধান্য হয়।

৫. হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়াযাত স্পষ্ট এবং কারণও বিদিত। অন্যান্য রেওয়াযাত অস্পষ্ট, কারণ অবিদিত। কারণ, এগুলোতে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ আসবে।

৬. এটি কুরআনের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, কা'বা শরীফ হল- আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বড় একটি নিদর্শন। এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কুরআনে কারীমের সুস্পষ্ট বিবরণ দ্বারা বুঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَنَاهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

৭. এটি সাহাবায়ে কিরাম, তাবঈঈন এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসীনে কিরামের উক্তি দ্বারা সমর্থনপ্রাপ্ত।

৮. এটি হারাম সাব্যস্তকারী। মূলনীতি হল হারাম সাব্যস্তকারী ও হালাল সাব্যস্তকারী রেওয়াজাতে বিরোধ দেখা দিলে প্রথম রেওয়াজাতটির প্রাধান্য হয়।

৯. এ হুকুমটির সুস্পষ্ট কারণ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অন্যগুলোতে কারণের সুস্পষ্ট বিবরণ নেই।

বিরোধী হাদীসগুলোর উত্তর

এবার অন্যান্য রেওয়াজাতের জবাব পাঠকের খেদমতে পেশ করছি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর রেওয়াজাতটি হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়াজাত অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার হওয়া সত্ত্বেও বিতর্কিত। কিন্তু এর ব্যাখ্যা কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তাছাড়া প্রকাশ থাকে যে, একরূপ ঘটনায় ইবনে উমর রা. ইচ্ছাকৃতভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না; বরং ঘটনাক্রমে হয়তো নজর পড়ে গিয়েছিল। আর এমতাবস্থায় ভ্রান্তির সম্ভাবনা প্রচুর।

৩ প্রথম সম্ভাবনা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে কিবলার দিকে পিঠ দেননি; কিন্তু হযরত ইবন উমর রা.-কে দেখে লজ্জায় তাঁর অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন। এই পরিবর্তনের কারণে কা'বার দিকে পিঠ দেয়া হয়ে গেছে।

৩ দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল, তিনি পুরোপুরিভাবে পিঠ দেননি; বরং কা'বা থেকে সামান্য সরে গিয়েছিলেন। হযরত ইবন উমর রা. দূর থেকে এই সাধারণ সরে যাওয়ার বিষয়টি অনুভব করতে পারেননি। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, এ বিষয়ে কা'বার দিকে মুখ ও পিঠ করার অর্থ নামাযের মধ্যে কা'বার দিকে মুখ ও পিঠ করা থেকে ভিন্ন। ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন যে, নামাযের মধ্যে যদি ৪৫ ডিগ্রী ডান দিকে এবং ৪৫ ডিগ্রী বাম দিকে সরে যায় তবুও নামায হয়ে যায়। এর পরিপন্থী এ বিষয়ে (মল-মূত্র ত্যাগে) হুবহু কিবলাকে সামনে রাখা এবং পিঠ দেয়া উদ্দেশ্য। অতএব, যদি কিবলা থেকে সামান্যও সরে যায় তবুও মাকরুহ খতম হয়ে যাবে। এমনকি ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন, যদি কোন ব্যক্তির চেহারা কা'বার দিকে থাকে এবং লজ্জাস্থান অন্যদিকে ফিরে থাকে তবুও মাকরুহ থাকে না। এবার সম্ভাবনা আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই কা'বার দিক থেকে সরে সাধারণ প্রকারের হয়ে থাকবে। হযরত ইবনে উমর রা. নামাযের মধ্যে কিবলামুখী হবার উপর কিয়াস করে বুঝে নিয়েছেন যে, এখানেও কা'বা শরীফকে সামনে রাখা এবং পিছ দেয়ার অর্থ সেটাই।

৩ তৃতীয় সম্ভাবনা এটাও আছে যে, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য। এর সহায়তা এর দ্বারাও হয় যে, উলামায়ে কিরামের একটি দলের নিকট- যাদের অন্তর্ভুক্ত আব্দালামা শামী র. এবং হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র.ও- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মল-মূত্র পবিত্র। অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রমভূক্ত হওয়া বিচিত্র নয়। অতঃপর চিন্তার বিষয় হল, যদি এই আমল দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য কা'বার দিকে পিঠ দেয়ার অনুমতি দেয়া হত, তাহলে একটি গোপন আমলের মাধ্যমে এর তা'লীম দেয়ার পরিবর্তে স্পষ্ট ভাষায় সমস্ত উম্মতের সামনে এই হুকুম বর্ণনা করতেন। যেমন, আবু আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়াজাতে করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই আমল দ্বারা হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর রেওয়াজাতের পরিপন্থী কোন বিধিবদ্ধ হুকুম দেয়া উদ্দেশ্য নয়।

● এখানে আরেকটি জিনিস লক্ষণীয় যে, হযরত ইবনে উমর রা.-এর রেওয়াজ দ্বারা আবাদী ও ময়দানের কোন পার্থক্য বোঝা যায় না। অতএব, এর দ্বারা শাফিঈ এবং মালিকী মতাবলম্বীদের প্রমাণ অসম্পূর্ণ। তাঁরা এই পার্থক্যের দলীল হিসেবে হযরত ইবনে উমর রা.-এর আমল পেশ করেছেন-

عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَمُورُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْ هَذَا؟ قَالَ بَلَى إِنَّهَا نَهَتْ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفُضَاءِ فَإِذَا كَانَ بِبَيْتِكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ - (أبو داود، كتاب الطهارة باب كراهية استقبال

القبة عند قضاء الحاجة: ৩/১)

‘মারওয়ান আসফার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে উমর রা.-কে দেখেছি, তিনি তার সওয়ারী কিবলামুখী করে বসিয়ে অতঃপর তার দিকে মুখ করে বসে প্রস্রাব করেছেন। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, আবু আব্দুর রহমান! এ থেকে কি নিষেধ করা হয়নি? তখন তিনি বললেন, এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে ময়দানে। যখন তোমার ও কিবলার মাঝে কোন আড়াল থাকবে তখন তাতে কোন অসুবিধা নেই।’

● আমাদের পক্ষ থেকে এ হাদীসের বিতর্ক উত্তর হল, এটি হযরত ইবনে উমর রা.-এর নিজস্ব আমল ও ইজতিহাদ। মারযু‘ হাদীসগুলোতে এই পার্থক্যের কোন ভিত্তি বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া সাহাবীর ইজতিহাদ প্রমাণ নয়। বিশেষতঃ যখন এর বিপরীতে অন্যান্য সাহাবীর আছার বিদ্যমান থাকে। তাছাড়া হযরত ইবনে উমর রা.-এর এই ইজতিহাদ ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রধান মনে হয়। কারণ, যদি কিবলাকে সামনে রাখার নিষিদ্ধতা এ কথার উপর স্থগিত থাকে যে, মল-মূত্র ত্যাগকারী এবং কা’বার মাঝে কোন অন্তরায় না থাকতে হবে, তবে এ ধরনের ইতিক্বাল তথা কা’বা শরীফের দিকে মুখ করা শুধু হেরেম শরীফে বসেই হতে পারে, অন্য কোথাও নয়। কারণ, কোন না কোন বিস্তি বা পাহাড় মাঝখানে অবশ্যই প্রতিবন্ধক হয়। অতএব, এর আবেদন হল, ময়দান ইত্যাদিতেও কা’বার দিকে মুখ করা জাযিয় হবে এবং কা’বার দিকে মুখ করা ও পিঠ দেয়া মাকরুহ হবে না। অথচ এ কথাটি স্বয়ং শাফিঈ মতাবলম্বীদেরও মতের পরিপন্থী।

● দ্বিতীয় হাদীসটি হল, হযরত জাবির রা.-এর। এর জবাবও কেউ কেউ দিয়েছেন যে, এর সনদে দুজন বর্ণনাকারী রয়েছেন সমালোচিত। একজন আবান ইবনে সালিহ, আরেকজন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক। তবে এই জবাব যথেষ্ট হবে না। কারণ, এ দুজন রাবী বিতর্কিত। কেউ কেউ তাদের সদালোচনাও করেছেন।

● অতএব, এর সঠিক উত্তর হল এ হাদীসটি সনদগত দিক দিয়ে হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর হাদীসের সমান শক্তিশালী নয়। অতএব, হযরত আবু আইউব রা.-এর শক্তিশালী হাদীসটিকে এটি রহিত করতে পারে না।

● এবার থেকে যায় হযরত আয়েশা সিন্দীকা রা.-এর হাদীস। এর উত্তর দেয়া হয়েছে যে, এর সনদ ও মূলপাঠ সম্পর্কে কালাম রয়েছে। হাফিজ যাহাবী র, এটাকে সনদগতভাবে বিভিন্ন কারণে মুনকার সাব্যস্ত করেছেন।

● কিন্তু বাস্তবে এই উত্তরটি ঠিক নয়। অবশ্য এটি আবু আইউব রা.-এর সহীহ মুত্তাসিল, মারযু রেওয়াজের মুকাবিলা করতে পারে না। কারণ, এটি হয়তো মুনকাতি অথবা মাওকুফ।

● এবার রয়ে গেছে শুধু হযরত মাকিল ইবনে আবু মাকিলের সে রেওয়াজটির উত্তর যাতে উভয় কিবলার দিকে মুখ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

● সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ থেকে এর উত্তরে বলা হয়েছে, কিবলাতাইন দ্বারা উদ্দেশ্য বদল হিসেবে উভয় কিবলা, একত্রিত আকারে নয়। অর্থাৎ, উভয়টির দিকে মুখ করা ও পিঠ করা একই সময়ে কখনও নাজাযিয় হয়নি। যখন

বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা ছিল তখন তার প্রতি মুখ ও পিঠ করার নিষিদ্ধতা ছিল। যখন কা'বা শরীফ কিবলা হল, তখন তার দিকে মুখ করা নিষিদ্ধ হয়। এটাকে বর্ণনাকারী কিবলাতাইন শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন। এর প্রমাণ হল, কিবলাতাইন শব্দটি দ্বিবাচন এবং একই সময়ে দুটি কিবলা কখনও ছিল না। অতএব, অবশ্যই এখানে কিবলাতাইন দ্বারা একটির স্থলে অপরটির কিবলা হওয়া উদ্দেশ্য হবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي تَعْلَبَةَ : এই উক্তি দ্বারা শুধু এ বর্ণনাকারীর পরিচয় উদ্দেশ্য। হতে পারে আবু যায়েদকে নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য। কারণ, এই আবু যায়েদ ছাড়া আর এক আবু যায়েদ রয়েছেন, যিনি নাবীয়ে তমর সংক্রান্ত হাদীসের রাবী। তিনি হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী র. কালাম (আপত্তি) করেছেন। তাঁকে অজানা রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন—
إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبُو زَيْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَأَنَعْرِفُ لَهُ رِوَايَةً غَيْرَ هَذَا .

সম্ভবত গ্রন্থকার বর্ণনা করতে চান, এ হাদীসে আবু যায়েদ ইমাম তিরমিযী র. কর্তৃক উল্লেখিত বর্ণনাকারী আবু যায়েদ নন, যার সম্পর্কে তিনি কালাম করেছেন। ইনি অজানা নন, বরং পরিচিত। ইনি হলেন, আমর ইবনে হুরাইসের আযাদকৃত দাস। ইবনে আরাবী র. বলেছেন, তার থেকে রাশিদ ইবনে কায়সান ও আবু রাওক হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, তিনি অজ্ঞাত নন, বরং পরিচিত।

হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর জীবনী

আলোচ্য মাসআলার ভিত্তি হযরত আবু আইউব রা.-এর হাদীসটির উপর। এ কারণে তার জীবনী সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হল।

নাম ও বংশ : খালিদ ইবনে যায়েদ ইবনে কুলাইব ইবনে সা'লাবা আনসারী নাজ্জারী খায়রাজী মাদানী রা.। তিনি একজন মহা সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেজবান : রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনেন তখন তাঁর ঘরে প্রায় একমাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। অথচ বড় বড় আমীর ও শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাদের নিকট অবস্থানে রাজি করাতে অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নেতাদেরকে বলেছেন, اَرْثَاهُ اَرْثَاهُ اَرْثَاهُ অর্থাৎ আমার উটনীকে ছেড়ে দাও, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। অবশেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ উটনী হযরত আবু আইউব আনসারী রা.-এর ঘরের নিকট যেয়ে বসে পড়ল। এর বরকতে হযরত আবু আইউব আনসারী রা. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেহমানদারীর মহা সৌভাগ্য লাভ করেন।

জিহাদ : তাঁর পূর্ণ জীবন কেটেছে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লায়। সমস্ত যুদ্ধে তিনি আগে আগে থেকেছেন। অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। এমনকি তাঁর ওফাত হয়েছে কুতুনতুনিয়ার যুদ্ধে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি দাঁড়ি মুবারক তাঁর নিকট বরকত স্বরূপ সংরক্ষিত ছিল। এর ফলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দোয়া করলেন—لَا يُصِيبُكَ السُّوءُ يَا أَبَا أُبَيٍّ অর্থাৎ আবু আইউব তোমাকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না। তিনি প্রথমদিককার মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বদর, ওহদ, বাইয়াতে লাইলাতুল আকাবা ও বাইয়াতুর রিয়ওয়ানে শরীক ছিলেন।

-বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ইসাবা : ২/১০৪, ৪/২১৭; তাহযীব, উসদুল গাবাহ, হায়াতুস সাহাবা ইত্যাদি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بَابُ كَيْفَ التَّكْشُفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ : প্রসাব পায়খানার সময় কিভাবে অনাবৃত হবে

১. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَذْنُو مِنَ الْأَرْضِ .
- قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ .
- السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . وَضَحَّ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ مُفَصَّلًا .
- الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১। হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রসাব-পায়খানার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি যমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় ওঠাতেন না।

ইমাম আবু দাউদ বলেন- এটি আবদুস সালাম-আমাশ-আনাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি দুর্বল।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

যমীর আবদুস সালামের দিকে ফিরেনি। কারণ, আবদুস সালাম নির্ভরযোগ্য, হাফিজে হাদীস, বুখারী, মুসলিমের রাবী। অতএব, তিনি দুর্বল নন, বরং উদ্দেশ্য হল সে হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা, যেটি আবদুস সালাম ইবনে হারব-আমাশ-হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতএব, যমীর সে হাদীসের দিকে ফিরেছে যেটি আবদুস সালাম ইবনে হারব উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটির দুর্বলতার কারণ আমাশ হযরত আনাস রা. এর সাথে সাক্ষাত করেননি। এজন্য ইমাম তিরমিযী র.ও এ হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন।

মোটকথা, এ হাদীসটি দুই সূত্রে বর্ণিত- আমাশ-জনৈক ব্যক্তি- হযরত ইবনে উমর রা.। দ্বিতীয় সূত্র হল- আবদুস সালাম ইবনে হারব, আমাশ- হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.। এ সূত্রে হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারণ, এটি মুরসাল। আমাশ তো হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর সাথে সাক্ষাত করেননি। তাছাড়া, অন্য কোন সাহাবীর সাথেও তার সাক্ষাত ঘটেনি। প্রথম সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, অস্পষ্ট ব্যক্তি তাঁর মতে নির্ভরযোগ্যও প্রসিদ্ধও। বিশেষত যখন আমাশের ন্যায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। কারণ, আমাশের ন্যায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দুর্বলকারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন না। অতএব, এর উপর দুর্বলতার হুকুম আরোপ করেননি। এজন্য এটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা যাবে না। আর যদি সে অস্পষ্ট ব্যক্তি অজ্ঞাত হতেন তবে তার উপরও দুর্বলতার হুকুম আরোপিত হত। ইমাম তিরমিযী র. দু'টি হাদীস হযরত আনাস ও ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করে এর উপর মুরসাল হুকুম লাগিয়েছেন। তিনি শেষে গিয়ে বলেছেন, দু'টি হাদীসই মুরসাল। অতএব, তাঁদের মতে, দু'টি হাদীসের একটিও সহীহ নয়।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ : প্রস্রাব-পায়খানার সময় কথা বলা মাকরুহ

۱. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا إِعْكَرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ عِبَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ بَضْرِبَانِ الْغَائِطِ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمُتُّ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَسْنِدْهُ إِلَّا إِعْكَرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ.

السُّوَالُ : شِكْلُ الْحَدِيثِ ثُمَّ تَرْجَمَ . حَقَّقِ الْخَلَاءَ ، وَالْخَاتَمَ ، أَذْكَرُ حُكْمَ كَشْفِ عَوْرَةِ أَحَدٍ عِنْدَ آخَرٍ وَالْحَدِيثِ مَعَ الْآخِرِ عِنْدَ الْخَلَاءِ . أَكْتُبُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১১। উবাইদুল্লাহ.....হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি- দু'ব্যক্তি আপন লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে কথাবার্তা বলা অবস্থায় বাহ্যিক্রিয়া সারবে না। কারণ, এতে মহান আল্লাহ ভীষণ অসন্তুষ্ট হন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন- ইকরামা ছাড়া অন্য কেউ এটিকে মারফুরূপে বর্ণনা করেননি।

প্রস্রাব-পায়খানার সময় বিবস্ত্র হওয়া ও কথোপকথনের হুকুম

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় দু'ব্যক্তির এক সাথে প্রস্রাব পায়খানায় গিয়ে পরস্পরে বিবস্ত্র হয়ে কথাবার্তা বলা উচিত নয়। এতে আল্লাহ তাআলা মারাত্মক অসন্তুষ্ট হন। ইবনে মাজাহ শরীফের রেওয়ায়াতে এ হাদীসে- يُنْظَرُ শব্দ অতিরিক্ত আছে।

এ হাদীসে مُت শব্দটির অর্থ হল- ভীষণ ক্রোধ ও অসন্তুষ্ট। প্রস্রাব পায়খানার সময় কথাবার্তা ও পরস্পরের সম্মুখে বিবস্ত্র হওয়ার উপর এ হুকুম এসেছে। অতএব এতে মারাত্মক হারাম জিনিস হল একজনের সামনে অপর জনের বিবস্ত্র হওয়া। বাকী রইল কথোপকথনের বিষয়টি। এটি মাকরুহে তানযীহি।

অতএব আল্লামা শাওকানী র. কর্তৃক কথাবার্তার বিষয়টিকে হারাম সাব্যস্ত করা ঠিক নয়। কারণ, এখানে দু'টি বিষয়ের উপর مُت শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর নয়।

-বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : বয়লুল মাজহল : ১ম খণ্ড

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি-

قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَسْنِدْهُ إِلَّا إِعْكَرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ.

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, এ হাদীসটি ইকরামা ইবনে আম্মার ছাড়া অন্যরাও ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর র. থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে ইকরামা ইবনে আম্মার ছাড়া অন্য কেউ এটিকে মুসনাদ তথা মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি। যেন ইকরামা ইবনে আম্মার মারফুরূপে বিবরণ দানের ক্ষেত্রে মুনফারিদ তথা একা। আর এককভাবে বিবরণের কারণে এ হাদীসটি দুর্বল।

তাছাড়া অন্যান্য হাফিজে হাদীসও ইকরামা- ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। দারাজাতে মিরকাতুস সুউদ এত্বে বলেছেন-

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِطَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّلًا .

ইমাম আবু হাতিম র. বলেন, এটাই সহীহ। তথা মুরসাল হওয়াই বিতর্ক। ইকরামা কর্তৃক মারফু' বিবরণটি ভুল।

আত্মা শাওকানী র. বলেন, এ হাদীসটিকে শুধু এ কারণে দুর্বল সাব্যস্ত করার কোন কারণ নেই। ইমাম মুসলিম র. ইকরামার হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী র. ইকরামা- ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। অতএব, ইকরামার হাদীসটি দুর্বল কেন হবে?

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম সাদ। পিতার নাম মালিক। মাতার নাম উনাইসা বিনতে হারিস। তাঁর পূর্ব পুরুষ খুদরা ইবনে আওফের নামানুসারে তাঁকে খুদরী বলা হয়। তিনি আবু সাঈদ খুদরী উপনামে পরিচিত।

জন্ম : তিনি হিজরতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : ৬২২ খ্রিঃ তাঁর পিতা-মাতা দু'জনের সাথে মুসলমান হন।

জিহাদ : বয়স কম থাকার বদর ও উহদের যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি। বনী মুত্তালিক থেকে শুরু করে পরবর্তী ১২টি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

হাদীস বর্ণনা : ইবনুল আসীর র. বলেন- الرَّوَاةُ - তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০টি। তন্মধ্যে ৪৬টি বুখারী মুসলিমে এবং ১৬টি এককভাবে বুখারী শরীফে ও ৫২টি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

ওফাত : তিনি ৭০ হিজরী সালে ৮৪ বছর বয়সে শুক্রবার দিন মদীনায় ইনতিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

-বিত্তারিত দ্রষ্টব্য ইসাবা : ১/৩৫, ইকমাল : ৫৯৮ ইত্যাদি।

بَابُ الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُولُ

অনুচ্ছেদ : প্রস্তাব করাকালে সালামের উত্তর দান

١. حَدَّثَنَا عُمَانُ وَابُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَلَسَّمَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ .

السُّؤَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثُ ثُمَّ تَرَجَّمَ . أَذْكَرُ حُكْمَ رَدِّ السَّلَامِ حِينَ الْبَوْلِ مَعَ دَفْعِ التَّعَارُضِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ .
الْجَوَابُ بِإِسْمِ الْكَرِيمِ الْجَوَادِ .

হাদীস : ১। হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তিনি তখন পেশাবরত ছিলেন। লোকটি তাকে সালাম দিল, ফলে তিনি তার জবাব দিলেন না।

আবু দাউদ র. বলেন, হযরত ইবনে উমর রা. ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত আছে— নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়ান্নুম করলেন, তারপর লোকটি সালামের জবাব দিলেন।

মল-মুত্র ত্যাগকালে সালাম ও এর উত্তরদান মাকরুহ

○ হানাফীদের মতে মল-মুত্র ত্যাগ ইত্যাদির সময় সালাম দেয়া এবং উত্তর দেয়া উভয়টি মাকরুহ। তাছাড়া আক্লামা শামী র. এরূপ ১৭টি স্থানের কথা লিখেছেন, যেগুলোতে সালাম দেয়া মাকরুহ। অবশ্য হানাফীদের মতে নাপাক (বে-উযু) অবস্থায় সালাম মাকরুহ নয়। প্রথমে মাকরুহ ছিল পরবর্তীতে এর অনুমতি হয়ে গেছে। হযরত মুহাজির ইবন কুনফুয রা.-এর রেওয়াযাতে আছে শ্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করে উত্তর দিয়েছেন— এটা মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণে সালামের উত্তর দেয়ার জন্য যদি কোন ব্যক্তি উযু বা তায়ান্নুমের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তবে সেটা মুস্তাহাব।

পেশাব-পায়খানার অবস্থায় উত্তর না দেয়াতে হযরত আয়েশা রা.-এর রেওয়াযাত—

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْبَابِهِ.

(‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় আল্লাহর যিকির করতেন—আবু দাউদ : ১/৪)‘-এর সাথে কোন বিরোধ নেই। কারণ হযরত আয়েশা রা.-এর এই উক্তি হয়তো আন্তরিক যিকিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অথবা নির্দিষ্ট সময়ের যিকিরের (أَوْ كَارِ مُتَوَارِدَةٍ) ক্ষেত্রে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضَ وَغَيْرِهِ .

এখানে অন্যান্য দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আবুল জুহাইন এবং হযরত ইবনে আক্বাস রা.। ইমাম আবু দাউদ র. কর্তৃক এ তালীকটিকে এখানে পেশ করার উদ্দেশ্য হল, বোধহয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সালামদাতার সালামের উত্তর না দেয়ার কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র অবস্থায় ছিলেন না। তায়ান্নুম করে যখন পবিত্র হন, তখন সালামের উত্তর দিয়েছেন। হতে পারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তমের উপর আমল করেছেন। কারণ, অপবিত্র অবস্থায় সালামের উত্তর দান অথবা, আল্লাহ তা‘আলার অন্য কোন যিকির জায়েয হলেও উত্তম হল পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর যিকির করা।

غُفِرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَخَذَ مِنْهُ عَذَابُ الْأَذَى

বাকি রইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক টয়লেটে থেকে বেরিয়ে

পাঠ। এটি বৈধতার বিবরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথবা, বলা হবে, এসব যিকির ভখনকার ক্ষেত্রে বিশেষিত। অন্যথায় প্রস্রাব থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে সালামের উত্তর দেয়া মাকরুহ।

بَابُ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى يَدْخُلُ بِهِ الْخَلَاءُ

অনুবাদ : আল্লাহর যিকির বিশিষ্ট আংটি নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা

১. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُتَّكَرٍ وَإِنَّمَا يَعْرِفُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ ثُمَّ الْقَاءَ وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ وَلَمْ يَرَوْهُ إِلَّا هَمَّامٌ.

السُّؤَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثُ ثُمَّ تَرَجَّمَ . حَقَّقَ الْخَلَاءَ وَالْخَاتَمَ . مَاذَا حُكْمُ دُخُولِ الْخَلَاءِ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى كَالْفَلَنْسَوَاتِ وَالتَّعْوِيذَاتِ وَالْخَوَاتِيمِ وَغَيْرِهَا . لِمَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَهُ؟ وَمِمَّ اتَّخَذَ خَاتَمَهُ، مِنْ وَرَقٍ أَوْ ذَهَبٍ؟ أَذْكَرُ حَقِيقَةَ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَاذَا حُكْمُ لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الشَّرْعِ؟ وَمَا كَانَ نَفْسُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَيْفَ كَانَ؟ أَوْضَحَ مَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ وَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ هَهُنَا صَحِيحٌ؛ أَذْكَرُ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ مُوَضِّعًا .
الْجَوَابُ بِإِسْمِ مُؤَقِّقِ الصَّرَاحِ .

হাদীস : ১। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন, তখন আংটি খুলে রাখতেন।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। এ হাদীসটি আনাস রা. থেকে এভাবে 'মারফু' আকারে বর্ণিত আছে— নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপা দিয়ে একটি আংটি তৈরী করেছিলেন, তারপর তা তিনি খুলে ফেলেন। এ হাদীসটির বর্ণনায় হাম্মামের ভুল হয়েছে। তাছাড়া হাম্মাম ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি।

خَاتَمٌ وَ خَلَاءُ শব্দের তাহকীক

الْخَلَاءُ শব্দের অর্থ হল— শূন্যতা, শূন্যস্থান-নির্জন জায়গা। অতঃপর শব্দটি প্রসাব পায়খানার স্থানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়। এই নামে নামকরণের কারণ হল, আরবরা ইতিজার জন্য নির্জন স্থানে যেতেন।

خَاتَم শব্দটি ختم থেকে ইসমে ফায়েল। এর অর্থ হল, কোন জিনিসের উপর সীল লাগানো, মোহরারূপে করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

খাতম শব্দটি ওরফে আংটির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কারণ এটি ঘ্রাও চিঠি ইত্যাদির ওপর মোহরারূপে করা হয়।

আল্লাহ-রাসুলের নাম বিশিষ্ট জিনিসসহ ইসতিনজায় যাওয়ার হুকুম

ইসতিনজার একটি আদব হল— আল্লাহ অথবা রাসুলের নাম লিপিবদ্ধ কোন আংটি পরিধান করে বাথরুমে প্রবেশ না করা। তাতে প্রবেশ করতে হলে তা খুলে রেখে যাবে। হাদীসে আছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আংটিতে اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ লেখা ছিল। (উপরে নীচে তিন লাইনে শব্দগুলো ছিল।) বিধায় তিনি তা বাথরুমের বাইরে রেখে যেতেন। বরং এ হুকুম শুধু আংটির সাথেই খাস নয় বরং যেসব জিনিস বা কাগজে কিংবা টাকা

পর্যায়, টুপি, তাবিজ ইত্যাদিতে আদ্বাহর নাম আছে অথবা আদ্বাহর যিকির ছাড়া সাধারণ হরফ লিপিবদ্ধ আছে তা নিয়েও বাধকরূমে যাওয়া উচিত নয়। কারণ, এ হরফগুলো দ্বারাইতো আদ্বাহর কালাম এবং নাম লিপিবদ্ধ হয়। এই হিসেবে এটিও সম্মানার্থ।

নবীজী সাদ্বাহ আল্লাইহ ওয়াসাল্লাম-এর আংটির তাৎপর্য

রাসুলে আকরাম সাদ্বাহ আল্লাইহ ওয়াসাল্লাম-এর আংটিটি শুধু শোভা সৌন্দর্যের জন্যই ছিল না। তাতে ^{اللهم} ^{رسول} ^{محمد} খোদাইকৃত ছিল। এটি দ্বারা বিভিন্ন চিঠি ইত্যাদিতে সীলমোহর লাগাতেন। রাজা-বাদশাহদের নিকট চিঠি পাঠালে সীলমোহর ছাড়া তাঁরা গ্রহণ করতেন না বলে প্রিয়নবী সাদ্বাহ আল্লাইহ ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শে প্রথমে স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরামও তাঁর অনুসরণে স্বর্ণের আংটি তৈরী করেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাদ্বাহ আল্লাইহ ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে এই স্বর্ণের আংটি অপছন্দ করেন এবং ছুড়ে ফেলেন। পুনরায় রূপার আংটি বানিয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত ব্যবহার করেন। তাঁর ওফাতের পর প্রথম খলীফা, তাঁর পর দ্বিতীয় খলীফা, তাঁর পর তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রা. এর হাতে এটি পৌঁছে। তার হাত থেকে কোন ক্রমে বীরে আরীসে এটি পড়ে যায়। এটি মদীনার একটি প্রসিদ্ধ কূপ। এ কূপে এ আংটিটি পড়ে লাপান্তা হয়ে যায়। বহু তালিশের পরেও তা পাওয়া যায়নি।

উলামায়ে কিরাম বলেন, হযরত উসমান রা.-এর খিলাফত আমলে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ যেসব গণগোল ও মতানৈক্য হয়েছে, এগুলো সব এ আংটি হারানোর পরেই হয়েছে। আদ্বাহ মালুম এ আংটিতে কি রাজ এবং হিকমত ও বরকত নিহিত ছিল।

উল্লেখ্য, এর বিস্তৃত পরিস্থিতি উপরে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু ^{ع-أَبْرَأَبِ الْخَاتِمِ} একটি রেওয়াজাত এসেছে, যার সনদে ইমাম যুহরী র. রয়েছে। তার রেওয়াজাতে আছে, প্রিয়নবী সাদ্বাহ আল্লাইহ ওয়াসাল্লাম রূপার আংটি তৈরী করে তা পরবর্তীতে অপছন্দ করে ছুড়ে ফেলে দেন। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার ও মুহাদ্দিসীদের মতে, যুহরীর ভুল, হাদীসটি মুনকার। তিনি রূপার আংটি নয় বরং স্বর্ণের আংটি ফেলে দিয়েছিলেন। অবশ্য কোন কোন আলিম যুহরীর রেওয়াজাতের একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

আংটি ব্যবহারের হুকুম

লোহা পাথর ও পিতলের আংটি ব্যবহার করা হারাম।

لَمَّا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى رَجُلٍ خَاتَمَ صَفِيرٍ فَقَالَ مَالِي إِجِدْ مِنْكَ رَائِعَةَ الْأَصْنَامِ فَأَمَرَ فَرَمَى بِهِ وَرَأَى عَلَى آخَرَ خَاتَمَ حَدِيدٍ فَقَالَ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ حُلِيَةَ أَهْلِ النَّارِ .

স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা মহিলাদের জন্য জায়েয। পুরুষের জন্য হারাম। কারণ, হাদীস শরীফে আছে—

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ .

রূপার আংটি মহিলা পুরুষ উভয়ের জন্য পড়া জায়েয। তবে উত্তম হল, বিচারক সম্রাট বা রাষ্ট্রনায়ক ছাড়া অন্যদের জন্য তা ব্যবহার না করা। কারণ, তাদের আংটি পড়ার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ وَالْوَهْمُ فِيهِ مِنْ هَتَمٍ وَلَمْ يَرِهِ الْأَقْسَامَ .

হাদীসে মুনকারের সংজ্ঞা

হাদীসে মুনকারের সংজ্ঞা হল, যাতে হাদীস সংরক্ষণে ক্রটি অথবা, রাবীর অপরিচিতি ইত্যাদির কারণে দুর্বল বর্ণনাকারী কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেন। এমনভাবেই প্রধান হাদীসটিকে মা'রুফ আর বিপরীত হাদীসটিকে মুনকার বলা হয়। হাফিজ ইবনে হাজার র. শরহে নুখবায় (পৃঃ ৪০ দ্রঃ) বলেন—

إِنْ وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ مَعَ الضَّعْفِ أَيْ إِنْ كَانَ الرَّأْيُ الْمُخَالَفُ ضَعِيفًا بِسُوءِ حِفْظِهِ أَوْ جَهَالَتِهِ أَوْ تَحَوُّرِ ذَلِكَ فَالرَّاجِعُ بِفَالٍ لَهُ الْمَعْرُوفُ وَيُقَالُ لَهُ الْمُنْكَرُ، وَأَيْضًا قَالَ الْحَافِظُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ ذَلِكَ الْكِتَابِ الْمُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي الْمُنْكَرِ قَبْدُ الْمُخَالَفَةِ. يَعْنِي مَا يَكُونُ فِيهِ الطَّعْنُ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الْغَلَطِ لَا يَكُونُ مُنْكَرًا إِلَّا عَلَى رَأْيٍ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ مُنْكَرًا.

হাফিজ র.-এর এই উক্তি অনুযায়ী হাদীসে মুনকারের সংজ্ঞাতেই মতবিরোধ হয়ে গেছে। কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরোধিতার শর্ত আরোপ করেন। আবার কারও কারও মতে এই শর্ত নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তিটি যথার্থ কিনা

এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ র. মুনকার বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা উভয় সংজ্ঞা হিসেবেই সহীহ হয় না। কারণ, হাখ্যাম নির্ভরযোগ্য, হাফিজে হাদীস, বুখারী মুসলিমের রাবী। অতএব, এ হাদীসে দুর্বলতা কোথায়? এবং তার মধ্যে প্রচুর ভুল অথবা, প্রচুর গাফিলতি অথবা, অপরিচিতি বা ফাসিকী প্রকাশিত হওয়ার কারণে সমালোচিত নন। কাজেই হাদীসটি উভয় মাহাব অনুযায়ী মুনকার হতে পারে না। যদি ইমাম আবু দাউদ র. এটিকে মুদাললাস বলতেন, তবে এর একটা কারণ হতে পারত। কারণ, ইবনে জুরাইজের অন্যান্য শিষ্য তাঁর সূত্রে এটি বর্ণনা করার সময় ইবনে জুরাইজ ও যুহরীর মাঝে একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন। হাখ্যাম ছাড়া অন্যরা এই সূত্র উল্লেখ করেননি। অতএব, ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি **وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ** বিতর্কিত নয়। সর্বোচ্চ বলা যায়, এ হাদীসটি মুদাল্লাস।

আবু দাউদ র. কর্তৃক মুনকার বলার কারণ

সম্ভবত ইমাম আবু দাউদ এ হাদীসটিকে দু'কারণে মুনকার বলেছেন— ১. ইবনে জুরাইজ ও যুহরীর মাঝে সূত্রের অনুলেখ। ২. মূলপাঠে পরিবর্তন। ইমাম আবু দাউদ র. এটিতে **عَنْ زَيْدٍ** এ পরিবর্তন। **وَأَيْضًا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زَيْدٍ** এ পরিবর্তন। ইবনে জুরাইজ ও যুহরীর মাঝে একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন।

অবশ্য এ দাবির সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই। কারণ, হতে পারে, এ দু'টি হাদীস সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা এবং একই সনদে বর্ণিত। এ কারণে দারাজাতে মিরকাতুস সুউদে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এবং এক মূলপাঠে অন্য মূলপাঠ এসে যাওয়াও অযৌক্তিক নয়। এ কারণে ইবনে হাক্কান র. উভয়টিকে সহীহ বলেছেন। অতএব, হাদীসে তাদলীস ছাড়া অন্য কোন খুঁত পরিলক্ষিত হয় না। যদি ইবনে জুরাইজ সুস্পষ্ট ভাষায় শ্রবণের উল্লেখ করতেন তবে এর বিতর্কিত্য কোন আপত্তি থাকত না।

তিরমিযী র. কর্তৃক হাসান সহীহ গরীব মন্তব্যের কারণ

○ বাকি রইল ইমাম তিরমিযী র. এ হাদীসটি সম্পর্কে হাসান সহীহ গরীব মন্তব্য করেছেন।

❶ এর উত্তর হল, হতে পারে ইমাম তিরমিযী র.-এর মতে উভয় মূলপাঠের আলাদা আলাদা দু'টি সনদ রয়েছে। একটি মূলপাঠ মধ্যবর্তী সূত্র ছাড়া, দ্বিতীয় মূলপাঠে ইবনে জুরাইজ ও যুহরীর মাঝে যিয়াদ ইবনে সা'দের সূত্র আছে। অতএব, দু'টি হাদীস আলাদা আলাদা সনদে ইমাম তিরমিযী র. এর মতে সহীহ।

সহীহ হওয়ার আর একটি কারণও হতে পারে। সেটি হল, তাঁর মতে এ হাদীসটির কোন শাহিদ রয়েছে। ব্যাখ্যাভা দারাজাতে মিরকাতুস সুউদে বলেছেন।

أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْبَصْرِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ خَاتَمًا نَفْسُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ، وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ هَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي النِّفَاتِ .

হাফিজ ইবনে হাজার র. তাকরীবে বলেছেন- *صَدُّوقٌ يُخْطِئُ* তথা সত্যবাদী তবে ভুল করেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাস্নিন র. বলেন- *لَا أَعْرِفُهُ* অর্থাৎ, আমি তাঁকে চিনি না। এর দ্বারা বুঝা যায়, আবুল মুতাওয়াক্কিলের রেওয়ায়াত দ্বারা হাশ্বামের রেওয়ায়াতের সমর্থন পাওয়া যায়। হতে পারে, ইমাম তিরমিযী র.-এর মতে আবু মুতাওয়াক্কিল নির্ভরযোগ্য। এজন্য তিনি সহীহ বলে হুকুম আরোপ করেছেন।

❷ কিছু এখানে 'গরীব' বলে যে হুকুম লাগিয়েছেন এর উপর প্রশ্ন থেকে যায়।

❸ এর উত্তরে বলা হবে, এটি সহীহ লিগাইরিহী। গরীব হওয়ার কারণ, এখানে ইয়াহইয়া ইবনে আবুল মুতাওয়াক্কিল মুতাকাল্লাম ফীহি রাবী। অর্থাৎ, তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি আছে। অতএব, যারা তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তাদের রায় অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ। আর যারা তাকে দুর্বল বলেছেন, তাদের মত অনুযায়ী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন। যেমন- ইবনুল মাদীনী র. তাঁকে দুর্বল বলেন। অতএব, হাদীসটি গরীব হবে।

উল্লেখ্য, যিয়াদ ইবনে সা'দ সূত্রে বর্ণিত- *إِتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقِ الْخ* রেওয়ায়াতটিকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম *وَهُمْ مِنَ الزُّهْرِيِّ* বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, রাসূলে করীম সত্ত্বাহ্ উল্লেখই হোসনাম যে আংটিটি ফেলে দিয়েছিলেন বলে প্রমাণিত হয়, সেটি ছিল স্বর্ণের আংটি, রূপার নয়। রূপার আংটিটি শ্রিয়নবী সত্ত্বাহ্ উল্লেখই হোসনাম-এর শেষ জীবন পর্যন্ত সাথে ছিল। অতঃপর, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর নিকট, অতঃপর হযরত উমর রা.-এর নিকট, অতঃপর হযরত উসমান রা.-এর নিকট ছিল। তাঁর খিলাফত আমলে বীরে আরীস নামক কূপে এটি পড়ে যায়। কাজেই ইমাম আবু দাউদ র. যে ওয়াহাম তথা ভুলের দাবি করছেন, সেটি হাশ্বাম থেকে নয়, বরং যুহরী থেকে হয়েছে।

হতে পারে, মুহাদ্দিসীনে কিরাম যে রেওয়ায়াতটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, হাশ্বাম সে রেওয়ায়াতের 'নিষ্কেপ'কে প্রস্রাব-পায়খানার সময় হাত থেকে খুলে রাখার অর্থে প্রয়োগ করে এ রেওয়ায়াতটিকে সহীহ সাব্যস্ত করতে চান। নিষ্কেপ করা মানে হারাম মনে করে ফেলে দেয়া নয়। যদি এ অর্থই উদ্দেশ্য হয়, তবে বিরোধ আবশ্যক হবে এবং মুহাদ্দিসীনে কিরামের প্রত্যাখ্যানও যথার্থ হবে।

আবু দাউদ র.-এর উক্তির সারনির্বাাস

অতএব, ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তির সারনির্বাাস হল, এ হাদীসটি দু'কারণে মুনকার- ১. ইবনে জুরাইজ ও যুহরীর মাঝে মধ্যবর্তী সূত্র বাদ দেয়া, ২. মূলপাঠের পরিবর্তন। আর মূলপাঠের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই ওয়াহাম তথা ভুল হয়েছে হাশ্বাম থেকে।

অবশ্য ইমাম আবু দাউদ র.-এর উপরোক্ত দু'টি দাবী সহীহ নয়। কারণ, মুনকার হওয়ার কারণ হাদীসে নেই এবং যে ভুল হয়েছে সেটি মূলত যুহরী থেকে হয়েছে, হাশাম থেকে নয়। কারণ, ইবনে জুরাইজ যে হাদীসটি বিয়াদ ইবনে সাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মুহাদ্দিসীনে কিরাম সেটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আবু দাউদ র.-এর উক্তির একটি ব্যাখ্যা

গ্রন্থকারের উপর মুনকার শব্দের প্রয়োগের কারণে যে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে তা পরবর্তীদের মতানুসারে হয়েছে। কিন্তু মুনকার হাদীসের প্রয়োগ একক রাবীর বিবরণের ক্ষেত্রেও মুতাকাদিমীনের পরিভাষায় হয়ে থাকে। যাকে শায বলে। চাই বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হোক অথবা অনির্ভরযোগ্য। এখানে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য মুনকার দ্বারা শায। কাজেই তাঁর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না।

بَابُ الْأِسْتِْبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ : প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অবলম্বন

١. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ إِنَّهُمَا بَعْدَبَانِ وَمَا بَعْدَبَانِ فَيُكَبِّرُ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَسْتَنْزِهُ بِالنَّيْمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ، فَشَقَّهُ بِإِثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا وَقَالَ لَعَلَّهُ يَخْفَفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُجَا، قَالَ هَذَا يَسْتَنْزِهُ مَكَانَ يَسْتَنْزِهُ.

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا. ثُمَّ تَرَجَّمَ. هَلْ كَانَ صَاحِبَا الْقَبْرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ؟ أَذْكَرَ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ بِالرَّجُلِ. حَدِيثُ الْبَابِ يُخَالِفُ حَدِيثَ الْبُخَارِيِّ (حَيْثُ جَاءَ فِيهِ بَعْدَ وَمَا بَعْدَبَانِ فَيُكَبِّرُ قَالَ بَلَى) فَكَيْفَ التَّفَصُّي عَنْ هَذَا التَّعَارُضِ؟ مَا الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ عَدَمِ الْأِسْتِْنَاءِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ؟ أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح. مَا هُوَ حُكْمُ غَرَسِ الْعَسِيبِ عَلَى الْقَبْرِ وَوَضْعِ الرِّتْحَانِ عَلَيْهِ.

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْوُدُودِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। যুবাইর.....হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন— এ দু'জনকে শান্তি দেয়া হচ্ছে। তবে কোন বড় শুনাহুর জন্য শান্তি দেয়া হচ্ছে না। একজন তো পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল আনালেন। ডালটি তিনি দু'টুকরো করে একটি এ কবরে গাड़লেন এবং অপরটি ঐ কবরে গাड़লেন। আর বললেন, আশা করা যায়, তাদের শান্তি হালকা করা হবে, ডাল দুটো না শুকানোর পূর্বেই।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন— হান্নাদ **يَسْتَنْزِهُ** শব্দটির স্থলে **يَسْتَنْزِهُ** শব্দ উল্লেখ করেছেন।

কবরবাসী হয় মুসলিম ছিল না অমুসলিম?

مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ এখানে উভয় কবরবাসী মুসলমান ছিল না অমুসলিম?

১. এ ব্যাপারে আবু মুসা মাদীনী র.-এর নিশ্চিত রায় হল, তারা অমুসলিম ছিল। এর সমর্থন হয় مَلَكًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ রেওয়ায়াত দ্বারা। তবে এটি ইবনে লাহী'আর কারণে দুর্বল।

২. আল্লামা আইনী র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসের মত, মুসলমান এবং মুশরিক উভয় ছিল। কারণ, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ আমল দু'টি আলাদা আলাদা স্থানে হয়েছিল। একটি ছিল- সফর অবস্থায়, অপরটি ঘটেছিল মদীনা মুনাওয়রায় জান্নাতুল বাকীতে। প্রথম ঘটনার বিবরণদাতা হযরত জাবির রা.। সেখানে উভয় কবরবাসী ছিল কাফির। দ্বিতীয় ঘটনার বিবরণদাতা হযরত ইবনে আব্বাস রা.-সহ একাধিক সাহাবী। আর এ ঘটনা ঘটেছে জান্নাতুল বাকীতে। এখানে দু'জন সাহাবীকে দাফন করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশে ওনাহের ফলে তাদের উপর যে আযাব হচ্ছিল তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এ সমর্থন হয় এর দ্বারা যে, হযরত জাবির রা.-এর রেওয়ায়াতে আযাবের কারণ তথা প্রস্রাব ও গীবতের কথা উল্লেখ নেই। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস রা. প্রমুখের রেওয়ায়াতে শাস্তির কারণে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

৩. ইবনুল আদরাসের রায় হল, এটি মুসলমানদের কবর ছিল। কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা এর সমর্থন হয়। হাফিজ ইবনে হাজার র. এ রায়টিকে প্রধান্য দিয়েছেন। ইবনে মাজার রেওয়ায়াতে আছে- مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়াতে আছে- مَرَّ بِالْبَيْعِ শ্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করেছেন, مَنْ دَفَنْتُمُ الْيَوْمَ? এসব রেওয়ায়াত দ্বারা মুসলমানদের কবর হওয়ার সমর্থন হয়। উল্লেখ্য, এটি হযরত সাদ ইবনে মুয়ায রা. এর কবর ছিল না এবং এ দু'টি কবরবাসীর নামও উল্লেখ করা হয়নি। প্রবল ধারণা বর্ণনাকারীগণ মুসলমানদের ব্যাপারটিকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের নাম সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেননি।

বিরোধ অবসান

এই দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার ঘটনা হযরত ইবনে আব্বাস ও জাবির রা. উভয় থেকে বর্ণিত। কোন কোন সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়াতে এ কথা স্পষ্ট রয়েছে যে, এ দুটো কবর ছিল বাকী'তে আর হযরত জাবির রা.-এর রেওয়ায়াতে কোন কোন সূত্রে স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, এ ঘটনা সফরের সময় সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা আইনী র. এবং হাফিজ ইবন হাজার র. এই বিরোধ অবসান করতে গিয়ে বলেছেন যে, এই দুটো ঘটনা আলাদা আলাদা।

একটি প্রশ্নোত্তর

قَالَ بَلَى (তিনি বলেন, হ্যাঁ।) এ কারণে বাহ্যতঃ হাদীসটির শুরু ও শেষে বৈপরীত্য আছে বলে মনে হয়। কিন্তু উলামায়ে কিরাম এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এর উদ্দেশ্য হল, এই দুটি গোনাহ এরূপ যে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা কোন মুশকিল কাজ নয়। এ হিসেবে এগুলো কবীরা নয়। কিন্তু ওনাহের দিক দিয়ে পেশাবের ছিটা থেকে না বাঁচা এবং চোগলখোরী করা কবীরা ওনাহ।

فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ : এখানে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্ন প্রকার শব্দ এসেছে।

لَا يَسْتَتِرُ. لَا يَسْتَتِرُهُ. لَا يَسْتَتِرُ. সবগুলোর একই অর্থ। অর্থাৎ, লোকটি পেশাবের ছিটা থেকে পরহেজ করত না। لَا يَسْتَتِرُ অর্থ কেউ কেউ এটাও বর্ণনা করেছেন যে, পেশাবের সময় সতর ঢাকার প্রতি

সে গুরুত্বারোপ করত না। কিন্তু উত্তম হল এই শব্দটিকে অন্যান্য সূত্রের উপর প্রযোজ্য ধরে পেশাব থেকে পরহেজ না করার অর্থই করা। এর সহায়তা এ হাদীস দ্বারা হয় যাতে ইরশাদ রয়েছে—

اسْتَنْزَهُمَا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ . معارف السنن : ২৭৪/১

আর একটি প্রশ্নের উত্তর

পেশাবের ছিটা থেকে পরহেজ না করার সাথে কবর আযাবের কিসের সম্পর্ক? এর হাকীকত তো আদ্বাহ তা'আলাই ভালো জানেন। অবশ্য আদ্বামা ইবন নুজাইম র. আল-বাহরু রায়িকে (১/১১৪) একটি হিকমত এই বর্ণনা করেছেন যে, পেশাব থেকে পবিত্রতা মানে ইবাদতের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। অপর দিকে কবর হল পরকালের প্রথম মঞ্জিল। অর্থাৎ, প্রথম মঞ্জিল তথা কবরে পবিত্রতা বর্জনের কারণে আযাব দেয়া হবে। এর সহায়তা মু'জামে তাবারানীর একটি মারফু' রেওয়ায়াত দ্বারাও হয়—

اتَّقُوا الْبَوْلَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ . رواه الطبرانی بسنادٍ حسنٍ (معارف

السنن : ج ১ ص ২১৩)

‘প্রস্রাব থেকে বাঁচো। কারণ, কবরে সর্বপ্রথম বান্দার এ ব্যাপারে হিসেব নেয়া হবে।’

কবরের উপর ফুল দেয়া ও ডাল গাড়া

বুখারীর রেওয়ায়াতে এবং এই রেওয়ায়াতের অন্য সূত্রে এই ঘটনাও উল্লিখিত আছে যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ডাল নিয়ে দুটুকরো করলেন এবং দুটিকে দুটি কবরের উপর গেড়ে দিলেন। তিনি এর হিকমত এই বর্ণনা করেছেন—

لَعَلَّهُ أَنْ يَخْفَفَ عَنْهُمَا مَا كُنَّ تَبْسًا . -বুখারী : ১/৩৫৫

এর দ্বারা কোন কোন বিদ'আতী কবরের উপর ফুল দেয়ার বৈধতার উপর প্রশ্ন পেশ করেছে। কিন্তু এই প্রশ্নটি সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ, এ হাদীসে ফুল দেয়ার কোন আলোচনা নেই।

অবশ্য এই মাসআলায় উলামায়ে কিরামের আলোচনা হয়েছে যে, এ হাদীস মুতাবিক কবরে ডাল গাড়ার কি হুকুম।

উলামায়ে কিরামের একটি দল এই কথার প্রবক্তা যে, এটা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য ছিল। এটা অন্য কারো জন্য করা দুরস্ত নয়। আদ্বামা ইবনে বাতাল এবং আদ্বামা জায়রী র.-এর কারণ এটা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তাদের কবরে আযাব হচ্ছে এবং এর সাথে সাথে এই জ্ঞানও দেয়া হয়েছে যে, এই ডাল পুঁতে দেয়ার কারণে তাদের শান্তি লাভ হবে হতে পারে। কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তির না কবরবাসীর আযাব হওয়ার জ্ঞান হতে পারে, না শান্তি লঘু হওয়ার। এ কারণে অন্যদের জন্য ডাল গাড়া দুরস্ত নয়। এই ধরনের সুস্পষ্ট বিবরণ হাফিজ ইবন হাজার, আদ্বামা আইনী, ইমাম নববী, আদ্বামা খাতাবী র. প্রমুখ থেকেও বর্ণিত আছে।

○ অবশ্য হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. ‘বয়লুল মাজহুদে ইবন বাতাল এবং মাযরী র. এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। বলেছেন যদি শান্তিতে লিগু হওয়ার জ্ঞান নাও হয়, তাহলেও এর দ্বারা মৃতদের জন্য আযাব লঘু করার কোন ছুরত অবলম্বন না করা আবশ্যিক নয়। অন্যথায় মৃতদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ এবং ঈসালে সওয়াবও দুরস্ত না হওয়া উচিত। এ কারণেই সুনানে আবু দাউদের কিতাবুল জানায়িযে বর্ণিত আছে যে, হযরত বুদাইদা ইবন হুসাইব রা. এর ঝোঁকও এদিকে মনে হচ্ছে যে, এ হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে কবরের উপর ডাল গেড়ে দেয়া জায়িয় বরং উত্তম।

○ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন গ্রন্থকার হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী কৃঃ সিঃ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক এ উক্তি করেছেন যে, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত প্রতিটি বিষয়কে তার সে সীমার উপর রাখা উচিত, যে সীমা পর্যন্ত সেটি প্রমাণিত। হাদীসে ১/২ বার তো ডাল গাড়ার কথা প্রমাণিত আছে, এতে বোঝা যায়, কোন কোন সময় এরূপ করা জাযিয়। আর শায়খ সাহারানপুরীর উক্তি এরূপ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু এ কথাও প্রমাণিত হয় না যে, উক্ত অনুচ্ছেদের হাদীস ছাড়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কারো কবরের উপর এরূপ করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত বুরাইদা রা. ছাড়া অন্য কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত নেই যে, তিনি কবরের উপর ডাল গাড়ার বিষয়টিকে নিজের মা'মূল বানিয়ে নিয়েছেন। এমনকি হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে জাবির রা. থেকে যারা এ হাদীসের রাবী, এ কথা বর্ণিত নেই যে, তারা আযাব লঘু করার জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এ থেকে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ কাজটি যদিও জাযিয় কিন্তু সুন্নতে জারিয়া এবং স্বতন্ত্র নিয়ম বানানোর বিষয় নয়। হক হল প্রতিটি জিনিসকে তার অধিকার দেয়া, সীমা লঙ্ঘন না করা। এটাকেই বলে দীনের গভীর জ্ঞান।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ هَذَا يَسْتَتِرُ مَكَانَ يَسْتَنْزِهِ.

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হল- তাঁর দুই উত্তাদ যুহাইর ও হান্নাদ এর মাঝে শাদিক যে বিভিন্নতা রয়েছে তার বিবরণ দান। ইমাম আবু দাউদের এক উত্তাদ যুহাইর বর্ণনা করেছেন- 'يَسْتَنْزِهِ', পক্ষান্তরে হান্নাদ বর্ণনা করেছেন- 'يَسْتَتِرُ'।

অতএব, হান্নাদের রেওয়ামাতের অর্থ হল- তিনি লোকজনের চোখের আড়ালে যেতেন- অথবা, এর উদ্দেশ্য হল প্রস্রাব ও তার মাঝে আড়াল রাখতেন। যার ফলে পেশাবের ছিটা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের ছুরতে অর্থগতভাবে হান্নাদের রেওয়ামাত যুহাইরের রেওয়ামাতের অনুকূল হয়ে যাবে।

٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ يَسْتَنْزِهِ.

السُّوَالُ : شَكَلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَثْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ২। উসমান ইবনে আবু শায়বা..... হযরত ইবনে আব্বাস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ -সে তার পেশাব থেকে পর্দা করত না। আর আবু মু'আবিয়া বলেছেন, يَسْتَنْزِهِ -পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা করত না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

এই সনদটি এখানে উল্লেখ করে ইমাম আবু দাউদ র. প্রথম হাদীসের সনদ ও এই হাদীসের সনদের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করতে চেয়েছেন। কারণ, মুজাহিদ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনাকারী দু'জন। ১. আ'মাশ। প্রথম হাদীসে তাই রয়েছে। ২. মনসুর। আ'মাশ তাঁর রেওয়ামাতে মুজাহিদ ও হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর মাঝে তাউসের সূত্র উল্লেখ করেছেন। প্রথম সনদে তাই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মনসুর এই সূত্র উল্লেখ করেননি।

ইমাম বুখারী র. স্বীয় গ্রন্থে তাউসের সূত্রসহ এবং তাউসের সূত্র ছাড়া বর্ণনা করেছেন।

হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন—

رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ فَأَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَ طَاوَسًا كَمَا أَخْرَجَهُ الْمُزَلِّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ وَأَخْرَجَهُ لَهُ عَلَى الرَّجْهَيْنِ يَفْتَضِي صِحَّتَهُمَا عِنْدَهُ.

অতএব, বলতে হবে, মুজাহিদ এ হাদীসটি তাউস সূত্রেও শুনেছেন, আবার প্রত্যক্ষভাবে তার সূত্র ছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকেও শুনেছেন। প্রথমত, সূত্র সহকারে শুনেছেন, পরবর্তীতে শুনেছেন প্রত্যক্ষভাবে। এর সমর্থনের একটি কারণ হল— তাউস সূত্রে বর্ণিত রেওয়াযটিতে কিছু অতিরিক্ত কথা আছে, যা হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে প্রত্যক্ষভাবে শ্রুত রেওয়াযাতে নেই এবং ইবনে হাক্কান র. উভয় সূত্রকে সুশ্পষ্ট ভাষায় সহীহ বলেছেন।

আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. বলেন, ইমাম আবু দাউদ র. কর্তৃক উভয় সূত্রে হাদীসটির বিবরণ দান এর প্রমাণ যে, তাঁর মতেও দু'টি সূত্রেই সহীহ।

তবে ইমাম তিরমিযী র. বলেন— আ'মাশের রেওয়াযটি বিতর্কিত। তিনি আ'মাশের রেওয়াযটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এর প্রমাণ এভাবে দিয়েছেন—

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ الْأَعْمَشُ أَحْفَظُ لِإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنْصُورٍ -

এর দ্বারা বুঝা গেল, আ'মাশের রেওয়াযাত তাঁর মতে-মনসুরের রেওয়াযাত অপেক্ষা প্রধান।

আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেন, 'সম্ভবত গ্রন্থকার, বুখারী র. ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই হক।'

এরপর গ্রন্থকার মনসুর ও আ'মাশ থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের শাদিক বিভিন্নতার বিবরণ দিচ্ছেন। জারীর বলেছেন— **يُسْتَنْزَهُ** মনসুর থেকে হাদীস বর্ণনাকারী জারীর আর আ'মাশ থেকে বর্ণনাকারী আবু মু'আবিয়া। শাদিক এই বিভিন্নতা ইমাম আবু দাউদের দুই উক্তাদ হান্নাদ ও যুহাইরের শব্দেই হয়েছে। জারীর মনসুর থেকে **يُسْتَنْزَهُ** আর আবু মু'আবিয়া আ'মাশ থেকে **يُسْتَنْزَهُ** বর্ণনা করেছেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ইমাম আবু দাউদ র. আবু মু'আবিয়াকে জারীরের বিপরীতে উল্লেখ করেছেন। এতে বাহ্যত বুঝা যায়, আবু মু'আবিয়াও মনসুরের ছাত্র। অথচ বাস্তবে তা নয়। আবু মু'আবিয়া হলেন, আ'মাশের শিষ্য। অতএব, গ্রন্থকারের জন্য সমীচীন ছিল এ উক্তিটি ওয়াকী— আ'মাশ সূত্রে বর্ণিত রেওয়াযাতের অধীনে উল্লেখ করা।

۳. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثنا عَبْدُ الرَّاحِمِ بْنِ زَيْدٍ ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةُ ثُمَّ اسْتَحَرَّ بِهَا ثُمَّ بَالَ، فَقُلْنَا انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَ ذَلِكَ، فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لِقَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ، فَتَهَاؤُمُ فَعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ جَلَدَ أَحَدَهُمْ وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَسَدَ أَحَدِهِمْ -

السُّؤَالُ : شَكَلَ الْحَدِيثَ سَدًّا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَهُ . مَا وَجَّهَ الشَّيْبِيُّ فِي بَيُولَ كَمَا تَبَيُّوَلُ الْمَرْأَةُ .
أَوْضَعَ مِصْدَاقًا مَا فِي قَوْلِهِ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ . مَنْ فَاعِلٌ قُلْنَا ؛ هَلْ هُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ
كُفَّارٌ ؛ إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَكَيْفَ صَدَّرَ عَنْهُمْ أَنْظَرُوا إِلَيْهِ الْخ ؛ أَكْتَبَ نَبَذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا عَمْرٍو بْنِ
عَاصِمٍ رَضِ . أَوْضَعَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَوْلَى النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৩ । মুসাদ্দাদ.....হযরত আবদুর রহমান ইবনে হাসানা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার ইবনুল 'আস রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম। তিনি বের হলেন। তাঁর সাথে ছিল একটি ঢাল। তিনি ঢালটিকে আড়াল বানিয়ে পেশাব করলেন। আমরা বললাম- দেখ, তিনি পেশাব করছেন যে রূপ মেয়েলোক পেশাব করে থাকে। (এখানে বসে পেশাব করার ক্ষেত্রে উপমা দেয়া হয়েছে অথবা ইমাম নববী র.-এর মতে প্রস্রাবের সময় পর্দা করার ব্যাপারে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।) তিনি একথা শুনে বললেন- তোমরা কি জান না, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি অবস্থা হয়েছিল? বনী ইসরাঈলের কারো যদি (কোথাও) পেশাব লেগে যেত, তাহলে ঐ স্থানকে তারা কেটে ফেলত। ঐ ব্যক্তি তাদের এটা করতে নিষেধ করেছিল। তাই তাকে কবরে শান্তি দেয়া হয়।

আবু দাউদ র. বলেন, মনসুর আবু ওয়াইলের মাধ্যমে আবু মুসা থেকে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন-
جِلْدَ أَحَدِهِمْ (যদি পেশাব লেগে যেত) তাহলে তারা চামড়া কেটে ফেলত। আর আসিম আবু ওয়াইল, আবু মুসা রা. সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন-جَسَدَ أَحَدِهِمْ 'তাদের শরীর কেটে ফেলত'।

قُلْنَا-এর ফায়েল (কর্তা) কে?

فَقُلْنَا أَنْظَرُوا إِلَيْهِ : এর ফায়েল হলেন, আমার ইবনে আস ও আবদুর রহমান ইবনে হাসানা। কেউ কেউ বলেছেন, তারা দুজন তখন কাফির ছিলেন। তাই একথা বলেছেন। তবে বিতর্কিত উক্তি হল, তাঁরা তখন মুসলমান ছিলেন। কিন্তু নও মুসলিম ও দীনী ইলম কম থাকার কারণে বিশ্বয়বশতঃ এরূপ কথা বলেছিলেন বর্বরতার যুগের আচরণ ও রীতিনীতির উপর নির্ভর করে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ
وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

এখানে ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য হাদীসের সনদ ও মূলপাঠ সংক্রান্ত বিভিন্নতার বিবরণ দান। আবদুর রহমান ইবনে হাসানার রেওয়ায়াত মারফু' অর্থাৎ, إِذَا بَنَى إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا. অর্থাৎ, إِذَا بَنَى إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا. এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী। এতে قطعوا ما أصابهم البَوْلُ مِنْهُمْ এসেছে। এতে না কাপড়ের কথার উল্লেখ রয়েছে, না চামড়াও দেহের। কিন্তু মনসুর- আবু ওয়াইল- হযরত আবু মুসা রা. সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতটি মাওকুফ, মারফু' নয়। তবে এতে جِلْدَ أَحَدِهِمْ শব্দ এসেছে। আবু দাউদের রেওয়ায়াতের মত মুসলিমের রেওয়ায়াতেও এসেছে। বুখারী র.-এর রেওয়ায়াতে تَوْبَ أَحَدِهِمْ শব্দ আছে। আবু আসিম- আবু ওয়াইল- আবু মুসা- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত মারফু'ও আছে। তাছাড়া, এতে جَسَدَ أَحَدِهِمْ শব্দও আছে।

মোটকথা, দুটি রেওয়ায়াত মারফু'। একটি রেওয়ায়াত হযরত আবু মুসা রা. এর উপর মাওকুফ। এ হল সূত্রগত বিভিন্নতা।

মূলপাঠগত বিভিন্নতা হল, এক রেওয়ায়াতে আছে- **إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ** আর এক রেওয়ায়াতে আছে- **جَلَدَ** **ثَوْبَ أَحَدِهِمْ** মুসলিমের রেওয়ায়াতে মূলপাঠ অনুরূপ। বুখারী র.-এর রেওয়ায়াতে আছে- **ثَوْبَ أَحَدِهِمْ** আবু দাউদের রেওয়ায়াতে আবু 'আসিম- আবু ওয়াইল- আবু মুসা- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে **جَسَدَ أَحَدِهِمْ** শব্দ আছে।

এখানে বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন, মুসলিমের রেওয়ায়াতে যে **جَلَدَ أَحَدِهِمْ** শব্দ এসেছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম কুরতুবী র. এর মতে পোশাকরূপে ব্যবহার্য চামড়া।

কেউ কেউ এটাকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ, মানুষের চামড়া। তারা বলেছেন, মানুষের চামড়া কর্তনের এই নির্দেশ হল কঠোর বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যা থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা **رَبَّنَا وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا** **جَسَدَ أَحَدِهِمْ** দোয়া করি। এই বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগের সমর্থন হয় আবু আসিম- আবু ওয়াইলের **جَسَدَ أَحَدِهِمْ** বিশিষ্ট রেওয়ায়াত দ্বারা। কিন্তু বুখারীর রেওয়ায়াতে সুস্পষ্ট আকারে **ثَوْبَ أَحَدِهِمْ** শব্দ আছে। অতএব, মানুষের চামড়া উদ্দেশ্য করা জটিল। ফলে বাহ্যত বুখা যায়, এর দ্বারা পোশাকই উদ্দেশ্য। চামড়াও নয়, দেহও নয়। এমতাবস্থায় আবু দাউদের **إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ** রেওয়ায়াতে একটি মুখ্য উহা মানতে হবে। অর্থাৎ, **أَصَابَ** **إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ** তাহলে বুখারীর রেওয়ায়াতের অনুকূল হয়ে যাবে। এর অর্থ হবে, তাদের জন্য নাপাক কাপড় পানি দ্বারা পাক করার অবকাশ ছিল না। বরং তাদের শরীয়তে কর্তন ব্যতীত পাক করার কোন পন্থা ছিল না। বস্তুত, চামড়ার রেওয়ায়াতটিকে পোশাকরূপে ব্যবহার্য চামড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। আত্মা ইবনে হাজার র. কুরতুবী র. থেকে এই বিবরণ দিয়েছেন।

جَسَدَ এর ব্যাখ্যা এই করা হবে যে, বোধহয় কোন বর্ণনাকারী **جَلَدَ أَحَدِهِمْ** দ্বারা মানুষের চামড়া মনে করেছেন। ফলে অর্থগত বিবরণ দিতে গিয়ে **جَلَدَ أَحَدِهِمْ** এর স্থলে **جَسَدَ أَحَدِهِمْ** বলে দিয়েছেন। অন্যথায় প্রকৃত অর্থে মানুষের দেহ উদ্দেশ্য হলে পূর্ণ দেহই শেষ হয়ে যাবে। কারণ, নাপাকী মানুষের দেহ থেকে বারবার বের হয়। ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বারবার নাপাক হয়। যদি বারবার দেহ পাক করতে গেলে কর্তন করতে হয়, তবে শরীহ থাকবে না। আত্মাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- **لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا رُغْفًا** তথা আত্মাহ তা'আলা কারো উপর সাধ্যাতীত বিষয়ের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। কাজেই রেওয়ায়াতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম আমর ইবনুল আ'স ইবনে ওয়াইল ইবনে হাশিম। মাতার নাম রীড়া। পিতা ও পুত্র উভয়েই সাহাবী ছিলেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেন এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে তিনি তাঁর পিতার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর পিতা মুসলমান হয়েছিলেন।

হাদীস বিবরণ : তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬০০। ইমাম বুখারী ও মুসলিম র. সম্মিলিতভাবে ১৭টি এবং ইমাম বুখারী র. এককভাবে ৮টি আর ইমাম মুসলিম র. এককভাবে ২০টি হাদীস স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তাঁর লিখিত হাদীসের সংখ্যা ছিল অনেক। আবু উমামা, মিসওয়ার, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব র. প্রমুখ তাঁর শিষ্য।

একটি স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যা

একবার তিনি রাসূল সা. এর নিকট একটি স্বপ্ন বললেন, আমি দেখলাম, আমার এক হাতে মধু আরেক হাতে ঘি। আর এগুলো আমি জিহ্বা দিয়ে চাটছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কিতাবদ্বয় তথা তাওরাত ও কুরআন পড়বে। বাস্তবেও তাই হয়।

ওফাত : ওয়াকিদী র.-এর বিবরণ মতে তিনি ৬৫ হিজরীতে জিলহজ্জ মাসে ৭২ বছর বয়সে মিসরের ফুসতাত শহরে ইনতিকাল করেন। তবে ৬৩ হিজরীতে মক্কা শরীফে বা তায়েফে ওফাত হয়েছে বলেও কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন।

-বিত্তারিত দ্রষ্টব্য : ইসাবা : ২/৩৫১-৩৫২; উসদুল গাবাহ : ৩/৩৪৫ ইত্যাদি।

بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা

۱. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا أَبُو عَرَانَةَ وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خَفِيهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَذَهَبَتْ أَتْبَاعُهُ فَدَعَرْنِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِيهِ.

السُّوَالُ : شَكِلَ الْحَدِيثُ سَدًّا وَمَتْنَا ثُمَّ تَرَجَّمَ . مَا الْفَرْقُ بَيْنَ حَدَّثَنَا وَخَبَرْنَا ؟ كَيْفَ بَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَصْلِ الْجِدَارِ مَعَ أَنَّ الْبَوْلَ يُوْهِى الْجِدَارَ وَيُضَيِّعُهُ ؟ كَيْفَ رَأَى أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَوْلَ وَقَدْ رَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبِرَّازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ . حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا وَعَدَمِهِ، فَكَيْفَ التَّفْصِيلُ عَنْهُ ؟ مَا هُوَ حُكْمُ الْبَوْلِ قَائِمًا عِنْدَ الْإِمَامَةِ الْكِرَامِ ؟ أَذْكَرُ مُفْصَلًا . كَيْفَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ الْمَمْلُوكَةِ ؟ مَا وَجْهُ بَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ قَائِمًا ؟ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ مَخْلُوطٌ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَمُغْبِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَذْكَرُ بِالتَّفْصِيلِ . وَجَّحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ نَبْذَةٍ مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। হাফস ইবনে উমর হযরত হযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের ময়লার স্থানের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর পানির জন্য ডেকে পাঠালেন অতঃপর মোজার উপর মাসেহ করলেন।

আবু দাউদ র. বলেন, মুসাদ্দাদ আরো বর্ণনা করেছেন- হযরত হযাইফা রা. বলেন, আমি পেছনের দিকে সরে যেতে থাকলে তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ডাকলেন। এমনকি আমি তাঁর পায়ে গোড়ালীর নিকটবর্তী হলাম।

أَخْبَرَنَا وَ حَدَّثَنَا -এর মাঝে পার্থক্য

উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, এ দু'টি শব্দ আভিধানিকভাবে সমার্থক। তবে পারিভাষিকভাবে তার মধ্যে কিছু মতবিরোধ রয়েছে।

কেউ কেউ উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেন না। যেমন- যুহরী, ইবনে উয়াইনা, হিজাবী ও কুশীলগণ।

আবার কেউ কেউ পার্থক্য করেন। যেমন- ইবনে জুরাইজ, আওযাই, শাফিঈ ও প্রাচ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরাম। তাদের মতে, উত্তাদ যখন হাদীস পড়েন আর ছাত্র শুনে তখন حَدَّثَنَا শব্দ ব্যবহৃত হয়।

আর ছাত্র যখন উত্তাদের সামনে পড়ে তখন রেওয়ায়াতকালে বলে أَخْبَرَنَا।

أَخْبَرَنَا : ইনি মুখাযরামীনের অন্তর্ভুক্ত। নির্ভরযোগ্য রাবী।

নবীজী সা. দেয়ালের গোড়ায় কিভাবে প্রস্রাব করলেন? এটাতো দেয়ালকে দুর্বল করে দেয়?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত দেয়ালের গোড়ায় প্রস্রাব করেনি বরং তার কাছে প্রস্রাব করেছেন। এ প্রস্রাব দেয়ালের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছেনি। তাছাড়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্রাব পবিত্র। এটি দেয়ালের জন্যও ক্ষতিকর নয়। এমনিভাবে দেয়ালটি পূর্ব থেকেই নষ্ট ছিল। অতএব তাঁর প্রস্রাবের কারণে এটি নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আবু মুসা রা. কিভাবে প্রস্রাব করতে দেখলেন ?

আসলে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর হাদীসে যে বলা হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব পায়খানায় গেলে দূরে যেতেন, যাতে কেউ না দেখে- এ হাদীসের সাথে উপরের হাদীসের কোন বিরোধ নেই। কারণ, হযরত জাবির রা.-এর হাদীসের বিষয়টি অধিকাংশ সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সর্বদার জন্য নয়।

বিরোধ অবসান

হযরত আয়েশা রা.-এর রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায়, مَا كَانَ بَبْرُولَ لَا قَاعِدًا তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেননি। কিন্তু হযরত হুযাইফা রা.-এর হাদীসে তাঁর দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের কথা রয়েছে। তা সত্ত্বেও উভয় হাদীসে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, হযরত আয়েশা রা. সাধারণ অভ্যাসের বিবরণ দিয়েছেন। আর হযরত হুযাইফা রা. একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। তাছাড়া হতে পারে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা র. এ ঘটনা জানেননি।

দাঁড়িয়ে প্রস্রাবের হুকুম

بَوْلَ قَائِمًا : দাঁড়িয়ে প্রস্রাব সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের সামান্য মতবিরোধ রয়েছে।

১. হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যিব, উরওয়া ইবন যুবাইর এবং ইমাম আহমদ আহমদ ইবন হাফল প্রমুখ ব্যাপক আকারে এটাকে জায়েয বলেন।

২. এর পরিপন্থী কোন কোন আহলে জাহির এর হারামের প্রবক্তা।

৩. ইমাম মালিক র.-এর মতে ছিটা উড়ে আসার আশংকা না হওয়ার শর্তে জায়েয, অন্যথায় মাকরুহ।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হল ওযর ছাড়া এরাপ করা মাকরুহে তানবীহি। কারণ, নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত কোন বিবরণই সহীহ হাদীসে প্রমাণিত নেই। হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসটি যদিও প্রামাণ্য; কিন্তু এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাধারণ অভ্যাসের বিবরণ দেয়া হয়েছে, নিষেধাজ্ঞার নয়। অতএব, সর্বোচ্চ মাকরুহে তানবীহিই প্রমাণিত হবে।

○ অবশ্য হযরত শাহ সাহেব র. বলেছেন, যেহেতু আমাদের জামানায় দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করা অমুসলিমদের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, এজন্য এর মন্দত্বের বিষয়টি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

○ তুহফাতুল আহওয়ায়ীর লেখক এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, যে আমলের অনুমতি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, যদি অমুসলিমরা এর উপর আমল করতে আরম্ভ করে, তাহলে সেটা নিষিদ্ধ এবং না জায়েয হয়ে যায় না।

○ তবে এ প্রশ্ন তাঁর ভুল বোঝাবুঝির ওপর নির্ভরশীল। কারণ, এখানে শুধু আমল অবলম্বনের বিষয় নয়, বরং বৈশিষ্ট্যের ব্যাপার। মাকরুহ হওয়ার বিষয়টি এসেছে (ধর্মীয়) বৈশিষ্ট্য হওয়ার কারণে। আর যে মাকরুহে তানযীহি কাফিরদের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে যায় সেটির মন্দত্ব বেড়ে যায়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—**أَرْثَا مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ** অর্থাৎ, যে যে জাতির সামঞ্জস্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।

—আবু দাউদ ২/৫৫৬, কিতাবুল লিবাস, বাবুন ফী লুবাসিল শুহরাহ।

سُبَّاطَةٌ : **أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبَّاطَةَ قَوْمٍ** একরূপ স্থানকে বলা হয় যেখানে ময়লা ফেলা হয়। একরূপ স্থান চয়ন করার কারণ, একরূপ জায়গা নরম হয়ে থাকে, ছিটা উড়ে আসার আশংকা হয় না।

একটি প্রশ্নোত্তর

এখানে কোন কোন আলিম এ আলোচনা করেছেন যে, যেহেতু এই ময়লা স্থানটি কোন কোন লোকের মালিকানাধীন ছিল সেহেতু অনুমতি ছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা কিভাবে ব্যবহার করলেন? কিন্তু এর উত্তর স্পষ্ট। প্রথমতঃ তো **سُبَّاطَةَ قَوْمٍ**—এর মধ্যে **إِضَافَتٌ** মালিকানা বুঝানোর জন্য নয়; বরং তাদের সাথে বিশেষিত বা সাধারণ সংশ্লিষ্টতার কারণে **إِضَافَتٌ** হয়েছে। যার প্রমাণ হল ময়লা ফেলার স্থানগুলো সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি মালিকানা হয় না; বরং জনকল্যাণমূলক হয়ে থাকে। আর যদি মেনে নেয়া হয়, এটা কারো মালিকানা ছিল তাহলেও ওরফী অনুমতি একরূপ স্থানে যথেষ্ট হয়ে থাকে। এজন্য ফুকাহায়ে কিরাম এ থেকে অনেক শাখা মাসায়িল উৎসারণ করেছেন। যেমন ক্ষেতে পড়ে থাকা ফল ইত্যাদিতেও ওরফী অনুমতি যথেষ্ট।

দাঁড়িয়ে প্রস্তাবের কারণ

فَبَالَ عَلَيْهَا فَاِنًا : উলামায়ে কিরাম এখানে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর দাঁড়িয়ে প্রস্তাবের কারণ কি ছিল। এর অনেক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন যে, নাপাকীর কারণে সেখানে বসা সম্ভব ছিল না। কেউ কেউ বলেছেন ডাক্তারদের মতে কখনও কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। আরবে বিশেষভাবে এ বিষয়টিও অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। এ কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেছিলেন। তাছাড়া আরো অনেক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ সব ব্যাখ্যা দুর্বল এবং যুক্তি বহির্ভূত। শুধুমাত্র দুটি ব্যাখ্যা উত্তম।

১. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর হাঁটুতে ব্যাথা ছিল, যার ফলে বসা কষ্টকর ছিল। (এজন্য দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেছেন) এর সহায়তা হাকিম এবং বায়হাকীর একটি রেওয়াজাত দ্বারা হয়। তাতে **بَالَ فَاِنًا** (দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করেছেন)।—এর সাথে **فَاِنًا** **كَانَ فِي مَابِضِهِ** (তাঁর হাঁটুতে ব্যাথা থাকার কারণে) শব্দ বিদ্যমান আছে। এই রেওয়াজাতটি যদিও সূত্রগতভাবে দুর্বল কিন্তু কিয়াসী ব্যাখ্যাগুলো অপেক্ষা সর্বাধিক প্রাধান্য।

২. আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধতার জন্য দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। কারণ, মাকরুহে তানযীহিও বৈধতার একটি শাখা।

একটি সন্ধেহের নিরসন

উল্লেখ্য, দাঁড়িয়ে প্রস্তাবের এই রেওয়াজাতটি ইমাম কুদুরী র. ও বীর ‘মুখতাসারে’ উল্লেখ করেছেন। এর উপর হাফিজ আল-উদ্দীন মারদীনী র. প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, ইমাম কুদুরী র. হযরত হুযাইফা রা. এবং হযরত মুগীরা ইবন শো'বা রা.-এর রেওয়াজাতদ্বয়ে সংমিশ্রণ করে গুলিয়ে ফেলেছেন। তিনি এ রেওয়াজাত হযরত মুগীরা ইবন শো'বা রা.-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন এবং তাতে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব ও কপালে মাসেহ এ দু'টি বিষয় আলোচনা করেছেন। অথচ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা. হতে যে রেওয়াজাতটি বর্ণিত, তাতে শুধু মাথার অংশে মাসেহের কথা বিন্যাস। দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করার কথা নেই। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে এবং হযরত হুযাইফা রা.-এর রেওয়াজাতে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করার কথা রয়েছে; কিন্তু কপালের উপরের অংশে মাসেহের কথা নেই। যেমন- ইমাম তিরমিযীর মতে এখানে রয়েছে। যেন ইমাম কুদুরী র. সংমিশ্রণ ঘটিয়ে হযরত হুযাইফা রা.-এর হাদীসের কিছু শব্দ এবং হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা.-এর হাদীসের কিছু শব্দ গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু হাফিজ যায়লাঈ র. ‘নসবুর রায়াহ’তে এর উত্তর দিয়েছেন যে, ইবন মাজাহ এবং ইমাম আহমদ র. হযরত মুগীরা ইবন শো'বা রা.-এর যে রেওয়াজাত বর্ণনা করেছেন, তাতে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব ও কপালের উপরের অংশে মাসেহ উভয়টির আলোচনা রয়েছে। অতএব, হাফিজ মারদীনী র.-এর প্রশ্ন সঠিক নয়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ قَالَ أَيُّ حُذَيْفَةَ فَذَهَبْتُ أَتْبَاعُهُ دَعَاَنِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِيهِ .

এখানে ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হল, তাঁর তিন উস্তাদের মধ্যকার ইখতিলাফের বিবরণ দান। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উস্তাদ মুসান্নাদের হাদীসে কিছু অতিরিক্ত বিষয় আছে, যা হাফস ইবনে আমর ও মুসলিম ইবনে ইবরাহীমের হাদীসে নেই। প্রথম সনদে হাফস ইবনে আমর এবং মুসলিম ইবনে ইবরাহীম আর দ্বিতীয় সনদে মুসান্নাদ রয়েছে।

আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ মুসান্নাদের হাদীসে হাফস ইবনে আমর ও মুসলিম ইবনে ইবরাহীমের হাদীস অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত অংশ রয়েছে। প্রথমতঃ তিনি হাফসের হাদীসের শব্দগুলো বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, فَذَهَبْتُ لَفْظُ حَفْصٍ عَنْ سَلِيمَانَ وَهَذَا এরপর মুসান্নাদের অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেছেন- فَذَهَبْتُ أَتَى سُبَّاطَةَ أَتْبَاعُهُ دَعَاَنِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِيهِ বাক্যে। প্রথম দুই উস্তাদের হাদীস সমাপ্ত হয়েছে- أَتَى سُبَّاطَةَ বাক্যে।

উল্লেখ্য, আব্বাস নববী র. লিখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই দূরত্ব অবলম্বন ছিল পর্দার জন্য। অতএব, যদি কাছে থেকেও পর্দা অর্জিত হয় তবে দূরত্ব অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই।

হযরত হুযাইফা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ : তিনি হলেন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ইবনে জাবির ইবনে আমর ইবনে রবীয়া ইবনে জিরওয়া ইবনে হারিছ ইবনে মাযিন ইবনে কুতাইয়া ইবনে আবাস রা.। বস্তুতঃ তিনিই হলেন হুযাইফা ইবনে হিস্ল। ইয়ামান হল হিস্ল ইবনে জাবিরের উপাধি।

ইয়ামান উপাধির কারণ : ইবনুল কালবী বলেছেন, ইয়ামান শব্দটি জিরওয়া ইবনুল হারিসের উপাধি। এই উপাধি তাঁকে দেয়ার কারণ হল তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের এক লোককে হত্যা করেছিলেন। অতঃপর পালিয়ে মদীনায় এসে বনু আবদুল আশহাল নামক আনসারী গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এইজন্য তাঁর কণ্ঠ তাঁকে

ইয়ামান নাম দেন। কারণ, আনসারীরা হলেন ইয়ামানী। আর তিনি ইয়ামানীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর ছেলে আবু উবাইদা, উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনে আবু তালিব, কায়েস ইবনে আবু হাযিম, যায়েদ ইবনে ওহাব, আবু ওয়াইল রা. প্রমুখ।

হিজরত : তিনি হিজরত করে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলে তিনি তাকে হিজরত ও নুসরতের এখতিয়ার দেন। তিনি নুসরত অবলম্বন করেন। প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এখানে শাহাদাত লাভ করেন।

মুনাফিকদের সম্পর্কে সর্বিশেষ অবহিত : হযরত হুযাইফা রা. ছিলেন মুনাফিকদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন সংবাদ বিশেষজ্ঞ। তাদের নাম হুযাইফা রা. ছাড়া আর কেউ জানতেন না। প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মুনাফিকদের সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। এজন্য উমর রা. তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার গভর্ণরদের কেউ কি মুনাফিক আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করলেন কে? বললেন, নাম বলব না। হযরত হুযাইফা রা. বলেন, পরবর্তীতে হযরত উমর রা. তাকে অপসারণ করেন। যেন হযরত হুযাইফা রা. ইজিতে তাঁকে মুনাফিক সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

হযরত উমর রা.-এর জানাযায় উপস্থিতি : কোন ব্যক্তি মারা গেলে হযরত উমর রা. হুযাইফা রা.-কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, তিনি যদি সে মৃতের জানাযায় উপস্থিত থাকতেন, তবে হযরত উমর রা. তাঁর জানাযা নামায পড়তেন। আর যদি উপস্থিত না হতেন তবে হযরত উমর রা. তাঁর জানাযা নামায পড়তেন না। এমনকি সেখানে উপস্থিতও হতেন না।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : হযরত হুযাইফা রা. নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেনাপতি নোমান ইবনে মুকাররিন শাহাদাত লাভ করলে তিনি ঝাণ্ডা হাতে নেন। হামদান, রাই, দীনাওর তাঁর হাতে বিজিত হয়। জাজিরা বিজয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেন। নাসীবাঈন নামক স্থানে তিনি অবস্থান করেন। সেখানে বিয়েশাদী করেন।

ওফাতকালীন অবস্থা : লাইস ইবনে আবু সুলাইম বলেন, মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলে হযরত হুযাইফা রা. ভীষণ অস্থির হয়ে পড়লেন এবং খুব কাঁদলেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি দুনিয়ার জন্য আফসোস করে কাঁদছি না। বরং মৃত্যু আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। (আমার কাঁদার কারণ হল,) আমি জানি না, কিসের উপর সামনে অগ্রসর হচ্ছি। আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট, না অসন্তুষ্ট?

কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বললেন, এ হল আমার দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত। আয় আল্লাহ! তুমি জান, আমি তোমাকে ভালবাসি। অতএব, তোমার সাক্ষাতে আমাকে বরকত দাও। এরপরই তিনি ইন্তিকাল করেন।

ওফাত : হযরত উসমান রা. এর ওফাতের ৪০ দিন ৪০ রাত পর ৩৩ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন।

-বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবাহ : ১/৭০৬, ৭০৭ ইত্যাদি।

بَابُ فِي الْإِسْتِخَارِ فِي الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ : প্রস্রাব-পায়খানার সময় পর্দা করা

۱. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنِ الْحَصَنِ بْنِ الْحَبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَفَلَ حَرَجَ وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَفَلَ حَرَجَ، وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفُظْ وَمَا لَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ، وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمَلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حُصَيْنُ الْجَمِيرِيُّ قَالَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ.

السُّؤَالُ : شَكَلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . مَا حُكِّمَ الْإِسْتِخَارُ عِنْدَ الْخَلَاءِ ؟ أَوْضَحْ مَا قَالِ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح . أَذْكَرُ تَبَذُّةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا أَبِي هُرَيْرَةَ رَض .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১। ইবরাহীম ইবনে মুসা হযরত আবু হোয়ায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন— সুরমা লাগালে বেজোড় সংখ্যায় লাগাবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। কেউ টিলা ব্যবহার করলে বেজোড় সংখ্যায় করবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। আহার করে খিলাল করার পর কিছু বের হলে তা ফেলে দেবে, আর জিহ্বার সাথে কিছু লেগে থাকলে তা গিলে ফেলবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। কেউ পায়খানায় গেলে আড়ালে যাবে। যদি এরূপ জায়গা না পাওয়া যায়, তাহলে অন্তত বালুর স্থাপ তৈরী করে হলেও তার আড়ালে বসবে। কারণ, শয়তান মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন— এটি আবু আসিম সান্তর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন—حُصَيْنُ الْجَمِيرِيُّ তিনি বলেন— এটি আবদুল মালিক ইবনে সাববাহও সান্তর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন—
أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ

মল-মূত্র ত্যাগের সময় পর্দা করার হুকুম

প্রস্রাব-পায়খানার সময় পর্দা করা জরুরি। পর্দা করা জরুরতের স্থানসমূহ ছাড়া প্রতিটি মুহুর্তে ফরযে আইন। এমনকি নির্জনেও। ইমাম তিরমিযী র. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, শ্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

যখন প্রস্রাব-পায়খানার হাজত পূর্ণ করার জন্য মনস্থ করতেন, তখন যমিনের নিকটবর্তী হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না। (অবশ্য আবদুস সালাম নামক রাবীর কারণে এতে দুর্বলতা আছে।)

ইসলামী আইনবিদগণ এ হাদীস থেকে দু'টি মূলনীতি উৎসারণ করেছেন—

১. প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করে দেয়।
২. জরুরি জিনিস জরুরত পরিমাণে সীমিত থাকে। প্রমাণের কারণ স্পষ্ট।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ قَالَ حُصَيْنُ الْحِمَيْرِيُّ قَالَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرِيُّ.

হোসাইন হিমইয়ারী?

❶ ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য সনদের দুটি স্থানের বিভিন্নতা বর্ণনা করা। এই বিভিন্নতা সাওরের শিষ্য ঈসা ইবনে ইউনুস ও আবু আসিমের মাঝে হোসাইনের দিকে সঙ্কল্প করার ক্ষেত্রে। ঈসা ইবনে ইউনুস তাঁর রেওয়াজাতে 'হোসাইন আল হুবরানী' বর্ণনা করেছেন। আবু আসিম বর্ণনা করেছেন 'হোসাইন আল হিমইয়ারী'। মূলতঃ দুটো কথাই বিশুদ্ধ। কারণ, হুবরান হিমইয়ারের একটি শাখা গোত্র। বর্ণনাকারী কখনও বড় গোত্রের দিকে আবার কখনও শাখা গোত্রের দিকে সম্বোধন করেন।

তার উপাধি কি আল খায়ের?

দ্বিতীয় ইখতিলাফ হল, সাওরের শিষ্য ঈসা ইবনে ইউনুস ও আবদুল মালিক ইবনে সাকবাহ এর মাঝে আবু সাঈদের উল্লেখের ক্ষেত্রে— তার উপাধি 'আল খায়ের' কিনা।

ইখতিলাফ হল আবু সাঈদ, না আবু সা'দ। ঈসা ইবনে ইউনুস 'আল খায়ের' শব্দ উল্লেখ ব্যতীত 'আবু সাঈদ' বলেছেন। আবদুল মালিক ইবনে সাকবাহ 'আল খায়ের' সহ উল্লেখ করেছেন। ইবনে মাজাহ ও এ রেওয়াজাত বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আছে 'আবু সা'দ আল খায়ের', আবু সাঈদ নয়। তাহলে এখানে তিনটি ইখতিলাফ হল।

তিনি সাহাবী, না তাবিঈ?

❷ এখানে আরেকটি ইখতিলাফ হল— তিনি সাহাবী, না তাবিঈ?

প্রথম দু'টি ইখতিলাফ সম্পর্কে রিজাল সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে এরূপ রয়েছে। হাফিজ ইবনে হাজার র. তাহযীবুত তাহযীবে আবু দাউদ ও ইবনে মাজার দিকে সঙ্কল্পযুক্ত করে বলেন, তিনি হলেন আবু সাঈদ আল হুবরানী আল হিমইয়ারী আল হিমসী। তাকে আবু সা'দ আল খায়ের আল আনমারীও বলা হয়। এতে বুঝা গেল, ইনি একই ব্যক্তি, দু'জন নন।

কিন্তু কেউ কেউ বলেন, এখানে মনীষী দু'জন। এবং দু'জন হওয়াই সঠিক বলে তারা বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইবনে হাক্বান র. এর সুস্পষ্ট বিবরণ হল, আবু সা'দ আল খায়ের সাহাবী, আবু সাঈদ আল হুবরানী তাবিঈ।

তাকরীবুত তাহযীবে আবু দাউদ ও ইবনে মাজার দিকে সঙ্কল্পযুক্ত করে বলেছেন, মূলতঃ শব্দ হল, আবু সাঈদ আর হুবরাশী আল হিমসী। তাঁর নাম যিয়াদ। তিনি অজ্ঞাত। তৃতীয় শ্রেণীর রাবী। আবু সাঈদ আল খায়ের আল আনমারী হলেন সাহাবী। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। অতএব, যারা তাঁকে প্রথমোক্ত আবু সাঈদের সাথে এলিয়ে ফেলেছেন তাঁরা ভুল করেছেন। আর যারা আবু সাঈদকে আবু সা'দ-এ বিকৃত করেছেন, তাঁরাও ভুল করেছেন।

মীযানুল ইতিদালে বলেছেন, আবু সাঈদ হিবরানী হিমসী। তাঁকে আবু সা'দ আনমারী বলা হয়। এ উক্তিও আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহর দিকে সঙ্কমুক্ত করেছেন। এতে বুঝা যায়, ব্যক্তি একজনই। পরবর্তীতে বলেন, 'স্পষ্ট বিষয় হল, এখানে মনীষী দু'জন।'

মিরকাতুস সুউদ গ্রন্থকার বলেন—

قَالَ وَلِيُّ الدِّينِ مَا بِأَصْلِنَا مِنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِسُكُونٍ عَيْنِهِ كَسْنِ ابْنِ مَاجَةٍ وَالْبَهْمِيِّ
وَصَحَّيْحِ ابْنِ حَبَّانٍ حَيْثُ قَالُوا أَبُو سَعْدٍ الْخَيْرُ وَيَعْلَلُ الدَّارِقُطْنِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ الصَّبَّاحِ
وَالْحَسَنَ . عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَا عَنْ ثَوْرٍ أَبُو سَعْدٍ بِسُكُونٍ عَيْنِهِ وَأَنَّ عَيْسَى بْنَ يُونُسَ قَالَ
عَنْ ثَوْرٍ أَبُو سَعِيدٍ كَأَمِيرٍ وَأَنَّ الصَّحَّيْحَ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْجُمْهُورُ فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ كَأَمِيرٍ .

এসব ইবারত দ্বারা স্পষ্ট এটাই যে, তিনি হলেন আবু সাঈদ।

❶ তিনি কি সাহাবী, না তাবিসি এ সম্পর্কে যে ইখতিলাফ রয়েছে এ ব্যাপারে হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন, আবু সাঈদ হিবরানী তাবিসি। যারা তাঁকে সাহাবী বলেছেন, তাঁরা সঠিক বলেননি।

আবু সাঈদ বা আবু সা'দের আল খায়ের উপাধি 'সংক্রান্ত মতবিরোধের ব্যাপারে হাফিজ ইবনে হাজার র. তাহযীবৃত তাহযীব বলেছেন, কারও কারও ভুল হয়ে গেছে। তাঁরা স্বীয় হাদীসে আবু সা'দ আল খায়ের বলেছেন। বোধহয় এতে বিকৃতি ঘটেছে এবং মাঝখানে অক্ষর উহ্য হয়েছে। বিকৃতি ঘটেছে প্রথমাংশে। অর্থাৎ, আবু সাঈদকে আবু সা'দ বলেছেন। উহ্য হয়েছে দ্বিতীয়াংশে। মূলতঃ শব্দটি ছিল হিবরানী। শেবাংশ উহ্য করে শুধু খায়ের শব্দ রেখে দিয়েছেন। অথবা, বিকৃতি ও উহ্য উভয় অংশে হয়েছে। প্রথমাংশে ইয়া উহ্য করে দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয়াংশে হা-কে খায়ে পরিণত করা হয়েছে। বা-কে ইয়া বানিয়েছে, আলিফ নূন ও ইয়াকে শেষের দিক থেকে উহ্য করে দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা গেল হযরত আবু হোয়ায়রা রা. থেকে বর্ণনাকারী আবু সাঈদের উপাধি আল খায়ের নয়, পরবর্তীতে বলেন—

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
এই ইবারত দ্বারা কারও কারও ভুল ভেঙ্গেছেন যে, হযরত আবু হোয়ায়রা রা. থেকে বর্ণনাকারী সাহাবী। সাহাবী সাহাবী থেকে বর্ণনা করছেন। ইমাম আবু দাউদ র. এ ধারণার অবসান করতে গিয়ে বলেন, আবু সাঈদ আল খায়ের সাহাবী, তিনি আরেকজন। হযরত আবু হোয়ায়রা রা. থেকে বর্ণনাকারী সাহাবী নন, তাঁর উপাধিও আল খায়ের নয়। বরং শুধু আবু সাঈদ।

হযরত আবু হোয়ায়রা রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি : হযরত আবু হোয়ায়রা রা.-এর নামের ব্যাপারে প্রায় ৩৫টি মতামত পাওয়া যায়। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যও তাহকীকী মত হল— জাহেলী যুগে তাঁর নাম ছিল, আবদে শামস, আর ইসলামী যুগে তাঁর নাম রাখা হয় আবদুর রহমান। পিতার নাম সাখার এবং মাতার নাম মায়মূনা। তাঁর উপনাম আবু হোয়ায়রা। (বিড়াল ছানার পিতা) দাউস গোত্রের জনগ্রহণ করায় তাঁকে দাউসী বলা হয়। তিনি আহলে সুফফার অন্যতম সদস্য ছিলেন।

শাব্দিক বিশ্লেষণ : ^{هَرَّةٌ} শব্দের অর্থ— পিতা, আর ^{هَرِيرَةٌ} শব্দটি ^{هَرَّةٌ} এর তাসগীর, যার অর্থ বিড়াল ছানা : সুতরাং শব্দদ্বয়ের একযোগে অর্থ— দাঁড়ালো বিড়াল ছানার পিতা। অথবা ^{أَبُو هَرِيرَةٍ} অর্থ— বিড়ালের মালিক বা বিড়াল ওয়ালা, যেমন— ^{بَا أَبَا الْفَرَسِ} অর্থ— ঘোড়ার মালিক।

আবু হোরায়রা উপাধির কারণ : ১. একবার তিনি প্রিয়নবী সা.-এর দরবারে আগমন করার সময় জামার অস্তিত্বে করে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে আসেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে কৌতূহ করে বললেন, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!-হে বিড়াল ছানার পিতা! নবীজীর মুখ-নিঃসৃত উপনামটি তাঁর নিকটে খুব পছন্দ হল এবং এ নামে ডাকলে তিনি গৌরববোধ করতেন। ফলে তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

২. বিড়াল ছানাকে তিনি বেশী ভালবাসতেন হেতু একবার নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর নামে না ডেকে أَبُو هُرَيْرَةَ বলে ডেকেছিলেন। যেমন- প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা.-কে বললেন, قُمْ يَا أبا هُرَيْرَةَ! তাই নবীর ডাকা দেখে সাহাবীগণও তাঁকে এ নামে ডাকতে লাগলেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ : হযরত আবু হোরায়রা রা. ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা হচ্ছে যে, প্রখ্যাত সাহাবী কবি হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাউসী রা. মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণের পর স্বগোত্রে ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করলে মাত্র চারজন লোক তথা তাঁর মাতা, পিতা, স্ত্রী ও হযরত আবু হোরায়রা রা. ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত তোফায়েল রা. এমতাবস্থায় মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরামর্শ ও দোয়া নিয়ে পুনঃরায় স্বগোত্রে ইসলাম প্রচার শুরু করলে কয়েক বছরের মধ্যে অনেক পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে। অবশেষে সপ্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের সময় দাউস গোত্রের ৮০ জন মুসলমান নিয়ে হযরত তোফায়েল ও আবু হোরায়রা রা. খায়বরে মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হন।

হাদীস বিবরণ : অসাধারণ স্মৃতি শক্তির অধিকারী হযরত আবু হোরায়রা রা. হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী। এ কারণে তাঁকে শীর্ষ রাবী বলা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। জনৈক ফার্সী কবি এ সম্বন্ধে বলেছেন-

كن حديث بو هريره را شمار * پنج الف وسه صدوهفتادوچار

তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে যৌথভাবে বর্ণিত হয়েছে ৩২৫টি, বুখারী শরীফে এককভাবে ৭৯ ও মুসলিম শরীফে ৯৩টি। কারো কারো মতে, বুখারী ও মুসলিম শরীফে ৮২২টি এবং এককভাবে বুখারী শরীফে ৪০৪টি ও মুসলিম শরীফে ৪১৮টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবিসি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত : এ প্রখ্যাত সাহাবী মতান্তরে ৫৯ হিজরীতে ৭৮ বছর বয়সে মদীনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। মদীনার তৎকালীন গভর্নর ওলীদ ইবনে উকবা তাঁর নামায়ে জানাযার ইমামতি করেন। পরিশেষে তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। -বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- ইসাবা : ৪/২২০২-২১১, ইকমাল : ৬২২ ইত্যাদি।

بَابُ الْأِسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ

অনুচ্ছেদ : টিলা দ্বারা ইসতিনজা করা

২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ ثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْإِسْطِطَابَةِ فَقَالَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . بَيْنَ مَذَاهِبِ الْإِسْمَةِ فِي حُكْمِ عَبْدِ الْأَحْبَارِ عِنْدَ الْإِسْتِنْجَاءِ مُدَلَّلًا مُرْجِعًا وَمُجِبًّا عَنْ إِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ . مَا هِيَ الضَّابِطَةُ لِلْإِسْتِنْجَاءِ الْمُنْهِيَةِ عَنْهَا فِي الْإِسْتِنْجَاءِ ؟ مَا مَعْنَى الرُّوْثِ وَالرِّمَّةِ الْمَرْجِعِ وَالْعَذْرَةِ وَالرُّكُوسِ ؟ أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ২। আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ খুযাইমা ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইস্তিনজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন- তিনটি পাথর দ্বারা ইসতিনজা করবে, যাতে গোবর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আবু দাউদ র. বলেন, এটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, আবু উসামা ও ইবনে নুমাইর হিশাম অর্থাৎ ইবনে উরওয়া সূত্রে।

ইসতিনজায় টিলার সংখ্যা

এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মতবিরোধ রয়েছে যে, ইসতিনজার জন্য পাথর বা টিলা ব্যবহারে কোন সংখ্যা সুনুত কিনা?

১. ইমাম শাফিঈ র., ইমাম আহমদ র. আবু সাওর এবং আহলে জাহিরের মতে ইসতিনজাতে পরিচ্ছন্নতা ও তিন সংখ্যা ওয়াজিব এবং বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা মুস্তাহাব।

২. ইমাম আবু হানীফা এবং মালিক র.-এর মতে শুধু পরিষ্কার করা ওয়াজিব। তিন সংখ্যা সুনুত এবং বেজোড় সংখ্যা মুস্তাহাব। হাদীসসমূহে তিন সংখ্যার উল্লেখ তাঁদের মতে এজন্য এসেছে যে, সাধারণত এই সংখ্যা দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়।

ইমাম শাফিঈ র. তিন সংখ্যা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন-

هَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قِيلَ لِسَلْمَانَ قَدْ عَلِمَكُمْ نَبِيَّكُمْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْيُخْرَاءِ ؟ قَالَ أَجَلَ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِالْيَمِينِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْبَارٍ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ . (مسلم : إيمان : ٢٩٢/١).

ترمذی : ج ١ باب الاستنجاء . بالحجارة .

কারণ, এতে তিন থেকে কম পাথর বা টিলা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এর উত্তর হল, যেহেতু সাধারণতঃ তিন পাথর দ্বারাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়, এজন্য তার চেয়ে কম সংখ্যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি এর চেয়েও কম দ্বারাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়, তবে সেটাও জাযিয।

হানাফীদের প্রমাণাদি নিম্নরূপ

১. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারাকুতনী, মুসতাদরাকে হাকিম, বায়হাকী, ইবন হাখ্বান, তাবারানীতে হযরত আবু হোরায়ারা রা.-এর একটি হাদীস রয়েছে-

مِنْ اسْتَجْمَرَفْلِيَوْتَرُ . مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ .

এতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা মুসতাহাব, ওয়াজিব নয়।

— দ্রষ্টব্য : ফাতহুল বারী : ১/২১১, মাআরিফুস সুনান : ১/১১৮

❊ ইমাম বায়হাকী র. এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এর দ্বারা বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা মুসতাহাব প্রমাণিত হয়, তিন সংখ্যা নয়।

❊ এর উত্তর হল, বেজোড় সংখ্যা ব্যাপক আর তিন সংখ্যা খাস। আর ব্যাপককে অস্বীকার করার ফলে অবশ্যই খাসটিকেও অস্বীকার করা হয়।

❊ ইমাম বায়হাকী র.-এর দ্বিতীয় উত্তর এই দিয়েছেন যে, এই হাদীসে বেজোড় দ্বারা উদ্দেশ্য তিনের উর্ধ্বে বেজোড়। যার প্রমাণ হল, এই হাদীসটিরই শেষে কোন কোন রেওয়ায়াতে এতটুকু সংযুক্ত আছে যে, **فَبِإِنَّ اللَّهَ وَتَرَى الْجِبَالَ الْوُتْرَ أَمَّا تَرَى السَّمَاوَاتِ سَبْعًا** (আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। তুমি কি দেখ না, আসমান সাতটি, জমিন সাতটি?)

❊ এর উত্তর হল, এ হাদীসটি ইমাম হাকিম র.ও 'মুসতাদরাক' (১/১৫৮) কিতাবুত তাহারাত, **مِنْ اسْتَجْمَرَ** (অর্থঃ হাদীসটি মুনকার। হারিস নামক রাবী নির্ভরযোগ্য নন।

❊ দ্বিতীয় উত্তরটি হাফিজ জামালুদ্দীন যায়লাঈ র. নসবুর্ রায়াহ : (১/২১৮) তে দিয়েছেন যে, যদি এ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ সঠিক হয় তবুও সাত আসমানের আলোচনা দ্বারা এটা আবশ্যিক হয় না যে, এর পরবর্তীতে যে বেজোড়ের কথা আলোচিত হয়েছে তদ্বারা তিনোৰ্ধ উদ্দেশ্য। কারণ, যদি এরূপ হয় তবে মানতে হবে যে, সাতটি পাথর বা টিলা ব্যবহার করা মাসনূন বা মুসতাহাব। অথচ এর প্রবক্তা কেউ নেই।

❊ এ হাদীসটির উপর আর একটি প্রশ্ন হল, ইবনে হায়ম র. এটিকে দুর্বল বলেছেন।

এর উত্তর হল, এটি সুনিশ্চিতরূপে প্রামাণ্য। কারণ, আবু দাউদ এটি বর্ণনা করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। হাফিজ যাহাবী র. এটিকে সহীহ এবং ইবনে হাজার র. **وَمَنْ لَا فَلَا حَرْجَ** এই অতিরিক্ত অংশটুকুর সনদকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।

২. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ এবং দারাকুতনী ইত্যাদিতে হযরত আয়েশা রা. থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত আছে—

قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَتِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّمَا تُجْزَى عَنْهُ .

‘তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ শৌচাগারে যায় তখন যেন সাথে করে তিনটি পাথর বা টিলা নিয়ে যায়। এগুলো দিয়ে সে ইসতিনজা (শৌচকর্ম) করবে। কারণ, এগুলো তার জন্য যথেষ্ট হবে।’ দ্রষ্টব্য : মাআরিফুস সুনান : ১/১৮

দারাকুতনীর উক্তি মতে হাদীসটি সহীহ।

৩. মু'জামে তাবারানীতে হযরত আবু আইউব আনসারী রা. থেকে অনুরূপ অর্থের আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে— **إِذَا غَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْسَحْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّ ذَلِكَ كَافِيهِ**—

‘যখন তোমাদের কেউ পায়খানা করবে তখন তিনটি পাথর বা টিলা দিয়ে মুছে ফেলবে। কারণ, এটা তার জন্য যথেষ্ট।’

হাদীসটি সম্পর্কে কোন সমালোচনা নেই।

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ র. -এর রেওয়াজাতে আছে। তিনি বলেন-

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَحَاجَّتْهُ فَقَالَ التَّمِيسُ لِي ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ . قَالَ فَاتَيْنَهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْتُهُ فَآخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرَّوْتَةَ وَقَالَ إِنَّهَا رَكْسٌ .

‘রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (পায়খানার) হাজত পূরণ করার জন্য বের হয়ে আমাকে বললেন, আমার জন্য তিনটি পাথর বা ঢিলা অবশ্যে কর। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে দুটি পাথর বা ঢিলা আর একটি শুষ্ক গোবর টুকরো এনে দিলাম। তিনি পাথর বা ঢিলা দুটি গ্রহণ করলেন আর গোবর টুকরোটি ফেলে দিলেন। বললেন, এটি অপবিত্র।’

ইমাম ত্বাহাভী র. ও হানাফীদের মায়হাবের উপর এ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। অর্থাৎ, যদি তিন সংখ্যা জরুরি হত, তাহলে প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো একটি পাথর অবশ্যই চাইতেন।

❶ এ হাদীসটির উপর শাফিঈদের পক্ষ থেকে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে- যেমন একটি প্রশ্ন হল, কেউ কেউ বলেছেন, এতে اِئْتَنَى بِحَجَرٍ শব্দ অতিরিক্ত আছে। এর উত্তর হল, এ অংশটুকু মুনকাতি’। অতএব, এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসতিনজায় নিষিদ্ধ সংক্রান্ত মূলনীতি কি?

এতে মূলনীতি হল, শুকনা, পবিত্র, ময়লা পরিষ্কারক বস্তু দ্বারা ইনতিনজা করা জায়েয। সম্মানীত, মূল্যবান এবং যার সাথে অন্যের হকের সম্পর্ক এরূপ জিনিস হতে পারবে না। এ মূলনীতির আওতায় যে সব জিনিস পড়বে না সেগুলো দ্বারা ইনতিনজা করা জায়েয নেই, অন্যথায় জায়েয।

رَوْتُ، رَمَةً، رَجِيعٌ، عَذْرَةٌ، رَكْسٌ -এর অর্থ

عَذْرَةٌ হল মানুষের পায়খানা। رَوْتُ মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর বিষ্ঠা। رَجِيعٌ মানুষের পায়খানা এবং প্রাণীর বিষ্ঠা উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। رَمَةً শব্দটি رَمِيمَةٌ শব্দের বহুবচন। পুরনো হাড়। رَكْسٌ - নাপাক।

ইমাম আবু দাউদ র. -এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ (يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ) .

এখানে ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য, আবু মু‘আবিয়ার শিষ্যদের ইখতিলাফ বর্ণনা করে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নুফাইলীর রেওয়াজাতকে প্রাধান্য দান। কারণ, আবু মু‘আবিয়া থেকে বর্ণনাকারী একজন হলেন আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নুফাইলী, অপরজন আলী ইবনে হারব। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ এ হাদীসটি আনেননি। আবু দাউদ র. বলেন, আলী ইবনে হারবের সূত্রটি হল-

عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْمَةَ .

এতে হিশাম ও আমর ইবনে খুযাইমার মাঝে আবদুর রহমান ইবনে সা‘দের সূত্র আছে। কিন্তু আবু দাউদের উল্লেখকৃত সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নুফাইলী- আবু মু‘আবিয়া সূত্রে হিশাম ইবনে উরওয়া ও আমর ইবনে খুযাইমার মাঝে কোন সূত্রের উল্লেখ নেই। ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নুফাইলী আবদুর রহমান সূত্র ছাড়া আবু মু‘আবিয়া থেকে যে রূপ বর্ণনা করেছেন, এরূপভাবে আবু মু‘আবিয়া থেকে আবু উসামা ইবনে নুমাইর’ হিশাম ও আমর ইবনে খুযাইমার মাঝে আবদুর রহমানের সূত্র ছাড়া বর্ণনা করেছেন।

অতএব, তাদের বিবরণটি আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নুফাইলীর অনুকূল হয়ে গেল। অতএব, এখানে যেন এক প্রকার ইস্তিতের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ- আবু মু'আবিয়া সূত্রের বর্ণনাটি আলী ইবনে হারব-আবু মু'আবিয়া সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াত অপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে গেল। কারণ, আলী ইবনে হারবের বিবরণে আবদুর রহমানের যে সূত্র রয়েছে সেটি সহীহ নয়। হাফিজ ইবনে হাজার র. তাহযীবুত তাহযীবে এর সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। এ অতিরিক্ত বিবরণটি আলী ইবনে হারবের, আবু মু'আবিয়ার নয়।

হযরত খুযাইমা ইবনে সাবিত রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম- খুযাইমা। উপনাম- আবু উমারাহ। উপাধি- যুশাহাদাতাইন। পিতার নাম- সাবিত। তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী

বংশধারা : খুযাইমা ইবনে সাবিত ইবনে ফাকিহ ইবনে সা'লাবা ইবনে সাইদা আল-আনসারী আল-খাতমী।

জিহাদ : তিনি বদর ও পরবর্তী সকল যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত আলী রা.-এর সঙ্গে সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে যখন আখ্যার ইবনে ইয়াসির শহীদ হন, তখন তিনি তাঁর তরবারি মুক্ত করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন, অবশেষে শাহাদাত লাভ করেন।

'যুশাহাদাতাইন' উপাধির কারণ : তিনি 'যুশাহাদাতাইন' উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একজনের সাক্ষ্য দু'জনের সাক্ষ্যের সমান বলে ঘোষণা করেছেন।

হাদীস বিবরণ : তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর ছেলে উমারাহ, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা., উমারাহ ইবনে ওসমান ইবনে হুнайফ, আমর ইবনে মায়মুন আল-আওদী ইবরাহীম ইবনে সা'দ ইবনে আবু ওয়াল্লাস আবু আবদুল্লাহ আল-জাদালী, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল খাতমী আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা, আতা ইবনে ইয়াসার র. প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কামালাত-গুণাবলি : তিনি একজন সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। দীনের প্রতি ছিল তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস। ইবনে সা'দ র. বলেন, তিনি এবং হযরত উমাইর ইবনে আদী ইবনে খারশাহ বনু খাতমার মূর্তিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিলেন।

শাহাদাত : তিনি হিজরী ৩৭ সনে সংঘটিত সিফফীনের যুদ্ধে শহীদ হন।

-বিত্তারিত দ্রষ্টব্য : ইকমাল : ৫৯৩, ইসাবা : ১/৪২৫-৪২৬; হায়াতুস সাহাবা ইত্যাদি।

بَابُ الرَّجُلِ يَدُلُّكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى

অনুচ্ছেদ : ইসতিনজা সেরে জমিনে হাত ঘষা

১. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ نَا أَسَدُ بْنُ عَامِرٍ نَا شَرِيكَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِعَيْنِ الْمُخَرَّمِيِّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنِ الْمُغْبِيرَةِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي مُرَّةٍ رَضَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتَهُ بِمَاءٍ فَيُتَرَّأَوْ رُكُوعًا فَاسْتَنْجَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَفِي حَيْثُ وَكِيعٌ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتَهُ بِأَنْاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الْأَسَدُ بْنُ عَامِرٍ الْخ -

Free @ www.e-ilm.weebly.com

ছাত্র আসওয়াদ ইবনে আমিরের হাদীসটি পূর্ণাঙ্গতম। এতে বুঝা যায়, ওয়াকী'য়ের হাদীসটিতে কমতি রয়েছে। যদি ওয়াকী'য়ের রেওয়াযাতে এ শব্দ থাকত, তবে ব্যাপারটি হত এর বিপরীত। আসওয়াদের হাদীসে ঘাটতি থাকত, ওয়াকী'য়ের হাদীস হত পূর্ণাঙ্গতম। পরবর্তীতে আবু দাউদ র. যে **وَهَذَا لَفْظُ الْخ** বলেছেন, তদ্বারা এ ধারণা আরও শক্তিশালী হয় যে, এ শব্দটি ওয়াকী'য়ের হাদীসে নেই, বরং আসওয়াদ ইবনে আমিরের হাদীসের শব্দ। অতএব, **فِي حَدِيثٍ وَكَيْعٍ** শব্দটি লিপিকারদের ভুলে মাঝখানে এসে গেছে। যার ফলে ধারণা হয়—**ثُمَّ أَتَيْتُ بِإِنَاءٍ آخَرَ الْخ** শব্দটিও ওয়াকী'য়ের হাদীসের। অথচ এই শব্দটি আসওয়াদ ইবনে আমিরের হাদীসের। এ কারণেই **وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ** বলা সহীহ। অন্যথায় তো **وَكَيْعٍ** বলতে হত।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ.

এর দ্বারা আসওয়াদ ইবনে আমিরের হাদীস নেয়ার কারণের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। তথা তাঁর হাদীসটি পূর্ণাঙ্গতম হওয়ার কারণে নেয়া হয়েছে। এতে বুঝা গেল—**ثُمَّ أَتَيْتُ بِإِنَاءٍ آخَرَ** বাক্যটি আসওয়াদ ইবনে আমিরের হাদীসের শব্দ, ওয়াকী'য়ের হাদীসের শব্দ নয়। কাজেই **فِي حَدِيثٍ وَكَيْعٍ** শব্দটি লিপিকারদের ভুলে প্রবেষ্ট হয়েছে।

بَابُ السَّوَاكِ

অনুচ্ছেদ ৪ মিসওয়াক

৩. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ تَوَضَّؤَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَوةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَاكَ؟ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدٍ بِنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ رَضِيَ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَوةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسَّوَاكِ لِكُلِّ صَلَوةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسَّوَاكِ لِكُلِّ صَلَوةٍ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً وَكَانَ لَا يَدْعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَوةٍ.**

قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

السَّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . مَا مَعْنَى السَّوَاكِ؟ وَمَا الْفَائِدَةُ فِيهِ؟ بَيْنَ حُكْمِ الشَّرْعِ لِلْسَّوَاكِ . هَلْ هُوَ سُنَّةٌ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِلْوُضُوءِ؟ أَجِبْ مُتَّفَكِّرًا مُدْلَلًا بَعْدَ ذِكْرِ الْمَذَاهِبِ . هَلْ تَتَأَدَّى سُنَّةُ السَّوَاكِ بِالْفَرْشَةِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح . أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَبَاةٍ سَيِّدَنَا حَنْظَلَةَ رَض .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৩। মুহাম্মদ ইবনে আউফ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহুইয়া ইবনে হাক্কান তার নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. প্রত্যেক নামাযের পূর্বেই যে উয়ু করে থাকেন তার কারণ কি, চাই তার উয়ু থাকুক বা না থাকুক? হযরত আবদুল্লাহ রা. বললেন, যায়েদ ইবনুল খাতাবের কন্যা আসমা বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে হানজালা তাঁর নিকট বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ইয়াইয়াসল্লাম-কে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উয়ু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, চাই তাঁর উয়ু থাকুক বা না থাকুক। যখন তাঁর জন্য এটা কষ্টকর হয়ে পড়ল, তখন তাঁকে নামাযের পূর্বে (৩৬) মিসওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নিজের মধ্যে শক্তি অনুভব করার দরুণ প্রত্যেক নামাযের পূর্বেই উয়ু করতেন, উয়ু করা ত্যাগ করতেন না।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন- ইবরাহীম ইবনে সাদ এটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

সিওক-এর শাস্তিক বিশ্লেষণ

সিওক শব্দটি মিসওয়াকের উপকরণ এবং মিসওয়াক কর্ম উভয়টির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। প্রথম অবস্থায় এখানে ইসْتِعْمَال শব্দটিকে مَصْنُوع রূপে উহ্য মানতে হবে, দ্বিতীয় অবস্থায় উহ্য মানতে হবে না। এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে سَاكَ يَسْكُوكُ سَوَكًا থেকে। যার অর্থ হল, ঘষা দেয়া।

মিসওয়াকের উপকারিতা

মিসওয়াক পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম। অর্থাৎ, এর সম্পর্ক পবিত্রতার সাথে। এ কারণে নাসাই, ইবনে হাক্কান এবং মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা রা. এর সনদে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে-

اَلْسَّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِّفِيْمٍ وَرَمَضَةٍ لِلرَّبِّ .

‘মিসওয়াক মুখ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার উপকরণ, প্রতিপালকের সন্তুষ্টির কারণ।

-নাসাই : ১/৫

তাছাড়া মিসওয়াক ঘরা উদ্দেশ্য দাঁত পরিষ্কার করা, যা পবিত্রতার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য এ বিষয়টিও স্পষ্ট হল যে, মিসওয়াক উয়ুর সুন্নত।

আত্মা মা শামী র. লিখেছেন, মিসওয়াকের ৭০ -এর অধিক উপকারিতা আছে। তন্মধ্যে নূন্যতম একটি হল, মুখের কষ্টদায়ক দুর্গন্ধ দূরীভূত করা আর সর্বোচ্চ হল মৃত্যুর সময় কালিমা নসীদ হওয়া।

মিসওয়াকের শরঈ মর্যাদা-ওয়াজিব না সুন্নত?

এ সম্পর্কে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে।

১. আত্মা মা নববী র. মিসওয়াক সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন।

২. অবশ্য ইমাম ইসহাক এবং দাউদ জাহিরী থেকে দুটি উক্তি বর্ণিত আছে। একটি হল- মিসওয়াক করা সুন্নত, অপরটি হল ওয়াজিব। ওয়াজিব হওয়ার উক্তির উপর তাদের প্রমাণ হল, হযরত রাফি' ইবনে খাদীজ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হাল্‌হালাহ রা.-এর একটি রেওয়ায়াত-

اَلْسَّوَاكُ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ;

অর্থাৎ, মিসওয়াক করা ওয়াজিব এবং জুম'আর গোসল করা ওয়াজিব প্রতিটি মুসলমানের উপর।

তবে হাফিজ ইবনে হাজার র.-এর মতে হাদীসটির সনদ দুর্বল। অতএব, এটি আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নয়। বরং ইমাম নববী র. বলেছেন, ইমাম ইসহাক র. সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্যায় মিসওয়াক সুন্নত হওয়ার প্রবক্তা। বাকি রইলেন ইমাম দাউদ জাহিরী। তাঁর সম্পর্কেও প্রসিদ্ধ হল তিনি মিসওয়াক সুন্নত হওয়ার প্রবক্তা।

মিসওয়াক নামাযের সুন্নত না ওয়ূর?

১. ইমাম শাফিঈ র.-এর মত হল, এটা নামাযের সুন্নত। জাহিরীদের থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২. হানাফীদের মতে এটা উয়ূর সুন্নত। মতানৈক্যের ফল এই দাঁড়াবে যে, যদি কোন ব্যক্তি উয়ূ এবং মিসওয়াক করে এক নামায আদায় করে অতঃপর এই উয়ূ দ্বারা অন্য নামায পড়তে চায় তাহলে ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে নতুনভাবে মিসওয়াক করা মাসনূন হবে। আর ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে যেহেতু এটি উয়ূর সুন্নত এজন্য দ্বিতীয়বার মিসওয়াক করার প্রয়োজন হবে না।

○ ইমাম শাফিঈ র. তিরমিযীর নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন-

لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

অর্থাৎ, আমি যদি আমার উম্মতের কষ্টের আশংকা না করতাম, তাহলে প্রতিটি নামাযের সময় মিসওয়াকের নির্দেশ দিতাম।

○ হানাফীগণ-এর উত্তরে বলেন যে, এখানে একটি مُضَافٌ উহ্য আছে। অর্থাৎ, كُلِّ صَلَاةٍ এর প্রমাণ হল, হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর এই রেওয়াযাতটি 'মুসতাদরাকে হাকিম' (১/১৪৬) নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে-

لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ مَعَ الرَّضْوِ .

এটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে উল্লীত।

হযরত আয়েশা রা. থেকে সহীহ ইবনে হাক্বানে বর্ণিত আছে-

لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ رُضْوٍ .

(হাসান) দ্রষ্টব্য : আছারুস সুনান : পৃষ্ঠা : ২৯

○ তাছাড়া সুনানে নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ, মুসতাদরাকে হাকিম, সহীহ ইবনে খুযাইমা এবং সহীহ ইবনে হাক্বানের সেসব রেওয়াযাত দ্বারা হানাফীদের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করা হয়, যেগুলোতে عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ এর পরিবর্তে مَعَ كُلِّ رُضْوٍ বা عِنْدَ كُلِّ رُضْوٍ শব্দ এসেছে।

মোহাম্মা আলী কারী র. বলেছেন যে, ইমাম শাফিঈ র. عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ -কে আসল সাব্যস্ত করে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, তিনি উয়ূ এবং নামায উভয়ের সময় মিসওয়াককে মাসনূন সাব্যস্ত করেন। হানাফীগণ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ -এর রেওয়াযাতগুলোতে এই সদার্থ করেন যে, এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ এর উপর কিছু যৌক্তিক প্রমাণাদিও রয়েছে।

১. নামাযযুক্ত রেওয়াযাতগুলোতে প্রতিটি স্থানে عِنْدَ শব্দ এসেছে, যেটি প্রকৃত মিলন বুঝায় না, বরং যদি মিসওয়াক এবং সালাতের মাঝে কিছু দেরীও হয়, তবুও তার ক্ষেত্রে عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ প্রয়োগ হতে পারে। এর পরিপন্থী উপরোক্ত রেওয়াযাতগুলোতে কোন কোন স্থানে مَعَ শব্দ বর্ণিত হয়েছে, যেটি প্রকৃত মিলন বুঝায়।

২. যদি সালাতের সময় মিসওয়াক সুন্নত হয়, তবে কোন কোন সময় দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়ারও আশংকা আছে। যেটি হানাফীদের মতে তো উয়ূ ভঙ্গকারী, শাফিঈ মতাবলম্বীদের মতেও অপছন্দনীয়। কারণ, অপবিত্র বের হওয়াতো তাদের মতেও ভাল নয়।

৩. রেওয়াজগুলো দ্বারা কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের জন্য দাঁড়ানোর সময় মিসওয়াক করতেন। এসব কারণে মিসওয়াকের স্বার্থ স্থান উষুই মনে হয়।

হানাকী এবং শাকিঈগণের এই মতবিরোধ সম্পর্কে আব্দামা আনওয়ার শাহ র. বলেন, এটি শুধু শাদিক বিতর্ক।

○ যদি কোন ব্যক্তি পুরনো উষু দ্বারা নতুন সালাত আদায় করার মনস্থ করেন তবে হানাকীদের মতে তার জন্য মিসওয়াক করা সুন্নত। কারণ, শাইখ ইবনুল হুমাম র. 'ফাতহুল কাদীরে' লিখেছেন যে, পাঁচটি স্থানে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব, নামাযের প্রস্তুতিকেও তিনি সে পাঁচটি স্থানের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন— 'সুন্নত মুস্তাহাব উভয়টি কাছাকাছি। উভয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই। বিরোধ অবসানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।'।

এতে বুঝা যায় প্রকৃত কোন বিরোধ নেই।

উল্লেখ্য, পিলু গাছের (এক প্রকার প্রসিদ্ধ গাছ যদ্বারা দাঁতন তৈরি করা হয়) মিসওয়াক মাসনুন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর একটি হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। হাদীসটি হল—

قَالَ كُنْتُ اخْتَبَيْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَوَاكًا مِّنْ أَرَاكِ .

'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পিলু গাছের একটি মিসওয়াক লুকিয়ে রাখতাম।'

—আত তাহযীসুল হাবীর : ১/৬৫

ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজলে সুন্নত আদায় হবে কিনা?

ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজলে সুন্নত আদায় হবে কিনা। এ সম্পর্কে তাত্ত্বিক কথা হল, এখানে দুটি জিনিস আলাদা আলাদা। একটি হল মিসওয়াকের সুন্নত, আরেকটি হল মাসনুন মিসওয়াক ব্যবহার করার সুন্নত। মিসওয়াকের সুন্নতের ব্যাপারটি হল, ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন— মাসনুন মিসওয়াক না থাকলে কাপড়, মাজন অথবা অঙ্গুলি ঘর্ষণ দ্বারাও মিসওয়াক করার সুন্নত আদায় হবে। এ হুকুমটিও একটি হাদীস থেকে পৃথক। ইমাম দারাকুতনী, বায়হাকী এবং ইবনে আদী হযরত আনাস রা.-এর এই মারফু' রেওয়াজাতি বর্ণনা করেছেন—

تُجْزَى مِنَ الْأَصَابِعِ - بِهَيْئَةِ ج : ٤٠٠ بَابُ الْأَسْبَاكِ بِالْأَصَابِعِ .

'অঙ্গুল দিয়ে মিসওয়াক করলেও যথেষ্ট হবে।' (হাদীসটি নির্ভরযোগ্য)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন— মিসওয়াক না থাকলে অঙ্গুলগুলো মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হবে।

— ইলাউস সুনান : ১/৫২

অতএব, মাজন অথবা ব্রাশ দ্বারা এ সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল ব্রাশের রেশাগুলো পাক হতে হবে। যেসব ব্রাশে শূকরের পশমের রেশা হবে সেগুলো ব্যবহার করা হারাম। কিন্তু মাসনুন মিসওয়াক ব্যবহার করার ফযীলত শুধু যায়তুন, পিলু এবং নিমের মিসওয়াক দ্বারা অর্জিত হয়। মাজন কিংবা ব্রাশ ব্যবহার করার ফলে এ ফযীলত অর্জিত হতে পারে না। তাছাড়া দাঁত এবং মাড়ির জন্য মাসনুন মিসওয়াক যে পরিমাণ উপকারী এতটা উপকার অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা হয় না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ عَبَّادُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের দুই শিষ্যের ইখতিলাফের বিবরণ দান। এখানে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনাকারী একজন হলেন আহমদ ইবনে খালিদ, অপরজন হলেন ইবরাহীম ইবনে

সা'দ। আহমদ ইবনে খালিদ তাঁর বিবরণে 'আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর' বলেছেন, ইবরাহীম ইবনে সা'দ বলেছেন, 'উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ।' অতএব, আবদুল্লাহ হবে, না উবাইদুল্লাহ? এতেই ব্যবধান। আহমদ ইবনে খালিদ, আবদুল্লাহ আর ইবরাহীম ইবনে সা'দ উবাইদুল্লাহ বলেছেন। এঁরা দু'জন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সাহেবজাদা। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারী।

এটাও হতে পারে যে, তাঁদের কোন একজনের আলোচনা ভুলে এসে গেছে।

হযরত হানযালা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : হানযালা ইবনে আবু আমির আমর ইবনে সাইফী ইবনে যায়েদ ইবনে উমাইয়া ইবনে যুবাই'আ। আনসারী ও আওসী। তাঁর পিতা আবু আমির বর্বরতার যুগে রাহিব (দুনিয়া বিরাগী) নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

তাঁর পিতার নবী বিষেষ : আবু আমির ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল প্রিয়নবী, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখত। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিক, আর আবু আমির মক্কায় গিয়ে কুরাইশের সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন ফাসিক। সে মক্কায় অবস্থান করে। মক্কা বিজয়ের পর সেখানে থেকে পালিয়ে রোমে হিরাক্লিয়াসের কাছে চলে যায়। সেখানে হিজরী নবম বর্ষে কাফির অবস্থায় মারা যায়। অবশ্য কেউ কেউ হিজরী দশম সালের উক্তিও করেছেন।

গাসীলুল মালাইকা : হানযালা ছিলেন শীর্ষস্থানীয় একজন মুসলিম। তিনি গাসীলুল মালাইকা (ফেরেশতা কর্তৃক গোসলপ্রদত্ত সাহাবী) নামে প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের এই সাথীকে অর্থাৎ, হানযালাকে ফেরেশতারা গোসল দিচ্ছে। ফলে লোকজন গিয়ে তাঁর পরিবারকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রণদামামা শুনে তিনি গোসল ফরয অবস্থায় যুদ্ধে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ কারণেই ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিয়েছে। আল্লাহর নিকট তাঁর মান-মর্যাদার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত : হানযালা উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে মুকাবিলা করছিলেন। হযরত হানযালা রা. তার উপর বিজয়ী হন। তাঁকে হত্যার প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যান। এমতাবস্থায় শাদ্দাদ ইবনে আউস নামক এক ব্যক্তি হানযালার বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং তাকে ছাড়িয়ে নেয় ও হানযালা রা.-কে শহীদ করে দেয়।

কেউ কেউ বলেছেন তাঁকে হত্যা করেছেন আবু সুফিয়ান। -উসদুল গাবাহ : ২/৮৫-৮৬, ইসাবা : ১/৩৬০-৩৬১ ইত্যাদি।

بَابُ كَيْفَ يَسْتَاكُ

অনুচ্ছেদ : কিভাবে মিসওয়াক করবে

۱. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَبِلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحِمُّهُ فَأَرَاتَهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ وَقَالَ سَلِيمَانُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْ وَضَعَ السَّوَاكَ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ أَهْ أَهْ بِعَيْنِي يَتَهَوَّعُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ حَدِيثًا طَوِيلًا وَلَكِنِّي اخْتَصَرْتُهُ .

السُّؤَالُ : حَقَّقَ لَفْظَ السَّوَاكِ، كَيْفَ يَسْتَاكُ فِي الْأَسْنَانِ وَاللِّسَانِ طَوِيلًا أَوْ عَرَضًا؟ أَذْكَرُ الطَّرِيقَةِ الْمَسْنُونَةِ بِالْأَدْلَالِ، أَكْتَبَ بَيِّنَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১। হযরত আবু বুরদা রা. থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সওয়াবী চাইতে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি মিসওয়াক করছেন জিহ্বার ওপর। এটা ছিল মুসাদ্দাদের বর্ণনা। আর সুলাইমান বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি মিসওয়াক করছিলেন। তিনি মিসওয়াক তাঁর জিহ্বার এক পাশে রেখে আ' আ' করছিলেন, যেন বমি করছেন। তবে মুসাদ্দাদ বলেন, হাদীসটি দীর্ঘ ছিল, আমি সংক্ষেপ করে বর্ণনা করেছি।

মিসওয়াক করার মাসনুন পদ্ধতি

এ প্রসঙ্গে ঐকমত্য রয়েছে যে, দাঁতগুলোতে প্রথমে মিসওয়াক করা হবে। এ বিষয়টিও হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ-এর একটি মারফু' মুরসাল রেওয়ায়ত দ্বারা প্রমাণিত।

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوا مَضًّا وَإِذَا اسْتَحَمْتُمْ فَاسْتَغَاكُوا عَرَضًا .

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা পান কর তখন চুষে পান কর। আর যখন তোমরা মিসওয়াক কর তখন তা কর প্রস্থে।' -মারাসীসে আবু দাউদ : ৫

হাফিজ ইবনে হাজার র. 'তালখীসুল হাবীরে' এই রেওয়ায়তটি উদ্ধৃত করার পর লিখছেন-

فِيهِ مُحْتَدُّ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يَعْرِفُ قُلْتُ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانٍ .

'এ হাদীসের সনদে মুহাম্মদ ইবনে খালিদ কুরাশী ইবনুল কাত্তান রয়েছে। তিনি পরিচিত নন। আমি বলি, ইবনে মাসীন ও ইবনে হাব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।'

হাদীসটির অনেক শাহিদ ও সমর্থক থাকার কারণে এটি গ্রহণযোগ্য।

- তালখীসুল হাবীর : ১/২৩

Free @ www.e-ilm.weebly.com

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . مَا مَعْنَى الْفِطْرَةِ ؟ حَقِّقِ الْأُمُورَ الْفِطْرِيَّةَ . مَا هِيَ أَحْكَامُ الْأُمُورِ الْفِطْرِيَّةِ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ ؟ الرِّوَايَاتُ مُتَعَارِضَةٌ فِي عَدَدِ الْأُمُورِ الْفِطْرِيَّةِ فَمَا التَّوْفِيقُ ؟ أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح . أَكْتُبُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ الصَّدِيقَةِ رَضِ
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। ইয়াহইয়া ইবনে যঈন হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শ্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দশটি জিনিস মানুষের ফিতরত বা স্বভাবজাত। সেগুলো হল : (১) গৌফ কেটে ছেটে রাখা, (২) দাড়ি ছেড়ে দেয়া, (লম্বা করা) (৩) মিসওয়াক করা, (৪) পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) আংগুলের জোড়াসমূহ ধোয়া (যাতে ময়লা না থাকে), (৭) বগলের পশম তুলে ফেলা, (৮) নাভির নিচের পশম চেঁছে ফেলা, (৯) পেশাবের পর পানি খরচ করা।

মুস'আব বলেন, দশম বিষয়টি আমি ভুলে গেছি। তবে যদুদ মনে হয় সেটি হবে (১০) কুলি করা।

ফিতরতের অর্থ

ফিতরতের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য দীন। ইমাম আবু হানীফা র. থেকেও এটাই বর্ণিত আছে যে, মিসওয়াক দীনের একটি সুন্নত, ওয়ু অথবা নামাযের সাথে এটি খাস নয়। কুরআনে কারীমে আছে- فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الخ এখানে ফিতরত দ্বারা উদ্দেশ্য দীন।

অথবা সুস্থ ও নিরাপদ স্বভাব উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, সুস্থ স্বভাবের অধিকারী লোকদের স্বভাব হল মিসওয়াক করা। উল্লেখ্য, সুস্থ স্বভাবের অধিকারী মনীষী প্রথম নবীগণ। এর পরে অনার্য।

অথবা ফিতরত দ্বারা উদ্দেশ্য সুন্নাতে ইবরাহীমী। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে- وَإِذْ أَبْنَىٰ إِبْرَاهِيمَ - আয়াতের কালিমাত শব্দ দ্বারা হাদীসে বর্ণিত এই স্বভাবজাত কাজগুলোই উদ্দেশ্য।

এসব স্বভাবজাত কাজগুলোর বিধান

ইমাম নববী র. বলেন এগুলোর অধিকাংশই উলামায়ে কিরামের মতে ওয়াজিব নয়। কোন কোনটির ওয়াজিব এবং সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে মত বিরোধ রয়েছে। যেমন- খতনা করা।

ইবনে আরাবী শরহে মুয়াত্তায় বলেন, আমার মতে হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি স্বভাবজাত বিষয় ওয়াজিব (পরবর্তী হাদীসে আছে।)

কারণ, এগুলো অবলম্বন না করলে মানুষের ছুরতই অবশিষ্ট থাকবে না। তবে আব্বাস রা. বলেন, যেসব জিনিস দ্বারা উদ্দেশ্য পরিচ্ছন্নতা ও রূপ সংশোধন সেখানে ওয়াজিবসূচক নির্দেশের প্রয়োজন হয় না। বরং শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণই যথেষ্ট।

স্বভাবজাত বিষয়গুলোর সংখ্যাগত বিভিন্য়তা

হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর হাদীসে পাঁচটি, হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসে দশটি, কোন কোনটিতে তিনটির উল্লেখ রয়েছে।

○ এর উত্তর হল- স্বল্পের উল্লেখ অধিকের পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ, এগুলো দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল এগুলো স্বভাবজাত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

মোচ ছাঁটা সংক্রান্ত রেওয়াজাতের বিরোধ

মোচ ছাঁটা সম্পর্কে কোথাও **قَصَّ** আবার কোথাও **جَزَ** আবার কোথাও **أَحْفَأَ**, নাসাঈর রেওয়াজাতে **حَلَقَ** শব্দ এসেছে। সর্বনিম্ন হল **قَصَّ** এর পর্যায়। এর অর্থ হল ক্যাচি দিয়ে কাটা। আর সর্বোচ্চ পর্যায় হল, **أَحْفَأَ**-এর অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে কাটা। এর পরের স্তর হল হলকের অর্থাৎ, মুন্ডে ফেলা।

এর সামঞ্জস্য বিধানের একটি পন্থা হল এ কথা বলা যে, বিভিন্ন রেওয়াজাতে বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বনিম্ন, মধ্যম, সর্বোচ্চ।

ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। আমাদের মতে, এবং আহমদ র. এর মতে প্রধান হল **أَحْفَأَ** অর্থাৎ, ভাল করে কেটে ফেলা। এটিকে অতিরঞ্জন এর ধাচে কেউ কেউ **حَلَقَ** দ্বারা বর্ণনা করেছেন। (তাহতাতী) দূররে মুখতারে আছে, মোচ মুণ্ডে ফেলা বিদআত। কেউ কেউ বলেছেন সুন্নত। ইমাম তাহাতী র. বলেন, ছাঁটা ভাল, মুণ্ডে ফেলা সুন্নত। এটি ছাঁটার চেয়ে উত্তম। এটাকে তিনি ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। আছরাম বলেন, আমি ইমাম আহমদ র.-কে দেখেছি তিনি মোচ ভাল করে ছাঁটতেন এবং বলতেন এটি সাধারণ ছাঁটা থেকে উত্তম। ইমাম শাফিঈ ও মালিক র.-এর মতে প্রধান হল, ছেঁটে ফেলা। ইমাম ইবনে হাজার মক্কী শাফিঈ র. বলেন, এতটুকু ছাঁটবে যাতে উপরের চোঁটের লালিমা প্রকাশ পায়। সম্পূর্ণ মুলোৎপাটন করবে না। ইমাম নববী র.ও এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মালিক র. থেকে বর্ণিত আছে- ভীষণভাবে মোচের মূল উৎপাটন আমার মতে বিকৃতি সাধন। কেউ এরূপ করলে তাকে পেটোতে হবে। মোচ মুণ্ডন করা বিদআত।

দাড়ি রাখার হুকুম ওয়াজিব না সুন্নত?

قَوْلُهُ أَعْفَأُ اللَّحْيَةِ অর্থাৎ, দাড়ি ছেড়ে দেয়া, বৃদ্ধি করা।

ইমাম চতুর্থের মতে দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কারণ, হাদীস শরীফে আছে- **أَعْفُوا اللَّحْيَ وَأَحْفُوا** এতে পৌত্তলিক এবং অগ্নি উপাসকদের বিরোধিতা হয়। কোন কোন রেওয়াজাতে এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। এতে বুঝা গেল, দাড়ি রাখা শরঈ হুকুম। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু অভ্যাসরূপেই দাড়ি রাখেননি। যেকোন কোন কোন বিভ্রান্ত লোক বলে থাকে। এ হাদীসেও সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে যে, দাড়ি বাড়ানো স্বভাবজাত কাজ।

ফিতরতের অর্থ হল- সমস্ত আশ্রিয়ায়ে কিরামের সুন্নত অথবা হযরত ইবরাহীম আ.-এর সুন্নত। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পূর্ববর্তী নবীগণের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, **فَبِهَدَاهُمْ أَقْبَدُ** .

দাড়ি মুগানো ইমাম চতুর্থের মাযহাব অনুযায়ী হারাম। মানহাল গ্রন্থকার আযহারের আলিমদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সমস্ত মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির ইবারত বর্ণনা করেন যে, এগুলো দাড়ি মুগানো হালাল প্রমাণ করে। অথচ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক আলিমও এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন ও অসতর্ক থাকেন। সেখান থেকেই এ মাসআলাটি লেখা হয়েছে।

দাড়ি বৃদ্ধির শরঈ পরিমাণ

দাড়ির শরঈ পরিমাণ ইমাত্রয় ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এক মুষ্টি। এর মূল উৎস হল হযরত ইবনে উমর রা.-এর আমল। তিনি এক মুষ্টির উর্ধ্বে দাড়ি ছেঁটে ফেলতেন। ইমাম বুখারী র. সে রেওয়াজাতটি কিতাবুল লিবাসে তালীকরূপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ র. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে এ হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন, এর উপরই আমরা আমল করি।

এতে বোঝা গেল এগুলো ওয়াজিব নয়। শাফিঈ এবং মালিকী মতাবলম্বীগণ হাদীসে উল্লেখিত নির্দেশসূচক শব্দটিকে মুত্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেন।

৩ তৃতীয় মাযহাব : হানাফিয়া, সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের এবং মালিকী মতাবলম্বীদের। তাছাড়া হানাফীদের মাযহাবের উপর অন্যান্য শক্তিশালী প্রমাণাদি রয়েছে।

১. গোসলের ক্ষেত্রে হযরত গাস্ফী র. **وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا** (তোমরা যখন অপবিত্র তথা গোসল ফরয অবস্থায় থাকবে, তখন ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করো।) দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তাতে আতিশয্য জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ হল- গোসলের পবিত্রতা উয়র পবিত্রতা অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত। এবার এই বেশী রূপের দিক দিয়ে হবে অথবা ধরনের দিক দিয়ে। রূপের দিক দিয়ে বৃদ্ধি শরী'আতে বিদিত নয়। অতএব, অবশ্যই এই বৃদ্ধি হবে পরিমাণগতভাবে। অতঃপর এই পরিমাণগত বৃদ্ধি দুভাবে হতে পারে-

এক. ধোয়ার পরিমাণে বৃদ্ধি করা।

দুই. ধোয়ার অঙ্গগুলোতে বৃদ্ধি করা।

ধোয়ার সংখ্যায় বৃদ্ধি করারও কোন পথ নেই। কারণ, হাদীস শরীফে আছে-

فَمَنْ زَادَ عَلَىٰ هَذَا فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ .

'যে এর চেয়ে বেশী করবে সে সীমালঙ্ঘন ও জুলুম করবে।'

অতএব, প্রমাণিত হল, এ বৃদ্ধি হবে ধোয়ার অঙ্গগুলোতে। অতঃপর এরও দুটি পদ্ধতি রয়েছে-

এক. যেসব অঙ্গ ধৌত করার কথা উয়র মধ্যে একেবারেই নেই, গোসলে সেগুলোকে ধৌত করা। যেমন, বুক, পেট ইত্যাদি।

দুই. যেসব অঙ্গ ধৌত করা উয়তে মাসনুন ছিল সেগুলোকে গোসলে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা। যেমন কুলি এবং নাকে পানি দেয়া। এই দ্বিতীয় প্রকার আতিশয্যের দাবী হল, কুলি এবং নাকে পানি দেয়াকে গোসলে ওয়াজিব বলা।

২. ইমাম দারাকুতনী র. সুনানে দারাকুতনী (১/১১৫) তে **بَابُ مَا رَوَى فِي الْمَضْمُونَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ فِي** (১/১১৫) তে **قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْإِسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا** - থেকে মুরসাল সূত্রে এ রেওয়ায়াটি বর্ণনা করেছেন। তাতে হযরত মুহাম্মদ ইবন সীরীন র.-থেকে **قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْإِسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا** - থেকে মুরসাল সূত্রে এ রেওয়ায়াটি বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয গোসলে তিনবার নাকে পানি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর সনদ বিশুদ্ধ। যেটি ইমাম দারাকুতনী র.ও স্বীকার করেছেন। মুরসাল রেওয়ায়াত আমাদের মতেও প্রমাণ। বিশেষতঃ মুহাম্মদ ইবন সীরীনের মুরসালগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী মুরসালের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য আব্দামা ইবনে তাইমিয়া র. মিনহাজুসসুনাহ নামক গ্রন্থে লিখেছেন-

وَمَعْمَدُ بْنُ سِيرِينَ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَرَّاسِيلُهُ مِنْ أَصَحِّ الْمَرَّاسِيلِ .

'তথা কথাবার্তায় মুহাম্মদ ইবন সীরীন সবচেয়ে পরহেয়গার ব্যক্তিত্ব। তাঁর মুরসালগুলো হল বিশুদ্ধতম।'

৩. ইমাম দারাকুতনী র. **بَابُ مَا رَوَى فِي الْمَضْمُونَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ فِي** (১/১১৫) তে **قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْإِسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا** -তে আবু হানীফা র.-ইবনে রাশিদ-আয়েশা বিনতে আজরাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, গোসল ফরযবিশিষ্ট যে ব্যক্তি কুলি এবং নাকে পানি দিতে ভুলে যায়, তার কি হুকুম? তখন হযরত ইবনে আব্বাস রা. উত্তর দিলেন- **بُطْمُصُ وَتُسْتَنْشَقُ وَرُعِيدُ الصَّلَاةِ** .

অর্থাৎ, সে কুলি করবে এবং নাকে পানি দিবে ও নামায দোহরিয়ে নিবে।

-দারাকুতনী : ১/১৬১

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর এ ফতওয়া হানাফীদের মতেই স্বপক্ষে সুশষ্টি।

○ ইমাম দারাকুতনী র.-এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, **عَائِشَةُ بِنْتُ عَجْرَةَ لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ** তথা আয়েশা বিনতে আজরাদ প্রমাণযোগ্য ব্যক্তিত্ব নন।

কিন্তু ইমাম দারাকুতনীর এই প্রশ্ন হানাফীদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কারণ, আয়েশা বিনতে আজরাদ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে যে, তিনি সাহাবী কি না? যেমন ইমাম যাহাবী র. 'মীযানু ই'তিদালে' এবং হাফিজ ইবনে হাজার র. 'লিসানুল মীযানে তা বর্ণনা করেছেন।

যদি তাঁকে সাহাবী স্বীকার করা হয় তবে তো কোন প্রশ্নই নেই। কারণ, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম শরী'আতের অনুসরণকারী ও নির্ভরযোগ্য। আর যদি তাবিঈ সাব্যস্ত করা হয় তাহলেও তাঁর নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইমাম আবু হানীফা র. তাঁর সূত্রে শুধু হাদীসই বর্ণনা করেননি, বরং এই মাসআলাতে তাঁর রেওয়াযাতের উপর স্বীয় মাযহাবের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

নখ কাটার হুকুম

قَوْلُهُ قَصَّ الْأَظْفَارِ : কোন কোন রেওয়াযাতে আছে **تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ** শব্দ। উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, কোন বিশেষ ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে নখ কাটলেও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। কোন কোন ইসলামী আইনবিদ নখ কর্তনের ব্যাপারে বিশেষ তরতীব লিখেছেন। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার, ইবনে দাকীকুল ঈদ র. প্রমুখ সে বিশেষ ধারাবাহিকতা মুস্তাহাব স্বীকার করেন না। কারণ, এটা কোন রেওয়াযাত দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাদের মতে, এটাকে উত্তম মনে করাও ভুল। কারণ, মুস্তাহাবও একটি শরঈ হুকুম। এর জন্য প্রমাণ প্রয়োজন।

হযরত শায়েখ র. বয়লুল মাজহদের টীকায় লিখেছেন, তাহতাতীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, জুমআর নামাযের পূর্বে নখ কাটা মুস্তাহাব। তাছাড়া বায়হাকীর একটি রেওয়াযাতে আছে-

كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقْلِمُ أَظْفَارَهُ وَيَقْصُّ شَارِبَهُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ (جمع الوسائل)

আন্তামা সুযুতী র. **نُورُ الْكَمْعَةِ فِي خُصَائِنِ الْجُمُعَةِ** নামক পুস্তিকাতে জুমআর দিনের একশত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তাতে একটি রেওয়াযাতে আছে, জুমআর দিন নখ কাটলে তাতে শিফা রয়েছে।

আঙ্গুলের গ্রহি ও ময়লা জমার স্থান ভালরূপে পরিষ্কার করা সুন্নত

قَوْلُهُ غَسَلَ الْبَرَاجِمَ : শব্দটি **بُرْجَمَةٌ** এর বহুবচন অর্থাৎ, আঙ্গুলের গ্রহি বা জোড়া। এতে ভাজের কারণে ময়লা জমে। অতএব তা ভালরূপে পরিষ্কার করতে হয়। উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, দেহের যেসব স্থানে ঘাম ও ময়লা জমে সে সবের হুকুম একই। যেমন উরুর গ্রহি এবং বগলের নীচ, কানের অভ্যন্তরীণ অংশ ও ছিদ্র ইত্যাদি। তাছাড়া এটি একটি স্বতন্ত্র সুন্নতও, অযুর সাথে বিশেষিত নয়।

বগলের নীচের পশম পরিষ্কার করার হুকুম

قَوْلُهُ تَنَبَّ الْأَيْطَ : অর্থাৎ, বগলের নীচের পশম উপড়ানো। এতে বুঝা গেল বগলের পশম উপড়ে ফেলা নিয়ম। এটা মুস্তাহাব। মুগানো মুস্তাহাব নয়। যদিও মুগানো জায়েয আছে। কারণ, উদ্দেশ্য হল পশম পরিষ্কার করা। এটা মুগানো দ্বারাও হয়ে যায়। কিন্তু হাদীসে যা বলা হয়েছে তার উপর আমল করা উত্তম। কেউ প্রথম থেকে মুগানোর অভ্যাস করে নিলে উপড়ে ফেলা কঠিন হয়ে যায়। এক দুবার স্লেড ব্যবহার করলে পশমের গোড়া মজবুত হয়ে যায়। ফলে উপড়াতে কষ্ট হয়।

উল্লেখ্য, কোন ওজর ও বিশেষ কারণ ছাড়া আলিমদের জন্য মুস্তাহাবও বর্জন করা উচিত নয়।

নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা

قَوْلُهُ حَلَّقَ الْعَانَةَ : নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা। عَانَةُ শব্দের ব্যাখ্যায় তিনটি উক্তি রয়েছে। এক, নাভীর নিচের পশম। দুই, সেই অংশ যাতে পশম উঠে। তিন, আবুল আব্বাস ইবনে সুরাইজ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এটি দ্বারা উদ্দেশ্যে সে পশম যেগুলো ওহ্যদ্বারের চতুর্পার্শ্বে উঠে। তবে এই উক্তিটি শায বা নগণ্য। অবশ্য হকুম এটাই যে, এসব পশমও পরিষ্কার করা উচিত। কোন কোন ইসলামী আইনবিদ লিখেছেন, মহিলাদের জন্য মুগানোর চেয়ে নাভীর নিচের পশম উপড়ে ফেলাই উত্তম।

إِنْتِقَاصُ الْمَاءِ-এর অর্থ

إِنْتِقَاصُ الْمَاءِ : -এর যে ব্যাখ্যা এখানে দেয়া হয়েছে। قَوْلُهُ إِنْتِقَاصُ الْمَاءِ بِعَنْيِ الْإِسْتِنْجَاءِ : এটা ওয়াকী র. এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে অর্থাৎ إِنْتِقَاصُ الْمَاءِ بِالْمَاءِ-এটা ওয়াকী র. এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে আছে। إِنْتِقَاصُ الْمَاءِ-এর দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ পানিতে পেশাব বন্ধ করার ক্রিয়া রয়েছে। যেন পানি দ্বারা উদ্দেশ্য প্রস্রাব আর إِنْتِقَاصُ দ্বারা উদ্দেশ্য দূরীভূত করা।

إِنْتِقَاصُ الْمَاءِ-এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল পানি ছিটিয়ে দেয়া। এক রেওয়ায়াতে إِنْتِقَاصُ الْمَاءِ-এর স্থলে إِنْتِضَاحُ এসেছে। এর প্রসিদ্ধ অর্থ হল- অমুর পরে কুমন্ত্রণা দূরীভূত করার জন্য লজ্জাস্থানের উপরে কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দেয়া। আর কেউ কেউ ইনতিযাহের অর্থও করেছেন পানি দ্বার ইসতিনজা করা।

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمُتَةَ : বর্ণনাকারী বলেন, দশম বিষয়টি আমার মনে নেই। হতে পারে সেটি হল- কুলি করা। বাহ্যত এর কারণ হল- إِنْتِشَاق-এর সাথে সাধারণত مَضْمُتَةَ এর উল্লেখ থাকে। এখানে প্রথমটির উল্লেখ আছে, দ্বিতীয়টির নেই।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, হতে পারে দশম বিষয়টি হল খতনা করা। যেমন পরবর্তী রেওয়ায়াতে আছে।

খতনার হকুম : শাফিঈ ও হাম্বলীদের মতে নারী-পুরুষ সবার জন্য খতনা করা ওয়াজিব। হানাফীদের নিকট এক উক্তি মতে ওয়াজিব, আর এক উক্তি মতে সুন্নত। কিন্তু এরূপ সুন্নত যেটি ইসলামের শেষার বা প্রতীক। ইমাম মালিক র. প্রসিদ্ধ উক্তি হল, পুরুষের জন্য সুন্নত মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়াতে আছে- الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

٢. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَا نَحْنَا حَمَادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمُتَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ زَادَ الْخِتَانَ قَالَ وَالْإِنْتِضَاحَ وَلَمْ يَذْكُرْ إِنْتِقَاصَ الْمَاءِ بِعَنْيِ الْإِسْتِنْجَاءِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى نَحْوَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ حَمَّسَ كُلُّهَا فِي الرَّاسِ ذَكَرَ فِيهَا الْفَرْقَ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى نَحْوُ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِيِّ قَوْلَهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْثَمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُرَّةٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّخَفِيِّ نَحْوَهُ وَذَكَرَ إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ وَالْخِتَانِ .

السُّوَالُ : زَيْنُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ سَدًّا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمُ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَض .

এখানে ইমাম আবু দাউদ র. তাঁর উস্তাদদ্বয়ের সনদের ইখতিলাফ বর্ণনা করতে চাচ্ছেন। এক উস্তাদ মূসা এ হাদীসটি নিম্নোক্ত সনদে এভাবে বর্ণনা করেন- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ أَبِيهِ أَيْ -এ সনদে তিনি আমারকে বাদ দিয়েছেন। أَبِي বলে নিজের পিতা মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করে قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ বলেছেন। আমারকে বাদ দেয়ার কারণে হাদীসটি মুরসাল হয়ে গেছে।

ইমাম আবু দাউদের দ্বিতীয় উস্তাদ দাউদ ইবনে শাবী এ হাদীসটি নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَهُوَ جَدُّهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخ .

তিনি قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ বলে নিজের পিতা মুহাম্মদকে বাদ দিয়েছেন, বলেননি। অতএব, হাদীসটি মুনকাতি' হয়ে গেল। এ হিসাবে উভয়ের সনদে বিভিন্নতা এসে গেল।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى نَحْوَهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ إِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا وَقَالَ خُمْسُ كُلِّهَا فِي الرَّأْسِ ذَكَرَ فِيهَا الْفَرْقَ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللَّحْيَةِ .

এটি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর একটি আছর। এখানে শাহিদরূপে এটিকে এনেছেন। এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস অর্থাৎ, হযরত আয়েশা রা.-এর রেওয়াজাত ও ইবনে আব্বাস রা.-এর আছরের মূলপাঠে বিভিন্নতা রয়েছে। হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসে إِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ এর উল্লেখ আছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আছরে إِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ নেই। বরং মাথা সংক্রান্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে اللَّحْيَةِ (দাঁড়ি লম্বা করার) পরিবর্তে فَرْقُ (সিঁথি কাটা) শব্দ এসেছে। হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসে এটা নেই।

এ আছর দ্বারা আরেকটি বিষয় বুঝা গেল যে, ইবনে আব্বাস রা. এর আছরটিকে اللَّحْيَةِ বলে আমার রা.-এর হাদীসের সাথে উপমা দেয়ার ফলে এতেও اللَّحْيَةِ শব্দ নেই বুঝা গেল। কাজেই হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীস ও আমার ইবনে ইয়াসির রা.-এর হাদীসে إِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ এর উল্লেখ থাকা না থাকার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দিল।

তবে আশ্বার রা.-এর হাদীসটি হয়ত মুরসাল অথবা মুনকাতি'।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ (وَهُوَ الْحَدِيثُ الثَّانِي فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ) عَنْ طَلْقِ بْنِ جَبِيٍّ وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِيِّ قَوْلُهُمُ الْخ .

অর্থাৎ, হাদীসের হাদীসে যেরূপ **اللَّحِيَةِ** -এর উল্লেখ নেই, এরূপভাবে তালুক ইবনে হাবীব ও বকর ইবনে আবদুল্লাহ মুযানীর রেওয়ায়াতেও উল্লেখ নেই। এগুলো সব তাঁদের উক্তি। যেরূপভাবে ইবনে আক্বাস রা.-এর আছরটিও তাঁর উক্তি। অর্থাৎ, এটি মারফু'ও নয়। তবে ইমাম আবু দাউদ র. এসব উক্তি বর্ণনা করার পর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু মারইয়াম- আবু সালামা- আবু হোরায়ারা রা. সূত্রে মারফু' হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে **اللَّحِيَةِ** এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর ইবরাহীম নাখঈর উক্তি উদ্দেশ্যে বুঝা যায় না। কোন কোন সাথে সাথে **خُتَانَ** এরও উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য এসব উক্তি দ্বারা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। কোন কোন মারফু' হাদীসে **اللَّحِيَةِ** এর উল্লেখ আর কোন কোন মওকুফ রেওয়ায়াতে এর অনুল্লেখ দ্বারা বিভিন্নতা স্পষ্ট হল।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম আয়েশা। উপাধি হোমায়রা ও সিদ্দীকা। উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ আর খেতাব হচ্ছে- উম্মুল মু'মিনীন। তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রা. ও উম্মে ক্বমানের কন্যা। নবুয়তের ৪র্থ কিংবা ৫ম সালে মক্কা মুয়াজ্জমায় জন্মগ্রহণ করেন। তাই জন্মালগ্ন হতেই তিনি ইসলামী পরিবারে লালিত পালিত হয়েছেন।

প্রিয়নবী সা.-এর সাথে বিয়েবন্ধন : নবুয়তের ১০ম বছরের ২৫ই শাওয়াল মক্কায় নবীজী সা.-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। বদর যুদ্ধের পর মদীনায় ৯ বছর বয়সে তার বাসর হয়। হযরত আয়েশা রা.-কে বিয়ে করার আগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দু'বার স্বপ্নে দেখেছেন। যেমন হাদীসে আছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ - إِذْ رَجُلٌ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ حَرِيرٍ فَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَانْكِسِفْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنَّ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمُصْطَبِهِ (بخاری)

উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনিই একমাত্র কুমারী ছিলেন।

গুণাবলী : তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। ইলমে ফিকহে ছিলেন বিশেষজ্ঞ। ভাষা জ্ঞানে তিনি ছিলেন পারদর্শী। প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবী কাব্য সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। সর্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলেন অত্যাধিক প্রিয়।

আল-কুরআনে পবিত্রতার বিবরণ : তাঁর বিরুদ্ধে ইফকের যে মিথ্যা ঘটনা রটানো হয়েছিল তা কুরআনের আয়াত দ্বারা খণ্ডন করে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়।

মাসআলা প্রবর্তন : হযরত আয়েশা রা.-কে কেন্দ্র করে ইসলামী শরীয়তে কয়েকটি মাসআলার প্রবর্তন হয়েছে। যেমন- (ক) তায়ানুমের বিধান, (খ) অপবাদের শাস্তির বিধান, (গ) ব্যভিচারের শাস্তির বিধান।

হাদীস বিবরণ : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছয়জন ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁর ১৭৫টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে এবং বুখারী এককভাবে ৫৪টি আর ইমাম মুসলিম ৬৮টি হাদীস ব-ব-কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ২২১০টি।

শিয়নবী সা.-এর ভাষায় তাঁর প্রশংসা : হাদীসের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর বহু সম্মান ও ফযীলতের কথা বিদ্যমান রয়েছে। মহানবী সদ্দাহ্ অলইহি ওয়াসদ্দাহ-এর অন্যতম ইরশাদ হচ্ছে - **فُضِّلَ عَائِشَةُ - عَلَى النَّسَاءِ - كَفُضِّلَ الثَّرِيدُ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ** - অর্থাৎ মহিলাদের উপর আয়েশার ফযীলত এমন ফযীলত, যেমন ছারীদের সকল প্রকার খাদ্যের উপর। হযরত উরওয়াহ বলেন- হযরত আয়েশা রা. হতে অধিক হাদীস মুখস্থকারী আরবের বুকে আর কাউকে দেখিনি। মহিলা সংক্রান্ত ও মহানবী সদ্দাহ্ অলইহি ওয়াসদ্দাহ-এর ইবাদত সম্বন্ধীয় অধিকাংশ হাদীস তাঁর সূত্রে বর্ণিত।

ওফাত : তিনি ৬৬/৬৭ বছর বয়সে ৫৭ বা ৫৮ হিজরী ১৭ই রমযান রাতে ওফাতলাভ করেন। তাঁর নামাযে জানাযা হযরত আবু হোরাযরা রা. ইমামতি করেন। তিনি অসিয়ত করেছিলেন, যেন তাঁকে রাতে দাফন করা হয়। সে মতে রাতে তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। -বিহারিহ তুটবা : ইসাবা : ৪/৩৭৯-৩৬১; ইকমাল : ৬১২ ইত্যাদি।

بَابُ السَّوَاكِ لِمَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাতে জাগ্রত হবার পর মিসওয়াক করা

٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا هُشَيْمٌ أَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ بَتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا اسْتَبَقِظْتُ مِنْ مَنَامِهِ أَتَى طَهُورُهُ فَآخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَلَاهُزُ الْآيَاتِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَابِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لَأُولَى الْأَلْبَابِ حَتَّى قَارَبَ أَنْ يَخْتِمَ السُّورَةَ أَوْ خَتَمَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ فَاتَى مُصَلًّا فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَنَامَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَبَقِظَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَبَقِظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلَّ ذَلِكَ بَسَاتِكَ وَبُصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ .

السُّؤَالُ : زَيْنُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمُ . أَوْضَحَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الْجَوَابُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ৪। মুহাম্মদ ইবনে সৈস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কাটলাম। (দেখলাম) তিনি ঘুম থেকে জেগে উয়র পানি নিয়ে মিসওয়াক করতে লাগলেন। এরপর তিনি এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন : **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَرَاتِ الْخ** নির্দশন রয়েছে।”

-সূরা আলে ইমরান : ১৯০

তিনি সূরাটির প্রায় শেষ পর্যন্ত পড়লেন বা শেষ করলেন। এরপর তিনি উয়ু করে নামাযের স্থানে গিয়ে দু' রাকআত নামায আদায় করে বিছানায় গেলেন এবং আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন ততক্ষণ ঘুমিয়ে আবার জাগলেন। তারপর আগের মত আবার সে কাজগুলো করে পুনরায় বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে নিলেন। এপর উঠে আবার আগের মত করলেন। তারপর বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে আবার জাগলেন ও আগের মত করলেন। প্রতিবারেই তিনি মিসওয়াক ও দু' রাকআত নামায আদায় করেছেন। অতঃপর সর্বশেষে বিতর পড়েছেন।

আবু দাউদ র. বলেন, হোসাইন ইবনে আবদুর রহমান থেকে ইবনে কুযাইল উপরের হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন : তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিসওয়াক করে উয়ু করলেন। আর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করতে থাকেন : **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَرَاتِ وَالْأَرْضِ** এভাবে তিনি সূরাটি শেষ করলেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَأَاهُ ابْنُ نُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ -

এখানে হোসাইন র. এর দুই শিষ্যের শাস্কিক বিভিন্নতার বিবরণ দিতে চাইছেন। অর্থাৎ, হোসাইনের শিষ্য হুশাইম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার থেকে। এতে ইবারত রয়েছে- **فَسَأَلَكُمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَاتِ ثُمَّ تَوَضَّأَ** হোসাইনের দ্বিতীয় শিষ্য ফুযাইল তার থেকে বর্ণনা করেছেন- **فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ تَلَا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ**

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : তাঁর নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবুল আব্বাস, উপাধি হিবরুল উম্মাহ বা উম্মতের মহাজ্ঞানী। পিতার নাম আব্বাস। মাতার নাম উম্মুল ফযল লুবাবা বিনতে হারিস। তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই। উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা রা. তাঁর আপন খালা ছিলেন এ হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাঁর খালু।

জন্ম : তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের তিন বছর পূর্বে শিরে আবু তালিবে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি এই বলে দোয়া করেন-

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمَهُ التَّوَابِلَ -

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ : তাঁর মাতা হযরত লুবাবা বিনতে হারিস হিজরতের পূর্বে এবং পিতা হযরত আব্বাস রা. মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম কবুল করেছিলেন। তাই তিনি বাল্যকাল হতেই ইসলামী পরিবেশে লালিত-পালিত হন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেবায় : তিনি ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একনিষ্ঠ সেবক। প্রিয়নবী মিসওয়াক, জুতা বহন ও পবিত্রতার পানি ইত্যাদির তিনি ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক।

হিজরত : ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মক্কায় প্রকাশ্য কুরআন তিলাওয়াত করেছিলেন। ফলে কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আবিসিনিয়া থেকে পুনরায় মদীনায়ে হিজরত করেন।

জিহাদ : তিনি বদরসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এমনকি ইয়ারমুকের যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

দৈহিক গঠন : দৈহিক দিক থেকে তিনি হালকা পাতলা ছিলেন। তিনি এত অধিক লম্বা ছিলেন যে, বসলেও তাকে সাধারণ মানুষের দাঁড়ানোর সমান দেখা যেত।

সরকারি দায়িত্ব পালন : হযরত উমর রা.-এর খেলাফতকালে তিনি কুফার বিচারপতি এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

বৈশিষ্ট্য : ইবনে আব্বাস রা. হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। এর ফলে তিনি শীর্ষ মুফাসসির উপাধিতে ভূষিত হন। হযরত উমর রা. তাঁর শানে বলেছেন—“فَتَى الْكُفُول” “তিনি তরুণ প্রবীণ” বয়সে তরুণ কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণ। তিনি তীক্ষ্ণ বীশক্তি সম্পন্ন ও মুজতাহিদ ছিলেন।

হাদীস বর্ণনায় তাঁর অবদান : হযরত ইবনে আব্বাস রা. সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম সাহাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৬০ টি। তন্মধ্যে বুখারী মুসলীম হচ্ছে ৯৫টি এবং বুখারী শরীফে ১২০টি এবং মুসলিম শরীফে ৪৯টি এককভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ওফাত : তিনি শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি ৬৮ হিজরীতে ৭১ বছর বয়সে তায়ফ নগরীতে ওফাতলাভ করেন। তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। মুহাম্মাদ ইবনে হানফিয়া।

—ইবনুল কায়ম ইসহ : ১/৫০০-৫০১, ইমলা : ১৬৪

بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُّ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

অনুচ্ছেদ : যে অপবিত্রতা ছাড়া উষু নবায়ন করে

১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَزِيدٍ الْمُقْرِئُ ح وَثْنَا مُسَدَّدٌ

قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ يَحْيَى أَضْبَطُ عَنْ غُطَيْفٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ الْهَذَلِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَمْرٍ رَضَ فَلَمَّا تَوَدَّى بِالظُّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلَّى، فَلَمَّا تَوَدَّى بِالْعَصْرِ تَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طَهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُشَدَّدٌ وَهُوَ أَتَمُّ

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ ثُمَّ زَيِّنْهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . هَلْ يَجِبُ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؟ أَذْكَرُ حُكْمَ الشَّرْعِ بِالرَّهْطَانِ . أَوْضِعْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحَ . أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةٍ سَيَدِدُنَا إِيَّاهُ غُطَيْفُ الْهَذَلِيِّ رَضَ

الْجَوَابُ بِإِسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আবু ওতাইফ আল-হুযালী র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর র.-এর নিকট ছিলাম। জোহরের আযান দেয়া হলে তিনি উয়ু করে নামায পড়লেন। আবার আসরের আযান দেয়া হলে তিনি আবার উয়ু করলেন। আমি তাকে নতুন করে উয়ু করার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : যে উয়ু থাকা সত্ত্বেও উয়ু করে, তার জন্য দশটি নেকি লেখা হয়।

আবু দাউদ র. বলেন এটি মুসান্নাদের হাদীস। এটি পূর্ণাঙ্গতম।

প্রতি নামাযের আগে ওয়ু ওয়াজিব নয়

আবু দাউদের একটি রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রথম দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য প্রতিটি নামাযের ক্ষেত্রে উয়ু ওয়াজিব ছিল। পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। অতএব, হতে পারে এ ঘটনা তখনকার। আর যদি পরবর্তী ঘটনা হয়ে থাকে তবে এটা মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিরমিযীর এক রেওয়ায়াতে আছে—

كُنَّا نَتَوَضَّأُ وَضُوءًا وَاحِدًا

অর্থাৎ, এক উয়ু দ্বারা অনেক নামায পড়তাম। এজন্য ইমাম নববী র. প্রমুখ এর উপর ইজমা উদ্ধৃত করেছেন যে, অপবিত্র হওয়া ব্যতীত উয়ু ওয়াজিব হয় না। শুধু কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ দ্বারা প্রমাণ পেশ করে প্রতিটি নামাযের জন্য উয়ু ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু ইবনে হুমামের উক্তি মুতাবিক এই আয়াতটি النَّيِّصُ اقْتِضَاءُ النَّيِّصِ রূপে প্রমাণ করে যে, এখানে وَأَنْتُمْ مُحَدِّثُونَ (অপবিত্র অবস্থায়) এর শর্তটি লক্ষণীয়। কারণ, পরবর্তীতে ইরশাদ রয়েছে, وَلَكِنْ يَرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ (কিন্তু আল্লাহ চান তোমাদের পবিত্র করতে) বস্তুতঃ পবিত্রতা অর্জন অপবিত্র অবস্থায় হতে পারে। তাছাড়া এই আয়াতেই রয়েছে وَأَنْ إِذَا قُمْتُمْ دَلَالَةَ النَّيِّصِ যেটি كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا তাছাড়া এই আয়াতে তায়ামুমকে ছোট অপবিত্রীর শাখা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু স্থলাভিষিক্ত জিনিসটিই শাখা, সেহেতু মূলটি উত্তমরূপেই শাখা হবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَنَا لِحَبِيبِ ابْنِ بَعْبِي أَضْبَطُ .

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, তিনি এ হাদীসটি স্বীয় দুই উস্তাদ- মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ফারিস এবং মুসান্নাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। যদিও দু'জন থেকেই বর্ণনা করেছেন, তবে মুসান্নাদের হাদীস অপেক্ষা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়ার হাদীসটি আমার (ইমাম আবু দাউদ র.-এর) নিকট অধিক সংরক্ষিত।

وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي غُظَيْفٍ الْهَذْلِيِّ .

এখানে উসতাদদ্বয়ের শাদিক বিভিন্নতা বর্ণনা করতে চান। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ফারিস বলেছেন—

عَنْ أَبِي غُظَيْفٍ

আর মুসান্নাদ বলেছেন—

الْهَذْلِيِّ

মুহাম্মদ উপনাম উল্লেখ করেছেন এবং হুযালী বলে হুযাইলের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। মুসান্নাদ শুধু 'ওতাইফ' বলেছেন, উপনামও উল্লেখ করেননি, আবার নিসবত সহকারে 'হুযালী'ও বলেননি।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُسَدِّدٍ وَهُوَ أَمُّ .

আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে ইয়াহইয়ার হাদীসটি আমার নিকট অধিক সংরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আমি এখানে মুসান্নাদের হাদীসের শব্দগুলো উল্লেখ করেছি। কারণ, এটি ইবনে ইয়াহইয়ার হাদীস অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গতম।

আবু শুতাইফ আল-হুযাঈ রা.-এর পরিচিতি

তিনি সাহাবী। আবদুল্লাহ ইবনে আবু ফারওয়া - মাকহুল-আবু ইদরীস খাওলানী-শুতাইফ বা আবু শুতাইফ সূত্রে নবী করীম স. থেকে একটি মারফু হাদীস বর্ণনা করেন।

নবী করীম স. ইরশাদ করেছেন-“يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ إِنِّي إِسْلَامٌ فَاقْطَعُوا لِسَانَهُ” যে ইসলামের দুর্নাম রটনা করে তার জিহ্বা কেটে দাও।”

উল্লেখ্য, উপরোক্ত হাদীসের সনদে ইসহাক ইবনে আবু ফারওয়া নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। তিনি পরিত্যক্ত।-তাবারানী কবীর : ১৮/২৬৪, ইবনে আসাকিন : ৪/৩৮০, মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/১২৫ : উসদুল গাবা : ৪/৩২৬ ইত্যাদি।

بَابُ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ

অনুচ্ছেদ : পানিকে কিসে অপবিত্র করে

۱. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنْتُهِ مِنَ الدُّوَابِّ وَالسَّبَاعِ، فَقَالَ (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ. وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلَاءِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالصَّوَابُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الصَّوَابُ.

السُّوَالُ : زَيْنُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجَمُ. أَوْضِعْ مَا نَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ.

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

হাদীস : ১। মুহাম্মদ ইবনে আলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর র. থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সন্তানরাহ বলাইহি ওয়াসদ্দাহ-কে ঐ পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে পানিতে বন্য প্রাণী ও হিংস্র জন্তু আসা-যাওয়া করে (অর্থাৎ, পান করে ও তাতে পেশাব করে ইত্যাদি)। তিনি বলেছেন : পানির পরিমাণ যদি দুই মটকা হয়, তাহলে তা অপবিত্রী বহন করবে না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلَاءِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ جَعْفَرٍ.

ইমাম আবু দাউদ র. স্বীয় সনদের রাবীদের নামের ব্যাপারে তাঁর উস্তাদগণ যে বিভিন্নতা উল্লেখ করেছেন তার বিবরণ দিতে চাচ্ছেন। এ হাদীসে আবু দাউদের উস্তাদ তিনজন- ১. ইবনুল আ'লা, ২. উসমান ইবনে আবু শায়বা, ৩. হাসান ইবনে আলী। ইমাম আবু দাউদ র. বললেন, আমার প্রথম উস্তাদ ইবনুল আলা বলেছেন, عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ الزُّبَيْرِ. দ্বিতীয় ও তৃতীয় উস্তাদ উসমান ও হাসান ইবনে আলী বলেছেন-

عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ الزُّبَيْرِ -

এখানে হু যমীরটি মুহাম্মদ ইবনে আক্বাদ ইবনে জাফর ইবনে যুবাইরের দিকে ফিরেছে। এতে বোঝা যায়, ইমাম আবু দাউদ এটাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। অতএব, যিনি মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে যুবাইর বলেছেন, তার ভুল হয়েছে। আবু দাউদের একটি কপিতে وَالصَّوَابُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ الزُّبَيْرِ বাক্যও এসেছে। সে কপি অনুযায়ী মুহাম্মদ ইবনে আক্বাদ ইবনে জাফর ভুল হবে। মোটকথা, আবু দাউদ প্রাধান্যের পন্থা অবলম্বন করেছেন। আর কেউ কেউ অবলম্বন করেছেন সামঞ্জস্যবিধানের পন্থা।

হযরত ইবনে উমর রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : তাঁর নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবু আবদুর রহমান। তাঁর পিতার নাম উমর ইবনে খাতাব রা.। মাতার নাম যয়নব বিনতে মাজউন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির এক বছর পূর্বে অথবা নবুয়তের দ্বিতীয় বছরে মক্কা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ : হযরত উমর রা. যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। তখন তিনি মাতাপিতার সাথে ইসলাম কবুল করেন এবং সে সময় হতে তিনি দীনি পরিবেশে বড় হন। হযরত ইবনে উমর রা. হযরত উমর রা. ও অন্যান্য সাহাবীর সাথে ১১ বছর বয়সে মদীনায়া হিজরত করেন।

জিহাদ : বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও উছদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। সর্বপ্রথম তিনি খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া তিনি পরবর্তী সকল যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রেখে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

হাদীস রেওয়াদ : তিনি প্রথম স্তরের একজন রাবী ছিলেন। সর্বমোট ১৬৩০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ১৭টি হাদীস বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিতভাবে এবং এককভাবে বুখারীতে ৮১টি ও মুসলিমে ৩১টি বর্ণিত আছে। তাঁর নিকট থেকে হযরত সালিম, উবাইদুল্লাহ, হামযা, নাকি প্রমুখ হাদীস গ্রহণ করেছেন।

ওফাত : তিনি ৭৩ কিংবা ৭৪ হিজরিতে ৮৩/৮৪ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। ইসলামের এই মহান খাদেমকে মাকবারায়ে তুয়ায় অথবা কাখ নামক স্থানে দাফন করা হয়। -ইসরা : ২/৩৪৭-৩৫০, ইকমাল : ৬০৪-৬০৫

২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ لَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ لَنَا بِزِيدٍ بَعْنَى بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاحِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

السُّؤَالُ : زَيْنَ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمُ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

হাদীস : ২। মুসা ইবনে ইসমাঈল উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রা. তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। সদ্ধতঃ আল-ইহি ওয়াসওয়া-কে উল্লুত ময়দানে অবস্থিত পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের সম-অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ .

ইবনে আবু দাউদ র. এ ইবারতের পূর্বে الصَّوَابُ বলে মুহাম্মদ ইবনে আক্বাদ ইবনে জাফরের সনদটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর যাতে মুহাম্মদ ইবনে জাফর রয়েছে সেটিকে দুর্বল সার্বস্ত করেছেন; কিন্তু পরবর্তীতে আসন্ন সনদ الخ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ঘারা ওয়ালীদ ইবনে কাহীরের রেওয়ায়াতটিকে শক্তিশালী বলছেন, যেটিকে প্রথমে দুর্বল সাব্যস্ত করেছিলেন। তবে এর ফলে বিশেষ কোন ফায়দা নেই। কারণ, ওয়ালীদ ইবনে কাহীর রাফিযী ইবাহী সম্প্রদায়ের লোক। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক র.-এর সমালোচনাতো প্রসিদ্ধ। অতএব, এর রেওয়ায়াতটির ব্যাপারে স্বত্বাগতভাবে আপত্তি রয়েছে। এর ফলে অন্য রেওয়ায়াতের সমর্থন ও শক্তি যোগানো হয় কিভাবে?

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, এই রেওয়ায়াতে الْفَلَاةُ بِكُونٍ فِي শব্দ অতিরিক্ত আছে। যা ওয়ালীদ ইবনে কাহীরের রেওয়ায়াতে নেই। আর একটি কথা হল- এই রেওয়ায়াতিটি অর্থগতভাবে ওয়ালীদ ইবনে কাহীরের রেওয়ায়াতের অনুকূল।

۳. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجِسُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَّ عَنْ عَاصِمٍ .

وَخَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَرَّوَاهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مَرْثُومٍ غَيْرِ مَرْثُومٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

السُّوَالُ : زَيْنُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجَمَ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস নং ৩। মুসা ইবনে ইসমাঈল উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর র. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সদ্ধতঃ আল-ইহি ওয়াসওয়া ইরশাদ করেছেন : পানি দু' মটকা পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَّ عَنْ عَاصِمٍ .

এখানে বুঝাতে চাচ্ছেন এ হাদীসটি আসিম ইবনে মুন্যির র. থেকে দু'জন বর্ণনা করেছেন- হাম্মাদ ইবনে সালামা এবং হাম্মাদ ইবনে য়ায়েদ। হাম্মাদ ইবনে সালামা এটাকে মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে য়ায়েদ বর্ণনা করেছেন মওকুফ আকারে। অতএব, মারফু' না মাওকুফ এ ব্যাপারে বিভিন্মতা দেখা দিয়েছে।

ইমাম দারাকুতনী র. ইসমাঈল ইবনে উলাইয়ার রেওয়ায়াত এনে এই মাওকুফ রেওয়ায়াতটিকে শক্তিশালী করেছেন। ইমাম দারাকুতনী র. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও আসিম ইবনে মুন্যির র.-এর হাদীস (হাম্মাদ ইবনে সালামা কর্তৃক বর্ণিত) বর্ণনা করার পর বলেন-

وَخَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَرَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِ مَوْقُوفًا .

এতে বোঝা যায় আবু দাউদ ইবারতটি যে সব কপিতে আছে তার অর্থ বিস্তৃত। অবশ্য কোন কোন কপিতে এই ইবারতটি নেই।

পানির বিধিবিধান

পানির পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সংক্রান্ত বিষয়টি ফুকাহায়ে কিরামের মাঝে প্রচণ্ড বিতর্কিত মাসায়িলের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে ফুকাহার উক্তি বিশেষও অধিক। তা সত্ত্বেও এ মাসআলায় প্রসিদ্ধ মাযহাব চারটি-

মাযহাব চতুষ্টয়

১. হযরত আয়েশা রা., হাসান বসরী, দাউদ জাহিরী মাযহাব বলে বলা হয় যে, পানি চাই কম হোক বা বেশি যদি তাতে অপবিত্র পতিত হয়, তবে সেটা ততক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্র হবে না বরং পবিত্র থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বভাব অর্থাৎ, তরলতা শেষ না হয়ে যায়। চাই তার তিনটি গুণ পরিবর্তিত হোক না কেন।

হযরত গাঙ্গুহী র. বলেন, যদি এ মাযহাবটি হযরত আয়েশা রা. থেকে রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হত তবে এটি হত সবচেয়ে শক্তিশালী মাযহাব। কারণ, হযরত আয়েশা রা. পানি সংক্রান্ত মাসায়িল সবচেয়ে বেশি জানতেন এবং এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বেশি বেশি শরণাপন্ন হতেন। কিন্তু বিস্তৃত হল, এই মাযহাবটি হযরত আয়েশা রা. হতে রেওয়ায়াতগতভাবে প্রমাণিত নয়।

২. ইমাম মালিক র.-এর পছন্দনীয় মাযহাব হল, যতক্ষণ পর্যন্ত পানির তিন গুণের একটি পরিবর্তিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্র পতিত হলে তা অপবিত্র হয় না। চাই পানি কম হোক বা বেশি।

৩. ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ র.-এর মাযহাব হল, যদি পানি কম হয়, তবে অপবিত্র পতিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। যদিও তার কোন একটি গুণও পরিবর্তিত না হোক। আর যদি বেশি পানি হয়, তবে অপবিত্র হবে না। যতক্ষণ না এর অধিকাংশ গুণ পরিবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে বেশির পরিমাণ তাদের মতে দুই কুদ্রা (মটকা)। আর এই পরিমাণটি অনুমান স্বরূপ নয়, বরং প্রকৃত।

৪. হানাফীদের মাযহাব হল শাফিঈদের নিকটবর্তী। তবে হানাফীদের মতে কম-বেশির কোন পরিমাণ সুনির্দিষ্ট নেই। বরং ইমাম আবু হানীফা র. এটাকে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ .

السُّوَالُ : زَيْنُ الْحَدِيثِ الشَّرِيفُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرْجِمُ - أَيْنَ يَقَعُ بَيْرُ بَضَاعَةٍ وَمَا مَعْنَى الْحَيْضِ وَالنَّتْنِ؟ أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১। মুহাম্মদ হযরত আবু সাঈদ-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (মদীনার) 'বুয়াআ' নামক কূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল- 'আমরা কি উক্ত কূপের পানি দ্বারা উয় করতে পারি? বুয়াআ কূপটির মধ্যে ঋতুবতী মেয়েলোকের ময়লা কাপড়, কুকুরের গোশত ও যাবতীয় দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিক্ষেপ করা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : পানি পাক, একে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না।

বীরে বুয়াআর পরিচয় الْحَيْضُ - وَالنَّتْنُ এর অর্থ

বুয়াআ শব্দটি ب-এর উপর পেশ। এটিতে যের দেওয়াও বৈধ। অবশ্য পেশ অধিক প্রসিদ্ধ। এটি একটি প্রসিদ্ধ কূপের নাম। মদীনা তাইয়িয়ায় বনু সাযিদা মহল্লায় এটি অবস্থিত। এখন পর্যন্ত এ কূপটি বিদ্যমান রয়েছে। এ কূপের মালিকের নাম অথবা এ স্থানটির নাম ছিল বুয়াআ। এজন্য এটিকে এই নামে নামকরণ করা হয়।

الْحَيْضُ শব্দটি ح-এর বহুবচন। অর্থ এক্সপ কাপড়ের টুকরা যেটা মহিলারা মাসিকের সময় ব্যবহার করে।

وَالنَّتْنُ এর মধ্যে যবর এবং ت সাকিন। কেউ কেউ এর নিচে যের বলেছেন। এর অর্থ দুর্গন্ধ। এখানে উদ্দেশ্য দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য সনদের রাবীদের ব্যাপারে যে, বিভিন্নতা রয়েছে তার বিবরণ দান। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন, 'উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে রাফি'। কেউ কেউ বলেছেন, 'উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে রাফি'। এই ইখতিলাফ মূলত উবাইদুল্লাহর পিতা সংক্রান্ত, তিনি কি আব্দুল্লাহ না আব্দুর রহমান?

٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْخَرَانِجَانِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يُسْتَفَى لَكُمْ مِنْ بَيْرٍ بَضَاعَةٌ وَهِيَ بَيْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَانِضُ وَعِذُّ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ قَيْمَ بَيْرٍ بَضَاعَةً عَنْ عُمَيْقَةَ قَالَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ قَالَ إِلَى الْعَانَةِ قُلْتُ فَإِذَا نَقَصَ؟ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدَّرْتُ أَنَا بِبِرِّ بَضَاعَةَ بَرْدَانِي مَدَّتْهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهَا فَإِذَا عَرَضَهَا سَنَةٌ
أَذْرَعُ وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبَيْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ هَلْ غَيْرُ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ
لَا وَرَأَيْتُ فِيهَا مَا مُتَغَيَّرَ الْكُونُ .

السُّوَالُ : شَكَلَ الْحَدِيثُ الشَّرِيفَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّم . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الرَّقَّابِ .

হাদীস : ২। আহমদ ইবনে আবু শোআইব হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট লোকদের আমি বলতে শুনেছি, আপনার জন্য বুয়াআ কূপ থেকে পানি আনা হয়। অথচ তাতে কুকুরের গোশত, হয়েযের নেকড়া ও মানুষের মলমূত্র নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয় পানি পবিত্র, এটাকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না।

আবু দাউদ র. বলেন, আমি কুতাইবা ইবনে সাঈদ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি বুয়াআ কূপের মুতাওয়ালীকে কূপের পানির গভীরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বেশী হলে নাভির নিচ পর্যন্ত থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যখন কমে যায়, তখন? তিনি বললেন, সতরের (হাট বা তার) চাইতে কম।

আবু দাউদ র. বলেছেন, আমি আমার চাদর দ্বারা বুয়াআ কূপ মেপে দেখেছি, প্রথমে তা ছয় হাত পরিমাণ। আমার জন্য যে ব্যক্তি বাগানের দরজা খুলেছিল, সে তত্ত্বাবধায়ককে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কূপের ভিত্তি (বা আকার) পূর্বে যা ছিল, বর্তমানে কি তা বদলে গেছে? সে বলল না, আমি দেখলাম, কূপের পানির রং বিগড়ে গিয়েছে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ سَأَلَ قَيْمَ بْنَ بَرِّ بَضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا فَقُلْتُ أَكْثَرَ
مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ قَالَ إِلَى الْعَانَةِ . قُلْتُ فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ الْمَوْرَةِ .

সম্ভবত এই উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য বুয়াআ কূপে বিভিন্ন ধরনের অপবিত্র জিনিস পতিত হওয়া ও সেগুলো তা থেকে বের না করা সত্ত্বেও যেহেতু নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির পবিত্রতার হুকুম দিয়েছেন সেহেতু বোঝা গেল, إِنْ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُخْسِفُهُ شَيْءٌ.-এর উক্তির ভিত্তিতে পবিত্রতার হুকুম রয়েছে।

○ হানাফীদের পক্ষ থেকে ইমাম তাহাভী র.-এর উত্তর দিয়েছেন যে, পবিত্রতার হুকুম দেয়ার কারণ ছিল বুয়াআ কূপ ছিল জারী। ইমাম তাহাভী র. এ কূপ জারী হওয়ার স্বপক্ষে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ওয়াকিদী র. থেকে বিবরণ দিয়েছেন।

○ হানাফীদের এ উত্তর খণ্ডনের জন্য ইমাম আবু দাউদ র. বলেছেন, যারা এটাকে জারী বলেছেন, তাদের উক্তি বিতর্ক নয়। কারণ, এ কূপের যিনি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তিনি বলেন, এতে সর্বোচ্চ পানি নাভি পর্যন্ত পৌঁছত। আর সর্বনিম্ন হলে সতর পর্যন্ত পৌঁছত না, বরং হাট বা হাটের নিচে থাকত। অতএব, এই কূপ কিভাবে জারী হতে পারে। তবে এর ফলে এ কূপ জারী না হওয়া প্রমাণিত হবে না। কারণ, জারী হওয়ার জন্য নহর হওয়া জরুরী নয়; বরং কখনো কৃষি কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণ পানি তুললে এবং কূপে পানি সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক না হলে বরং এতে প্রচুর পরিমাণ পানি তোলায় কারণেও পানি কূপের ভিতর থেকে ঝর্ণার ন্যায় বের হয়। অতএব, এটি জারী হয়। যদিও এটি নহরের ন্যায় প্রকৃত অর্থে জারী নয়। কিন্তু এটি জারীর ন্যায়।

তাছাড়া বুয়া'আ কূপের তত্ত্বাবধায়কের উক্তির উপর কিভাবে নির্ভর করা যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তার অবস্থা সম্পর্কে জানা না যায়। সে কি মুসলমান ছিল না কি কাফির? মুসলমান হলে সে কি আদিল ছিল না ভিন্ন রকম? নির্ভরযোগ্য ছিল না অনির্ভরযোগ্য?

তাছাড়া রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ এবং ইমাম আবু দাউদ র.-এর যুগের মাঝে পাঁচশত বছরের ব্যবধান।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ "وَقَدَرْتُ أَنَا بِتَرَبُّصَاعَةٍ بِرِدَائِي مَدَدَتَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهَا فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةٌ أَرْبَعٌ."

কোন কোন হানাফীর পক্ষ থেকে বলা হয়, কূপ অথবা হাউজ দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১০ হাত × ১০ হাত (ক্ষেত্রফল ১০০ হাত) হলে এর পানি পবিত্র। আর বুয়া'আ কূপের ক্ষেত্রফলও তাই ছিল বলে এর পানি পবিত্র বলে হুকুম দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ র. সম্ভবত এ উক্তিটি প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছেন। তিনি বলেন যে, তিনি এ কূপটি মেপেছেন। এটি ছিল প্রস্থে ৬ হাত। অতএব, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ১০ হাত × ১০ হাত-এর উক্তি কিভাবে যথার্থ হয়? অতঃপর দরজার দারোয়ানের নিকট জিজ্ঞেস করেছেন, এর নির্মাণে কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা? সে বলল, 'না। এতে কোন পরিবর্তন হয়নি। কাজেই ১০ হাত × ১০ হাত-এর উক্তি বিতর্কিত নয়।

● আমরা এর উত্তর দেই, ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ মতখণ্ডন বিতর্কিত নয়। এর তিনটি কারণ- ১. দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১০ হাত × ১০ হাত-এর উক্তি হানাফী কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলিমের নয়; বরং মুহাক্কিক হানাফীগণের উক্তি হল- 'ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির রায়ের উপর নির্ভর করবে'। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ র.-এর উক্তি দ্বারা কেউ কেউ ১০ হাত × ১০ হাত বুঝেছিলেন। একদিন ইমাম মুহাম্মদ র. রাই শহরে দরস দিচ্ছিলেন। পানি সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। কেউ প্রশ্ন করলেন, বেশি পানির সীমা কি? উত্তরে তিনি বললেন, যেমন আমার এই মসজিদটি। লোকজন সে মসজিদ মেপে দেখলেন, ১০ হাত × ১০ হাত (ক্ষেত্রফল ১০০) হাত। এরপর লোকজন বুঝে নিয়েছেন, ১০ হাত × ১০ হাত হলে বেশি পানি হবে, অন্যথায় কম।

বেকায়্যা ব্যাখ্যাকার ১০ হাত × ১০ হাত-এর উক্তিটিকে আরেকটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক কূপের পাশে অপর ব্যক্তির জন্য কূপ খননের অনুমতি নেই। অবশ্য বেকায়্যা ব্যাখ্যাতার এ প্রচেষ্টার উপর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন অনেক আলিম।

মোটকথা, ১০ হাত × ১০ হাত-এর উক্তি কোন তত্ত্বজ্ঞানী হানাফীর নয়। অনর্থক ইমাম আবু দাউদ র. এটি খণ্ডনের পিছনে কেন পড়েছেন।

● দ্বিতীয় কথা হল, আমরা যদি মেনে নেই, ১০ হাত × ১০ হাত-এর উক্তি হানাফীদের, এ কূপটি ইমাম আবু দাউদ র.-এর তথ্যানুসন্ধান অনুযায়ী ১০ হাত × ১০ হাত ছিল না। তবে আমরা বলব, ইমাম আবু দাউদ র. এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের মাঝে বহুদিনের ব্যবধান। অতএব, এটা কিভাবে জানা গেল যে, মধ্যখানে এতে কোন পরিবর্তন হয়নি। এ উক্তির কি নির্ভরতা হতে পারে। তাছাড়া দারোয়ান মুসলমান ছিল না কাফির, নির্ভরযোগ্য ছিল না অনির্ভরযোগ্য তাও জানা নেই।

● তৃতীয় কথা হল, ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এর প্রস্থ ছিল ৬ হাত। যদি প্রস্থে ৬ হাত হয়, তবে এর চারদিকে মাপলে তো ১০ হাত × ১০ হাত হয়ে যাবে। কাজেই এর ফলে ১০ হাত × ১০ হাত এর মত খণ্ডন হবে না; বরং তা প্রমাণিত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, رِاعٍ শব্দের অর্থ আমাদের এখানে করা হয় গজ দ্বারা। গজ হয় দু' হাতে। এটি ভারতীয় পরিভাষা। বরং رِاعٍ বলে কনুই থেকে মধ্যম আঙ্গুলির মাথা পর্যন্ত ব্যবধান বা পরিমাণকে।

رَوَّيْتُ مَا هَامَتْ قَبْرِ النَّوْنِ .

• কোন কোন হানাকী এ হাদীসের উত্তর দিয়েছেন, যে সব জিনিস এ কূপে পড়ত, সেগুলো তা থেকে বের করে ফেলা হত অথবা বালতির সাথে বেরিয়ে আসত। সেহেতু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে পবিত্র বলে হুকুম দিয়েছেন।

• ইমাম আবু দাউদ র.-এর উত্তরটি খণ্ডনের জন্য বলেন, এসব জিনিস বের করার উক্তিও সহীহ নয়। কারণ, এর পানির রং পরিবর্তন হত।

• আমরা বলি, ইমাম আবু দাউদ র.-এর যুগে পানির রং বিবর্ণ হলে, প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও বিবর্ণ হতে হবে তা আবশ্যিক নয়। হতে পারে সে যুগে প্রচুর গাছের পাতা পড়ার কারণে অথবা দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা থেকে পানি বের না করার কারণে বিবর্ণ হয়ে যেত অথবা প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সর্বত্র পানি ও কূপ না থাকার কারণে যে প্রচুর পরিমাণ পানি উঠানো হত, ইমাম আবু দাউদ র.-এর যুগে সে পরিমাণ প্রচুর পানি তোলা হত না।

بَابُ الْوُضُوءِ بِسُورِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ : কুকুরের ঝুটা দ্বারা ওযু করা

۱. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طَهَّرُوا إِنَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَهُنَّ بِالشَّرَابِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو وَحْبَةَ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ .

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . حَقَّقَ الْوَلُوغَ . مَا الْإِخْتِلَافُ فِي سُورِ الْكَلْبِ ; وَمَا طَرِيقُ التَّطْهِيرِ ; أَذْكَرُ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابُ عَنْ إِسْتِدْلَالِ الْمُخَالَفِينَ . مَا الْحِكْمَةُ فِي التَّخْرِيبِ ; أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১। আহমদ ইবনে ইউনুস হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমাদের মধ্যে কারো পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তাহলে তা সাতবার ধুয়ে পাক করতে হবে। তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা (ঘষে ধৌত করতে হবে) :

আবু দাউদ র. বলেন, আইউব ও হাবীব ও মুহাম্মদ সৃষ্টি অনুরূপই বলেছেন।

وَلُوغُ-এর অর্থ

لَوْغَ : শব্দটি বারের فَتَحَ থেকে উদ্ভূত। وَلُوغُ শব্দের অর্থ হল, কুকুর কর্তৃক কোন তরল জিনিসে মুখ দিয়ে জিহবা নাড়াচাড়া দেয়া। চাই পানি করুক বা না করুক। আর এর খাওয়ার জন্য لَحَسَ

এবং খালি পাত্র চাটার জন্য لَعَنُ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এখানে وَلَوْ দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণতঃ মুখ দেয়া। যাতে لَعَنُ এবং لَعَنُ ও অন্তর্ভুক্ত।

কুকুরের ঝুটার বিধান

سَبَّحَ مَرَاتٍ : কুকুরের ঝুটা সম্পর্কে ফকাহায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিক র.-এর মতে (কুকুর মুখ দিলে) পাত্র নাপাক হয় না। অবশ্য সাতবার ধোয়ার হুকুম তা'আব্দুদী (ইবাদতরূপে)। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে কুকুরের ঝুটা নাপাক। যার প্রমাণ হল, আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হযরত আবু হোরাযরা রা.-এর হাদীস। সহীহ মুসলিম শরীফে وَلَوْ اَلْكَلْبُ بِأَبْ حُكْمٍ وَلَوْ اَلْكَلْبُ فِي اِلْنَاءِ هাদীসটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَهْرٌ اِنْ اِءِ اَحَدُكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُولَئِهِنَّ

بِالتَّرَابِ .

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো পায়ে কুকুর মুখ দিলে তা পবিত্র হয়, সাতবার ধুলে। তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দিয়ে মাজবে।'

—বুখারী : ১/২৯ মুসলিম : ১/১৩৭ তিরমিযী : ১/২

এতে اَنْ يَغْسِلَهُ শব্দটি বলছে যে, ধোয়ার হুকুম পবিত্র করার জন্য। আর পবিত্র করা হয় নাপাক জিনিসকে। অতএব, এ হাদীসটি ইমাম মালিক র.-এর বিরুদ্ধে প্রমাণ।

পবিত্রতার জন্য কতবার ধৌত করতে হবে?

১. হাযলী এবং শাফিঈ মতাবলম্বীদের মতে পবিত্র করার জন্য সাতবার ধোয়া ওয়াযিব। ইমাম মালিক র. ও তা'আব্দুদী বিষয় হিসেবে সাতবার ধোয়ার প্রবক্তা।

২. পক্ষান্তরে হযরত ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে তিনবার ধোয়া যথেষ্ট।

ইমামত্রয়ের প্রমাণ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি। এটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত এবং সহীহ।

● হানাফীদের প্রমাণ হযরত আবু হোরাযরা রা.-এর হাদীস। হাফিজ ইবনে আদী র. এটি আল-কামিলে উল্লেখ করেছেন—

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَرَابِيسِيِّ نَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي اِلْنَاءِ اَحَدُكُمْ فَلْيَهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

'আবু হোরাযরা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো পায়ে কুকুর মুখ দেয়, তখন যেন সেটা সে ফেলে দেয় এবং এই পাত্র অবশ্যই তিনবার ধৌত করে।'

—উমদাতুল কারী : ১/৮৭৪, মাআরিফুস সুনান : ১/২২৫

২. সুনানে দারাকুতনীতে আছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَلْبِ يَلْغُ فِي الْاِنَاءِ اَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ سَبْعًا .

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত যে, কোন পায়ে কুকুর মুখ দিলে সেটাকে তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার ধৌত করবে।'

এই রেওয়য়াতটি দুর্বল হলেও কারাবীসীর রেওয়য়াতের সহায়তার জন্য যথেষ্ট।

— দারাকুতনী : ১/৬৫

৩. মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে (১/৯৮) এবং দারাকুতনীতে (১/২৪) হযরত 'আতা ইবনে ইয়াসার র.-এর ক্ষতগুলো বিনামান রয়েছে। যাতে তিনি তিনবারেরও অনুমতি দিয়েছেন।

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ يَغْسِلُ الْإِنَاءَ الَّذِي يَلْغُ فِيهِ الْكَلْبُ؟ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ سِمَةٌ سَبْعًا وَخَمْسًا وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

'ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি 'আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, যে পাতে কুকুর মুখ দিয়েছে সেটি কয়বার ধুতে হবে? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, সাতবার, পাঁচবার এবং তিনবার সবকটিই আমি শুনেছি।'

প্রকাশ থাকে যে, হযরত 'আতা র. সাতবারের হাদীসেরও রাবী। যদি সাতবারের হুকুম ওয়াজিবের জন্য হত তাহলে-এর খেলাফের অনুমতি তিনি কখনও দিতেন না।

৪. যদি সাতবারের রেওয়ায়াতগুলো ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা হয় তাহলে সূত্রগতভাবে বিতর্ক কারাবীসীর রেওয়ায়াতটি সম্পূর্ণ বর্জন করতে হয়। আর যদি কারাবীসীর হাদীস অবলম্বন করা হয় তাহলে মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরে সাতবারের রেওয়ায়াতগুলোর উপরও আমল হতে পারে। বক্তৃত্তঃ 'বাহক্কর রাযিক' গ্রন্থকারের উক্তি মতে ইমাম আবু হানীফা র.ও সাতবার ধোয়া মুস্তাহাবের প্রবক্তা ছিলেন।

৫. যদি রহিত হওয়ার সজাবনার দিকে লক্ষ্য করা হয়, তাহলে কারাবীসীর রেওয়ায়াত প্রধান। কারণ, কুকুর সম্পর্কে শরী'আতের বিধিবিধান ক্রমশ কঠোর থেকে সহজের দিকে এসেছে। যেমন সহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা.-এর রেওয়ায়াতে আছে-

قَالَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالَهُمْ وَيَالِ الْكِلَابِ؟ ثُمَّ رَخَصَ فِي كَلْبِ الصَّيِّدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الشَّامَةَ بِالتُّرَابِ.

'তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর বলেছেন, তাদের এবং কুকুরের কি অবস্থা? অতঃপর তিনি শিকারী কুকুর এবং বকরীর পাহারাদার কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, যখন কোন পাতে কুকুর মুখ দেয়, তখন তোমরা সেটাকে সাতবার ধৌত কর, অষ্টমবারে মাটি দিয়ে মাজ।'

-মুসলিম : ১/১৩৭

এই রেওয়ায়াতের পূর্বাপর বলছে যে, সাতবার ধোয়ার হুকুমও কুকুরের ব্যাপারে কঠোরতার ধারাবাহিকতার একটি অঙ্গ। আর এ বিষয়টি যুক্তিযুক্ত যে, শুরুতে সাতবারের হুকুম ওয়াজিবের জন্য ছিল। আর পরবর্তীতে শুধু মুস্তাহাব অবশিষ্ট রয়েছে। যেমন রেওয়ায়াতগুলো দ্বারা এর সমর্থন হয়।

৬. কিয়াস দ্বারাও কারাবীসীর রেওয়ায়াতের সহায়তা হয় যে, সাতবারের হুকুম ওয়াজিব নয়। কারণ, যেসব নাপাক গলীজা এবং সেগুলোর অপবিত্রতা অকাটা প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত, যেগুলোতে ময়লা এবং ঘৃণা স্বভাবত বেশি, যেমন, মল-মূত্র এমনকি স্বয়ং কুকুরের মল-মূত্রও তিনবার ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়। অতএব, কুকুরের ঝুটা যেটি গলীজা নয়, অকাট্যও নয় এবং মল-মূত্র অপেক্ষা অধিক ঘৃণিতও নয়, তাতে সাতবার ধোয়ার হুকুম যুক্তিযুক্ত কিভাবে হতে পারে? অতএব, স্পষ্ট বিষয় হল এ হুকুম মুস্তাহাব। যেহেতু কুকুরের লালা অধিক বিধাক্ত হয়ে থাকে এ থেকে সুনিশ্চিতরূপে বাঁচানোর লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সাতবার ধোয়ার জন্য। এজন্য মাটি দিয়ে মাজাও মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৭. সাতবারের হাদীসগুলোতে ইয়তিরাব রয়েছে। রেওয়াযাতের শব্দগুলোর মাঝে পার্থক্যের কারণে সামঞ্জস্য বিধান জরুরী। আর ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরলে সামঞ্জস্য বিধান লৌকিকতা শূন্য হয় না। কিন্তু মুত্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরলে এগুলোতে বিনা লৌকিকতায় সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয় যে, এগুলোর প্রতিটি পদ্ধতি জাযিয়।

মাটি দ্বারা মেজে ধৌত করার হিকমত কি?

এর এক হিকমত তো সুনুতে নববীর উপর আমল করে উপকৃত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক ডাক্তারদের গবেষণা অনুযায়ী কুকুরের লালায় বিষাক্ত জীবাণু থাকে। এর প্রতিষেধক রয়েছে মাটিতে। তাই এর দ্বারা মাজার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

إِمَامُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو وَجَيْبُ بْنُ الشَّهِيدِ إِمَامُ أَبُو دَاوُدَ ر. বললেন, এ হাদীসটি হিশাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. থেকে বর্ণনা করেছেন, قَالَ أَبُو وَجَيْبُ بْنُ الشَّهِيدِ إِمَامُ أَبُو دَاوُدَ ر. আরুপভাবে আইউব ও হাবীব ইবনে শহীদও মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হিশাম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, মারফু আকারে, আইউবের রেওয়াযাতটি মারফু নয়; এটি হল পরবর্তী হাদীস। ইমাম আবু দাউদ র. মারফু আকারে বর্ণনা না করে অন্যভাবে বর্ণনার সন্ধান করেছেন মু'তামির ইবনে সুলাইমান ও হাম্মাম ইবনে যামেদ-এর দিকে। তিনি বলেছেন-

فَالَا جَمِيعًا أَنَّ أَبَا وَجَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَمُ يَرْفَعُهُ أَتَتْهُ إِذَا وَزَادَ إِذَا وَلَعَ الْهَرَّ غَسَلَ مَرَّةً . অংশটুকু হিশামের মারফু রেওয়াযাতে নেই। আইউবের রেওয়াযাতটি গ্রহণকার এনেছেন, কিন্তু হাবীব ইবনে শহীদেবির বিবরণটি আনেননি।

আল্লামা খলীল আহমদ সাহরানপুরী র. বলেন, হাদীস গ্রন্থাবলীতে তালাশ করে হাদীসটি পেলাম না।

۳. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ وَالْأَعْرَجُ وَثَابِتُ الْأَحْنَفِ وَهَمَّامُ بْنُ مَنِيبٍ وَأَبُو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ .

হাদীস : ৩। মুসা..... হযরত আবু হোরাযরা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন - কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধুয়ে নাও। সপ্তমবার মাটি দ্বারা ঘষবে।

আবু দাউদ র. বলেন, আবু সালিহ, আবু রাযীন, সাবিত, হাম্মাম, আবু সুদী র. হাদীসটি আবু হোরাযরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা মাটির কথা উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ وَالْأَعْرَجُ وَثَابِتُ الْأَحْنَفِ وَهَمَّامُ بْنُ مَنِيبٍ وَأَبُو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ .

ইমাম আবু দাউদ র. এখানে বলতে চান, আবু হোরায়রা রা.-এর শিষ্যদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের রেওয়াজাতটি পেছনে এসেছে, তাতে ত্রাব্‌তথা মাটির উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু আবু হোরায়রা রা.-এর অন্যান্য শিষ্য হাদের নাম আমি উল্লেখ করেছি, তাদের কেউ ত্রাব্‌তএর উল্লেখ করেননি।

٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّبِيجِ عَنْ مُطَرِّبِ بْنِ أَبِي مُغْفَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمْرٌ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا؟ فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّبِّدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ - فَأَغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالثَّامِنَةَ عَقَرُوهُ بِالتُّرَابِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغْفَلٍ .

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح . أَذْكَرُ نَبَذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغْفَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الرَّمَّانِ .

হাদীস : ৪। হযরত ইবনে মুগাফফাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দিলেন, তারপর বলেন- মানুষ ও কুকুরের কি সম্পর্ক? তারপর শিকারী কুকুর, বকরী পাহারার কুকুর পোষার অনুমতি দিলেন আর বললেন- কোন পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তবে তা সাতবার ধুয়ে ফেল। আর অষ্টমবার মাটি দ্বারা মেজে ফেল।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে মুগাফফাল অনুরূপ বলেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغْفَلٍ .

এই ইবারতটি ভারতীয় কপিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মিসরীয় কপিতে এবং মাকতুবায়ে আহমদিয়াতে নেই। বোধহয় এর ফলে আটবার ধৌত করার উক্তির সমর্থন উদ্দেশ্য অথবা ইবনে মুগাফফাল এর উক্তিকে রাসূলে আকরাম সা.-এর উক্তির অনুকূল দেখানো উদ্দেশ্য।

হযরত ইবনে মুগাফফাল রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম- আবদুল্লাহ। উপনাম- আবু সাঈদ। আবু আবদুর রহমান। পিতার নাম- মুগাফফাল। তিনি মুযানী গোত্রের একজন বিশিষ্ট সাহাবী।

অতএব বংশ হল- আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল ইবনে আবদে গান্ম বা নুহ্ম ইবনে আযীফ ইবনে আছহাম ইবনে রাবীয়া ইবনে আদী ইবনে সালাবা ইবনে যুযাইব আল-মুযানী।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ : তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

জিহাদ : ইসলাম গ্রহণ করে তিনি সর্বপ্রথম হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যোগদান করেন। ইকমাল গ্রন্থকারের মতে, তিনি হুদাইবিয়ার বৃক্ষের নিচে বাইয়াতকারীদের একজন। খায়বর যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। মক্কা

বিজয়ের সময় তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী ছিলেন। নবম হিজরীতে সাওয়াবী ও মালের অভাবে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পেরে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর ইবনে ইয়াসীন নামে এক ব্যক্তির সাহায্যে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. এবং তাঁর এক সাথী আবদুর রহমান ইবনে কা'ব রা. তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের এ নিঃস্বতার বর্ণনায় সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াতটি নাথিল হয়—

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لَتَعْمِلَهُمْ قُلْتُ لَا أُجِدُّ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيَيْنَهُمْ تَفِيضٌ مِّنَ الدَّمَعِ حَزَنًا ۖ أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ - (توبة : ৭১)

হযরত ওমর রা.-এর যুগে ইরাকী বাহিনীতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গুণাবলী : তিনি একজন প্রাজ্ঞ সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হাসান বসরী বলেন, বসরা শহর বিজিত হলে হযরত উমর রা. বসরার লোকদেরকে দীন শিক্ষা দেয়ার জন্যে যে দশ জন সাহাবীকে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হাসান বসরী র. বলতেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. অপেক্ষা অধিক বুয়ুর্গ ব্যক্তি আজ পর্যন্ত বসরায় আগমন করেন নি। তিনি ছিলেন বাইয়াতে রিয়ওয়ানে বৃক্ষের নিচে বাইয়াত গ্রহণকারীদের একজন।

বসবাস : তিনি প্রথমতঃ মদীনায় বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর হযরত উমর রা.-এর আমলে বসরা চলে যান। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বসরাতে ছিলেন।

হাদীস বিবরণ : হাদীস শাস্ত্রে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রা. ওসমান রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে সালিম রা. থেকে সর্বমোট ৪৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম যৌথভাবে চারটি, এককভাবে ইমাম বুখারী একটি এবং ইমাম মুসলিম একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে অসংখ্য মনীষী হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন— হুমাইদ ইবনে হিলাল রা., সাবিত বুনাঈ রা., মুতাররিফা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখরী রা., মুআবিয়া ইবনে কুররাহ রা., উকবা ইবনে সুহবান রা., হাসান বসরী র. সাঈদ ইবনে জুবাইর রা., আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ রা., তাঁর পুত্র ইয়াযীদ র. প্রমুখ।

ওফাত : তিনি হিজরী ৫৭/৫৯/৬০/৬১ সনে বসরায় ওফাত লাভ করেন। আবু বারযা আসলামী রা. তাঁর জানাযা নামায পড়ান। তাঁকে বসরায় সমাহিত করা হয়। ওফাতকালে তাঁর সাতজন সন্তান-সন্ততি ছিল।

—বিতারিত দ্রষ্টব্য : ইকমাল : ৬০৫; উসদুল গাবাহ : ৩/৩৯৫-৩৯৬; ইসাবা : ২/৩৭২ ইত্যাদি।

بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيِّ

অনুচ্ছেদ : নাবীয দ্বারা ওযু করা

۱. حَدَّثَنَا هَنَادٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي فَرَاةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ لَيْلَةُ الْجَنِّ مَا فِي أَدَاوِكَ؟ قَالَ نَبِيذٌ، قَالَ تَمَرَةٌ طَبِيبَةٌ وَمَاءٌ طَهُرٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَوْ زَيْدٍ كَذَا قَالَ شَرِيكٌ وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَادٌ لَيْلَةَ الْجَنِّ.

السُّؤَالُ : شَكَلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَعْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . هَلْ يَجُوزُ الْوَسْوَ بِالْيَسِيدِ؟ مَا الْإِخْتِلَافُ
فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ؟ وَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رَحْ؟ أَذْكَرُ بِالْأَدْلَالِ النَّفْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ . أَذْكَرُ نَبْذَهُ
مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَ .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১। হাম্বাদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার পাত্রে কি আছে? হযরত আবদুল্লাহ রা. বলেন, খেজুরের শরবত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন— খেজুর পবিত্র, আর পানি পাককারী।

আবু দাউদ র. বলেন, সুলাইমান অনুরূপ বলেছেন, আবু যায়ের বা যায়ের থেকে। শরীক র. বলেন, হান্নাদ “لَيْلَةُ الْجِنِّ” - জিন আগমনের রাতে” কথাটি উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَوْ زَيْدٍ كَذَا قَالَ شَرِيكَ .

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসের সনদে আমার দু' উত্তাদ হান্নাদ এবং সুলাইমান ইবনে দাউদ আতাকী র. রয়েছে। তারা উভয়েই শরীক থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। হান্নাদ বলেন, عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ, আবু যায়েরের উল্লেখ কোন প্রকার সন্দেহ নেই। কিন্তু সুলাইমান সন্দেহ সহকারে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَوْ عَنْ زَيْدٍ بِالْكُنْيَةِ أَوْ بِالْعَلَمِ আমাদের কাছে সংরক্ষিত আবু দাউদের সবগুলো কপিতে এ ধরনের ইবারত আছে। হাফিজ ইবনে হাজার র. তাহযীবুত তাহযীবে বলেছেন, আবু যায়িদ এবং আবু যায়ের এ দুটির মাঝে পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে যা এর পরে আলিফ আছে, অপরটিতে আলিফ নেই। উভয়ের উপনাম আছে, নাম নেই।

وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا لَيْلَةُ الْجِنِّ অন্য উত্তাদ সুলাইমান জ্বিন রজনীর কথা উল্লেখ করেছেন। হান্নাদ জ্বিন রজনীর কথা উল্লেখ করেননি।

খেজুর ভিজানো পানীয় ছাড়া আর কিছু না পেলে ওয়ু করবে, না তায়াম্মুম?

নবীয বলা হয় খেজুর ভিজানো পানীয়কে। এর চারটি সুরত রয়েছে—

১. সে খেজুরের কারণে বিলকুল মিষ্টতা আসবে না।

২. খেজুর ভিজানোর পর পানি তরল থাকবে, যার ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রবাহিত হবে এবং কিছুটা মিষ্টতা আসবে, তবে নেশার সৃষ্টি করবে না এবং পাকানোও হবে না।

৩. মিষ্টতা এসে নেশার সীমায় পৌঁছে যাবে।

৪. আওনে পাকানো হবে কিংবা এমনিতেই খুব গাঢ় হয়ে যাবে, যার ফলে অঙ্গে প্রবাহিত হবে না। প্রথম প্রকার পানি দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়ু করা জায়েয। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার দ্বারা কারও মতে ওয়ু করা সহীহ নয়। অবশ্য দ্বিতীয় প্রকারে মতানৈক্য আছে।

মায়হাবের বিবরণ

১. ইমাম আবু হানীফা র. থেকে এ ব্যাপারে চারটি বিবরণ রয়েছে-

ক. এর দ্বারা ওয়ু করা উচিত। এটির বর্তমানে তায়াম্মুম করা জায়েয নেই। এটিই হল জাহিরী রেওয়াজাত। ইমাম যুফার, সুফিয়ান সাওরী, আওয়াঈ ও হাসান বসরী র. প্রমুখের মায়হাব এটিই।

খ. উভয়ের সমন্বয় জরুরি, অর্থাৎ, ওয়ুও করতে হবে, তায়াম্মুমও করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ র. এ মায়হাব অবলম্বন করেছেন।

গ. নূহ ইবনে আবু মারইয়াম বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা র. স্বীয় মত প্রত্যাহার করে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, এর দ্বারা ওয়ু করা জায়েয নেই, বরং তায়াম্মুম করা আবশ্যিক। এটি ইমাম আবু ইউসুফ ও অধিকাংশ আলিমের মত। হানাফীদের মতে এর উপরই ফতওয়া। ইমাম তাহাভী র. এ মতটিই অবলম্বন করেছেন।

২. ইমামজয় ও কাজী আবু ইউসুফ র. এর মতে এর দ্বারা ওয়ু করা জায়েয নেই বরং তায়াম্মুম করা উচিত।

৩. মুহাম্মদ র.-এর মতে নবীয়ে তামার দ্বারা ওয়ু করা এবং তায়াম্মুম উভয়টি আবশ্যিক।

৪. ইমাম আবু হানীফা, আওয়াঈ, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব র.-এর মতে সফরে নবীয়ে তামার দ্বারা ওয়ু জায়েয, তায়াম্মুম নাজায়েয।

উল্লেখ্য, ইমাম আজম র.-এর সহীহ ও নির্ভরযোগ্য উক্তি অনুযায়ী নবীয দ্বারা ওয়ু করা জায়েয নেই। ইমাম তাহাভী এর উপর তিনটি নজর পেশ করেছেন, আবার নবীয দ্বারা প্রসিদ্ধ পুরনো উক্তি মতে উয়ু জায়েয সংক্রান্ত বক্তব্যের জবাব প্রদান করেছেন।

নবীয দ্বারা ওয়ু জায়েয নেই

যৌক্তিক প্রমাণ :

ইমাম তাহাভী র., নবীয়ে তামার (খেজুর ভিজানো পানীয়)-এর মত জিনিস যেমন কিসমিস ভিজানো পানি, সিরকা ইত্যাদি দ্বারা ওয়ু করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। অতএব, এগুলোর ন্যায় খেজুর ভিজানো পানীয় দ্বারাও ওয়ু করা নাজায়েয হওয়া উচিত। তবে যাদের মতে সমস্ত নবীয দ্বারা ওয়ু করা জায়েয (যেমন- ইমাম আওয়াঈ র. প্রমুখ) তাদের বিরুদ্ধে এটা প্রমাণ হতে পারবে না। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা র. এর বিরুদ্ধে জাহিরী রেওয়াজাত ও প্রথম মত অনুসারে এটা প্রমাণ হতে পারে।

৩ তবে ইমাম সাহেব র.-এর পক্ষ থেকে এই যৌক্তিক প্রমাণের উত্তর এই দেয়া যেতে পারে যে, কোন নবীয দ্বারাও ওয়ু জায়েয না হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, জিন রজনীর ঘটনা দ্বারা আমরা খেজুর ভিজানো পানীয়কে কিয়াস পরিপন্থীরূপে ব্যতিক্রমভুক্ত তথা খাস করে নিই।

দ্বিতীয় যৌক্তিক প্রমাণ :

ইমাম তাহাভী র. বলেন, সমস্ত আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, সাধারণ পানির বর্তমানে খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওয়ু করা জায়েয নেই। অতএব, বুঝা গেল, সাধারণ পানির বর্তমানে খেজুর ভিজানো পানীয় তাদের মতেও সাধারণ পানির হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। সাধারণ পানির অবর্তমানেও খেজুর ভিজানো পানি সাধারণ পানির হুকুম থেকে আলাদা হওয়া উচিত। এর দ্বারা ওয়ু নাজায়েয হওয়া উচিত।

৩ এই যৌক্তিক প্রমাণের উত্তর ইমাম আবু হানীফা র. এর পক্ষ থেকে দেয়া যেতে পারে যে, কিয়াসের দাবি তো ছিল ওয়ু নাজায়েয হওয়া। কিন্তু আমরা হাদীসের কারণে এটাকে জায়েয সাব্যস্ত করেছি এবং এই মাসআলাটি

তায়্যাম্মের মত। পানির বর্তমানে মাটি পবিত্রতার কারণ নয়। অতএব, পানি না থাকলেও এটি পবিত্রতার কারণ না থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু কুরআন এটিকে পবিত্রতার কারণ সাব্যস্ত করেছে। যদিও পানির বর্তমানে এটি পবিত্রতার কারণ ছিল না। অতএব, পানির বর্তমানে কোন জিনিস পবিত্রতার কারণ না হলে পানির অবর্তমানেও এটি পবিত্রতার কারণ না হওয়া আবশ্যিক নয়।

তৃতীয় যৌক্তিক প্রমাণ :

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীসে খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওয়ুর উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকীম অবস্থায় খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওজু করেছেন। কারণ, শ্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বেরিয়ে মক্কার আশেপাশে তাকরীফ নিয়েছিলেন। বক্তৃত্তঃ মক্কার আশপাশ মক্কারই পর্যায়ভুক্ত। এ কারণে সেখানে নামাযে কসর হয় না।

○ সারকথা, উপরোক্ত হাদীস দ্বারা শ্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুকীম অবস্থায় ওয়ু প্রমাণিত হচ্ছে। মুকীম অবস্থায় সাধারণ পানি মওজুদ থাকাই স্পষ্ট বিষয়। অতএব, যদি এ হাদীসের উপর আমল করতে হয়, তবে বলতে হবে, খেজুর ভিজানো পানীয় দ্বারা সর্বাবস্থাতেই ওয়ু করা জায়েয, চাই মুকীম অবস্থা হোক অথবা সফর, সাধারণ পানি বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক। অথচ তাঁদের আমল এর পরিপন্থী। তাঁদের মতে মুকীম অবস্থায় খেজুর ভিজানো পানীয় দ্বারা ওয়ু করা জায়েয নেই। অতএব, যে হাদীসটিকে তারা নিজের প্রমাণ মনে করেছেন সেটিকে নিজের পক্ষ থেকেই বর্জন করা আবশ্যিক হয়। যেহেতু তাঁরা স্বীয় প্রমাণ ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীসটিকে নিজেরাই বর্জন করেছেন, সেহেতু অবশ্যই তাদের দাবি বাতিল হয়ে গেল।

যেহেতু ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওয়ুর ক্ষেত্রে সফর ও মুকীম অবস্থায় কোন পার্থক্য নেই। বরং উভয় অবস্থাতেই তাঁদের মতে এর দ্বারা সাধারণ পানি বর্তমান না থাকা শর্তে ওয়ু করা জায়েয, যেমন তায়্যাম্মে তাদের মতে পানি বর্তমান না থাকা শর্ত। চাই সফর অবস্থায় হোক বা মুকীম অবস্থায়, সেহেতু যদি মুকীম অবস্থায় সাধারণ পানি বর্তমান না থাকে তবে ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে, খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওয়ু করা জায়েয হবে।

জিন রজ্জীন এ ঘটনাতে শ্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই মুসাফির ছিলেন না। কিন্তু সেখানে সাধারণ পানির বিদ্যমানতা প্রমাণিত নয়। বরং ওয়ুর জন্য ইবনে মাসউদ রা. কর্তৃক এই নবীয পেশ করাই এর প্রমাণ যে, সেখানে সাধারণ পানি ছিল না। অন্যথায় ইবনে মাসউদ রা. পানের জন্য প্রত্নত পানীয় ওয়ুর জন্য পেশ করতেন না। কাজেই ইমাম তাহাযী র. এর এই যৌক্তিক প্রমাণ ইমাম আবু হানীফা র. এর বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে না।

○ এ হল ইমাম আবু হানীফা র. এর জাহিরী রেওয়য়াত ভিত্তিক আলোচনা। এর উদ্দেশ্য হল, ইমাম আবু হানীফা র. এর এ উক্তি ভিত্তিহীন নয়। কাজেই তাঁর প্রতি ভরসার অধিকার কারও নেই।

○ অবশ্য ইমাম আবু হানীফা র. কর্তৃক নিজের এই মত প্রত্যাহার প্রমাণিত (নূহ ইবনে আবু মারইয়াম এর বিবরণ)। এ কারণেই এ প্রসঙ্গে ইমাম চতুর্থের মধ্যে কোন মতবিরোধ রইল না বরং খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওয়ু নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হয়ে গেলেন।

○ ইমাম সাহেব র.-এর মত প্রত্যাহার এবং দুটি উক্তি থাকার কারণ হল- যুগের পরিবর্তনের ফলে নবীয়ে পরিবর্তন এসে যায়। প্রথম দিকে শুধু হালকা মিষ্টিজাত নবীয়ের প্রচলন ছিল। যদ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়ু জায়েয। আরবগণ সামান্য শুকনা খেজুর পানির মধ্যে ভিজাতেন, যার ফলে সে পানি সাধারণ রীতি অনুযায়ী মিষ্টি ও সুপেয় তথা পানযোগ্য হয়ে যেত। এর চেয়ে বেশি খেজুরের পানির স্বাভাবিক একটি বা দুটি গুণের উপর কখনো প্রবলতা আসত না। যেমন পরম পানি সুপেয় বানানোর জন্য তাতে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। মূলত এই ঠাণ্ডা মিষ্টি নবীয

হল প্রথম প্রকার। শাইলাতুল জিন সংক্রান্ত হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীসের প্রয়োগক্ষেত্র এটিই। এর দুটি প্রমাণ (১) হযরত ইবনে মাসউদ রা.-কে এই নবীয়ে তামার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তিনি বললেন, **تَمَيَّرَاتٍ** (২) আবুল আলিয়া আবু খালদাকে বললেন, **(نَبِيْدُ لَيْلَةِ الْيَمِيْنِ)**। আবুল আলিয়া আবু খালদাকে বললেন, **(نَبِيْدُ لَيْلَةِ الْيَمِيْنِ)**। কিত্ত্ব এর কিত্ত্বকাল পর ভীষণ মিষ্টি নবীয়ের তৃতীয় প্রকারের প্রচলন ব্যাপক হয়ে যায়। যার ফলে সমস্ত ইমামের সর্বসম্মতিক্রমে ওয়ূ সুনিশ্চিতরূপে নাজায়েয, যেমন বর্তমান যুগের লাখি এবং চা দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়ূ নাজায়েয। কারণ, পবিত্র জিনিসের সংমিশ্রণের ফলে পানির প্রায় তিনটি গুণই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্য ইমাম সাহেব র.-এ নবীয সম্পর্কে নাজায়েযের ফতওয়া দেন। এর দ্বারা কখনো এ উদ্দেশ্য ছিল না যে, প্রথম দিকে এই তৃতীয় প্রকার সম্পর্কে ইমাম সাহেব র. ওয়ূ জায়েযের মত পোষণ করতেন, আর পরবর্তীতে সে মত প্রত্যাহার করেছেন; বরং এর উদ্দেশ্য হল প্রথমতঃ তৃতীয় প্রকার দুষ্প্রাপ্য ছিল। ফলে তদ্বারা ওয়ূ নাজায়েয হওয়ার কার্যত সুশ্চি ফতওয়ার প্রয়োজন ও সুযোগই আসেনি। যখন এ তৃতীয় প্রকারের ব্যাপক প্রচলন হয়, তখন এ ফতওয়ার প্রয়োজন হয়েছে।

-বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঈযাহত তাহাজী : ১/২৮৩

হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : তাঁর নাম আবদুল্লাহ। উপনাম আবু আবদুর রহমান আল হযালী। পিতার নাম মাসউদ। মাতার নাম উম্মে আবদ বিনতে আবদূদ। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ : ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি মক্কা মুয়াজ্জামাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে হযরত উমর রা.-এর আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো কারো মতে তিনি ইসলামের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি মদীনায থাকাকালীন বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলের দীর্ঘ সাহচর্যে থাকার অপূর্ব সুযোগ তাঁর ভাগ্যে জোটে। তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সফর সঙ্গীও ছিলেন। তাঁর জুতা, ওয়ূর পানি ও মিসওয়াক মুবারক বহন করতেন। তাঁর নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক গোপনীয় কথা বলতেন। তিনি অবস্থান করতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের সদস্যের ন্যায়।

হাদীস রেওয়াদাত : তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ৮৪৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে সম্মিলিতভাবে ৬৮টি, এককভাবে বুখারীতে ২১টি এবং মুসলিম শরীফে ৩৫টি হাদীস রয়েছে। তাঁর নিকট হতে হযরত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী রা. এবং আরো অন্যান্য সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত : তিনি ৩২ হিজরীতে ৬০ বছরের অধিক বয়সে মদীনায ইনতিকাল করেন। হযরত উসমান রা. তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। হযরত উসমান ইবনে মাজউন রা.-এর পার্শ্বে জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

-বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ইকমাল : ৬০৫; উসদুল গাবাহ : ৩/৩৮১ - ২৮৭ ইত্যাদি।

بَابُ أَيُّصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ

অনুবাদ : মলমূত্র আটকে রেখে কি কেউ নামায পড়তে পারে

۱. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مَعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَوْمُهُمْ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ لِيَتَقَدَّمَ أَحَدُكُمْ وَذَهَبَ إِلَى الْخَلَاءِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَغَبَّبَ الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ ضَمْرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمٍ وَالْأَكْثَرُ الَّذِينَ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ قَالُوا كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ .

السُّؤَالُ : شَكَلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . مَا حُكِمَ آدَاءُ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَقْنِ؟ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ مَعَ الدَّلَائِلِ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح . أَذْكَرُ نَبَذَةً مِنْ أَحْوَالِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ . الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১। আহমদ ইবনে ইউনুস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন তার সাথে আরো লোকজন ছিল। তিনি তাদের ইমামতি করতেন। একদিন ফজরের নামায আরম্ভ হতে যাচ্ছে, এমন সময় তিনি বললেন, তোমাদের কেউ ইমামতি করুক। এই বলে তিনি বাথরুমে চলে গেলেন। তিনি আরো বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ইয়াহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি- তোমাদের কারো যদি পেশাবের বেগ হয়, আর ওদিকে নামাযও শুরু হয়ে যায়, তাহলে প্রথমে সে যেন বাথরুমের তথা পেশাব-পায়খানার কাজ সেয়ে নেয়।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ -এর বিস্তারিত বিবরণ পরে দেয়া হয়েছে।

মলমূত্রের চাপের সময় নামায আদায়ের হুকুম

১. এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম মালিক র.-থেকে এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, পেশাব-পায়খানার চাপের সময় যদি নামায পড়া হয় তবে তা আদায় হয় না।

২. কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে আদায় তো হয়ে যায় কিন্তু মাকরুহ থেকে যায়।

৩. হানাফীদের মতে এ ব্যাপারে তাফসীল রয়েছে। যদি পেশাব-পায়খানার চাপ অস্থিরতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তবে এটি জামা'আত তরক করার জন্য ওজর। আর এ অবস্থায় নামায আদায় করা মাকরুহে তাহরীমী। আর যদি অস্থিরতার পর্যায়ে না পৌঁছে, কিন্তু এরূপ চাপ হয় যার ফলে নামায থেকে মনোযোগ হটে যায় এবং

নামাযের একাগ্রতা- খুশ ছুটে যেতে শুরু হয়, তাহলে এটাও জামা'আত তরক করার ওজর। আর এরূপ অবস্থায় নামায মাকরুহে তানযীহী। পক্ষান্তরে যদি প্রস্রাব-পায়খানার চাপ এরূপ স্বাভাবিক হয় যে, তা নামায থেকে মনোযোগ সরায় না, তাহলে এটা জামা'আত তরক করার ওজর নয়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو ضَمْرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضَ .

এই ইবারত দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হিশাম ইবনে উরওয়া'র শিষ্যদের মধ্যকার ইখতিলাফ বর্ণনা করা। এ হাদীসটি হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে যুহাইর র.ও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হিশামের পিতা ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকামের মাঝে জনৈক ব্যক্তির সূত্র নেই। কিন্তু হিশাম থেকে বর্ণনাকারী ওহাইব ইবনে খালিদ, শুয়াইব ইবনে ইসহাক ও আবু জামরাও রয়েছে। তারা তাদের রেওয়ায়াতে হিশামের পিতা ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকামের মাঝে জনৈক ব্যক্তির সূত্র উল্লেখ করেছেন।

وَالْأَكْثَرُ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ .

এই ইবারত দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য যুহাইরের রেওয়ায়াতটিকে প্রাধান্য দান। অর্থাৎ, অধিকাংশ লোক, যারা হিশাম থেকে বর্ণনা করেন, তারা জনৈক ব্যক্তির সূত্র ছাড়াও উল্লেখ করেছেন। কাজেই ইমাম আবু দাউদ র. যেন যুহাইরের রেওয়ায়াতটিকে বর্ণনাকারীর আধিক্যের ফলে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনাকারীর সংখ্যা যুহাইরের হাদীসের রাবীদের তুলনায় কম। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী র. আবু মু'আবিয়া - হিশাম ইবনে উরওয়া - হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী র. এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . هَكَذَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَنَحْوُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ وَوَهَيْبُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ وَوَهَيْبُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ .

ইমাম তিরমিযী র.ও ওহাইবের হাদীসের উপর আবু মু'আবিয়ার হাদীসটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটিতেও মধ্যবর্তী জনৈক ব্যক্তির সূত্র নেই। এই হিসেবে এটি যুহাইরের রেওয়ায়াতের অনুকূল। অতএব, যেক্ষেত্রে আবু দাউদ র. বর্ণনাকারীর আধিক্যের ভিত্তিতে যুহাইরের হাদীসটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তেমনিভাবে ইমাম তিরমিযী র.ও রাবীর আধিক্য ও অধিক সংরক্ষণের ভিত্তিতে এটাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন।

এই ইখতিলাফের উত্তর দেয়া যায়। অর্থাৎ, হতে পারে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আরকামের সাথে এ সফরে ছিলেন না। এ কারণে তাকে কেউ তার সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন ফলে তিনি সে ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এরপর যখন আব্দুল্লাহ ইবনে আরকামের সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন, সূত্রহীন প্রত্যক্ষভাবে তার কাছে থেকে শুনে দ্বিতীয়বার সূত্র ছাড়া বর্ণনা করেছেন, কেউ কেউ সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টিকে পছন্দ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ র.ও তিরমিযী র. প্রাধান্যের পছন্দ অবলম্বন করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম আবদুল্লাহ। পিতার নাম আরকাম। বংশ পরিক্রমা হল নিম্নরূপ :

আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম ইবনে আবদে ইয়াগুস ইবনে ওহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যোহরা ইবনে কিলাব ইবনে মুররা কুরাশী যুহরী। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জননী আমিনা বিনতে ওহাব ছিলেন আরকামের ফুফু। তাঁর মায়ের নাম উমাইমা বিনতে হারব।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ : মক্কা বিজয়ের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর রা.-এর নিকট চিঠি লিখেছেন। শ্রিয়নবী সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খায়বরে পঞ্চাশ ওয়াসাক শস্য দান করেছেন।

রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব : হযরত উমর রা. তাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেছেন। হযরত উসমান রা. ও তাকে এই পদে বহাল রেখেছেন। হযরত উসমান রা.-এর যুগে তিনি ইসতিফা চাইলে তা তিনি গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একবার একটি চিঠি এলে তিনি বললেন- এ চিঠির উত্তর দিতে পারবে কে? আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম রা. বললেন আমি। অতঃপর সত্যিই তিনি তার বিশ্বয়কর উত্তর লিখলেন। শ্রিয়নবী সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তা খুব পছন্দ করলেন এবং তা পাঠিয়ে দিলেন। হযরত উমর রা. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর চিঠির উত্তরে বিশ্বয়াভিভূত হন। কারণ, এই চিঠির উত্তর শ্রিয়নবী সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মনঃপূত হয়েছিল।

হযরত উমর রা.-এর শাসনামলে তিনি তাকে বাইভুল মালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন।

সম্পদের প্রতি নির্লোভ : ইমাম মালিক র. বর্ণনা করেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, একবার হযরত উসমান রা. তাকে ত্রিশ হাজার টাকা অনুদান দেন। তখন তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে। ফলে তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান।

আমর ইবনে দীনার র. বর্ণনা করেন, উসমান রা. তাকে তিন লাখ দিরহাম দিলে তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, আমি কাজ করেছি আল্লাহর জন্য। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর দায়িত্বে।

আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী : হযরত উমর রা. বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আরকামের মত আল্লাহকে ভয়কারী আর কাউকে দেখি না।

দৃষ্টিশক্তি রহিত : ওফাতের পূর্বে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

-বিত্তারিত দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবাহ : ৩/১৭১-১৭২; ইকমান : ৬০৩ ইত্যাদি।

بَابُ مَا يَجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ : উযুতে কতটুকু পানি যথেষ্ট

১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
 أَنْ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ .
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى إِبْنُ أَبِي عَن قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ .

হাদীস : ১১। মুহাম্মদ ইবনে কাসীর হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতেন এক 'সা' (পানি) দ্বারা আর উযু করতেন এক 'মুদ' পানি দ্বারা।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আবান কাতাদা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি সাফিয়্যাতে বলতে শুনেছি।

উযু গোসলের জন্য পানির পরিমাণ

এ ব্যাপারে সমস্ত ফুকাহায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, উযু এবং গোসলের জন্য পানির কোন বিশেষ পরিমাণ শরঈভাবে সুনির্দিষ্ট নেই; বরং অপব্যয় থেকে বেঁচে যতটুকু পানি যথেষ্ট হয় তা ব্যবহার করা জাযিয়। তাছাড়া এ ব্যাপারেও ঐকমত্য রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাধারণ মা'মুল ছিল এক মুদ দ্বারা উযু করা ও এক সা' দ্বারা গোসল করা এবং এ বিষয়টিও সর্বসম্মত যে, এক সা' হয় চার মুদে। কিন্তু এ বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, মুদের পরিমাণ ও ওজন কি?

১. ইমাম শাফিঈ র. ইমাম মালিক র. আহলে হিজাজ এবং এক রেওয়য়াত মুতাবিক ইমাম আহমদ র.-এর মায়হাব হল, ১৬ রতলে এক মুদ হয়। অতএব, এই হিসেবে সা' ৫১ রতল হয়। (এক রতল অর্ধ সেরের মত)।

২. এর পরিপন্থী ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ এবং ইরাকবাসীরা এবং এক রেওয়য়াত মুতাবিক ইমাম আহমদ র.-এর মায়হাবও হল, এক মুদ দুই রতল আর এক সা' আট রতলে হয়

● শাফিঈ মতাবলম্বী প্রমুখ মদীনাবাসীদের আমল দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। কারণ, ইমাম মালিক র.-এর যুগে মদীনা তায়্যিবায় তাঁর মায়হাব মুতাবিক এক মুদ ১৬ রতলে এবং সা' ৫১ রতলে হত।

হানাফীদের প্রমাণ নিম্নোক্ত রেওয়য়াতসমূহ :

১. ইমাম ত্বাহাভী র. শরহে মা'আনিল আছারে -بَابُ وَزْنِ الصَّاعِ كَمْ هُوَ-তে হযরত মুজাহিদ র. থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا فَاسْتَقَى بَعْضُنَا قَائِي بِعِيسٍ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ فَحَزَرْتُهُ فِيمَا أَحْزَرَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ تِسْعَةَ أَرْطَالٍ عَشْرَةَ أَرْطَالٍ .

'আমরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর নিকট প্রবেশ করলাম। আমাদের কোন একজন পানি পান করতে চাইলেন। তখন একটি বড় পেয়ালা হাজির করা হল। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পরিমাণ (পানি) দ্বারা গোসল করতেন।

মুজাহিদ বলেন, আমি নিজে নিজের মত করে আশ্রয় করলাম, তাতে আট রতল/নয় রতল/দশ রতল হবে।

—তাহাজী : ১/৩৫১

সন্দেহের অবস্থায় নিম্ন পর্যায়ের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। আর সেটি হল, ৮ রতল।

২. ইমাম নাসাঈ র. **كَتَبَ الطَّهَارَةَ بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْفَسْلِ**। আর সেটি হল, ৮ রতল।
শিরোনামে মুসা জুহানী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন—

قَالَ أَنَّى مُجَاهِدٌ يَفْذَحُ حَزْرَتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ فَقَالَ حَدَّثْتَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا -

‘হযরত মুজাহিদ একটি পেয়ালা নিয়ে আসলেন। আমি অনুমান করলাম আট রতল। অতঃপর তিনি বললেন, হযরত আয়েশা রা. আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরিমাণ (পানি) দ্বারা গোসল করতেন।’

এই রেওয়াজাত দ্বারা ইমাম ডাহাজী র.-এর রেওয়াজাতের সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়।

৩। মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস রা.-এর রেওয়াজাত আছে—

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمِدِّ رَطْلَيْنِ وَبِالصَّاعِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ -

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ দুই রতল এবং এক সা’ আট রতল দ্বারা উযু করতেন।’

এই হাদীসটির সনদ যদিও দুর্বল; কিন্তু প্রথমতঃ তো অনেক সূত্র থাকার কারণে এটি প্রমাণযোগ্য, দ্বিতীয়তঃ ইমাম আবু দাউদ র.-এর প্রথমংশ নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন—

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ -

নবী কারীম সা. দুই রতল (পানি) ধরে একরূপ পাত্র দিয়ে উযু করতেন।’

ইমাম আবু দাউদ র. এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। যা এর প্রমাণ যে, এ হাদীসটি তাঁর নিকট বিতর্ক। এর দ্বারাও হানাফীদের প্রমাণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

—দ্রষ্টব্য : আবু দাউদ : ১/১৩

○ কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ র. যখন মদীনা মুনাওয়্বারায় তাশরীফ নিয়েছিলেন তখন সন্তর জনের বেশী সাহাবী সন্তান তাঁকে স্ব-স্ব মুদ এবং সা’ দেখিয়েছেন। সেখানে মুদ ১৩ রতলে এবং সা’ ৫১ রতল ছিল। এটা দেখে ইমাম আবু ইউসুফ র. ইমাম আজম র. এর মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। শায়খ ইবনে হুযায়ম র. এই ঘটনা মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞানিয়েছেন। এর একটি কারণ, এর সনদ দুর্বল। দ্বিতীয়তঃ যদি ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মত প্রত্যাহার প্রমাণিত হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ র. স্বীয় গ্রন্থাবলীতে অবশ্যই উল্লেখ করতেন। কারণ, তিনি ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর প্রত্যাহার উক্তিগুলোর উল্লেখ বাধ্যতামূলক বানিয়ে নিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, বর্তমান ওজন (সা’, মুদ, রতল ইত্যাদির) জাফরুল আমানীতে আছে। সেখানে দেখা যেতে পারে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِبْنُ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ -

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, হাম্মাম এ হাদীসটি কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। কাতাদা সফিয়া বিনতে শায়বা থেকে عَنْ শব্দে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত, কাতাদা প্রসিদ্ধ মুদাদ্বিস। মুদাদ্বিসের عَنْ ভিত্তিক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হল, কাতাদার শিষ্য হাম্মাম যদিও عَنْ قَتَادَةَ

صِفَةٍ শব্দে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কাতাদার অপর শিষ্য আবান কাতাদা থেকে صَيِّبَةً শব্দে বর্ণনা করেছেন। এতে শ্রবণের সূক্ষ্মতা বিবরণ রয়েছে। কাজেই কাতাদার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, মুদান্নিসের عَنْتَهُ বিশিষ্ট হাদীস গ্রহণযোগ্য না হলেও শ্রবণ প্রমাণকারী কোন শব্দ বললে সেটি গ্রহণযোগ্য হয়।

৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِزَارُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِأَنَاءٍ يَسْعُ رَطْلَيْنِ وَيَفْتَسِلُ بِالصَّاعِ .
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِمَكْوَرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ رَطْلَيْنِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ شَرِيكَ قَالَ عَنِ ابْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكَ .
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ .

হাদীস : ৪৮। মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করতেন একটি পাত্রের পানি দিয়ে, যাতে দুই রতল পরিমাণ পানি ধরতো। আর তিনি গোসল করতেন এক 'সা' পানি দিয়ে। হযরত আবুদুদ্বাহ ইবনে জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, আমি হযরত আনাস রা. থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তিনি উযু করতেন এক 'মাক্কুক' রান্না, তিনি দুই রতলের কথা উল্লেখ করেননি।

আবু দাউদ র. বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি, পাঁচ রতলে এক সা' হয়।

আবু দাউদ বলেন, এটা হচ্ছে ইবনে আবু যি'ব-এর সা'। আর এটাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সা'।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِمَكْوَرٍ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য আব্দুল্লাহ ইবনে ইসা ও শোবার মাঝে যে শাদিক পার্থক্য রয়েছে তার বিবরণ দান। তারা দু'জন এ হাদীসটি আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাদের দু'জনের মাঝে তিন ধরনের বিভিন্মতা রয়েছে :

১. আবদুল্লাহ ইবনে ইসা عَنْتَهُ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে শোবা বর্ণনা করেছেন, حَدَّثَنِي وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِمَكْوَرٍ .

২. দ্বিতীয় পার্থক্য হল শোবা 'আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাবর' বলেছেন। এখানে পিতার দিকে সম্বন্ধ রয়েছে। কারণ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ প্রথম আবদুল্লাহর পিতা। আবদুল্লাহ ইবনে ইসা বলেছেন, বহুতঃ জাবর প্রথম আবদুল্লাহর দাদা। এখানে নিসবত হল দাদার দিকে।

হাকিম ইবনে হাজার র. তাহযীবুত তাহযীবে বলেছেন- আবু দাউদ এ হাদীসটি কাজী শরীকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে ঈসা থেকে। অতএব, এতে আবদুল্লাহ ইবনে জাবর দাদার দিকে সম্বোধন করে বলেছেন- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ

৩. তৃতীয় ইখতিলাফ হল, আবদুল্লাহ ইবনে ঈসার রেওয়ায়াতে رَطْلَيْنِ এর উল্লেখ রয়েছে। ওবার রেওয়ায়াতে رَطْلَيْنِ এর উল্লেখ নেই, مَكْرُوك এর উল্লেখ রয়েছে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ شَرِيكَ قَالَ عَنْ ابْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكَ .

এই রেওয়ায়াতটি উপরের দুটি রেওয়ায়াতের পরিপন্থী। এখানে বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। যিনি শরীকের উস্তাদ, অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে ঈসার নাম উল্লেখ করেনি।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এ বিষয়টির বিবরণ দান যে, এ রেওয়ায়াতটি উপরের কোন রেওয়ায়াতের অনুকূল নয়। বরং সুফিয়ান নাম উলোট-পালট করে ফেলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে জাবরকে জাবর ইবনে আবদুল্লাহ বলে দিয়েছেন। এটাকে বলে নামে উলোট-পালট।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي جَبْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذُنْبٍ وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ

এখানে ভাংতি অংশটুকু বাদ দিয়েছেন। কারণ, হিজাজবাসীদের মতে সা' বলে পাঁচ রতল ও এক তৃতীয়াংশ রতলকে।

হতে পারে এ দুটি উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য সা' এর পরিমাণের বিবরণ দান। অথবা ইমাম আবু হানীফা র.-এর উক্তি খণ্ডন। কারণ, ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে সা' হল আট রতল।

● এর উত্তরে আমরা বলব, ইবনে আবু যিব কে? তাকে আমরা চিনি না। তিনি অজ্ঞাত। যদি বাস্তবিকই তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুগীরা ইবনে আবু যিব মাদানী হয়ে থাকেন, তবে সা' এর সম্বোধন তার দিকে হয়ত এজন্য করা হয়েছে যে তার নিকটও কোন সা' থেকে থাকবে। যেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সা'-এর ন্যায় এবং লোকজন সেটার মত নিজেদের সা' তৈরি করে নিয়েছিল। এ কারণেই তাঁর সা' প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। অথবা তিনি নিজেই সা' তৈরি করতেন।

যদি তিনি ছাড়া অন্য কেউ হন তবে সম্ভবত তিনি হবেন কোন আমীর। তিনি এ পরিমাণের সা' তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এজন্য এই সা' তার নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় এবং তার দিকে সম্বোধিত হতে আরম্ভ হয়। গ্রন্থকারের উক্তি عَنْ النَّبِيِّ ﷺ তে যমীরটি হয়তো عَنْ أَبِي ذُنْبٍ-এর দিকে ফিরেছে। তখন এর অর্থ হবে তাঁর সা' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সা' এর বরাবর ছিল। অথবা এ যমীরটি সে সা'-এর দিকে ফিরবে যেটি ছিল পাঁচ রতল ও এক তৃতীয়াংশ রতল। উভয়ের সারনির্ধার্য একই বের হবে। কিন্তু গ্রন্থকার এই পরিমাণ নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী হিজাজবাসীর সা'-এর পরিমাণের অনুসরণ করে বলে দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে সা' এর পরিমাণ হল চার মুদ (আট রতল)। কারণ, তাঁর মতে মুদ হয় দুই রতলে। মূলতঃ এ মতবিরোধটি শাদ্বিক মনে হচ্ছে। কারণ, আসল কথা হল- ইরাকবাসীদের রতলের পরিমাণ বিশ ইস্তার এবং আট রতলের সমষ্টির পরিমাণ হবে একশত ষাট ইস্তার। হিজাজবাসীদের রতলের পরিমাণ হল ত্রিশ ইস্তার। কাজেই পাঁচ রতল ও এক তৃতীয়াংশ রতলের সমষ্টির পরিমাণও একশত ষাট ইস্তারই হবে। কাজেই এই ইখতিলাফটি শাদ্বিক অর্থেই হল।

-ফাতহুল মুলহিম : আদ্যামা উসমানী র.

بَابُ صِفَةِ وَضْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়ূর বিবরণ

৫. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ بْنِ جَمْرَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَلَ هَذَا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا قَطُّ .

السُّؤَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ - أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَجَعَ مَعَ ذِكْرِ تَرْجُمَةِ سَيِّدِنَا عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضَ .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৫। হারুন শাকীক ইবনে সালামা র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফান রা.-কে (উযুতে) হস্তদ্বয় তিনবার ধুইতে দেখেছি। তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেছেন, তারপর বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরাপ করতে দেখেছি। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি তিনবার মাত্র উয়র অংগসমূহ ধুইলেন।

উল্লেখ্য, এই অনুচ্ছেদে সামগ্রিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উয়র পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এরাপ হাদীসকে মুহাদ্দিসীনের পরিভাষায় জা'মি বলা হয়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য ইসরাঈলের দুই শিষ্যের ইখতিলাফের বিবরণ দান। এ হাদীসটি ইসরাঈল-ইয়াহইয়া ইবনে আদম থেকে এবং ওয়াকী' ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য হল- ইয়াহইয়া ইবনে আদম ধোয়ার যোগ্য অঙ্গগুলোকে এরাপভাবে মাথা মাসেহের ক্ষেত্রেও তিনবারের কথা উল্লেখ করেছেন। ওয়াকী' শুধু ধোয়ার যোগ্য অঙ্গগুলোর ক্ষেত্রে তিন বারের কথা উল্লেখ করেছেন। মাথা মাসেহের ক্ষেত্রে নয়। বস্তুত, ইয়াহইয়া ইবনে আদম যখন ওয়াকী'-এর বিরোধিতা করেন, তখন ইয়াহইয়া ইবনে আদমের উক্তি ধর্তব্য হয় না। কারণ, ওয়াকী' ইয়াহইয়া ইবনে আদম অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য।

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রা. -এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম উসমান। পিতার নাম আফ্ফান। বংশ পরিচিতি হল উসমান ইবনে আফ্ফান ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ কুরাশী উমাবী।

আবদে মানাফে গিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশ একীভূত হয়ে যায়। তাঁর উপনাম আবু আবদুল্লাহ। মায়ের নাম উম্মে আরওয়া বাইয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব। তিনি ছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফু।

হযরত উসমান গনী রা. ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'কন্যার জামাতা।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ : প্রথম দিকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, আমি হলাম চতুর্থ মুসলমান।

ইসলাম গ্রহণের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন কন্যা হযরত রুকাইয়া রা.-কে তাঁর নিকট বিয়ে দেন। তাঁরা দু'জন দু'বার হাবশা অভিযুগে হিজরত করেন। অতঃপর মক্কায় এসে পুনরায় মদীনা অভিযুগে হিজরত করেন। মদীনায় এসে হযরত হাসান ইবনে সাবিত রা.-এর ভাই আউস ইবনে সাবিত রা.-এর নিকট অবস্থান করেন। এজন্য হযরত হাসান রা.ও তাঁকে ভালবাসতেন এবং তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর জন্য কান্নাকাটি করেছেন।

নবীজী সা.-এর দ্বিতীয় কন্যার বিয়ে : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা রুকাইয়া রা.-এর ওফাত হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন অপর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম রা.-কে তাঁর নিকট বিয়ে দেন। তাঁরও যখন ওফাত হয়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি আমার তৃতীয় আর একটি কন্যা থাকত, তবে অবশ্যই আমি তাকে তোমার নিকট বিয়ে দিতাম।

জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত : হযরত আলী রা.-এর একটি রেওয়াজাতে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যদি আমার নিকট চল্লিশ জন কন্যা থাকত, তবে আমি তাদের সবাইকে একের পর এক উসমানের নিকট বিয়ে দিতাম।

হযরত উসমান রা.-এর ঘরে হযরত রুকাইয়া রা.-এর একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ছয় বছর বয়সেই চতুর্থ হিজরীতে আবদুল্লাহ নামক সেই পুত্র সন্তান ওফাত লাভ করেন।

বদরের মালে গণিমতে অংশীদারিত্ব : বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে তাঁকে বারণ করেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ, তখন হযরত রুকাইয়া রা. ছিলেন মুত্য় শয্যা শায়িত। তার সেবা গুরুত্বপূর্ণ জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট তাঁকে থাকতে বলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিজয় সংবাদ পৌঁছার দিন হযরত রুকাইয়া রা.-এর ইত্তিকাল হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে অংশগ্রহণকারীদের ন্যায় তাঁকেও যুদ্ধের মালে গণিমতের অংশ দেন।

তিনি ছিলেন আশারয়ে মুবাশশারার একজন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দুনিয়াতে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়েছেন رُحِمْتُ بِأَنْتِ يَا أُمِّ الْيَكْنَ বলে। হযরত সাঈদ ইবনে যামেদ রা.-কে এক ব্যক্তি বলল, আমি আলী রা.-কে এমন ভালবাসি, অন্য কিছুকে এরূপ ভালবাসি না। তিনি বললেন, ভাল করেছ। একজন জান্নাতীকে ভালবেসেছ। লোকটি বলল, আমি উসমান-এর প্রতি এমন বিদেহ পোষণ করি যে, অন্য কিছুর প্রতি এমন বিদেহ নেই। তখন তিনি বললেন, মন্দ কাজ করেছ। তুমি একজন জান্নাতীর প্রতি বিদেহ পোষণ করেছ। অতঃপর তিনি হাদীস বর্ণনা করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হেরায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা ও যুবাইর রা.। তিনি বললেন, হে হেরা! তুমি অটল থাক। তোমার উপর তো কেবল একজন নবী অথবা সিদ্দীক অথবা শহীদই।

শাহাদাত : হযরত উসমান রা.-কে শুক্রবার দিন শহীদ করে দেয়া হয়। আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক ইহুদী বান্ধার ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়। তাঁর খেলাফত ছিল ১২ দিন কম ১২ বছর।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান রা.-কে বললেন, মজলুম অবস্থায় তোমাকে শহীদ করা হবে। তোমার রক্তের ফোটা পড়বে رَبِّكَ نَبِيَّكُمْ আয়াতের উপর। সে রক্ত কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন শরীফের উপর থাকবে।

শহীদকারী : মিসর, বসরা ও কুফাবাসী এবং মদিনার কিছুসংখ্যক লোক মিলে হযরত উসমান রা.-কে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং খেলাফত ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ দেয়। তিনি তাতে রাজি হননি। অতঃপর সে ষড়যন্ত্রকারীরা দেয়াল টপকিয়ে ঘরে ঢুকে নির্মমভাবে তাকে শহীদ করে দেয়।

দাফন : তাকে রাতে দাফন করা হয়। জানাযা নামায পড়েন হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম রা.। মতান্তরে হাকীম ইবনে হিয়াম বা মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা.। কারও কারও মতে কেউ তাঁর জানাযার নামায পড়াননি। ষড়যন্ত্রকারীরা তা থেকেও নিষেধ করেছে। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়। দাফনকালে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, তাঁর দুই স্ত্রী উম্মুল বানীন ও নায়েলা রা. উপস্থিত ছিলেন। তাকে কবরে রাখার পর কন্যা আয়েশা চিৎকার করে কাদতে লাগলে ইবনে যুবাইর রা. বললেন, চুপ থাক, না হয় তোমাকে হত্যা করে ফেলব। দাফনের পর বললেন, এবার যা ইচ্ছা চিৎকার কর, কান্নাকাটি কর। ৮২ অথবা ৮৬ অথবা ৯০ বছর বয়সে তাঁর শাহাদাত হয়।

-বিত্তরিত দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবাহ : ৩/৫৭৮-৫৮৭; ইকমাল : ৬০২; বিদায়া নিহায়া ইত্যাদি।

۱۲. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي بَنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فِدْعَا بَوْضُوٍّ، فَاتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قُلْتُ بَلَى، فَاصْفَى الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَهَا ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ الْيَمْنَى فَافْتَرَعَ بِهَا عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَمَضَّمُضَ وَاسْتَنْشَرْتُ ثُمَّ ادْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ جَمِيعًا فَاخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَلْقَمَ إِلَيْهَا مِثْلَ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّلَاثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَيْهِ الْيَمْنَى قُبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنْ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظَهْرَهُ أُذُنَيْهِ ثُمَّ ادْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فَاخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى رِجْلَيْهِ وَفِيهَا النَّعْلُ، فَفَتَّلَهَا بِهَا ثُمَّ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ، قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ بِشَبِّهِ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ (لأنه) قَالَ فِيهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ بَنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا.

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১২। আবদুল আযীয হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট আলী ইবনে আবু তালিব রা. আসলেন, তিনি ইসতিনজার কাজ সারলেন এবং উষুর পানি চাইলেন। আমরা একটি পাত্রে করে পানি এনে তাঁর সামনে রাখলাম। তিনি বললেন, হে ইবনে আব্বাস! রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উষু করতেন তা কি তোমাকে দেখাব না? আমি বললাম, হাঁ। আলী রা. পাত্রটি কাট করে হাতে পানি ঢাললেন ও হাত ধুলেন। তারপর ডান হাত পানিতে ডুবিয়ে পানি নিলেন ও অপর হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত কজ্জি পর্যন্ত ধুলেন, এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, অতঃপর উভয় হাত একসাথে পাত্রে ডুবিয়ে অলি ভরে পানি নিয়ে মুখে নিক্ষেপ করলেন।

তারপর দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয় কানের সম্মুখভাগে (অর্থাৎ ভেতরে) ঘোরালেন, দ্বিতীয়বারও এরূপ করলেন, তৃতীয়বারও এরূপই করলেন। ডান হাতে এক অঙ্গুলি পানি নিলেন ও কপালে নিয়ে ঢেলে দিলেন, তাঁর মুখ বেয়ে পানি ঝরে পড়ছিল। উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন তিন তিনবার, মাথা মাসেহ করলেন ও উভয় কানের পিঠ মাসেহ করলেন। একই সাথে উভয় হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে পানি তুলে পায়ে ওপর প্রবাহিত করলেন। তাঁর পায়ে ছিল জুতা। এরপর তিনি হাত দিয়ে পা ঘষলেন। তারপর অপর পায়ে অনুরূপ পানি ঢাললেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি আলী রা.-কে বললাম, জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই। আমি বললাম, জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই। আমি বললাম, জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, হাঁ, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই।

আবু দাউদ র. বলেন, শায়বা থেকে ইবনে জুরাইজ কর্তৃক বর্ণিত, হাদীস আলী রা. বর্ণিত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, এ হাদীসের বক্তব্য হল : তিনি একবার মাথা মাসেহ করেছেন। ইবনে ওয়াহব কর্তৃক ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে- তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ يَشْبُهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ فِيهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَّحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَّحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হল, ইবনে জুরাইজের শিষ্যদের ইখতিলাফ বর্ণনা করা। ইবনে জুরাইজের শিষ্য হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মদের রেওয়াযাতে একবার মাথা মাসেহের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর অপর শিষ্য ইবনে ওয়াহাবের হাদীসে তিনবার মাথা মাসেহের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মদের রেওয়াযাতকে পূর্ববর্তী হযরত আলী রা.-এর রেওয়াযাতের অনুকূল হওয়ার কারণে অধিক শক্তিশালী সাব্যস্ত করা যায়। কারণ, হযরত আলী রা.-এর রেওয়াযাতে কোন কোন বর্ণনাকারী একবার মাথা মাসেহের কথা বলেছেন। আবার কেউ কেউ সংখ্যা উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইবনে জুরাইজ সূত্রে বর্ণিত ইবনে ওয়াহাবের রেওয়াযাতটি সে সব রেওয়াযাতের পরিপন্থী। কারণ, তিনি তিনবার মাথা মাসেহের কথা বলেছেন। অতএব, বলা হবে এই রেওয়াযাতটি সহীহ রেওয়াযাতগুলোর বিপরীতে ধর্তব্য নয়।

٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُنْظِلِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينَا فَعَدَّتْنَا أَنَّهُ قَالَ اسْكِبِي لِي رُصُوءَ فَذَكَّرْتُ وَرُصُوءَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ فِيهِ فَعَسَلَ كَفِّهِ ثَلَاثًا وَرُصُوءَ وَجْهِهِ ثَلَاثًا وَمُضْمَضَ

وَأَسْتَنْشَقُ مَرَّةً وَوَضَّأَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدِّمِهِ
وَيَأْذُنَيْهِ كِلْتَابِيَهُمَا ظُهُورَهُمَا وَيَطْوِيَهُمَا وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ .

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . الْحَدِيثُ مُعَارَضٌ لِحَدِيثٍ آخَرَ فِي كَيْفِيَةِ
الْمَسْحِ وَمُخَالَفٌ لِلْجَمْهُورِ فَكَيْفَ دَفَعَ التَّعَارُضُ؟ أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح . أَذْكَرُ
التَّعَارُفُ لِلرَّبِّيعِ بِنْتُ مُعَوِّذٍ رَضَ .

الجواب بسم الله الرحمن الرحيم .

হাদীস : ২১। মুসাদ্দাদ.....হযরত রুবাইয়্যা বিনতে মু'আওয়ায ইবনে 'আফরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসতেন। তিনি বললেন— আমার জন্য উয়ুর পানি ঢেলে দাও। বর্ণনাকারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর উয়ুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি উভয় হাত কজ্জি পর্যন্ত ধুলেন তিনবার। মুখ ধুলেন তিনবার। কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একবার। উভয় হাত ধুলেন তিন তিনবার। মাথা মাসেহ করলেন দুইবার। প্রথমে পেছন দিক থেকে শুরু করলেন তারপর সামনের দিক থেকে। উভয় কানের বাহির ও ভেতরের দিকও মাসেহ করলেন। উভয় পা ধুলেন তিন তিনবার।

দুই হাদীসের বিরোধাবসান

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, মাথা মাসেহ সামনের দিক থেকে আরম্ভ করে পেছনের দিকে করা মাসনূন।

○ উপরোক্ত হাদীসের উত্তর হল— এটি বৈধতার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। অথবা বলা হবে— এতে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে আপত্তি আছে। কাজেই হাদীসটি প্রধান নয়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ .

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ মুসাদ্দাদের হাদীসের শব্দগুলোতো আমি মুখস্থ রাখতে পারিনি। এজন্য মুসাদ্দাদের হাদীসের অর্থ এখানে এনেছি। এ হাদীসটি ইমাম বায়হাকী র.ও এনেছেন। অর্থাৎ, বিশ্র ইবনে মুফায্জালের হাদীস। এতে ইমাম আবু দাউদ র. কর্তৃক আনিত হাদীস অপেক্ষা আরো কিছু অতিরিক্ত কথা আছে।

হযরত রুবাযিয়া বিনতে মুআওয়ায রা.-এর জীবনী

বংশ ও পরিচিতি : তার নাম হল রুবাযিয়া। পিতার নাম— মুআওয়ায। তিনি মহিলা আনসারী সাহাবিয়া। সুমহান ও শীর্ষস্থানীয় একজন মহিলা সাহাবী। তার হাদীস মদীনা ও বসরাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। রুবাযিয়া শব্দটির রা-এর উপর পেশ, তাশদীদযুক্ত ইয়ার নিচে যের।

— ইকমাল : ৫৯৫

٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ لَبِثٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى يَبْلُغَ الْقَذَالُ وَهُوَ
أَوَّلُ الْفَقَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدِّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أَذْنَيْهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ نَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَىٰ فَأَنْكَرَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ إِنَّ
ابْنَ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ إِيَّاهُ يَحْيَىٰ طَلَعَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .
السُّوَالُ : شَكَلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . حَقَّقَ لَفْظَ إِيَّاهُ أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو
دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ২৭। মুহাম্মদ..... তালহা ইবনে মুসাররিফ র. তাঁর পিতা ও দাদা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর মাথা একবার মাসেহ করতে দেখেছি। তিনি সামনে থেকে পেছনের দিকে মাসেহ করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর হাত দু'টি দুই কানের নিচে থেকে বের করেন। মুসাদ্দাদ বলেন, আমি এ হাদীসটি ইয়াহইয়ার নিকট বর্ণনা করেছি, তিনি এটিকে মুনকার বলেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমি আহমদ র.-কে বলতে শুনেছি, লোকজন ধারণা করেছে যে, ইবনে উয়াইনা এটিকে 'মুনকার' হাদীস সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, এটির সনদসূত্র কি এরূপ : তালহা-তার পিতা-তার দাদা থেকে?

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

وَقَالَ مُسَدَّدٌ وَمَسَّحَ رَأْسَهُ مِنْ مَقْدَمِهِ إِلَىٰ مُزْغَرِهِ حَتَّىٰ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ قَالَ مُسَدَّدٌ
نَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَىٰ، فَأَنْكَرَهُ .

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, এ হাদীসে আমার দু'জন উস্তাদ রয়েছে—(১) মুহাম্মদ ইবনে ইসা, (২) মুসাদ্দাদ।

মুসাদ্দাদের হাদীসে কিছু অতিরিক্ত বিষয় রয়েছে, যেগুলো মুহাম্মদ ইবনে ইসার হাদীসে নেই। সেই অতিরিক্ত বিষয়গুলো ইমাম আবু দাউদ র. قَالَ مُسَدَّدٌ বলে বর্ণনা করেছেন। অতপর মুসাদ্দাদ এটাও বলেন যে, আমি এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান র.-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি এ হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেন, তালহার পিতা মুসাররিফ অজ্ঞাত থাকার কারণে, তার দাদার সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি থাকার কারণে নয়। কারণ, তিনি নিজেই স্পষ্টভাবে বললেন, رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ অতঃপর কয়েকটি অনুচ্ছেদের পর শীঘ্রই আসবে, তিনি বলেছেন, وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ﷺ এতে বুঝা গেল, তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী।

এটাও হতে পারে যে, তালহার দাদা সাহাবী— এটা তার নিকট প্রমাণিত হয়নি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. তার সাহাবিয়তকে অস্বীকার করেছেন। আর যেসব সনদে তার সাহাবিয়ত প্রমাণিত হচ্ছে, সেসব হাদীসের সনদ দুর্বল। কারণ, লাইস ইবনে আবু সুলাইম দুর্বল এবং মুসাররিফ অজ্ঞাত।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ إِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ إِيَّاهُ هَذَا طَلَعَهُ عَنْ
ابْنِ عُيَيْنَةَ . শব্দটি إِنَّ শব্দের এর ব্যাখ্যা হল يَقُولُ .এর যমীর আহমদের দিকে ফিরেছে। وَهُوَ يَتَوَضَّأُ .এর যমীর আহমদের দিকে ফিরেছে। وَهُوَ يَتَوَضَّأُ .এর যমীর আহমদের দিকে ফিরেছে। وَهُوَ يَتَوَضَّأُ .এর যমীর আহমদের দিকে ফিরেছে। وَهُوَ يَتَوَضَّأُ .এর যমীর আহমদের দিকে ফিরেছে।

তৎকালীন যুগের **عُلَمَاء**-এর দিকে ফিরেছে। ইস্ম ও খবরের মধ্যবর্তী অংশ জুমলায়ে মুতারিয়া। ইবারতের সারনির্যাস হবে **سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ قَالَ النَّاسُ أَوْ قَالَ عَلَمًا زَمَانَهُ إِنَّ سُنَّانَ بْنَ عُيَيْنَةَ** হবে **أَرْبَاةٍ** ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে আমি (আবু দাউদ র.) বলতে শুনেছি, লোকজন অথবা তৎকালীন যুগের উলামায়ে কিরাম বলেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এ হাদীসটি অস্বীকার করতেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে সরাসরি অস্বীকার করতে শুনেননি। বরং লোকজনের মাধ্যমে তার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে।

أَيْش শব্দের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

أَيْش : এটি **أَيُّ شَيْءٍ** এর সংক্ষেপ। শেষের হামযার হরকত তার পূর্ববর্তী ইয়াতে দেয়ার ফলে এটি জের বিশিষ্ট হয়। অতর্পর এটিকে সাকিন করা হয়। ইয়া এবং তানতীনে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার ফলে **أَيْ** টিকে ফেলে দেয়া হয়। **أَيْ** এর ইয়াকে সাকিন করা হয়। ফলে **أَيْش** হয়ে যায়। তবে তখন একটি হরফের উপর ইস্মের ভিত্তি হওয়া আবশ্যিক হবে। তবে **أَيْ** শব্দটির ইয়াফত **شَيْءٍ** এর দিকে হওয়ার কারণে **فِيمَا**, **لِمَا**, **بِمَا** এর মত হয়ে গেছে। কাজেই হরফে জার আবশ্যিক হওয়ার কারণে **مَا** এর আলিফ পড়ে শুধু **م** রয়ে গেছে। একরূপভাবে **أَيْش** থেকেও ইয়াফত আবশ্যিক হওয়ার কারণে, শুধু শীন থেকে **أَيْش** হয়ে গেছে।

এই ইবারত দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. বুঝাতে চেয়েছেন, এ সনদটি গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই ইসতিফহামকে অস্বীকৃতির জন্য বলতে হবে। এই অস্বীকৃতিও সূত্রগত দুর্বলতার কারণে। কারণ, তালহা ইবনে মুসাররিফের পিতাও অজ্ঞাত এবং তার দাদার সাহাবিয়ত সম্পর্কে অস্বীকৃতির কারণ হল ইবনে উয়াইনা র. বলতেন- **أَيْشٌ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ** : **هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ** এরূপ বলতেন না : **أَيْشٌ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ** এটা বলার ফলে একথা প্রমাণ হল যে, তার অস্বীকৃতি হল তার পিতা মুসাররিফের কারণে।

কিন্তু এরও সম্ভাবনা আছে যে, অস্বীকৃতির কারণ দুটি বিষয়ই :

১. তার পিতা অজ্ঞাত, ২. দাদার সাহাবিয়ত প্রমাণিত না হওয়া।

২৭. **حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَذَكَرَ وَضَوْءُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ الْمَاقِئِينَ قَالَ وَقَالَ الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ -**

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُ أَبُو أُمَامَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ لَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ يَعْنِي قِصَّةَ الْأَذْنَيْنِ - قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ، هُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ كُنْيَتُهُ أَبُو رَبِيعَةَ -

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ - أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح - أَذْكَرُ نَبَذَةً مِنْ تَرْجَمَةِ سَيِّدِنَا أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَض -
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ২৯। সুলাইমান..... হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উবুর বর্ণনা দিয়ে বলেন, তিনি নাক সন্নিহিত চোখের অংশটুকুও মাসেহ করতেন। বর্ণনাকারীগণ আরো বলেন, তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, উত্তম কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। সুলাইমান ইবনে হারব বলেন, আবু উমামা তাকে বলতেন, কুতাইবা হাম্বাদের এ কথাটির উল্লেখ করে বলেন, তিনি বলেছেন : 'কান মাথার সাথে শামিল' -এ কথাটি নবী আব্দুররহমান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর, না আবু উমামার, তা আমার জানা নেই।

কুতাইবা বলেছেন সিনান আবু রবীয়া থেকে। আবু দাউদ র. বলেন, তিনি হলেন, ইবনে রবী'য়া। তার উপনাম আবু রবীয়া।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُهَا أَبُو أُمَامَةَ قَالَ قَتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ قَالَ لَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ يَعْنِي قِصَّةَ الْأَذْنَيْنِ قَالَ قَتَيْبَةُ عَنْ سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ .

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, এ হাদীসে আমার তিনজন উস্তাদ রয়েছেন- (১) সুলাইমান ইবনে হারব, (২) মুসান্নাদ, (৩) কুতাইবা

তারা হামমাদ ইবনে যায়েদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমার উস্তাদ সুলাইমান ইবনে হারব বলেন الْأَذْنَانِ হাদীসের এ অংশটুকু আবু উমামার উক্তি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি নয়।

কিন্তু আমার উস্তাদ কুতাইবা র. বলেন, আমার উস্তাদ হামমাদ ইবনে যায়েদ বলেছেন, আমার জানা নেই, এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী, নাকি আবু উমামা রা.-এর উক্তি। যেন এটি তার কথা-এ বিষয়ে হামমাদের সন্দেহ হয়ে গেছে।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ উক্তির উদ্দেশ্য হল, ইমাম আবু দাউদের তিন উস্তাদের মাঝে যে ইখতিলাফ হয়েছে সেগুলোর বিবরণ দেয়া। তিনি বলেন, আমার উস্তাদ সুলাইমান এবং মুসান্নাদ قَالَ قَتَيْبَةُ عَنْ سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ বলেছেন, কিন্তু কুতাইবা বলেন, عَنْ سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ এর পরিবর্তে عَنْ سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ বলেছেন। তাহলে যেন এ উস্তাদ প্রথম দু'জন উস্তাদের বিরোধিতা করছেন। কিন্তু এই ইখতিলাফ শুধু শব্দগত, কারণ, রবীয়া হল সিনানের পিতার নাম। কাজেই সুলাইমান ও মুসান্নাদ যে সিনান ইবনে রবীয়া বলেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে যথার্থ।

হতে পারে, সিনানের কোন সন্তানও রবীয়া নামে ছিলেন। যার ফলে তার উপনাম হয়েছে আবু রবীয়া। অতএব, কুতাইবা কর্তৃক সিনান আবু রবীয়া বলাও সহীহ আছে।

হযরত আবু উমামা বাহিলী রা.-এর পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : নাম সুদাই। পিতার নাম-আজ্জলান বাহিলী। তিনি মিসরে বসবাস করতেন। পরবর্তিতে সেখান থেকে হিমসে স্থানান্তরিত হয়ে আসেন এবং সেখানেই ওফাত লাভ করেন। তিনি সে সব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত, যাদের থেকে প্রচুর পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করা হয়। শামীদের নিকট তাঁর হাদীস বেশি। তাঁর থেকে বহুলাক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত : তিনি ৮৬ হিজরীতে ওফাত লাভ করেছেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। শামে ওফাত লাভকারী সর্বশেষ সাহাবী হলেন তিনি। আরেক উক্তি মতে শামে সর্বশেষে ওফাত লাভকারী সাহাবী হলেন আবদুল্লাহ ইবনে বিশর রা.।

-আল ইকমাল : ৫৮৬

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ

অনুচ্ছেদ : মোজাঘয়ের উপর মাসেহ করা

۷. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَانِيُّ قَالَا نَنَا وَكَيْعٌ قَالَ نَنَا دَلَّهْمُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَّاشِيَّ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاجِبَيْنِ فَلَمَسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ دَلَّهْمِ بْنِ صَالِحٍ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا بِمَا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ .

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . مَا حُكِّمَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ أَذْكَرُ بِالْإِثْبَاتِ مَعَ ذِكْرِ أَنْوَاعِهِ وَأَحْكَامِهَا . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ৭ : মুসাদ্দাদ..... ইবনে বুরাইদা রা: তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত, (আবিসিনিয়া সম্রাট) নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দু'টি সাদামাটা কালো মোজা হাদিয়া পাঠান। তিনি সেগুলো পরিধান করে উহু করেন এবং মাসেহ করেন সেগুলোর ওপর।

মুসাদ্দাদ র. হাদীসটি দুলহাম ইবনে সালিহ র. থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ র. বলেন, হাদীসটি কেবল বসরার রাবীগণই বর্ণনা করেছেন।

মোজার উপর মাসেহের বৈধতা আহলে সুন্নাতের বৈশিষ্ট্য

আদ্বামা আইনী র. বলেন- ৮০ জনের অধিক সাহাবী মোজার উপর মাসেহ বর্ণনা করেন। এজন্যই ইমাম আবু হানীফা র.-এর উক্তি প্রসিদ্ধ আছে যে-

مَا قُلْتُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ حَتَّى جَاءَنِي مِثْلُ ضَرَوْ النَّهَارِ .

অর্থাৎ, আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হওয়ার পূর্বে আমি মোজার উপর মাসেহের প্রবক্তা হইনি। এ কারণেই মোজার উপর মাসেহের প্রবক্তা হওয়া আহলে সুন্নাতের একটি নিদর্শন; বরং এক কালে তো এটা আহলে সুন্নাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে গিয়েছিল। এজন্যই ইমাম আবু হানীফা র.-এর উক্তি রয়েছে-

تَفَضَّلُ الشَّيْخَيْنِ وَنَحَبُ الْخَتَنَيْنِ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ .

তথা আমার আবু বকর, উমর রা.-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই জামাতাকে মহব্বত করি এবং মোজার উপর মাসেহের আকীদা পোষণ করি।

মোজার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান

আরবীতে বিভিন্ন প্রকার মোজার বিভিন্ন নাম রয়েছে। এজন্য প্রথমে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে হুকুম বাতানো হল।

جَوْرَب : বলে সূতি অথবা উলের মোজাকে। যদি এরূপ মোজার উপর দু দিকে চামড়া লাগানো থাকে তবে সেটাকে বলে مُجَلَّد, যদি শুধু নীচের অংশে চামড়া লাগানো থাকে তবে সেটাকে বলে مُنْعَل, আর যদি পরিপূর্ণ মোজা চামড়ার তৈরী হয়, অর্থাৎ সূতা ইত্যাদির কোন দখল তার মধ্যে না থাকে তবে এরূপ মোজাকে বলে خُفٌّ। جَوْرَبِينَ مُجَلَّدِينَ অথবা جَوْرَبِينَ مُنْعَلِينَ সবগুলোর উপর মাসেহ করা সর্বসম্মতিক্রমে জাযিয়। আর যদি جَوْرَبِينَ مُجَلَّدِينَ অথবা جَوْرَبِينَ مُنْعَلِينَ না হয় এবং পাতলা হয়, অর্থাৎ মোটা মোজার শর্ত শরায়তে না পাওয়া যায়, তাহলে এগুলোর উপর মাসেহ করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজাযিয়। অবশ্য যদি جَوْرَبِينَ مُنْعَلِينَ غير جَوْرَبِينَ غير مُجَلَّدِينَ মোটা হয়, তবে এরূপ মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। মোটা হওয়ার অর্থ হল, তার মধ্যে তিনটি শর্ত পাওয়া যায়।

১. তার উপর যদি পানি ঢালা হয় তবে পা পর্যন্ত পৌঁছে না,

২. ধরে রাখা ব্যতীত পায়ে লেগে থাকে,

৩. একের পর এক ক্রমশ চলা সম্ভব।

এরূপ মোজার উপর মাসেহের বৈধতা সম্পর্কে কিছু মতানৈক্য রয়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা ইমামত্রয় এবং ইমাম আবু ইউসুফ মুহাম্মদ র.-এর মায়হাব হল, এর উপর মাসেহ করা জাযিয়। ইমাম আবু হানীফা র.-এর আসল মায়হাব হল নাজাযিয়। কিন্তু 'হিদায়া' গ্রন্থকার, 'বাদায়ি' গ্রন্থকার প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম সাহেব র. শেষে সংখ্যাগরিষ্ঠের মায়হাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। 'মাজমাউল আনহুর' গ্রন্থে লিখেছেন যে, তিনি এ মত প্রত্যাহার করেছেন ওফাতের ৯দিন অথবা ৩দিন পূর্বে। জামি' তিরমিযী আত্লামা আবিদ সিন্দীর কলমী কপিতে এখানে আরেকটি ইবারত বিদ্যমান আছে। যার সারমর্ম হল-

'আবু ইসা তিরমিযী র. বলেছেন, আমি সাহল ইবন মুহাম্মদ তিরমিযীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আবু মুকাতিল সমরকন্দীকে বলতে শুনেছি, আমি মৃত্যু শয্যায়া শায়িত রোগাক্রান্ত অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা র.-এর নিকট প্রবেশ করেছিলাম। তিনি পানি আনালেন, অতঃপর উয়ু করলেন। তাঁর পায়ে তখন সূতি দুটি মোজা ছিল। তিনি এগুলোর উপর মাসেহ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি আজ এরূপ একটি কাজ করলাম যা পূর্বে করতাম না। আমি সূতি মোটা মোজার উপর মাসেহ করলাম। অথচ এগুলো নীচে চামড়ামুক্ত নয়।'

মোটকথা, এর দ্বারাও বোঝা যায় যে, ইমাম সাহেব র. শেষে পুরানো উক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। অতএব, এই মাসআলার ব্যাপারে ঐকমত্য হল যে, মোটা সূতি অথবা পশমি মোজার উপর মাসেহ করা জাযিয়।

কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, جَوْرَبِينَ -এর উপর মাসেহের বৈধতা مُلْتَصِفٌ تَنْبِيعُ الْمَنَاطُ তথা ইদ্রত বা কারণের ভিত্তিতে। অর্থাৎ, যেসব সূতি অথবা পশমি মোজায় উপরোক্ত তিনটি শর্ত পাওয়া যায় সেগুলোকে চামড়ার মোজার অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলোর উপর মাসেহের বৈধতার হুকুম দেয়া হয়েছে। অন্যথায় যেসব রেওয়াজাতে সূতি বা পশমি মোজার উপর মাসেহের আলোচনা রয়েছে সেগুলো সব দুর্বল অন্যথায় কমপক্ষে খবরে ওয়াহিদ, যেগুলোর মাধ্যমে কিতাবুদ্বাহর উপর বৃদ্ধি হতে পারে না; বরং এর বৈধতা চামড়ার মোজার উপর মাসেহ সংক্রান্ত মুতাওয়াতিহ হাদীসগুলো দ্বারাই কারণ বা তানকীহে মানাভের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে।

النَّعْلَيْنِ (নীচে চামড়া বিশিষ্ট মোজা)-এর উপর মাসেহের অনুমতি ইমাম চতুষ্টির মধ্য হতে কারো নিকট নেই। অতএব, نَعْلَيْنِ সংক্রান্ত হাদীসের উত্তর হল, এটি দুর্বল। অথবা বলা যায় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীচের অংশে চামড়া জড়ানো মোজা পরিধান করতে করতে সূতা অথবা পশমের মোজার উপর মাসেহ করেছেন। ফলে হাত نَعْلَيْنِ তথা নীচে চামড়ামুক্ত মোজার উপরও লেগেছে। কিন্তু এর উপর মাসেহ উদ্দেশ্য ছিল না। এটাকে রাবী النَّعْلَيْنِ عَلَى مَسَحٍ শব্দে ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ دَلْهِمِ بْنِ صَالِحٍ -

এই ইবাদতের সারমর্ম হল ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, এ হাদীসটি আমি স্বীয় দুই উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেছি : (১) মুসাদ্দাদ, (২) আহমদ ইবনে শোয়াইব।

আহমদ ইবনে শোয়াইব স্বীয় সনদে দুলহাম ইবনে সালিহ থেকে تَحْدِيثُ -এর শব্দে বর্ণনা করেছেন। আর মুসাদ্দাদ বর্ণনা করেছেন عَنْ শব্দে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ -

হযরত আব্বাস সাহাবানপুরী র. বলেন, ব্যাখ্যাতা বলেন, ওলিউদ্দিন র. বলেছেন, ইমাম আবু দাউদ র.-এর এই উক্তিতে আপত্তি আছে। অর্থাৎ, এটি প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। কারণ, এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে মুসাদ্দাদ ছাড়া কোন বসরী নেই। অন্যরা হয়ত কুফাবাসী অথবা মারভের অধিবাসী। অতএব, তার সম্পর্কে "هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ" বলা কিভাবে সহীহ হতে পারে? বরং الْكُوفَةِ أَهْلُ الْكُوفَةِ বলা অধিক সঙ্গত ছিল। অর্থাৎ, শুধু একই ব্যক্তি কুফার অধিবাসী।

• হযরত আব্বাস খলীল আহমদ সাহাবানপুরী র. বলেন, এই ইবারতের উদ্দেশ্য হল, এটি সেসব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো বসরাবাসী বর্ণনা করেছেন। কুফা এবং শামের অধিবাসী কেউ বর্ণনা করেননি। এই হুকুমটি প্রবলতার ভিত্তিতে ও সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর নির্ভর করে দেয়া হয়েছে। কারণ, মুসাদ্দাদতো বসরী। বুরাইদা ও ইবনে বুরাইদাও বসরী। বুরাইদা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে, বসরায় বসবাস করেন। তার ছেলে আব্দুল্লাহও তার সাথে ছিলেন। অতঃপর যুদ্ধের খাতিরে খুরাসান চলে যান। মারভে পিতা-পুত্র উভয়েই বসবাস করতে থাকেন। অতএব, তারা দু'জনে বসরী হলেন। সর্বমোট তিনজন হলেন বসরী, আর দু'জন হলেন কু'ফী : দুলহাম ও ওয়াকী'।

হুজাইর ইবনে আব্দুল্লাহ সম্পর্কে জানা যায়নি তিনি বসরী না কুফী। কাজেই গ্রন্থকার কর্তৃক هَذَا تَفَرَّدَ بِهِ বলা হয়েছে সম্ভবত প্রবলতার ভিত্তিতে। কাজেই শায়েখ ওলিউদ্দিনের এই বক্তব্য প্রশ্ন সাপেক্ষ যে, এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে মুসাদ্দাদ ছাড়া আর কোন বসরী নেই।

بَابُ التَّوْفِيقِ فِي الْمَسْحِ

অনুচ্ছেদ : মাসেহের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ

۱. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخَفَيْنِ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلِلْمُعْتَمِرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيهِ وَلَوْ اسْتَرْزَقَتْهُ لَزَادَنَا -

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَهُ . مَا الْإِخْتِلَافُ فِي التَّوَقُّفِ فِي الْمَسْحِ ؟
أَذْكُرُ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابِ عَنِ الْمُخَالِفِينَ أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১। হাফস..... হযরত খুযাইমা ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণিত। শ্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত মোজার ওপর মাসেহ করার সময়সীমা নির্ধারিত করেছেন।

আবু দাউদ র.-এর মতে..... অপর এক বর্ণনায় রয়েছে- আমরা যদি তাঁর নিকট অতিরিক্ত সময়সীমা চাইতাম, তাহলে তিনি অধিক সময়সীমাই মঞ্জুর করতেন।

মোজার উপর মাসেহের মেয়াদ

لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ

❶ এ হাদীসটি এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে সহীহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, মোজার উপর মাসেহের মেয়াদ মুকীমের জন্য একদিন একরাত, আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত। এই অর্থের আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। বহুতঃ মাসেহের সময় নির্ধারণের এই অর্থ মশহুরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। হযরত আলী রা., আবু বকরা রা., আবু হোরাযরা রা., সাফওয়ান ইবনে আসসাল রা., ইবনে উমর রা., আউফ ইবনে মালিক রা, প্রমুখ থেকে এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

❷ সংখ্যাগরিষ্ঠের খেলাফ ইমাম মালিক এবং লাইছ ইবনে সা'দ র.-এর মায়হাব হল, মাসেহের কোন সুনির্দিষ্ট সময় নেই; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত মোজা পরিহিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এর উপর মাসেহ করতে পারবে।

❸ ইমাম মালিক র.-এর প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীসগুলো-

১. আবু দাউদে উপরোক্ত **بَابُ التَّوَقُّفِ فِي الْمَسْحِ** -তে বর্ণিত, হযরত খুযাইমা ইবনে সাবিত রা.-এর হাদীস-

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخَفِيِّنَ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُنْصَرِفٌ بَنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيهِ وَلَوْ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا .

'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, মোজার উপর মাসেহ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত।

আবু দাউদ বলেছেন, মনসুর ইবনুল মু'তামির ইবরাহীম তাইমী থেকে তার সুত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আমরা যদি আরো অধিক সময় কামনা করতাম তবে তিনি আমাদেরকে সময় আরো বাড়িয়ে দিতেন।'

-আবু দাউদ : ১/২১

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে অতিরিক্ত অংশটুকু সহীহ নয়।

২. দ্বিতীয় প্রমাণ আবু দাউদে বর্ণিত হযরত উবাই ইবনে উমারা রা.-এর রেওয়াযাত। তিনি বলেন-

إِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمْسَحْ عَلَى الْخَفِيِّنَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا؟ قَالَ..... وَيَوْمَيْنِ..... قَالَ ثَلَاثَةً؟ قَالَ نَعَمْ وَمَا شِئْتُ .

‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি মোজার উপর মাসেহ করব? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, একদিন? বললেন-.....দু’দিন?.....তিনি বললেন, তিন দিন? বললেন, হ্যাঁ। আরো যত সময় চাও।’

-আবু দাউদ : ১১/২১

আরেক রেওয়ায়াতে আছে-عَنْ أَبِي عُمَارَةَ (قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ مَابَدَالِكَ

‘আবু উমারা বলেন, (সাতদিন পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছেন।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, আরো যত সময় তোমার প্রয়োজন হয়।’

-আবু দাউদ : ১১/২১

এই রেওয়ায়াতটি সময় অনির্দিষ্ট থাকার ব্যাপারে স্পষ্ট। কিন্তু এর উত্তর হল, এটি সূত্রগতভাবে দুর্বল। এজন্য ইমাম আবু দাউদ র. বলেন-وَقَدْ اُخْتَلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِي

‘এর সনদে মতানৈক্য রয়েছে। এটি শক্তিশালী নয়।’

৩. ইমাম মালিক র.-এর তৃতীয় প্রমাণ শরহে মা‘আনিল আছার-بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَمْ وَقْتُهُ

قَالَ اَتَرَدْتَ (اى جنت) مِنَ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَدَخَلْتُ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى خُفَّيْنِ مُجَرَّمَتَيْنِ (صَوَابُهُ مُجَرَّمَتَيْنِ) فَقَالَ لِي مَتَى عَهْدُكَ بِأَعْقَبَةٍ بِخَلْعِ خُفَّيْكَ؟ فَقُلْتُ لَبِسْتُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَذِهِ الْجُمُعَةُ فَقَالَ لِي أَصَبْتَ السَّنَةَ.

‘আমি শাম থেকে উমর ইবনে খাতাব রা.-এর নিকট এসেছিলাম। শাম থেকে বেরিয়েছিলাম শুক্রবার দিন, মদীনায় প্রবেশ করেছিলাম জুম‘আর দিন। উমর রা.-এর নিকট প্রবেশ করেছিলাম তখন আমার পায়ে ছিল দুটি জুরমুকী মোজা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উকবা! তুমি তোমার মোজাধর্য কবে খুলেছ? আমি বললাম, মোজা পরেছি শুক্রবার দিন, আর আজকে আরেক শুক্রবার। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি সঠিক সূন্নাহের উপর আমল করেছ।

-তাহাজী : ১/৪৩

৩ এর উত্তর হল, জুম‘আ থেকে জুম‘আ পর্যন্ত মাসেহ করার অর্থ হল, বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে এক সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি মোজা পরিহিত। আর বিধিবদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মোজাধর্য পা থেকে খুলে পা ধুয়ে ফেলা এবং পুনরায় মোজা পরিধান করা। এরূপ আমলকারীকে ওরফেও এটাই বলা হয় যে, তিনি এক মাস পর্যন্ত মাসেহ করছেন।

৪. ইমাম মালিক র.-এর একটি প্রমাণ ‘মুসনাদে আবু ইয়লা’তে বর্ণিত হযরত মায়মুনা রা.-এর একটি হাদীসও-قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْخُلْعِ الرَّجُلَ خُفَّيْهِ كُلَّ سَاعَةٍ؛ قَالَ لَا وَلَكِنْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَابَدَالَهُ

‘তিনি বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি কি তার মোজাধর্য সর্বদা খুলবে? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, না। সে মোজাধর্যের উপর যতক্ষণ প্রয়োজন মাসেহ করবে।

- মাজমাউয যাওয়াইদ : ১/২৫৮

এর উত্তর হল, উমর ইবনে ইসহাক সম্পর্কে আপত্তি আছে। যদি এ হাদীসটিকে সহীহও মেনে নেয়া হয়, তাহলে এর উদ্দেশ্য হল যতটুকু সময় তার প্রয়োজন হয় (ততটুকু পর্যন্ত)। কারণ, প্রশ্ন ছিল কেবলমাত্র সবসময় মোজা খোলার ব্যাপারে।

৫. মুসনাদে আহমদে হযরত মায়মূনা রা.-এর একটি হাদীসে আছে-

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَتْ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُلُ سَاعَةٍ بِمَسْحِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَلَا يَنْزِعُهُمَا؟ قَالَ نَعَمْ.

হযরত 'আতা ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অর্ধাসিনী মায়মূনা রা.-এর কাছে চর্ম নির্মিত মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞেস করেছি, ইয়া রাসূল্লাহ! সব সময় কি একজন মানুষ মোজার উপর মাসেহ করবে? এগুলো খুলবে না? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ।'

-মাজমাউয যাওয়াইদ : ১/২৫৮

○ এর উত্তর হল- এখানে উমর ইবনে ইসহাক নামক একজন বিতর্কিত বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাছাড়া এ হাদীসটি সহীহ মশহুর হাদীসগুলোর মুকাবিলা করতে পারে না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُنْصُورٌ عَنْ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيهِ لَوْ اسْتَزَدَنَاهُ
لَزَادَنَا .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য বোধহয় ইবরাহীম তাইমী এবং ইবরাহীম নাখসী র.-এর রেওয়ায়াতের মাঝে পার্থক্যের বিবরণ দান। সে পার্থক্য হল, ইবরাহীম নাখসী র.-এর রেওয়ায়াতটি হল আবু দাউদের এ হাদীস। এখানে আবু আবদুল্লাহ জাদালী থেকে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা করছেন, হাদীসের সনদের দিকে তাকালেই তা বুঝা যায়।

وَلَوْ اسْتَزَدَنَاهُ لَزَادَنَا অতিরিক্ত শব্দটিও এই রেওয়ায়াতে নেই। কিন্তু এই রেওয়ায়াতটি ইবরাহীম তাইমী র. রেওয়ায়াত করেছেন। এতে لَوْ اسْتَزَدَنَاهُ অতিরিক্ত অংশ আছে। এই রেওয়ায়াতটি বায়হাকী র. সুনানে কুবরায় বর্ণনা করেছেন, আবু আবদুল্লাহ জাদালীর মাঝে আমার ইবনে মায়মূনের সূত্রও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন-

زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يَقُولُ كُنَّا فِي حُجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي النَّخَعِيَّ وَمَعَنَا
إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ فَذَكَرْنَا الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا وَلَوْ
اسْتَزَدَنَاهُ لَزَادَنَا .

হানাফীদের পক্ষ থেকে এর উত্তর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ نَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ أَنَا بِعَبِي بْنِ أُيُوبَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أُيُوبَ بْنِ طَطْنٍ عَنْ أَبِي بِنِ عَمَارَةَ قَالَ بَحَى بِنِ
أَيُوبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفَيْلَتَيْنِ إِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟

قَالَ نَعَمْ، قَالَ يَوْمًا؟ قَالَ يَوْمًا، قَالَ وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ وَثَلَاثَةً؟ قَالَ نَعَمْ وَمَا شِئْتَ -
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بِنِ عُمَارَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ مَا بَدَّلَكَ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُرَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ أَبِي بِنِ عُمَارَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ
سَبْعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَمَا بَدَّلَكَ -

السُّوَالُ : شَكَلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ - أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ - أَذْكَرُ نَبَذَةً
مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا أَبِي بِنِ عُمَارَةَ رَضَ -
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ২। ইয়াহইয়া ইবনে মাদ্বিন..... হযরত উবাই ইবনে 'উমারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে উভয় কিবলার দিকেই নামায পড়েছিলেন- তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মোযার ওপর মাসেহ করবো? তিনি বলেন- হাঁ। উবাই রা. জিজ্ঞেস করলেন, একদিন? তিনি বললেন- হ্যাঁ এক দিন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, দুই দিন? তিনি বললেন- হ্যাঁ দুই দিনও করতে পার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিন দিন? তিনি বললেন- হ্যাঁ তিন দিন পর্যন্ত। আরো যতদিন পর্যন্ত ইচ্ছা (মাসেহ করতে পার)।

আবু দাউদ র. বলেন, উবাই ইবনে 'উমারা এতে সাত দিন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাবেও 'হাঁ' বলেছিলেন। আর বলেছিলেন, তুমি যত দিন ইচ্ছা করো।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, হাদীসটির সনদে মতভেদ আছে এবং এটি খুব একটা শক্তিশালী হাদীস নয়। ইবনে আবু মারইয়াম, ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক, আস-সুলায়হী ও ইয়াহইয়া ইবনে আইউব র. প্রমুখ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ নিয়ে মতভেদ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُرَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ أَبِي بِنِ عُمَارَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ
سَبْعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ وَمَا بَدَّلَكَ -

প্রকাশ থাকে যে, এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব থেকে একেতো বর্ণনা করেছেন, আমর ইবনে রবী' ইবনে তারিক। আবু দাউদের রেওয়ায়াতে তাই আছে। ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব থেকে বর্ণনাকারী আরেকজন হলেন ইবনে আবু মারইয়াম আল মিসরী, তৃতীয়জন হলেন, ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক আসসায়লীহীনী। কিন্তু এ দুটি রেওয়ায়াত ইমাম আবু দাউদ র. উল্লেখ করেননি। ইবনে আবু মারইয়ামের রেওয়ায়াতটি বায়হাকীতে আছে। ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাকের হাদীসটি সম্পর্কে হযরত সাহারানপুরী র. বলেন, তালাশ করার পরেও সে হাদীসটি পেলাম না। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য তাহলে এর দ্বারা কি? হয়ত ইবনে আবু মারইয়ামের রেওয়ায়াতটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। কারণ, ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব থেকে আমর ইবনে রবী' হাদীস

বর্ণনা করেছেন। যেমন আবু দাউদে আছে। এতে আছে **وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ** কিন্তু ইবনে আবু মারইয়ামের রেওয়ায়াতে **حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا** আছে। কিন্তু এ হাদীসটির দুর্বলতার কারণ কি ইমাম আবু দাউদ র. তা বর্ণনা করেননি। **وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِي اِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ**—

অতঃপর ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, **وَرَوَى ابْنُ اَبِي مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ اِسْحَقَ السَّيْلِيِّ عَنِ** এর উদ্দেশ্য হল, ইবনে আবু মারইয়ামের হাদীসটি, যাতে **حَتَّى** **وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِي اِسْنَادِهِ** . **حَتَّى** শব্দে রয়েছে, এর মুতাবি রয়েছে। অর্থাৎ, ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতটি মুতাবি হওয়া সত্ত্বেও ইবনে আবু মারইয়ামের হাদীসটি শক্তিশালী নয় বরং দুর্বল। কারণ, ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতও সনদগতভাবে দুর্বল। বরং তার সনদে ইখতিলাফ রয়েছে। এজন্য তিনি বলেছেন, **وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِي اِسْنَادِهِ**

তাহাড়া আমার ইবনে রবী' এবং ইবনে আবু মারইয়ামের রেওয়ায়াতে সূত্র ও মূলপাঠগত পার্থক্য আছে। মূলপাঠগত পার্থক্যটি স্পষ্ট। আমার ইবনে রবী' এর রেওয়ায়াতে **إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ** আছে। ইবনে আবু মারইয়াম এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাকের দু'টি রেওয়ায়াতে **حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا** আছে। সূত্রগত পার্থক্য হল, আমার ইবনে রবী' এর রেওয়ায়াতে আবু উমারা এবং মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদদের মাঝে আইয়ুব ইবনে কুতনের সূত্র আছে। ইবনে আবু মারইয়ামের রেওয়ায়াতে উবাদা ইবনে নুসাইয়ের সূত্র আছে।

হযরত উবাই ইবনে 'উমারা রা.-এর পরিচিতি

বংশ ও পরিচিতি : তিনি হল উবাই ইবনে উমারা ইবনে মালিক ইবনে জয় ইবনে শয়তান ইবনে হুদাইম ইবনে জুয়াইমা ইবনে রাওয়াইল ইবনে রবী'আ ইবনে মাযিন আল আবাসী।

হিশাম ইবনে কালবী জামহারায় বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পেয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে হায়ম র. ও হিশামের সাথে একামত্য পোষণ করেছেন।

— বিত্তরিত ট্রায়া : ইসরা : ১/১৯; উদুল গায : ১/১৬৭ ইত্যাদি।

بَابُ كَيْفِ الْمَسْحِ

অনুচ্ছেদ : মাসেহ কিভাবে করবে

৫ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنَى قَالَ ثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَنَا ثَوْرٌ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءَ بْنِ خَبْرَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضٍ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَمَسَحَ آ عَلَى الْخَفَيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَّغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَاءَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ سَدًّا وَمَتْنًا . أَذْكَرُ كَيْفِيَّةَ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ مَعَ بَيَانِ الْمَذَاهِبِ وَالْإِسْتِدْلَالِ وَالْجَوَابِ عَنِ الْمُخَالِفِينَ . أَوْضِعْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ . أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضٍ .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ৫। মুসা..... হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধের সময় নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উয়ু করিয়েছি। তিনি (দু' পায়ের) মোজার উপরিভাগ ও নিম্নাংশ মাসেহ করেছেন।

আবু দাউদ বলেন, আমি জানতে পেরেছি, সাওর এ হাদীস রাজা থেকে শোনেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَفَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَجَاءٍ .

এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য এ হাদীসের খুঁত বর্ণনা করা। কারণ, সাওর নামক বর্ণনাকারী রাজা থেকে শ্রবণ করেননি। অতএব উভয়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

মোজা মাসেহের ধরণ কি?

مَسَحَ أَعْلَى الْخُفَيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا : ইমাম শাফিঈ র. ও মালিক র. এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেন যে, মোজাদ্বয়ের উপর ও নিচে উভয়দিকে মাসেহ করতে হবে। অতঃপর ইমাম মালিক র. বলেন, উভয় দিকে মাসেহ করা ওয়াজিব। আর ইমাম শাফিঈ র. বলেন, উপরের দিকে ওয়াজিব, আর নিচের দিকে মুস্তাহাব। হানাফী এবং হাম্বলীদের মতে মোজার শুধু উপরের দিক মাসেহ করা জরুরি, নিচের দিক মাসেহ করা বিধিবদ্ধ নয়।

○ হানাফীদের প্রমাণ তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা.-এরই রেওয়ায়াত, যেটি بَابُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمَسُّحُ عَلَى الْخُفَيْنِ ظَاهِرَهُمَا قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ الْمَغِيرَةِ حَدِيثٌ حَسَنٌ -

তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মোজাদ্বয়ের উপরে মাসেহ করতে দেখেছি।

○ হানাফীদের একটি প্রমাণ আবু দাউদ তায়ালিসী কর্তৃক বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল আল-মুযানীর রেওয়ায়াত-

قَالَ أَوَّلُ مَنْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ خُفَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ الْمَغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَا وَنَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خُفَانِ اسْوَدَانِ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَيْهِمَا وَنَعَجِبُ مِنْهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ اعْنِي الْخُفَانِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ تَمْسَحُونَ عَلَيْهِمَا وَتَصْلُونَ .

‘তিনি বলেছেন, ইসলাম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম আমি যাকে চামড়ার মোজা পরিহিত দেখেছি তিনি হচ্ছেন হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা.। তিনি আমাদের কাছে এলেন, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত। তাঁর পায়ে ছিল তখন দুটি কালো চামড়ার মোজা। আমরা সে মোজাদ্বয়ের দিকে তাকাতে লাগলাম এবং এগুলো দেখে আশ্চর্যবোধ করছিলাম। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, মনে রেখ, শীঘ্রই তোমাদের জন্য তা হবে অর্থাৎ, মোজা। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন আমরা কি করব? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, তোমরা এগুলোর উপর মাসেহ করবে এবং নামায পড়বে।’

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি মা'লুল-ক্রটিপূর্ণ। প্রমাণ মেনে নিলেও বলা যেতে পারে, মূলতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার শুধু উপরের অংশে মাসেহ করেছেন; কিন্তু মোজা শক্ত হওয়ার কারণে নিচের অংশ ধরে ছিলেন। যেটাকে রাবী মোজার নিচের অংশের মাসেহ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম- মুগীরা, আন্বামা আইনী তাঁকে আলিফ লাম সহ আল-মুগীরা পড়েন। উপনাম- আবু আবদুল্লাহ, আবু মুহাম্মাদ, আবু ইসা। পিতার নাম- শো'বা। তিনি তায়েফের সাকীফ বংশোদ্ভূত ছিলেন।

বংশ পরিচিতি : মুগীরা ইবনে শো'বা ইবনে আবু আমির ইবনে মাসউদ ইবনে মাওহাব ইবনে মালিক ইবনে কা'ব ইবনে আমর ইবনে সা'দ ইবনে আউফ।

জন্ম : তিনি হিজরতের প্রায় বিশ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ : তিনি পঞ্চম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেই মদীনায় হিজরত করেন।

জিহাদ : তাঁর প্রথম জিহাদ খন্দক দিয়ে শুরু হয়। অতঃপর তিনি বাই'য়াতে রিয়ওয়ান ও হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করেন। ইয়ামামা, কাদেসিয়া প্রভৃতি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সিরিয়া বিজয়েও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

গভর্ণররূপে দায়িত্ব পালন : হযরত উমর রা. তাঁকে প্রথমে বসরায় এবং পরে কুফায় গভর্ণর নিয়োগ করেন। হযরত মু'য়াবিয়া রা.-এর আমলে হিজরী ৪১ সনে তিনি পুনরায় কুফার গভর্ণর নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি কুফায় বসবাস করেন।

হযরত আলী রা. এবং হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর বিরোধকালে তিনি কোন পক্ষ সমর্থন করেন নি। ফলে তিনি সিসফীন ও জামাল যুদ্ধের কোনটাতেই অংশগ্রহণ করেন নি; বরং সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করেন।

গুণাবলী : হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা. একজন কর্তব্য পরায়ণ বিচক্ষণ ও মেধাবী সাহাবী ছিলেন। অনেক সফরে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী ছিলেন। মুজাহিদ বলেন, চারজন লোক খুব বুদ্ধিমান ছিলেন, এঁদের মধ্যে একজন মুগীরা ইবনে শো'বা।

হাদীস রেওয়াজাত : রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। এ কারণে তিনি হাদীস রেওয়াজাত কম করেছেন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মোট ১৩৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু সাহাবী ও তাবিঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, তাঁর ছেলে হযরত উরওয়া, হামযা, আককার, তাঁর দাদার ছেলে-জুবাইর ইবনে হাইয়া, যিয়াদ ইবনে জুবাইর, কায়েস ইবনে আবু হাযিম, মাসরুক ইবনে আজদা, নাফি ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম, আমির শাবী, উরওয়া ইবনে জুবাইর, আমর ইবনে ওয়াহাব সাকাকী, কাবীসা ইবনে যুয়াইব, উবাইদ ইবনে নাযলা, বকর ইবনে আবদুল্লাহ, আসওয়াদ ইবনে হিলাল, তামীম ইবনে হানজালা অশকামা ইবনে ওয়াইল, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান, আলী ইবনে রবীয়া, হুযাইল ইবনে সুরাইলীল র. প্রমুখ।

ওকাত : তাঁর ইনতিকালের সময়টি বিতর্কিত। যেমন আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সালাম বলেন, তিনি হিজরী ৪৯ সনে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ইবনে আবদুল বার বলেন, তিনি হিজরী ৫১ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

-ইকমাল : ১১৬. (মিশকাত)

بَابُ فِي الْإِنْتِضَاحِ

অনুচ্ছেদ : পানি ছিটিয়ে দেয়া

১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ
الْمَقْفِيِّ أَوْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الْمَقْفِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِجُ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةً عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحَكَمُ أَوْ ابْنُ الْحَكَمِ .
السُّوَالُ : شَكَلَ الْحَدِيثُ سَدًّا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . مَا مَعْنَى الْإِنْتِضَاحِ ؟ وَمَا حِكْمَتُهُ ؟ أَوْضَحْ
مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةٍ سَيِّدَنَا سُفْيَانَ بْنِ حَكِيمِ الْمَقْفِيِّ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১১। মুহাম্মদ..... সুফিয়ান ইবনে হাকাম সাকাফী কিংবা হাকাম ইবনে সুফিয়ান সাকাফী রা.
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পেশাব করতেন, তখন উয়ু করে (লজ্জাস্থানে
কাপড়ের উপর) পানির ছিটা দিতেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, একদল বর্ণনাকারী এই সনদের ব্যাপারে সুফিয়ানের সাথে একমত পোষণ
করেছেন। তিনি বলেন, কারো কারো মতে, এখানে হাকাম হবে অথবা হবে 'ইবনে হাকাম'।

পানি ছিটানোর অর্থ ও হিকমত

অধিকাংশ আলিম এর অর্থ নিয়েছেন, উয়ুর পর জামার নিচে ছিটা নিক্ষেপ করা-এর হিকমত সাধারণতঃ এই
বর্ণনা করা হয় যে, এর ফলে পেশাবের ফোঁটা বের হওয়ার কুমন্ত্রণা আসে না।

○ হযরত শাইখুল হিন্দ র. এর আরেকটি সূক্ষ্ম হিকমত এই বর্ণনা করেছেন যে, উয়ু দ্বারা আসল উদ্দেশ্য তা
আধ্যাত্মিক পবিত্রতা। কিন্তু কার্যতঃ তাতে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ধৌত করা হয়, যার ফলে বাহ্যিক পবিত্রতা
অর্জিত হয়। কিন্তু এ থেকে অবসর হওয়ার পর এরূপ দুটি আমল মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা
বাতিনী পবিত্রতার কথা মনে সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হয়। এক. উয়ুর অবশিষ্ট পানি পান করা। দ্বিতীয়তঃ লজ্জাস্থানে
পানি ছিটিয়ে দেয়া। এতে এই হিকমত রয়েছে যে, মানুষের সমস্ত গুনাহের উৎস হল শরীরের এই দু'টি বস্তু-
এক. মুখ, দুই. লজ্জাস্থান। পেটের প্রবৃত্তির প্রভাব দূর করার জন্য উয়ুর অবশিষ্ট পানি পান বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।
আর লজ্জাস্থানের (অবৈধ) কাম চাহিদা বন্ধ করার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য লুঙ্গির উপর পানি ছিটিয়ে
দেয়ার বিষয়টিকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, এই হুকুমটি আবশ্যকীয় নয়; বরং উত্তমতার বিবরণের জন্য
এবং এই অর্থের সমস্ত রেওয়াজাত সূত্রগতভাবে দুর্বল। এ কারণে এ অনুচ্ছেদের হাদীসটিকেও হাসান ইবনে আলী
হাশিমীর কারণে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রের কারণে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া
বিষয়টি ফাযায়িল সংক্রান্ত। এজন্য এতটুকু দুর্বলতা ক্ষতিকর নয়।

ইমাম আবু দাউদ র-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةً عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

অনুচ্ছেদ : ওযু করার পর কি বলবে

১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ صَالِحٍ يُعَدِّثُ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُدَّامَ أَنْفُسِنَا، نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ رِعَايَةً إِبِلَنَا فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الْإِبِلِ، فَرَوَّحْتُهَا بِالْعِشِيِّ، فَادْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحَسِّنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ يَقِيلُ عَلَيْهِمَا يِقْلِبُهُ وَوَجْهَهُ إِلَّا فَقَدْ أَوْجَبَ .

فَقُلْتُ بَعْ بَعْ مَا أَجُودُ هَذَا؛ فَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ الَّذِي قَبْلَهَا بِأَعْقَبَةِ أَجُودُ مِنْهَا . فَانْظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ! قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِنَّمَا قَبِلَ أَنْ تَجِيءَ مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحَسِّنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ جِئْتُ بِفَرْعٍ مِنْ وَضُوءٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ إِيَّاهَا شَاءَ . قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي رِبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

السُّؤَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجِمَ . كَمْ نَوْعًا مِنَ الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ ثَبَتَ بِالْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ بَعْدَ الْوُضُوءِ؟ أَكْتُبُ مُدِلَّلًا . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

الجواب باسم الملك الوهاب .

হাদীস : ১। আহমদ ইবনে সাঈদ..... হযরত উকবা ইবনে আমির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমাদের নিজেদের কাজকর্ম করতাম। পালাক্রমে আমরা উট চরাতাম অর্থাৎ, আমাদের নিজেদের উট। একদিন উট চরাবার পালা ছিল আমার। দিন শেষে আমি উটগুলো নিয়ে উটশালায় ফিরে আসলাম (এবং অবসর হলাম)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখলাম, তিনি জনগণের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন। আমি শুনলাম, তিনি বলছেন-“তোমাদের যে কেউ সুন্দর ও সুঠাভাবে ওযু করে, অতঃপর নামাযে দাঁড়ায় এবং আন্তরিক মনোযোগ সহকারে ও অবনত দৃষ্টিতে দু’ রাকআত নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।”

একথা শুনে আমি বলে উঠলাম, বাঃ বাঃ, এটা কতই না উত্তম কথা! তখন আমার সামনে বসা এক ব্যক্তি বললেন, ‘হে উক্বা! এর আগে তিনি যা বর্ণনা করেছেন, সেটা আরও উত্তম।’ আমি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আবু হাফস! সেটা কি?’ উমর রা. বললেন, ‘তুমি আসার একটু আগেই নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াল্লাহু ইরশাদ করেছেন- তোমাদের মধ্যে যে লোক ভালোভাবে উযু করে, অতঃপর উযু শেষে কালিমা শাহাদাত পড়ে- **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ**

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল” - তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

বর্ণনাকারী মুয়াবিয়া বলেন, হাদীসটির আরেকটি সূত্র হল এরূপ- ‘আমার নিকট বর্ণনা করেছেন রাবীয়া ইবনে ইয়াযীদ, তিনি বর্ণনা করেছেন আবু ইন্দরীস থেকে, তিনি উক্‌বা ইবনে আমির রা. থেকে।’

উযু পরবর্তী দো‘আ

উযুর পরে তিন প্রকারের যিকির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

১. শাহাদাতাইন তথা তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য, অতঃপর রয়েছে- **اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ** - যার ইমাম তিরমিযী র. বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম র. ও সহীহ মুসলিম ১/১২২, **كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الذِّكْرِ الْمُسْتَعْبَعِ عَقِبَ الْوُضُوءِ** তে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে শুধু শাহাদাতাইন রয়েছে, দোয়ার পরবর্তী অংশটুকু নেই।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِي وَ سَعِ لِي فِي ذِكْرِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي - মা ‘আরিফুস সুনান

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

‘আয় আল্লাহ! তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা। তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তুমি এক, তোমার কোন শরীক নেই। তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তোমার নিকট তওবা করছি।’

এই যিকিরটি ইবনুস সুন্নী র. ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এই তিনটি যিকির ব্যতীত উযুর সময় প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করা কালে যেসব দু‘আ প্রচলিত আছে কুরআন হাদীসে সেগুলোর প্রমাণ নেই। এজন্য কোন কোন আহলে জাহির এগুলোকে **كُذِّبَ مَخْتَلَقٌ** তথা জাল-মিথ্যা বলে দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য হল, হাদীস দ্বারা এগুলো প্রমাণিত নয়। এর এই অর্থ নয় যে, এগুলো পড়া না জায়েয। এজন্য উলামায়ে কিরাম লিখেছেন- **إِنَّهُ مِنْ دَأْبِ الصَّالِحِينَ** অর্থাৎ, এগুলো নেককারদের অভ্যাস।

ইমাম আবু দাউদ র-এর উক্তি

قَالَ مَعْرُوبَةٌ وَحَدَّثَنِي رِبِيعَةُ بْنُ بَزِيدٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضَ .

ইমাম আবু দাউদ র. বোঝাতে চান, তার নিকট মু‘আবিয়ার হাদীসটি দুই সূত্রে পৌঁছেছে। একটি রয়েছে প্রথম অনুচ্ছেদে : **عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضَ .**

দ্বিতীয় সনদটি **قَالَ مَعْرُوبَةٌ** বলে নিজেই বর্ণনা করেছেন :

حَدَّثَنِي رِبِيعَةُ بْنُ بَزِيدٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضَ .

ইমাম মুসলিম র.ও এ দুটি সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেন, এ হাদীসটির আরেকটি সনদ আছে। সেটি ইমাম আহমদ র. স্বীয় মুসনাদে উল্লেখ করেছেন। সে সনদটি হল-

مُعَاوِيَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ بَرْزَدٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بَخْتٍ عَنِ الْكَلْبِيِّ
بْنِ سُلَيْمٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَقْبَةُ رَضِيَ الْحَدِيثُ .

হযরত উকবা ইবনে আমির রা.-এর জীবনী

পরিচিতি : নাম- উকরা । উপনাম- আবু হাম্বাদ, কারো মতে আবু সা'দ, কারো মতে আবু আমির, কারো মতে, আবু আমর, কেউ বলেন, আবু আরস, কেউ বলেন, আবু আসাদ, কারো মতে, আবুল আসওয়াদ । পিতার নাম- আমির । তিনি একজন সর্ববিষয়ে জ্ঞানী সাহাবী ছিলেন ।

বংশধারা : উকবা ইবনে আমের ইবনে আবস ইবনে আমর ইবনে আদী ইবনে আমর ইবনে রিফায়া ইবনে মারদুয়া ইবনে আদী ইবনে গানাম ইবনে রিবয়া ইবনে রিশদী ইবনে কায়স ইবনে জুহাইনা আল-জুহানী ।

জন্ম : তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায় নি ।

ইসলাম গ্রহণ : ইসলামের প্রথম যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ।

হিজরত : কিনদী বলেন, তিনি ছিলেন প্রাচীন হিজরতকারী এবং আনসারীদের মিত্র ।

জিহাদে অংশগ্রহণ : তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণ করেন । সিরিয়া বিজয়ের সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন । হযরত আলী রা. ও হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর মতবিরোধের সময় তিনি হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন ।

গণাবলি : আবু সাঈদ ইবনে ইউনুস র. বলেন, হযরত উকবা ইবনে আমির রা. একজন প্রখ্যাত কারী, ফরায়েযবিদ, ফিকহবিদ, বিশিষ্ট কবি, লেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন । কুরআন মজিদ সংকলকদের একজন । তিনি বীয হস্তে কুরআন মজিদের পাভুলিপি তৈরি করেন । তাছাড়া তিনি সুললিত কঠোর অধিকারী ছিলেন । তিনি একজন খ্যাতনামা তীরন্দাজও ছিলেন ।

হাদীস রেওয়াজাত : তিনি হাদিস শাস্ত্রে বিরাট অবদান রেখেছেন । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ওমর রা. থেকে সর্বমোট ৫৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন ।

বহু সাহাবী ও তাবিঈ তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন । যেমন- হযরত আবু উমামা, ইবনে আব্বাস, কায়স ইবনে আবু হাযেম, জুবাইর ইবনে নুফাইর, বা'জা ইবনে আবদুল্লাহ আল-জুহানী, দুখাইন ইবনে আমির, রিবয়া ইবনে হিরাশ, আবু আলী সুমামা, আবদুর রহমান ইবনে শামাসা, আলী ইবনে রাবা, আবুল খায়ের মারছাদ আল-ইয়ামানী, আবু ইদ্রীস আল-খাওলানী, আবু উশ্শানা আল-মাআফিরী, কাসীর ইবনে মুররা আল-হাযরামী প্রমুখ ।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : তিনি হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর সময় হিজরী ৪৪ সনে তিন বছর মিসরের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন । কিন্দী বলেন, হযরত মুয়াবিয়া রা. তাঁকে ধর্ম ও অর্থ এ দু'টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন । পরে তাঁকে এ পদ থেকে অপসারণ করা হয় ।

ওফাত : আন্বামা হাজী খলিফা বলেন, তিনি হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলে হিজরী ৫৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন । কারো কারো মতে, তিনি ৬০ হিজরী সনে ওফাত লাভ করেন ।

-বিশেষ দ্রষ্টব্য : ১. তাহযীবুত তাহযীব, আল-ইকমাল, আল-ইসতিয়ায, আল ইসাবা ইত্যাদি ।

بَابُ تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ : ওযুতে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করা

۱. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ قَالَ ثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَمِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَمْ يَرَوْهُ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ. وَقَدْ رَوَى عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ الْجَزَوِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ إِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ.

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ إِضَاحًا تَامًا .
الْجَوَابُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১ : হারুন..... হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি উযু করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসল। কিন্তু তার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন- ‘পুনরায় যাও এবং সুন্দরভাবে উযু করে আস।’

আবু দাউদ র. বলেছেন, এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ নয়। একমাত্র ইবনে ওয়াহব এটি বর্ণনা করেছেন। আর মা'কিল ইবনে উবাইদুল্লাহ আল-জায়রী আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির রা. থেকে, তিনি হযরত উমর রা. থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে- তিনি বলেছেন, ‘ফিরে যাও এবং ভালোভাবে উযু করে আস।’

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَلَمْ يَرَوْهُ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ .

সম্ভবত এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য এ সনদটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা। দুর্বলতার কারণও বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, জারীর ইবনে হাযিম থেকে ইবনে ওয়াহব ছাড়া এ হাদীসটি আর কেউ বর্ণনা করেননি। দারাকুতনী র. এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন, تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ

অতএব, ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি দ্বারাও ইবনে ওয়াহব-এর একক বিবরণ প্রমাণিত হচ্ছে। দারাকুতনীর উক্তি দ্বারা জারীর ইবনে হাযিমের একক বর্ণনা প্রমাণিত হচ্ছে। পরবর্তীতে مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدٍ এবং তৎপরবর্তী সনদ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ দ্বারা কাতাদার এই দুর্বল রেওয়াজাটটির সমর্থন হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : চুশনের ফলে ওয়ু

۱. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي رَوَيْ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَبْلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ مُرْسَلٌ وَإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْفَرَايِصِيُّ وَغَيْرُهُ . (قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَاتَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَلَمْ يَبْلُغْ
أَرْبَعِينَ سَنَةً .)

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . أَوْضَحَ مَقَالَ الْإِمَامِ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১। মুহাম্মদ ইবনে বাশশার..... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
তাকে চুমু দিয়েছেন এবং নামায পড়েছেন (কিন্তু চুমু দেয়ার পর উয়ু করেননি)।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেছেন, এটি মুরসাল হাদীস। কারণ, ইবরাহীম তাইমী হযরত আয়েশা রা. থেকে
কিছু শোনেননি।

ইমাম আবু দাউদ র. আরও বলেন, ফিরইয়াবী প্রমুখ হাদীসটি এরূপই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র. আরও বলেন, ইবরাহীম আত-তাইমী চল্লিশ বছরে পদার্পণের পূর্বেই ওফাত লাভ
করেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ .

এ হাদীসটিতে মুরসাল হবার হুকুম দেয়া হয়েছে রূপকার্থে। কারণ, প্রকৃত অর্থে ইরসাল বলে কোন তাবিঈ
কর্তৃক সাহাবীর উল্লেখ না করে قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ বলাকে। হাফিজ ইবনে হাজার র. শরহে নুখবায় বলেন-

كَمَا يَقُولُ التَّايَعِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْ فَعَلَ أَوْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

এ হাদীসে সাহাবীকে বাদ দেয়া হয়নি। বরং ইবরাহীম তাইমী র. কর্তৃক হযরত আয়েশা রা. থেকে শ্রবণ না
থাকার ফলে ইরসালের হুকুম লাগানো হয়েছে। এখানে সাহাবী বাদ পড়েন নি; বরং ইবরাহীম তাইমী র. ও
হযরত আয়েশা রা. এর মাঝে কোন বর্ণনাকারী আছেন। যাকে ইবরাহীম তাইমী র. উল্লেখ করেননি। কারণ,
যেহেতু ইবরাহীম তাইমী হযরত আয়েশা রা. থেকে শোনেননি, সেহেতু মাঝখানে অবশ্যই কোন মাধ্যম আছে।
তবে সে মাধ্যম সাহাবী নন। কাজেই এখানে ইরসাল হল রূপকার্থে।

وَإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

এখানে ইরসালের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা। কারণ, এ সূত্রে এ হাদীসটি দুর্বল। এর কারণ হল : এ হাদীসটি দুই সূত্রে বর্ণিত। একটি সূত্র ইমাম আবু দাউদ র. এনেছেন, অপর সূত্রটি শীত্‌ই আসবে।

ইমাম আবু দাউদ র. এ সূত্রের উপর ইরসালের হুকুম আরোপ করেছেন। ইমাম তিরমিযী র. এ হাদীসটিকে মুরসাল বলেছেন। ইরসালের কারণ তিনিও আবু দাউদের মতই বলেছেন। অর্থাৎ, ইবরাহীম তাইমী কর্তৃক হযরত আয়েশা রা. থেকে না শুনা। এ হাদীসটি মহিলা স্পর্শ ওয়ু ভঙ্গের কারণ না হওয়া বুঝায়। ফলে এটি হানাফীদের প্রমাণ। অতএব তারা দুজন এটির উপর ইরসালের হুকুম আরোপ করে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।

○ আমরা এর উত্তরে বলব, এ হাদীসের উপর রূপকার্ণে ইরসালের হুকুমও সহীহ নয়। কারণ, দারাকুতনী র. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবরাহীম তাইমী ও হযরত আয়েশা রা. এর মধ্যকার সূত্র উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي رُوَيْحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَ .

এই সনদটি মুত্তাসিল। অতএব ইরসাল অথবা ইনকিতা' রইল না।

যদি মেনে নেই, এ হাদীসটি মুরসাল তবে আমরা বলব, মুরসাল হাদীস ইমাম মালিক র.-এর মতে প্রামাণ্য। ইমাম আজম আবু হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর প্রসিদ্ধ উক্তি অনুসারে মুরসাল হাদীস প্রমাণযোগ্য; বরং ইবনে জারীর র. মুরসাল হাদীস প্রামাণ্য হওয়ার ব্যাপারে তাবিঈনের ইজমা বর্ণনা করেছেন। শাফিঈগণ সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব র.-এর মুরসালগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

মূলত এটা আবু দাউদ র. পক্ষ থেকে হানাফীদের এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করার উপর প্রত্নোদ্ধাপন। কাজেই এই প্রশ্নকে আরো মজবুত করার জন্য ইমাম আবু দাউদ র. সামনে গিয়ে বলেন :

وَكَذَا رَوَاهُ الْفَرَيَّابِيُّ وَغَيْرُهُ .

হযরত সাহাবানপুরী র. বলেন, ফিরইয়াবী র.-এর হাদীসটি কোন হাদীসগ্ৰন্থে পাওয়া গেল না। এরপর ইমাম আবু দাউদ র. এ হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণনা করে তার উপরও প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। লক্ষ্য করুন-

٢. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبِلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبِيدُ الْحَمِيدِ الْجَمَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ .
السُّؤَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَمَ . مِنَ الْمُرَادِ بِعُرْوَةَ فِي سَنَدِ الْحَدِيثِ الْآتِي؟
وَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ هَهُنَا أَوْضَحَ بِالْدَّلَائِلِ . بَيَّنَّ مَذَاهِبُ الْإِسْلَامِ فِي الْوَضْوِءِ مِنْ مِثْلِ الْمَرْثُوعِ
مَعَ الدَّلَائِلِ، أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَبَاةِ سَيِّدِنَا طَلِقَ بَيْنَ عَلِيٍّ رَضَ .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ২। উসমান..... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীগণের মধ্য থেকে একজনকে চুমু দিলেন, অতঃপর নামায পড়তে গেলেন, কিন্তু (চুমা দেয়ার কারণে পুনরায়) উযু করেননি। উরওয়া বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-কে বললাম, 'সেই স্ত্রী আপনি ছাড়া আর কে?' তিনি হেসে দিলেন।

আবু দাউদ বলেছেন, যায়েদা ও আবদুল হামীদ আল-হিম্বানী, সুলাইমান আল-আ'মাশ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ .

এখানে ইমাম আবু দাউদ র. একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এ প্রশ্নের সার নির্ধারিত হল : এই হাদীসটিতে আ'মাশ থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে ওয়াকী' র. যেকোন উরওয়াকে তাঁর পিতা যুবাইর রা.-এর দিকে সম্বোধন করা ব্যতীত বলেছেন, যেমন : হাদীসের সনদ দ্বারা স্পষ্ট, এতে ওয়াকী' র. একা নন বরং আ'মাশের অন্যান্য ছাত্রও। যেমন : যাইদা, আবদুল হামীদ হিম্বানী র. ও সুলাইমান আ'মাশ থেকে হাদীস বর্ণনাকালে সনদে উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেননি। অতএব, এই উরওয়া উরওয়া ইবনে যুবাইর নন, বরং উরওয়া মুযানী র.। অতঃপর এর সমর্থনে পরবর্তী সনদ পেশ করছেন। তাতে আ'মাশের এক শিষ্য সুস্পষ্ট ভাষায় উরওয়া মুযানী বলেছেন। তিনি বলেন-

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُخَلَّدٍ الطَّالِقَانِيُّ نَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَفْرَاءَ، نَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ نَنَا أَصْحَابُ نَنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزْنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

এতে আ'মাশের এক শিষ্য আবদুর রহমান ইবনে মাগরা থেকে উরওয়া মুযানী হওয়ার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। অতএব, আ'মাশের অন্যান্য শিষ্য যেমন : ওয়াকী', যাইদা এবং আবদুল হামীদ হিম্বানী যদিও উরওয়া কে তা স্পষ্ট ভাষায় বলেননি, তা সত্ত্বেও কোন একজন শিষ্যের সুস্পষ্ট বিবরণ দ্বারা জানা গেল, অন্যদের রেওয়াজাতেও উরওয়া দ্বারা উরওয়া মুযানী উদ্দেশ্য, অন্য উরওয়া নন। বস্তুত, উরওয়া মুযানী হলেন অজ্ঞাত। অতএব, এই হাদীসটি এই দ্বিতীয় সূত্রে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, এটিও প্রামাণ্য নয়। কারণ, উরওয়া মুযানী অজ্ঞাত থাকার কারণে হাদীসটি দুর্বল। তিনি যে দুর্বল, তার প্রমাণ ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তানের উক্তি প্রমাণ। ইমাম আবু দাউদ র. বলেন-

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّمَا شَبَّهَ لَأَشَى -
ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তানের উক্তি বর্ণনা করে ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ হাদীসটিকে দ্বিতীয় সূত্রে দুর্বল সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, رَضِيَ بِهَذَا الْحَدِيثِ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল। কারণ, উরওয়া মুযানী আবদুর রহমান ইবনে মাগরা-আ'মাশ সূত্রে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিবরণই প্রমাণ। কারণ, উরওয়া মুযানী অজ্ঞাত। কাজেই হাদীস দুর্বল। উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. হলে তার থেকে হাবীবের শ্রবণ নেই। অতঃপর, গ্রন্থকার উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে হাবীবের না শোনার উপর সাওরী র.-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন, হাবীব ইবনে আবু সাবিত র. উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে শুনেছেন। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ র. স্বীকার করেছেন যে, হাবীব উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে শুধু একটি সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

وَقَدْ رَوَى حَمْرَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ جَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ بِهَذَا حَدِيثًا صَحِيحًا .

থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত ইবারতের উদ্দেশ্যে এই হাদীসে অন্য সূত্রে যে রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে তার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করান।

প্রথম সূত্র : অর্থাৎ, ইবরাহীম তাইমী র.-এর সূত্রের উপর যে প্রশ্ন হয়েছে, এর উত্তর দেয়া হয়েছে। বাকী রইল দ্বিতীয় সনদের উপর যে সমস্ত ধারাবাহিক প্রশ্ন অব্যাহত আছে, সেগুলো ভাল করে বুঝতে হবে।

দ্বিতীয় সূত্রের উপর প্রশ্নের সারনির্ধারিত হল, এখানে উরওয়া দ্বারা উরওয়া ইবনে যুবাইর উদ্দেশ্য নয়, বরং উরওয়া মুযানী উদ্দেশ্য। তিনি হলেন অজ্ঞাত। আর যদি উরওয়া ইবনে যুবাইর উদ্দেশ্য হয়, তবে হাবীব উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে কিছু শুনেননি।

❶ আমরা এক জবাবে বলব, আবু দাউদ র.-এর রেওয়ায়াতে আ'মশের শিষ্য ওয়াকী' যদিও উরওয়া ইবনে যুবাইর স্পষ্ট ভাষায় বলেননি। কিন্তু ইবনে মাজাহর রেওয়ায়াতে (পৃষ্ঠা : ৩৮) ওয়াকী' সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। দেখুন-

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَبْلَ بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْتُ مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتَ؟ فَضَحِكَتْ .

এখানে ওয়াকী' সুস্পষ্ট ভাষায় উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেছেন।

❷ বাকি রইল, আবু দাউদের রেওয়ায়াতে আ'মশের অন্যান্য ছাত্র। যেমন : যাইদা, আবদুল হামীদ হিম্বানী উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেননি।

❸ এর উত্তরে আমরা বলব মুহাদ্দিসীনে কিরামের রীতি হল, যখন দুই রাবীর একই নাম হয় এবং উভয় জন সমানভাবে প্রসিদ্ধ হন, তখন একজনকে অপরজন থেকে পৃথক করার জন্য উভয় নামের সাথে পিতার নাম অথবা অন্য কোনো গুণ উল্লেখ করেন। আর যদি একজন অধিক প্রসিদ্ধ, অপরজন অপ্রসিদ্ধ হন, তবে প্রসিদ্ধজনকে নিসবত ও গুণ ছাড়া উল্লেখ করেন। আর অপ্রসিদ্ধজনকে নিসবত এবং গুণসহ উল্লেখ করেন। বস্তুতঃ মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট উরওয়া ইবনে যুবাইর প্রসিদ্ধ। এজন্য অধিকাংশ সময় তাঁদের রীতি অনুসারে নিসবত ও গুণ ছাড়াই তাঁর নাম উল্লেখ করেন। কাজেই যাইদা ও আবদুল হামীদ হিম্বানী এ রীতি অনুসারেই উরওয়া নিসবত ও গুণ ছাড়া উল্লেখ করেছেন। অতএব, এতে উরওয়া ইবনে যুবাইর না হওয়া বরং উরওয়া মুযানী হওয়া আবশ্যিক নয়। অতএব, ইবনে মাজাহতে ওয়াকী' র.-এর রেওয়ায়াতে উরওয়া ইবনে যুবাইর উদ্দেশ্য হওয়া নির্ধারিত। তাই এখানেও যাইদা প্রমুখের রেওয়ায়াতে উরওয়া ইবনে যুবাইরই উদ্দেশ্য হবে।

ওয়াকী' আ'মশের একজন শক্তিশালী শিষ্য। আবদুর রহমান ইবনে মাগরা যে আবু দাউদের রেওয়ায়াতে উরওয়া মুযানী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এটি ধর্তব্য হবে না। কারণ, তিনি আ'মশের দুর্বলতম শিষ্য। তার সম্পর্কে আলী ইবনে মাদীনী র. বলেন :

لَيْسَ بِشَيْئٍ كَانَ يَرَوِي عَنِ الْأَعْمَشِ سِتْمَانَةَ حَدِيثٍ تَرَكْنَاهُ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَنَا أَنْكَرْتُ عَلَى أَبِي زُهَيْرٍ (وَهُوَ كُنْيَتُهُ) هَذِهِ أَحَادِيثٌ يَرَوِيهَا عَنِ الْأَعْمَشِ لَا يَتَّبِعُ عَلَيْهَا الشُّعَاتُ وَلَهُ مِنْ غَيْرِ الْأَعْمَشِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الضُّعَفَاءِ الَّذِينَ يَكْتُبُ أَحَادِيثَهُمْ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ كَانَ صَاحِبَ سَمٍّ وَقَالَ السَّاجِيُّ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَفِيهِ ضَعْفٌ .

উলামায়ে কিরামের এত সমালোচনা ও অপত্তি যে আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে, তার উক্তি কিভাবে ধর্তব্য হয়? বিশেষত যখন ওয়াকী'র ন্যায় শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেন। ওয়াকী'এর বিরুদ্ধে সাধারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিবরণও তো গ্রহণযোগ্য নয়। সেখানে একজন দুর্বলতম রাবী'র বিরোধিতা ধর্তব্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

তাছাড়া, আবদুর রহমান ইবনে মাগরার রেওয়ায়াতে আ'মাশ যে বলেছেন—

أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَصْحَابُ لَنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُرَزِيِّ -

যদি তাতে বাস্তবেই উরওয়া আল মুযানী উদ্দেশ্য হয়, যিনি দুর্বল ও আবার অজ্ঞাতও, তবে আ'মাশের ন্যায় সুমহান মুহাদ্দিস যাদের থেকে বর্ণনা করলেন তারাও সুমহানই হবেন। এরূপ উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিসীনে কিরামের পক্ষে উরওয়া মুযানীর ন্যায় দুর্বল ও অজ্ঞাত রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করা কি সম্ভব?

অতএব, বুঝা গেল, আ'মাশের উস্তাদ এসব মুহাদ্দিস উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকেই হাদীস বর্ণনা করেন, মুযানী থেকে নয়।

এমনিভাবে এ হাদীসে একটি বাক্য রয়েছে— قَالَتْ مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتَ فَضَحَكَتْ

এটি প্রমাণ করছে এই উরওয়া ইবনে যুবাইর, মুযানী নন। কারণ, এ ধরনের কথোপকথন এরূপ ব্যক্তির সাথেই হতে পারে, যার সাথে হযরত আয়েশা রা. এর ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম সম্পর্ক আছে। বস্তুতঃ এরূপ সম্পর্ক তাঁর শুধু উরওয়া ইবনে যুবাইরের সাথেই। কারণ, তিনি তাঁর ভাগ্নে। উরওয়া মুযানীর সাথে তাঁর এরূপ কোন সম্পর্ক নেই। অতএব, এরূপ সাহসিকতার সাথে তাঁর সাথে কথা বলার প্রশ্নই আসে না।

ইমাম আবু দাউদ র. সাওরী র. থেকে বর্ণনা করেন— روى শব্দে, মাজহুলের সীগায়। এখানে বর্ণনাকারীর উল্লেখ নেই। হাবীব ইবনে আবু সাবিত উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেননি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

○ উত্তরে আমরা বলব, স্বয়ং আবু দাউদ র. স্বীকার করছেন যে, হাবীব একটি সহীহ হাদীস উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব, হাবীবের সাথে উরওয়ার সাক্ষাৎ ঘটেছে। অথচ, হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য শুধু সাক্ষাতের সত্যবনাই যথেষ্ট। ইমাম মুসলিম র. মুকাদ্দমায় এর উপর ইজমা বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الرَّخْصَةِ فِي ذَالِكَ

অনুচ্ছেদ : এ ব্যাপারে অবকাশ

۱. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مِلَازِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَنِفِيِّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَبِيْسِ بْنِ طَلْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ يَدْوِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا تَرَى فِيَّ مِنْ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ ﷺ هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ وَسَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عِبِينَةَ وَجَرِيرُ الرَّازِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَبِيْسِ بْنِ طَلْحٍ رَضَ .

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَهُ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح . أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا طَلَّقَ رَضِ الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১। মুসান্নাদ..... হযরত কয়েস ইবনে তাল্ক র. থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত, তাল্ক র. বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি আসল। মনে হল যেন সে বেদুইন। সে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! উযু করার পর কোন লোকের নিজ পুরুষাংগ স্পর্শ করার ব্যাপারে আপনার মত কি?' তিনি বলেন- সেটা তো তার দেহের গোশতের একটি টুকরা মাত্র।

আবু দাউদ বলেন, এই হাদীসটি কয়েস ইবনে তাল্ক থেকে মুহাম্মদ ইবনে জাবির সূত্রে হিশাম ইবনে হাসান, সুফিয়ান সাওরী, শো'বা, ইবনে উয়াইনা এবং জারীর আর-রাযীও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرُ الرَّازِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ .

এ উক্তিটি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. এর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। শুধু এতটুকু বুঝা যায়, হয়তো তিনি উপরোক্ত হাদীসটিকে দু'কারণে দুর্বল সাব্যস্ত করতে চান।

১. তাল্ক ইবনে আলীর উপরোক্ত হাদীসটি তাঁরাও মুহাম্মদ ইবনে জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। বক্তৃতঃ মুহাম্মদ ইবনে জাবির দুর্বল রাবী।

২. মুহাম্মদ ইবনে জাবির এটি কয়েস ইবনে তাল্ক থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে عَنْ أَبِيهِ বলেননি। অর্থাৎ, قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرُ الرَّازِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ বলে তাঁর পিতার সূত্রে উল্লেখ করেননি। যেমনটি আবদুল্লাহ ইবনে বদর, কয়েস ইবনে তাল্ক থেকে বর্ণনার সময় বলেছেন। অর্থাৎ, عَنْ أَبِيهِ উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীসটি সম্পর্কে মিশকাত গ্রন্থকার শায়খ ওলীউদ্দিন র. শায়খ মুহিউসসুনানার উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তাল্ক ইবনে আলীর হাদীস রহিত। এর কারণ, হযরত আবু হোরাযরা রা. তাল্ক ইবনে আলীর পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত আবু হোরাযরা রা. এর হাদীসে ওযু করার নির্দেশ রয়েছে।

অবশ্য তাঁর এ রহিত হবার দাবি যথার্থ নয়। বরং ব্যাপারটি-এর বিপরীতও হতে পারে।

মহিলাকে স্পর্শ করার কারণে উযু

মহিলাকে স্পর্শ করার কারণে উযু- এটিও একটি মহাবিতর্কিত বিষয়। এ বিষয়ে ইখতিলাফ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ হল যে,

১. হানাফীগণ মহিলা স্পর্শকে সাধারণভাবে উযু ভঙ্গের কারণ বলেন না। হ্যাঁ, যদি স্ত্রীমিলন হয় তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

২. এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফিঈ র.-এর যে উক্তিটির উপর ফতওয়া, সেটি হচ্ছে মহিলা স্পর্শ সাধারণভাবে উযু ভঙ্গের কারণ। চাই ছোট মেয়ে হোক অথবা বড়, মাহরাম হোক কিংবা গায়রে মাহরাম, যৌন আবেদনের সাথে স্পর্শ হোক অথবা তা ছাড়া। এমনকি কোন কোন শাফিঈ মতাবলম্বী লিখেছেন-

حَتَّى إِذَا لَطَمَهَا أَوْ دَاوَى جُرْحَهَا انْتَقَضَ وَضُوئُهُ .

Free @ www.e-ilm.weebly.com

৪. হযরত আরেশা রা. থেকেই সহীহ মুসলিম : ১/১৯২ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ : ১/১৯২
একটি হাদীস আছে—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ فَالتَمَسْتُهُ فَوَقَعْتُ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدِيمِهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَتَّصِيَّتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ .

‘হযরত আরেশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার বিছানা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হারিয়ে ফেললাম। অতঃপর আমি তাকে তালাশ করলাম। তখন আমার হাত পড়ল তাঁর পায়ের তালুতে। তিনি তখন ছিলেন মসজিদে। তাঁর পদযুগল ছিল খাড়া। তিনি তখন দু’আ পড়ছিলেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ .

‘আয় আল্লাহ! আমি তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার সন্তোষের আশ্রয় গ্রহণ করছি।’

—নাসাই : ১৩৮

৫. আব্দামা হায়সামী র. ‘মাজমাউশ্ যাওয়ায়িদ’ : ১/২৪৭, ‘মু’জামে তাবারানী আওসাতে’র বরাতে হযরত আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন—

إِنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَأَكَبَّ عَلَيْهَا فَتَنَاوَلَهَا فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَهُ ذَلِكَ لَهُ فَلَمْ يَنْهَهُ .

‘এক ব্যক্তি নামাযের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন তার স্ত্রী সামনের দিক থেকে তার কাছে এগিয়ে এলে লোকটি স্ত্রীর গায়ে পড়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। অতঃপর লোকটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ বিষয়ে আলোচনা করল। কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করলেন না।’

এর সনদে লাইস ইবনে আবু সুলাইম নামক একজন রাবী মুদান্নিস। কিন্তু অন্যান্য হাদীসের বর্তমানে এটা সুনিক্তরূপে মোটেও ক্ষতিকর নয়।

৬. ‘মু’জামে তাবারানী আওসাতে’ হযরত উম্মে সালামা রা.-এর রেওয়াযাতে আছে—

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ لَا يَحْدُثُ وَضُوءً .

‘তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুমু খেতেন। অতঃপর নতুন উষু না করে নামাযের জন্য বেরিয়ে পড়তেন।’

এর সনদে একজন রাবী আছেন ইয়াযীদ ইবনে সিনান আর-রাহাভী। ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া, ইবনুল মাদীনী র. তাকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী, ইমাম আবু হাতিম, মারওয়ান ইবনে মু’আবিয়া র. তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। মোটকথা, এরূপ প্রচুর রেওয়াযাতের বর্তমানে হানাফীদের মায়হাব প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

শাফিঈ মতাবলম্বী প্রমুখের প্রমাণাদির উত্তরে আমরা বলব—أَوَّلًا مَسْتَمٌ. হারা সহবাসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার প্রমাণ হল, এই আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হল, তায়াম্মুমের বিবরণ এবং এ কথা বলা যে, তায়াম্মুম ছোট নাপাকী এবং বড় নাপাকী উভয়টির কারণেই হতে পারে।

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ (অথবা তোমাদের কেউ যখন পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসে।) হারা ছোট নাপাকীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর বড় নাপাকীর জন্য أَوَّلًا مَسْتَمٌ ইঙ্গিতমূলক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (নিসা : ৪৩)। যদি أَوَّلًا مَسْتَمٌ কেও ছোট নাপাকীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা হয়, তাহলে আয়াতটি বড় নাপাকীর বিবরণ থেকে শূন্য হয়ে যাবে।

তাছাড়া **لَمْ يَسْمُ** শব্দটি **بَابُ مُفَاعَلَةٍ** থেকে এসেছে, যেটি ক্রিয়ায় উভয় পক্ষ থেকে অংশীদারিত্ব বুঝায়। এই অংশীদারিত্ব সহবাস ও স্ত্রী মিলনেই হতে পারে। বাকী রইল, সে কিরাআত যেটিতে **لَمْ يَسْمُ** শব্দ এসেছে। সেটিও সহবাসের দিকে ইঙ্গিত। এ কারণেই হাফিজ ইবনে জারীর র. প্রমুখ সহীহ সনদ হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, এখানে উদ্দেশ্য হল সহবাস। হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর প্রমাণে অন্য একটি আয়াত—**وَأَنْ تَلْقَوَهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُمْ** (যদি তোমরা তাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দাও) পেশ করেছেন যে, এখানে সর্বসম্মতিক্রমে সহবাস উদ্দেশ্য, হাতে স্পর্শ করা উদ্দেশ্য নয়। অতএব, যেক্রপভাবে **مَسَّ** শব্দটি দ্বারা সহবাসের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে, এক্রপভাবে হতে পারে **لَمَسَ** দ্বারাও। বিশেষতঃ উপরোল্লিখিত সেসব হাদীসের বর্তমানে, যেগুলো স্পর্শের পরে উয়ু না করা বুঝায়।

❶ এবার থাকল ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর রা. প্রমুখের আছর দ্বারা প্রমাণের বিষয়টি। এর উত্তর হল, এগুলোর সনদ শক্তিশালী নয়।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য স্পষ্ট সহীহ হাদীসের বিপরীত হওয়ার কারণে প্রামাণ্য ও নয়। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যদি **مَلَمَسَ** অথবা **لَمَسَ** দ্বারা হাতে স্পর্শ করা বুঝাতো তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে কোন একটি ঘটনা এক্রপ পাওয়া যাওয়ার কথা ছিল, যাতে তিনি মহিলাকে স্পর্শ করার কারণে উয়ু করেছেন কিংবা এর নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ পুরো হাদীস ভাঙারে এক্রপ একটি দুর্বল রেওয়ায়াতও পাওয়া যায় না।

হযরত তাল্ক রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম তাল্ক। পিতার নাম আলী, দাদা তাল্ক, পরদাদা আমর। কেউ কেউ বলেছেন, তাল্ক ইবনে কায়েস ইবনে আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আবদুল উয্বা ইবনে সুহাইম ইবনে মুররা রাবাসি, হানাফী সুহাইমী।

তিনি হলেন, কায়েস ইবনে তাল্কের পিতা। তিনি ইয়ামামা থেকে প্রতিনিধি দলের সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনি বলেন, আমরা একটি প্রতিনিধি দল রাসূলে আকরাম সা.-এর দরবারে এসে তাঁর হাতে বায়আত হই এবং তাঁর সাথে নামায পড়ি। আমরা তাঁকে বলি, আমাদের এলাকায় গীর্জা আছে এবং তাঁর নিকট থেকে আমরা তাঁর ওয়ুর অবশিষ্ট পানি কামনা করি। তখন তিনি পানি আনিয়ে ওয়ু করেন ও কুলি করেন। অতঃপর সে পানি তিনি একটি পাত্রে ঢেলে দেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা যখন তোমাদের দেশে যাবে তখন তোমাদের গীর্জা ভেঙ্গে ফেলো। এ পানি দিয়ে সেটি ধুয়ে ফেলো এবং এটিকে মসজিদ বানিয়ে ফেলো। আমরা দেশে এসে তাই করলাম কে সে স্থানটি ধুয়ে ফেললাম এবং সে স্থানটিকে মসজিদ বানিয়ে ফেললাম। আমাদের রাহিব ছিল তাঈ গোত্রের একলোক। তিনি আযান শুনে বললেন, এটি সত্যের দাওয়াত। অতঃপর আমাদের একটি টিলার দিকে তিনি এগিয়ে আসলেন। পরবর্তীতে তাকে আর আমরা দেখলাম না।

তাল্ক ইবনে আলী থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে— নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন এটি (পুরুষাঙ্গ) দেহের একটি অংশমাত্র।

এ হাদীসটি ছাড়া তার থেকে আরও হাদীস বর্ণিত আছে।

—দ্রষ্টব্য : ইসাবা : ২/২৪০, উসদুল গাবাহ : ৩/৯১-৯৩, ইকমাল : ৬০১

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ اللَّحْمِ النَّبِيِّ وَغَسْلِهِ

অনুচ্ছেদ : কাঁচা গোশত স্পর্শ করে ওষু করা এবং হাত ধৌত করা

۱. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ مَعْرُوفٍ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْجَمْعِيُّ الْمَعْنَى قَالُوا سَمِعْنَا مَرْوَانَ بْنَ مَعَاوِيَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَيْنِيُّ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ اللَّبَيْثِيِّ قَالَ هِلَالٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَنَعَ أَرِيكَ فَادْخُلْ بَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسْ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِطِ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي لَمْ يَمْسَسْ مَاءً وَقَالَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيُّ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدَةَ وَأَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدٍ -

السُّؤَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ - وَضَحَ السَّنَدَ وَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا الْمُرَادُ بِتَرَجُّمِ الْبَابِ؟ وَمَا مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ بِهَا؟
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ -

হাদীস : ১। মুহাম্মদ ইবনে আলী..... হযরত আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সন্ধ্যাহ আল্লাহি ওয়াসলাহু একটি বালকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি বকরীর চামড়া খুলছিল। রাসূলুল্লাহ সন্ধ্যাহ আল্লাহি ওয়াসলাহু তাকে বললেন- তুমি সরে যাও, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে রাসূলুল্লাহ সন্ধ্যাহ আল্লাহি ওয়াসলাহু বকরীর চামড়া ও গোশতের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এমনকি তাঁর হাত বগল পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখান থেকে গিয়ে তিনি নামায পড়ালেন, কিন্তু উষু করলেন না। 'আমর তার বর্ণিত হাদীসে আরো বলেন, 'আর তিনি পানি স্পর্শ করলেন না এবং আমর তার রেওয়াজাতে বলেছেন, هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيُّ, ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এটি আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদা ও আবু মুয়াবিয়া, হিলাল, আতা, নবী করীম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ, আতা আবু সাঈদের নাম উল্লেখ না করে রাসূলুল্লাহ সন্ধ্যাহ আল্লাহি ওয়াসলাহু থেকে 'মুরসাল' রূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وَقَالَ عَنْ هِلَالٍ (وَمَوْ هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّامِ فِي أَثْنَاءِ السَّنَدِ تَلْمِيزُ عَطَاءٍ) لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -

শব্দের যমীরে মাফউল হয়তো হাদীসের দিকে ফিরেছে, অথবা আতার দিকে। উভয় সম্ভাবনা আছে। আবু সাঈদের উল্লেখে তাঁর ইয়াকীন নয়, বরং ধারণা রয়েছে। কারণ, প্রথম সম্ভাবনার ক্ষেত্রে অর্থ হবে, আমার ইয়াকীন নয় যে, এ হাদীসটি আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন কি না। দ্বিতীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রে অর্থ হবে আমার আতা সম্পর্কে ইয়াকীন নেই যে, তিনি এ হাদীসটি আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন কি না। কিন্তু ইবনে

হাঙ্গানের রেওয়ায়াতে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, এ হাদীসটি আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। এমতাবস্থায় হাদীসটি মুস্তাসিল হয়ে যাবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য

ইমাম চতুর্থ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের কারো মতে শরঈ অথবা আভিধানিক উযু ওয়াজিব নয়। অতএব, গ্রন্থকার এ শিরোনাম কেন কায়েম করেছেন?

○ উত্তর হল- কোন কোন তাবিঈ যেমন, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, হাসান বসরী ও আতা র. থেকে উযুর কথা বর্ণিত আছে। কাজেই গ্রন্থকার তাঁদের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এই অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন।

এ হাদীসে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর বিবরণ দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁচা চামড়া ছাড়ানোর জন্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর চামড়া ছিলে নতুন উযু না করে এবং হাত না ধুয়ে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যান এবং নামাযের ইমামতি করেন। ফলে বুঝা গেল কাঁচা গোশত স্পর্শ করলে শরঈ উযুর প্রয়োজন নেই এমনকি হাত ধোয়ারও প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

ثَارَا دُجْنِ إِمَامِ أَبِي دَاوُدَ ر. أَرِىَ الْوَسْطَاءَ .

এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আবু সাঈদ রা. এর উল্লেখ ইয়াকীনী নয়।

زَادَ عُمَرُو فِي حَدِيثِهِ يَعْزَى لَمْ يَمَسَّ مَاءً وَقَالَ عَنْ هِلَالٍ بْنِ مَيْمُونِ الرَّمْلِيِّ .

ইমাম আবু দাউদ র.এর উদ্দেশ্য এ হাদীসে স্বীয় তিনজন উস্তাদের মধ্যকার তিন ধরনের ইখতিলাফের বিবরণ দান।

○ এক উস্তাদ আমার ইবনে উসমান হিমসী এতে **يَتَوَضَّأُ** শব্দের পর **لَمْ يَمَسَّ مَاءً** শব্দ যুক্ত করেছেন। যদ্বারা আমার ইবনে উসমানের উদ্দেশ্য শরয়ী ওযু নয়, বরং আভিধানিক ওযু অস্বীকার করা। কিন্তু আইউব ও মুহাম্মদ ইবনে আলা **لَمْ يَمَسَّ مَاءً** বাক্য সংযুক্ত করেননি। সম্ভবত তাঁদের দু'জনের উদ্দেশ্য শরঈ ওযুকে অস্বীকার করা। এ হল একটি পার্থক্য।

○ আরেকটি পার্থক্য হল, আমার ইবনে উসমান হিলাল থেকে রেওয়ায়াতের সময় **عَنْ** উল্লেখ করেছেন। আইউব ও মুহাম্মদ রেওয়ায়াত করেছেন **أَخْبَرَنَا** শব্দে।

○ তৃতীয় পার্থক্য হল, আমার ইবনে উসমান হিলালকে 'রামালী' সিফাতসহ উল্লেখ করেছেন। আর আইউব ও মুহাম্মদ 'জুহালী' সিফাতসহ উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এই ইখতিলাফের কোন বিশেষ প্রভাব হাদীসের শুদ্ধতা ও দুর্বলতায় পড়বে না। এটি একটি শাস্তিক আলোচনা।

কোন কোন রেওয়ায়াতে হিলালকে 'হুযালী'ও বলা হয়েছে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زَيْدَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدٍ .

এখানে ইমাম আবু দাউদ র. হিলাল থেকে বর্ণনাকারী দু'জন উল্লেখ করেছেন : আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদা ও আবু মু'আবিয়া। কাজেই পরবর্তী ইবারত **وَلَمْ يَذْكُرْ** এর স্থলে **يَذْكُرْ** দ্বিবাচন হওয়া উচিত ছিল।

এ উক্তির সারনির্ঘাস হল, এ হাদীসটি যেমন হিলাল আতা ইবনে ইয়াযীদ লাইসী থেকে বর্ণনা করেছেন, তেমনভাবে হিলালের দুই শিষ্য হিলাল সূত্রে আতা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুরসালরূপে রেওয়ায়াত করেছেন। কারণ, তাঁদের দু'জনের সনদে আবু সাঈদের উল্লেখ নেই।

بَابُ فِي تَرْكِ الرُّضْوِ وَمِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ : আশুন স্পর্শকৃত জিনিস স্পর্শ করার পর উষু না করা

২. حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلِيمَانَ الْأَنْبَارِيُّ الْمَعْنَى قَالَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مُسْعِرٍ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ قَالَ ضَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ كَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبِ نُسُوبِي وَأَخَذَ الشُّفْرَةَ فَجَعَلَ يَجْزِي لِي بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، قَالَ فَالْقَى الشُّفْرَةَ، وَقَالَ مَا لَهُ تَرَبُّتٌ يَدَاهُ، وَقَامَ بِصَلَاتِي - وَزَادَ الْأَنْبَارِيُّ وَكَانَ شَارِبِي وَفَنِي فَقَصَّه لِي عَلَى سِوَاكِ أَوْ قَالَ أَقْصَهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ -

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ - مَا الْمُرَادُ بـ "هَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ؟" وَمَا الْمَقْصُودُ بِقَالَ أَبُو دَاوُدَ؟ أَذْكَرُ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ فِي الرُّضْوِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَدْلِلًا وَمُرْجِعًا - أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ -
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّرَافِ -

হাদীস : ২। উসমান..... হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেহমান হলাম। তিনি নির্দেশ দিলেন একটি বকরীর উরু ভুনা করতে। উরুর অংশ ভুনা করা হলে তিনি ছুরি নিলেন ও আমার জন্য গোশত কাটতে লাগলেন। এমন সময় বিলাল রা. এসে তাঁকে নামাযের কথা অবহিত করলে তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে বললেন— কি হল তার! তার উভয় হাত ধূলিময় হোক! তারপর গিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। আশারী র.-এর বর্ণনায় আরো আছে— 'আমার গৌফ বড় হয়ে গিয়েছিল। তিনি আমার গৌফের নীচে একটি মেসওয়াক রেখে তা ছেঁটে দিলেন।' অথবা বললেন— 'মেসওয়াকের ওপর রেখে আমি তোমার গৌফ ছেঁটে দেব।'

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

زَادَ الْأَنْبَارِيُّ وَكَانَ شَارِبِي وَفَنِي فَقَصَّه لِي أَوْ أَقْصَهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ -

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ সুলাইমান আমবারী স্বীয় হাদীসে شَارِبِي وَكَانَ শব্দ যুক্ত করেছেন। কিন্তু সুলাইমান আমবারীর রেওয়ায়াতে وَفَنِي وَكَانَ শারিবী এর পর কোন কোন রাবীর সন্দেহ হয়ে গেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মোচ ছাটা হয়েছিল কিনা। নাকি ভবিষ্যতে ছাটার জন্য বলেছেন। অন্তঃপর মোচ ছাটা হয়েছিল কি না— এর উল্লেখ নেই।

৬. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عِيَّاشٍ قَالَ قَالَ لَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَ النَّارَ.
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا إختصارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

হাদীস : ৬। মুসা.....হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'টি কাজের (আওনে পাকানো জিনিস ভক্ষণ করে উয়ু করা অথবা না করা র.) শেষেরটি ছিল আওনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উয়ু না করা।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি প্রথমোক্ত হাদীসেরই সংক্ষিপ্তরূপ।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

إِمامُ আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য তাঁদের উক্তি রদ করা, যারা هَذَا تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا سَمَتِ النَّارُ أَخِرُ الْأَمْرَيْنِ -এর রহিত হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, হযরত জাবির রা. এর উক্তি هَذَا تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا سَمَتِ النَّارُ أَخِرُ الْأَمْرَيْنِ এটি স্বতন্ত্র হাদীস নয়, বরং প্রথম হাদীসের সারসংক্ষেপ। প্রথম হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির র. এর হাদীস। যাতে রয়েছে- سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَرِيبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُبْرًا وَلَحْمًا الْحَدِيثِ -ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, উক্তিটি যেহেতু এ হাদীসের সারসংক্ষেপ এবং এই হাদীসের শেষ বিষয় আওন শরীকৃত জিনিস ব্যবহার করে উয়ু না করা সে মজলিসের শেষ কাজ, যাতে প্রিয়নবী সা. এর খেদমতে গোশত রুটি পেশ করা হয়েছিল, ব্যাপক দু'টি কাজের শেষটি নয়, যার ফলে এ উক্তি দ্বারা هَذَا تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا سَمَتِ النَّارُ এর হুকুম রহিত হয়। ইমাম বায়হাকী র. ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তির উদ্ধৃতি দানের পর বলেন-

إِنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَشَارَ بِهَذَا الْكَلَامِ إِلَى أَنَّ مَنْ اسْتَدَلَ بِقَوْلِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا عَلَى نَسْخِ وَجُوبِ الْوُضُوءِ مِمَّا سَمَتِ النَّارَ فَاسْتَدْلَاهُ بِهَذَا الْقَوْلِ غَيْرِ سَدِيدٍ، فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَا يَدُلُّ عَلَى تَرَكَ الْوُضُوءِ مِمَّا سَمَتِ النَّارَ كَانَ أَخِرَ فِعْلِهِ ﷺ مُطْلَقًا، بَلْ هَذَا إختصارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَرِيبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُبْرًا وَلَحْمًا، فَكُلْتُ ثُمَّ دَعَا بِوُضُوءٍ بِهَا ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَكُلْتُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا سَمَتِ النَّارَ كَانَ أَخِرَ الْأَمْرَيْنِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَمْ يُطْلَقْ فَلَا يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى النَّسْخِ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الْوُضُوءَ مِمَّا سَمَتِ النَّارَ بَعْدَ هَذَا الْوَاقِعَةِ.

এর উপর আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেন, এটা প্রমাণহীন ধারণা। কারণ, প্রথম বারে ওয়ু করার কারণ বোধ হয় কোন ওয়ুভঙ্গকারী বিষয় ছিল। গোশত রুটি খাওয়ার কারণে নয়। যদি গোশত রুটি খাওয়ার কারণে হত তবে একথা গ্রহণযোগ্য হত।

যদি আমরা কিছুক্ষণের জন্য মেনে নিই যে, ওয়ু একারণে ছিল, কিন্তু ওয়ু বর্জন ব্যাপক আকারে সর্বশেষ বিষয় ছিল না— এটা আমরা মানি না। আমাদের মতে, এটা ছিল ব্যাপক আকারে সর্বশেষ। যতক্ষণ পর্যন্ত সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হবে না যে, এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগুনে স্পর্শকৃত জিনিস ভক্ষণ করে ওয়ু করেছেন, অথবা ওয়ুর নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে এ বিষয়টি প্রমাণিত নয়।

যদি আমরা কিছুক্ষণের জন্য মেনেও নেই যে, এ উক্তিটি প্রথম হাদীসের সারসংক্ষেপ তবুও এটি আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কারণ, মুহাজ্জিক ইমামগণ আগুনে স্পর্শকৃত জিনিস ভক্ষণের পর ওয়ু রহিত হওয়ার উপর এ উক্তিটি দ্বারাই প্রমাণ পেশ করেছেন। শায়খ খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. এ ব্যাপারে সুদীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচয় : তাঁর নাম জাবির। উপনাম আবু আবদুল্লাহ ও আবু আবদুর রহমান। পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনে আমর এবং মাতার নাম নাসীবাহ। তিনি খায়রাজ গোত্রের সুলাম শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা আমর একজন প্রভাবশালী গোত্রপতি ছিলেন।

জন্ম : এ মহান সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : হযরত জাবির রা.-এর বয়স যখন ১৮ বছর তখন তিনি তাঁর পিতার সাথে মক্কায় আগমন করে আকাবার দ্বিতীয় বায়আত গ্রহণের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার কারো কারো মতে, প্রথম আকাবায় ৭ জন আগন্তুক একজন হিসেবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ : হযরত জাবির রা. বয়সের স্বল্পতার কারণে বদর এবং উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর পিতা উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত অর্জন করার পর তিনি প্রায় সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। তিনি মোট ১৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু মুবাইর সূত্রে ইবনুল আসীর বর্ণনা করেন—

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً.

বিশেষ গুণাবলী : হযরত জাবির রা. খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণকে আহ্বারের জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি হযরত আলী ও মুয়াবিয়া রা.-এর বিরোধকালে হযরত আলী রা.-এর পক্ষ সমর্থন করেন। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ নামায় দেহীতে পড়লে তিনি তার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। মসজিদে নববী থেকে তাঁর বাসা এক মাইল দূর হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে আদায় করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হযরত জাবির রা.-এর যথেষ্ট মিল ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য প্রাণ খুলে বিশেষভাবে দোয়া করতেন।

হাদীসের খেদমত : তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। তাঁর থেকে সর্বমোট ১৫৪০টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে عَلَيْهِ ৬০টি এবং এককভাবে বুখারী ও মুসলিম ২৬টি করে বর্ণনা করেছেন। হযরত জাবির রা. দীর্ঘদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে হাদীস শিক্ষাদান কার্যে লিপ্ত ছিলেন। বহু লোক তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওকাত : হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি ৯৪ বছর বয়সে উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিকের আমলে ৭৪ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে সমাহিত করা হয়।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য : ইকমাল : ৫৮৯, ইসাবা : ১/২১৩ ইত্যাদি।

بَابُ الرَّخْصَةِ فِي ذَالِكَ

অনুচ্ছেদ : এ সম্পর্কে অবকাশ

১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفِصٍ عَنِ الْأَعْبَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ.

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ - وَضَحَ السَّنَدَ وَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح - الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১১। মুসাদ্দাদ..... হযরত আবু হোরাযরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আওনে পাকানো জিনিস খেলে উষু করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ زَيْدٌ دَلَّنِي شُعْبَةُ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ .

ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, মুতী' ইবনে রাশিদ নির্ভরযোগ্য। কারণ, যায়েদ ইবনে হুবাব র. বলেছেন : الشَّيْخُ : هَذَا شَوْ'بَا ر. হাদীসের ইমাম। অতএব, তাঁর ন্যায় মনীষীর দিকনির্দেশনা এর প্রমাণ যে, মুতী দুর্বল নন এবং তাঁর বিষয়টিও অজানা নয়। যদি এমনটি হত তবে শো'বা র. সে শায়খ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতেন না। কিন্তু শো'বা রা স্বয়ং তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন না। ফলে তাঁর দুর্বলতাও বুঝা যায়। অন্যথায়, নিজে কেন রেওয়ায়াত করেন না।

بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ : নিদ্রার কারণে উষু

২. حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ فَبَّاضٍ قَالَ ثَنَا إِسْحَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يَصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤْنَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ فِيهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَخْفِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عَرَبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ .

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَ . هَلِ النَّوْمُ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ؟ بَيْنَ مَذَاهِبَ الْإِسْمَةِ مَعَ الدَّلَائِلِ وَدَفَعَ التَّعَارُضَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح - الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ২। শাব..... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীপণ ইশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতেন। এমনকি ভদ্রাচ্ছতার কারণে তাদের মাথা নড়াচড়া করত-ঢলে পড়ত। তারপর নামায পড়তেন অথচ উয়ু করতেন না।

আবু দাউদ র. বলেন, শো'বা কাতাদা সূত্রে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে আছে- 'আমরা তদ্বায়ে নেতিয়ে পড়তাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় আবু দাউদ র. আরো বলেন, ইবনে আবু আক্কাবা কাতাদা থেকে এ রেওয়াজটি অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন।

নিদ্রা উয়ু ভঙ্গের কারণ কিনা ?

নিদ্রার কারণে উয়ু সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এই মাসআলাতে আত্মা নববী র. আটটি এবং আত্মা আইনী র. দশটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মূলতঃ এ উক্তিগুলোর সারনির্ঘাস হল তিনটি-

১. নিদ্রা সাধারণতঃ উয়ু ভঙ্গকারী নয়। এই মাযহাবটি হযরত ইবনে উমর, আবু মুসা আশআরী রা., আবু মিজলায, হুমাইদ আল-আ'রাজ এবং শু'বা র. হতে বর্ণিত।

২. নিদ্রা সাধারণতঃ উয়ু ভঙ্গকারী। চাই অল্প হোক বা বেশি। এ উক্তিটি হযরত হাসান বসরী, ইমাম যুহরী এবং আওযাই র. থেকে বর্ণিত।

৩. প্রবল ঘুম উয়ু ভঙ্গকারী। হালকা ঘুম উয়ু ভঙ্গকারী নয়। এই মাযহাবটি হল, ইমাম চতুঠয় ও সংখ্যাগরিষ্ঠের। মূলতঃ এই তৃতীয় উক্তিটির প্রবক্তারা এ ব্যাপারে একমত যে, নিদ্রা স্বাভাবিকভাবে উয়ু ভঙ্গকারী নয়; বরং বায়ু বের হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হওয়ার ফলে উয়ু-ভঙ্গকারী হয়। যেহেতু এ সম্ভাব্য কারণ মা'মুলি ঘুমের ফলে সৃষ্টি হয় না, সেহেতু এই মত অবলম্বন করা হল যে, হালকা ঘুম উয়ু ভঙ্গকারী নয়। যেহেতু এ সম্ভাব্য কারণ মা'মুলি ঘুমের ফলে সৃষ্টি হয় না, সেহেতু এই মত অবলম্বন করা হল যে, হালকা ঘুম উয়ু ভঙ্গকারী নয়। আলবৎ প্রবল ঘুম অর্থাৎ এরূপ নিদ্রা যার ফলে মানুষ বেখবর হয়ে যায় এবং জোড়াগুলো ঢিলা হয়ে যায়, সেটি উয়ু ভঙ্গকারী। যেহেতু নিদ্রা অবস্থায় বায়ু বের হওয়ার জ্ঞান হতে পারে না, এজন্য জোড়া ঢিলা হওয়ার ক্ষেত্রে শরঈ মতে বায়ু বের হওয়ার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। যেমন, তিরমিযীর হাদীসে বর্ণিত- **إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ** শব্দ ছাড়াও এটা বোঝা যায় যে, হুকুমটি নির্ভর করে জোড়া ঢিলা হওয়ার উপর। অতএব, যদি জোড়া ঢিলা হওয়া সত্ত্বেও কারো বায়ু বের না হওয়ার ইয়াকীন হয় তবুও উয়ু ভঙ্গে যাবে। যেমন, সফরকে স্থলাভিষিক্ত করে সফরের কসরের নির্ভরতা এর উপরেই করা হয়েছে।

প্রবল নিদ্রার সীমা

অতঃপর, তৃতীয় উক্তিকারীদের মধ্যে জোড়া ঢিলা হওয়া এবং প্রবল নিদ্রার সীমা নির্ধারণে মতবিরোধ হয়ে গেছে।

ইমাম শাফিঈ র. জমিন থেকে নিতম্ব পৃথক হওয়াকে জোড়া ঢিলা হওয়ার নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, তাঁর মতে যেসব নিদ্রায় পেছনের দিক জমিন থেকে পৃথক হয় সেগুলো উয়ু ভঙ্গকারী হবে।

হানাফীদের পছন্দসই মাযহাব হল, ঘুম যদি নামাযের অবস্থায় হয় তাহলে জোড়া ঢিলা হয় না। অতএব, এরূপ নিদ্রা উয়ু ভঙ্গকারী নয়। আর যদি নামাযের অবস্থা ভিন্ন, অন্য পদ্ধতিতে ঘুম হয়, তাহলে যদি জমিনের উপর নিতম্ব নির্ভরশীল থাকে, তাহলে উয়ু ভঙ্গকারী নয়। আর যদি মজবুতভাবে জমিনের উপর নির্ভরতা ফওত হয়ে যায়, তবে উয়ু ভঙ্গকারী। যেমন- কাত হয়ে অথবা চিত হয়ে শুইলে অথবা এক পার্শ্বে শুইলে। এরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি হেলান দিয়ে বসে এবং এ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, তবে যদি নিদ্রা এ পরিমাণ প্রবল হয় যে, আশ্রয় সরিয়ে ফেললে লোকটি পড়ে যায় তাহলে এই ঘুমও উয়ু ভঙ্গকারী হবে। আর, এমনভাবে জমিনের উপর মজবুতভাবে নির্ভরতা খতম হয়ে যায়।

○ হযরত গাস্‌হী র. বলেন, ঘুম উযু ভঙ্গকারী হওয়া মূলতঃ নির্ভর করে এই অনুচ্ছেদের হাদীসের সুস্পষ্ট বিবরণ মুতাবিক জোড়া ঢিলা হওয়ার উপর। এ কারণেই ফুকাহায়ে কিরাম বিভিন্ন আলামত নির্ধারিত করেছেন। যেহেতু জোড়া ঢিলা হওয়া কাল এবং মানুষের শক্তির দিকে লক্ষ্য করলে পরিবর্তিত হতে থাকে, সেহেতু এই সীমাগুলো স্থায়ী নয়। অতএব, হানাফীদেরও আজকাল স্বীয় মাযহাবের উপর জেদ না ধরা উচিত যে, নামাযের অবস্থায় ঘুমালে উযু ভাঙ্গে না। কারণ, এ যুগে নামাযের অবস্থায়ও জোড়া ঢিলা হয়ে যায়। এ কারণে অনেক সময় দেখা যায়, নামাযের অবস্থায় নিদ্রাকালে উযু ভেঙ্গেও যায় এবং নিদ্রামগ্ন ব্যক্তির এ সম্পর্কে অনুভূতি পর্যন্ত হয় না।

মোটকথা, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম উক্ত হাদীসটির এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, যে ঘুম প্রবল হয় না, যাতে জোড়া ঢিলা হয় না, সেটি উযু ভঙ্গকারী হয় না। এটাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাত হয়ে শোয়া দ্বারা এজন্য ব্যক্তি করেছেন যে, সাধারণত এ প্রকারের নিদ্রা এ অবস্থাতেই হয়ে থাকে।

ইমাম তিরমিযী র. উক্ত হাদীসের সনদে কোন আপত্তি তোলেননি। কিন্তু মূলতঃ এর সনদে কিছু কথা হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ র.-এর সনদের উপর দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন-

১. এই রেওয়ায়াতটি নির্ভর করে আবু খালিদ ইয়াযীদ ইবনে আব্দুর রহমান দালানীর উপর। যাকে দুর্বল বলা হয়েছে।

২. এই রেওয়ায়াতটি কাতাদা-আবুল আলিয়া সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অথচ কাতাদা আবুল আলিয়া থেকে শুধু চারটি হাদীস শুনেছেন। কাজেই এরূপ মনে হচ্ছে যে, এই হাদীসের সনদ বর্ণনায় আবু খালিদ দালানীর ভুল হয়েছে যে, তিনি কাতাদা এবং আলিয়ার মাঝে একটি সূত্র ছেড়ে দিয়েছেন। এ কারণে ইমাম আবু দাউদ র.-এর ঠোক এ হাদীসটির দুর্বলতার দিকে। কিন্তু অন্যান্য আলিম ইমাম আবু দাউদের এই প্রশ্নগুলো রদ করে দিয়েছেন। কারণ, আবু খালিদ দালানী একজন বিতর্কিত রাবী। যেখানে তার সম্পর্কে 'দুর্বল' বলে মন্তব্য করা হয়েছে, সেখানে অনেক ইমাম তাঁকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। নির্ভরযোগ্য সাব্যস্তকারীদের মাঝে বড় বড় মুহাদ্দিসও রয়েছেন। যেমন- ইবনে আবু হাতিম, ইবনে জারীর তাবারী র.।

বাকী রইল, কাতাদা আবুল আলিয়া থেকে শুধু চারটি হাদীস শুনেছেন এই বিষয়টি। যদি আবু খালিদ দালানীকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা হয় তাহলে কাতাদা কর্তৃক আবুল আলিয়া থেকে বর্ণিত এটি হবে পঞ্চম রেওয়ায়াত। অতএব, এ হাদীসটি হাসানের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে নয়।

নিদ্রা উযু ভঙ্গকারী না হবার প্রমাণ

যারা নিদ্রাকে সাধারণতঃ উযুভঙ্গকারী বলেন না, তাদের প্রমাণ হযরত আনাস রা.-এর শক্তিশালী হাদীসটি-

قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ .

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ঘুমাতেন অতঃপর উযু না করে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন।'

○ সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ থেকে এর উত্তর হল, এখানে ঘুম দ্বারা উদ্দেশ্য হল হালকা ঘুম, প্রবল নয়। যার প্রমাণ হল, এই হাদীসটির কোন কোন সূত্রে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের এই ঘুম ছিল ইশার নামাযের অপেক্ষায়। প্রকাশ থাকে যে, নামাযের অবস্থায় ঘুম প্রবল হওয়া মুশকিল।

○ কিন্তু এর উপর প্রশ্ন হয় যে, এই রেওয়ায়াতের কোন কোন সূত্রে এই শব্দও রয়েছে حَتَّى تَخْفُقَ (এমনকি তাঁদের মাথা ঝিমুতে ঝিমুতে থাকত) এবং ইবনে আবু শায়বা, আবু ইয়া'লা, তাবারানী, মুসনাদে আহমদ ইত্যাদিতে غَطِيطًا (এমনকি আমি কারো কারো নাক ডাকার আওয়াজ শুনতাম তালখীসুল হাবীর : ১/১১৯) আর কোনটিতে يَوْفِظُونَ

৩ এর উত্তর হল, হযরত আনাস রা.-এর এই রেওয়াজাতের সবগুলো সূত্র সামনে রাখার পর বোঝা যায়, কোন কোন সাহাবীতো বসে বসে ঘুমাতেন, এরূপ সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে- **تَخَفُّوْا رُؤْسَهُمْ** (তাদের মাথা কিছুতে কিছুতে দুলতে থাকতো) আর কারো কারো এ সময় নাক ডাকার অবস্থাও হয়ে যেত। তাদেরকে নামাযের জন্য জাগানোর প্রয়োজন হত। কিন্তু যেহেতু এগুলো সব বসা অবস্থায় হত এজন্য উম্মুর প্রয়োজন হত না। অন্য কোন কোন সাহাবী পার্শ্বে শুয়ে পড়তেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কারো কারো ঘুম প্রবল হত না। এজন্য এজন্য তাদের উম্মুর প্রয়োজন হত না। আর কারো কারো ঘুম হত প্রবল। আর এ অবস্থায় নাক ডাকাও শোনা যেত। কিন্তু এরূপ সাহাবীগণ উম্মু ছাড়া নামায পড়তেন না। এ কারণে মুসনাদে বাযযারে হযরত আনাস রা.-এর এই রেওয়াজাতে নিম্নোক্ত শব্দ বর্ণিত হয়েছে-

‘তারা তাদের পার্শ্বে শুয়ে ঘুমাতেন। অতঃপর তাদের কেউ উয়ু করতেন। আবার কেউ উয়ু করতেন না।’

عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ أَنَاثٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ يَضَعُونَ جُودَهُمْ فَيَنَامُونَ فَوَنَّهُمْ مَنْ
بَتَضًا وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَضًا.

আল্লামা হায়সামী র. 'মাজমাউয যাওয়ানিদে' এই রেওয়ায়াতগুলো সম্পর্কে বিতর্ক বলে মন্তব্য করেছেন। যদ্বারা বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যায়। বিস্তারিত এই বিবরণ দিয়েছেন শায়খ উসমানী র. 'ফাতহুল মুলহিম শরহে সহীহ মুসলিম' প্রথম খণ্ডের শেষে।

-দ্রষ্টব্য : মাজমাউয যাওয়ানিদ : ১/৩৪৮

قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَنِيهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ أَيْ أَنَسُ رَضِ كُنَّا نَحْفِقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য হল, এ হাদীসটি কাতাদা থেকে হিশাম দাসতায়ওয়াই র.ও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে **عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ** শব্দ নেই। অতএব, এই রেওয়ায়াত দ্বারা সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় না যে, সাহাবায়ে কিরামের ঘুমের ঝিমুনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানার ঘটনা, না তৎপরেবর্তীকালের। কিন্তু শো'বা কাতাদা থেকে যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে হযরত আনাস রা. এর বিবরণ হল, সাহাবায়ে কিরামের ঘুমের ঝিমুনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেই হয়েছিল। কারণ, ঝিমুনির কারণে মাথা নড়াচড়ার স্বেচ্ছাধন স্বয়ং হযরত আনাস রা.-এর দিকেই করেছেন। **كُنَّا نَخْفُو** বাক্যে এই স্বেচ্ছাধন সাহাবায়ে কিরামের দিকে হয়েছে। এতে **عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ** শব্দও আছে। ফলে দু'টি কথা জানা গেল : ১. ঘুমের ঝিমুনি হযরত আনাস রা. এরও হয়েছিল। ২. এ ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের।

হিশাম দাসতায়ুয়াইর রেওয়ায়াতে বিমুনিতে মাথা দুলার কথা তো আছে, কিন্তু কোন সময় বা কোন যুগে এটা হয়েছে, তা শব্দ দ্বারা জানা যায় না। এবং সম্বোধন আসহাবের দিকে আছে কিন্তু কোন আসহাব তা জানা যায়নি। এমনিভাবে এ ঘটনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুনিয়া ত্যাগের আগে না পরে তাও জানা যায়নি।

সম্ভবত ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এই অতিরিক্ত অংশের বিবরণ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা যে, এ ঘটনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের। এমতাবস্থায় এই রেওয়ায়াতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আনাস রা. এর রেওয়ায়াতের অনুকূল হয়ে যাবে। এ সমস্ত হাদীস যেন এর প্রমাণ যে, ঘুম ওয়ু ভঙ্গের কারণ নয়, যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন। তবে শরীরের জোড়াগুলো ঢিলে হয়ে গেলে নিদ্দা অবশ্যই ওয়ু ভঙ্গের কারণ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ يَلْفِظُ آخَرَ .

হযরত সাহাবানপুরী র. বলেন, আমি যেসব কিতাবে অনুসন্ধান করেছি সেগুলোর কোন একটিতে এ হাদীসটি পেলাম না। অবশ্য ইমাম বায়হাকী র. "بَابُ مَا رَوَدَ فِي نَوْمِ السَّاجِدِ" তে ইয়াযীদ ইবনে আবু খালিদ দালানীর হাদীস নেয়ার পর আরেকটি রেওয়ায়াত এনেছেন। সেটি সম্পর্কে তিনি বলেন—

وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَ

قَوْلُهُ أَيْ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَ

বোধহয় এ হাদীস দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উপর মওকুফ সে হাদীসটি উদ্দেশ্য করেছেন। এই হিসেবে ইমাম আবু দাউদ র.-এর বক্তব্য যদি হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আসন্ন হাদীসের পরে রাখতেন তবে অধিক সমীচীন হত।

٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِبَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفَعُ كَمْ يَقُومُ فَيَصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ ، فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتُ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتُ؟ فَقَالَ إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا . زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادُ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرَحَّتْ مَفَاصِلُهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَوْلُهُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا يَزِيدُ (أَبُو خَالِدٍ) الدَّالَانِيُّ عَنْ قَتَادَةَ . وَرَوَى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَى لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُحْفُوظًا . وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي وَقَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِبَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضَى فِي الصَّلَاةِ وَحَدِيثُ الْقُضَاةِ ثَلَاثَةٌ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي رَجُلًا مَرَضِيئُونَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَارْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ .

হাদীস : ৪। ইয়াহইয়া..... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদার গিয়ে (কখনো) ঘুমিয়ে যেতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ আসতো। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, উষু করতেন না। আমি তাঁকে বললাম, আপনি উষু না করেই নামায পড়লেন। অথচ আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? তখন তিনি বলেন, ওষু করতে য় কেবল পার্শ্বে শুয়ে ঘুমালে উসমান ও হান্নাদ আরেকটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেন- তিনি বললেন : কারণ পার্শ্বে শুয়ে ঘুমালে শরীরের বাঁধন ঢিলা হয়ে যায়।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায় উষু করা তার কর্তব্য- এ হাদীসটি মুনকার। একমাত্র ইয়াযীদ দালানী তা কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের প্রথমাংশ একদল রাবী ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে নিরাপদ ছিলেন (যে তার শরীর থেকে কিছু বের হয়ে যাবে, অথচ তিনি টের পাবেন না)। হযরত আয়েশা রা. বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

আর শোবা বলেছেন- কাতাদা আবুল আলিয়া থেকে কেবল চারটি হাদীস শুনেছেন। ১. ইউনুস ইবনে মাতার হাদীস, ২. নামায সংক্রান্ত ইবনে উমর রা.-এর হাদীস ৩. الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ হাদীস ও ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীস- حَدَّثَنِي رَجُلٌ مَرَّ ضَيْوْنٌ مِنْهُمْ عُمَرُو رَضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

زَادَ عُثْمَانُ وَهَنًا فَإِنَّهُ إِذَا ضَطْجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاوِهُ.

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ বক্তব্য দ্বারা ধীম উত্তাদগণের মাঝে পার্থক্য উল্লেখ করা। অর্থাৎ, এই অতিরিক্ত অংশ তাঁর উত্তাদ উসমান ও হান্নাদের রেওয়াজাতে আছে। কিন্তু ইয়াহইয়া ইবনে মাস্কিনের রেওয়াজাতে নেই।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَوْلُهُ الرُّضُوهُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا يَزِيدُ الدَّالَائِيُّ

মুনকার হাদীস হল, যাতে দুর্বল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করেন। পূর্বে বলা হয়েছে, আবু খালিদ দালানী দুর্বল। অতএব, তাঁর হাদীস মুনকার হবে। এসব উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য দালানীর হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা। তাছাড়া, কাতাদা আবুল আলিয়া থেকে শ্রবণও করেননি। অতএব, হাদীসটি মুনকাতি'ও বটে।

بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ الْأَذَى بِرَجْلِهِ

অনুচ্ছেদ : যে পায়ে ময়লা মাড়ায়

۱. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ وَجَرِيرٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوَاطِنِي وَلَا نَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيبٍ عَنْ مَسْرُوقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ هَنَادُ عَنْ شَقِيبٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ .

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرَحَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১। হান্নাদ.....শাকীক র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ রা. বলেছেন, ময়লা-আবর্জনা অতিক্রম করার পর আমরা উযু করতাম না এবং (নামাযে) চুল ও কাপড়-চোপড়ও সামলাতাম না।
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطَى .

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায পড়তাম অথচ ময়লা মাড়িয়ে উযু করতাম না।’

مَوْطَى শব্দের মীম মাসদারী। যার অর্থ হল মাড়ানো। উদ্দেশ্য এরূপ নাপাক যেগুলো পা দিয়ে মাড়ানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি চলার সময় পায়ে কোন নাপাক লেগে যায় এর ফলে আমরা উযু করি না। এ কারণে এ ব্যাপারে সমস্ত ফুকাহা ইজমা রয়েছে যে, এর দ্বারা উযু ওয়াজিব হয় না। অবশ্য যদি ভিজা নাপাক লাগে তবে ধোয়া জরুরী।

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسَى مُعَارِفَةً لِبِهِ أَيْ لِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ أَوْحَدْتُهُ أَيْ حَدَّثَ شَقِيقٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ أَيْ مَسْرُوقٌ قَالَ أَيْ مَسْرُوقٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ قَالَ هَذَا يَسْنَدُهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ أَوْ حَدَّثَهُ أَيْ حَدَّثَ الْأَعْمَشُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ أَيْ شَقِيقٌ . قَالَ أَيْ شَقِيقٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর বক্তব্যের সারনির্ধাস হল, তাঁরা তিনজন উস্তাদ রয়েছে- ১. হান্নাদ ইবনে সারী, ২. ইবরাহীম ইবনে আবু মু‘আবিয়া, ৩. উসমান ইবনে আবু শায়বা।

উসমান ইবনে আবু শায়বা তাঁর সনদে قَالَ عَبْدُ اللَّهِ বলেন। তিনি তাঁর সনদে শাকীক এবং আবদুল্লাহর মাঝে মাসরুকের সূত্র উল্লেখ করেননি। এ সনদটি ইমাম আবু দাউদ র. সনদ পরিবর্তনের পর হাদীস উল্লেখের পূর্বে এনেছেন। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উস্তাদ ইবরাহীম ইবনে আবু মু‘আবিয়া তাঁর সনদে উল্লেখ করেছেন-

الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي قَالَ شَقِيقٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْحَدِيثَ .

এখানে উপরোক্ত দুই রাবীর মাঝে মাসরুকের মধ্যস্থতা রয়েছে।

عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْحَدِيثَ .

এর যমীরে মাজরুর মাসরুকের দিকে ফিরেছে। এমতাবস্থায় শাকীক এবং মাসরুকের মাঝে দ্বিতীয় আরেকটি সূত্র বেরিয়ে আসে। কিন্তু সে সূত্রটি অজানা। প্রথম ছুরতে অর্থ্যাৎ عَنْهُ ছুরতে শাকীক এবং আবদুল্লাহর মাঝে একটি সূত্র। আর দ্বিতীয় তথা مَسْرُوقٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْحَدِيثَ . এটি সূত্র দুটি সূত্র হয়ে গেছে। এক সূত্র মাসরুক অপরটি শাকীক এবং আবদুল্লাহর মাঝে অজ্ঞাত। এটি

ছুরতে বেরিয়েছে। কিন্তু উসমান ইবনে আবু শায়বার রেওয়ায়াতে মাসরুক বা অন্য কারও মাধ্যম ছিল না। এ হল ইবরাহীম ইবনে আবু মু'আবিয়ার উপরোক্ত ইবারতের সারনির্ধাস।

ইমাম আবু দাউদের উত্তাদ হান্নাদ বলেছেন- **عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شُقَيْبٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ بِصَبْغٍ** -এখানে যমীরে নায়েবে ফায়েল আ'মশের দিকে ফিরেছে এবং **عَنْهُ** এর যমীরে মাজরুর শাকীকের দিকে ফিরেছে। প্রথম ছুরতে আ'মশ ও শাকীকের মাঝে কোন সূত্র নেই। দ্বিতীয় ছুরতে অর্থাৎ **عَنْهُ** ছুরতে একটি সূত্র তাদের মাঝে প্রমাণিত হয়। তবে এ সূত্র অজ্ঞাত। এতে মাসরুক ও অন্যের কোন সূত্র বের হয় না।

মোটকথা, এই শেষ ছুরতে যেন তিনটি সূত্র বাদ পড়ে যায়- একটি আ'মশ ও শাকীকের মাঝে অজ্ঞাত। আরেকটি শাকীক ও মাসরুকের মাঝে অজ্ঞাত। আরেকটি শাকীকের এবং আবদুল্লাহর মাঝে। সেটি হল- মাসরুক।

আর যদি উভয় **حَدَّثَهُ** মারুফ পড়া হয়, তবে সেটাও বিতর্ক হতে পারে। এমনভাবে ইবরাহীম ইবনে আবু মু'আবিয়ার রেওয়ায়াতের সারনির্ধাস বের হবে, শাকীক এ হাদীসটি মাসরুক থেকে **عَنْ** অথবা **تَحْدِيثٍ** শব্দে রেওয়ায়াত করেছেন। এমনভাবে হান্নাদের রেওয়ায়াতটিকেও এর উপর কিয়াস করুন।

بَابُ فِي الْمَذْيِ

অনুচ্ছেদ : মযী

۲. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النُعْمَانِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَسَّارٍ عَنِ الْقِدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ عَنْهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ فَإِنَّ عِنْدِي إِبْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ قَالَ الْقِدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْتَضِعْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءًا لِلصَّلَاةِ.

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . عَرِّبِ الْمَنَى وَالْمَذْيَ وَالْوَدْيَ . مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ ؟ بَيِّنْ دَفْعَ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ فِيهِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح . أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا عَلِيِّ رَضِيَ عَنْهُ أَوْ مَقْدَادٍ رَضِيَ .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ২। আবদুল্লাহ.....হযরত মিকদাদ ইবনুল আস'ওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা. তাকে হুকুম দিলেন, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে স্ত্রীর নিকটবর্তী হলেই তার যৌনরস নির্গত হয়। এমনভাবেই সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা আমার নিকট রয়েছে, তাই আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছি। হযরত মিকদাদ রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন- তোমাদের কারো এরূপ অবস্থা হলে সে যেন তার লজ্জাহীন খোয় এবং নামাযের উয়ুর ন্যায় উয়ু করে।

মনী, মযী ও ওয়াদীর সংজ্ঞা

فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْنِيُّ : পুরুষাঙ্গ থেকে যা স্বভাবত বের হয় তা পেশাব ছাড়া মোট তিন প্রকার। মনী, মযী, ওয়াদী।

মনী বা বীর্যের ব্যাপক সংজ্ঞা হল—

مَاءٌ أَبْيَضٌ ثَخِينٌ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَهُوَ يَتَدَفَّقُ فِي خُرُوجِهِ وَيَخْرُجُ بِشَهْوَةٍ مِنْ بَيْنِ صُلْبِ الرَّجُلِ وَتَرَائِبِ الْمَرْأَةِ وَتَسْتَعْقِبُهُ الْفُتُورُ وَلَهُ رَائِحَةٌ كَرَائِحَةِ الطَّلَعِ . (ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين)

‘সাদা’ ঘন রস, তদ্বারা সন্তান জন্ম নেয়। এটি সবেগে বের হয়। যৌন চাহিদা সহকারে পুরুষের পৃষ্ঠদেশ ও মহিলার বক্ষ ও পাজড়ের মধ্য থেকে বের হয়। এরপর দুর্বলতা নেমে আসে। এতে খেজুরের রসের দুর্গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ আছে। এটির দুর্গন্ধ আটার দুর্গন্ধের কাছাকাছি।’

হাফিজ ইবন হাজার র. বলেছেন—

وَمِنْهُ الْمَرْأَةُ مَاءٌ أَبْيَضٌ لَا مِثْلَ بَيَاضِ مَائِهِ رَقِيقٌ وَلَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ .

‘রমণীর বীর্য সাদা রস। পুরুষের ন্যায় সাদা নয়। এটি তরল। তাতে দুর্গন্ধ নেই।’

এটাকে কোন কোন ফকীহ এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

وَمِنْهُ الْمَرْأَةُ أَصْفَرُ رَقِيقٌ وَقَدْ يَبْيِضُ لِفَضْلِ قُرَّتِهَا .

হয়, নারীর শক্তির দাপটে।

মযীর সংজ্ঞা

هُوَ مَاءٌ أَبْيَضٌ رَقِيقٌ وَقَدْ لَزَجَ يَخْرُجُ عِنْدَ الْمَلَاعَةِ أَوْ تَذَكُّرِ الْجَمَاعِ أَوْ أَرَادَتْهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَا دَفْقٍ وَلَا يَعْقِبُهُ فُتُورٌ وَرِسْمًا لَا يُحِيسُ بِخُرُوجِهِ وَهُوَ أَغْلَبُ فِي النِّسَاءِ مِنَ الرَّجُلِ . (هذا ملخص ما قاله ابن جحر رح وابن نجيم رح)

‘এটি সাদা তরল লাসা জাতীয় রস। এটি নির্গত হয় শৃঙ্গারের সময় অথবা সঙ্গমের কথা খেয়াল করলে বা তার ইচ্ছা করলে যৌন চাহিদা ও বেগ ব্যতীত। এরপর দুর্বলতা নেমে আসে না। অনেক সময় তা নির্গত হওয়ার বিষয়টি অনুভূতও হয় না। এটি পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে বেশী ও প্রবল হয়ে থাকে।’

ওয়াদীর সংজ্ঞা

هُوَ مَاءٌ أَبْيَضٌ كَدِرٌ ثَخِينٌ يَشْتَبِهُ الْمَنِيَّ فِي الشَّخَانَةِ وَيَخَالِفُهُ فِي الْكَدُورَةِ وَلَا رَائِحَةَ لَهُ يَخْرُجُ عَقِيبَ الْبَوْلِ إِذَا كَانَتْ الطَّبِيعَةُ مُسْتَمْسِكَةً وَعِنْدَ حَمَلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ وَيَخْرُجُ قَطْرَةً أَوْ قَطْرَتَيْنِ وَتَحَوُّهُمَا . (البحر الرائق ج ١ - ص ٦٢ وشرح المذهب : ١٤٠/٢)

‘এটি হল মলিন সাদা ঘন রস। ঘনত্বের দিক দিয়ে এটি বীর্যের মতো; কিন্তু মলিনতার দিক দিয়ে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর কোন দুর্গন্ধ নেই। এটি প্রস্রাবের পর নির্গত হয়, যখন স্বভাব মজবুত ও সুঠাম থাকে। ভারী জিনিস বহন করার সময়ও এটি বের হয়। এটি এককোঁটা বা অনুরূপ করে নির্গত হয়।’

ওয়াদী কখনো পেশাবের পূর্বে আবার কখনও পেশাবের সাথে বের হয়। এজন্য কোন কোন ফকীহ বলেছেন, **يَخْرُجُ مَعَ الْبَوْلِ** (প্রস্রাবের সাথে নির্গত হয়।) আবার কেউ বলেছেন- **يَسْبِقُ الْبَوْلَ** (প্রস্রাবের আগে বের হয়।) এ দুটোতে কোন বৈপরীত্য নেই।

বীর্য যখন যৌন কামনাসহ বের হবে তখন সর্বসম্মতিক্রমে তা গোসল ওয়াজিবের কারণ হয়। আর যদি যৌন আবেদন ছাড়া বের হয়, তবে তাতে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীদের মতে তা গোসল ওয়াজিবের কারণ নয়। কোন কোন ফকীহের মতে গোসল ওয়াজিবের কারণ।

এরূপভাবে বীর্যের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। এ সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। মযীর অপবিত্রতা এবং উয়ু ভঙ্গের কারণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। অবশ্য পবিত্র করার পদ্ধতিতে মতানৈক্য রয়েছে। যার বিবরণ দরসে তিরমিযীতে আছে। আর ওয়াদী যে নাপাক এবং উয়ু ভঙ্গকারী এবং এর পবিত্রকরণের পদ্ধতি- সবগুলোতে একমত রয়েছে।

মযী নিয়ে প্রশ্ন সংক্রান্ত হাদীসগুলোর বিরোধাবসান

এখানে এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, হাদীসে বর্ণিত হয়রত আলী রা.-এর উক্তি **سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ**। হারা বোঝা যায় যে, মযী সম্পর্কে তিনি নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াতে এসেছে, **أَمَرْتُ** (আমি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দিয়েছিলাম) নাসাঈর এক রেওয়ায়াতে হয়রত আদার রা.-কে আর ষিঠীয় এক রেওয়ায়াতে হয়রত মিকদাদ রা.-কে প্রশ্নকারী বলা হয়েছে। এসব রেওয়ায়াত বিতর্ক। এরূপভাবে আবু দাউদের রেওয়ায়াতগুলোতে হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ রা. এবং হয়রত সাহল ইবনে হনাইফ রা.-কে এবং তাবারানীর রেওয়ায়াতে হয়রত উসমান রা.-কে প্রশ্নকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ তিনটি রেওয়ায়াত দুর্বল। অতএব, এগুলোর ইখতিলাফ গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য পূর্বের সহীহ রেওয়ায়াতগুলোতে বৈপরীত্য পাওয়া যায়।

○ ইবনে হাক্বান র.-এর উত্তর এই দিয়েছেন যে, মূলতঃ প্রশ্নকারী হয়রত আলী রা. এবং প্রশ্নের মজলিসে হয়রত আদার ও মিকদাদ রা.ও ছিলেন। এজন্য কখনও তাদের দিকেও সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার র. এই উত্তরটি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন এই উত্তরটি নাসাঈর রেওয়ায়াতের বিপরীত। যাতে হয়রত আলী রা. বলেন-

كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وَكَانَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ تَحْنِي فَاَسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ جَالِسٍ إِلَيَّ جَنَّبِي سَلَهُ الْخ.

‘আমি প্রচুর মযী বিশিষ্ট পুরুষ ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ছিলেন আমার স্ত্রী। অতএব, আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছিলাম। ফলে আমার পাশে বসা এক ব্যক্তিকে বললাম, তুমি জিজ্ঞেস কর।’

-নাসাঈঃ ১/৩৬

এর হারা বোঝা যায় যে, স্বয়ং তিনি প্রশ্ন করেননি।

○ হাফিজ র. বলেছেন, ইমাম নববী র.-এর উত্তরটি বিতর্ক যে, হয়রত আলী রা. এ মাসআলাটি হয়রত মিকদাদ এবং হয়রত আদার ইবন ইয়াসির রা. উভয়ের মাধ্যমে হয়তো জিজ্ঞেস করেছিলেন। যেহেতু হয়রত

আলী রা. নির্দেশদাতা, আর ক্রিয়ার সম্বোধন যেরূপভাবে আদিষ্ট ব্যক্তির দিকে হয় এরূপভাবে নির্দেশদাতার দিকেও হয়, এজন্য প্রশ্নের সম্বোধন হযরত আলী, হযরত আশ্কার, হযরত মিকদাদ রা. তিন জনের দিকে একই সময়ে সঠিক এবং বিতুচ্ছ। অতএব, কোন বৈপরীত্য রইল না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِقْدَادِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ .

সম্ভবত এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এই রেওয়াজাত এবং পিছনের দু'টি রেওয়াজাতের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করা। কারণ, উপরোক্ত দু'টি হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনাকারী হযরত মিকদাদ রা.। হযরত আলী রা. হযরত মিকদাদ রা.-কে শুধু নির্দেশ দিয়েছিলেন এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেসও করেছিলেন। মিকদাদ রা.-এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। হযরত আলী রা.ও এ হাদীসটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন ও এটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন- তা নয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট এই রেওয়াজাতে সাওরী র. এবং একটি দল হিশাম থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণকারী সাব্যস্ত করেছেন হযরত আলী রা.-কে। অথচ বাস্তব ঘটনা অনুরূপ নয়। বরং মিকদাদ রা.-ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। অতঃপর, তিনি কিভাবে হযরত আলী রা. থেকে রেওয়াজাতকারী হলেন? কাজেই الْمِقْدَادُ عَنْ শব্দ এতে না হওয়াই অধিক সংগত। মিসরী কপিতে এ শব্দটি নেই। অতএব, এটি উহ্য করাই সমীচীন।

হযরত আলী রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : তাঁর নাম আলী। উপনাম আবুল হাসান ও আবু তোরাব। উপাধি হচ্ছে- আসাদুল্লাহ ও হায়দার। পিতার নাম আবু তালিব। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই। তিনি ১১ বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেন। বালকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। ২য় হিজরীতে নবীকন্যা হযরত ফাতিমা রা.-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

হিজরত : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরতের সময় হযরত আলী রা.-কে স্বীয় বিছানায় শায়িত রেখে যান, যাতে তাঁর কাছে গচ্ছিত আমানত তিনি মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের তিন দিন পর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে তিনি মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন।

জিহাদ : তাবুকের যুদ্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ যুদ্ধ ছাড়া তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। খায়বার অভিযানে তিনিই ইয়াহুদীদের দুর্গগুলো জয় করেন। তাছাড়া বদর, উহুদ, আহযাব ইত্যাদি যুদ্ধে মহাবীরত্ব সহকারে জিহাদ করেন।

ফাযায়েল : হযরত আলী রা.-এর অন্যতম মর্যাদা হচ্ছে-

১. তিনি বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।
২. তিনি আশারায় মুবাশশারার অন্যতম সাহাবী।
৩. তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাত ভাই, জামাতা ও চতুর্থ খলীফা।

৪. বীরত্বের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আসাদুদ্দাহ বা আদ্বাহর সিংহ উপাধি দিয়েছিলেন।

৫. তার সম্বন্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

ক. আমি জ্ঞানের শহর আর আলী এর দরজা।

খ. তুমি আমার পক্ষ থেকে তেমন পর্যায়ের, যেমন হযরত হারুন আ. মুসা আ.-এর পক্ষ থেকে।

গ. আদ্বাহ তা'আলা আলীর প্রতি রহম করুন। আয় আদ্বাহ! আলী যেদিকে যাবে তুমি হককে সেদিকে ঘুরিয়ে দাও।

ঘ. তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফয়সালাদাতা আলী।

ঙ. আদ্বাহ ও তৃতীয় রাসূল তাকে ভালবাসেন, সেও আদ্বাহ ও তৃতীয় রাসূলকে ভালবাসে।

চ. আমি বিশ্বনেতা, আর আলী আরব নেতা।

খলীফারূপে দায়িত্ব পালন : হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান রা.-এর খিলাফত আমলে তিনি মন্ত্রী ও উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর ৩৫ হিজরীতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর খিলাফতকাল ছিল ৪ বছর ৯ মাস।

হাদীস বর্ণনা : হযরত আলী রা. হতে সর্বমোট ৫৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বুখারী মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২০টি। আবার এককভাবে বুখারী শরীফে ৯টি এবং মুসলিম শরীফে ১৫টি হাদীস রয়েছে।

ওকাত : হযরত আলী রা. ৪০ হিজরীর ১৮ই রযমান তরুবার প্রভাত্রে কুফা নগরীতে ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে জামাআতে বাওয়ায়র সময় আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম নামক এক দুর্বৃত্ত কর্তৃক মারাত্মক আহত হন। এর তিনদিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন। তাকে কুফার জামে মসজিদের পার্শ্বে কারো মতে নাজফে আশরাফে দাফন করা হয়েছে।

— বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ইকমাল : ৬০২, ইসাবা : ২/৫০৭ - ৫০৮; উসদুল গাবাহ : ৪/৮৭ - ৮৮ ইত্যাদি।

১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ تَنَا ابْنُ أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِيثِ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضٍ قَالَ قُلْتُ لِمَقْدَادٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضٍ - وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَدَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ أَتَشَبَّهِه.

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْعَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَضٍ . أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا مَقْدَادٍ رَضٍ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৪। আবদুদ্বাহ..... হযরত আলী ইবন আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মিকদাদকে বললাম... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বিবরণ দেন। মিকদাদ রা. কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অপর এক রেওয়ামাতে ‘অণুকোষধয়ের’ উল্লেখ নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضٍ .

ইতোপূর্বে এসেছে যে, **عَنِ الْمُقَدَّادِ** শব্দটি সহীহ নয়। এই চতুর্থ হাদীসটিতে অর্থাৎ, মাসলামা-হিশাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতটিতে মিকদাদ শব্দ নেই। বরং আছে এরূপ—

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِيثِ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ قَالَ قُلْتُ لِلْمُقَدَّادِ -

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত আলী রা.-এর পূর্বে মিকদাদ নেই। বরং আলী রা. মিকদাদ থেকে বর্ণনা করেন। এই **عَنِ الْمُقَدَّادِ** দ্বারা এর সমর্থন হল। কিন্তু হযরত আলী রা. থেকে উরওয়া শুনেননি। অতএব, এই চতুর্থ হাদীসটিতে **حَدَّثَهُ** মাজহুল পড়া হবে। **رَضِيَ** এর স্থলে কোন কোন কপিতে **إِنَّ عَلِيَّ** এর বাক্য রয়েছে। মাসলামার হাদীস এবং এই তালীকটি এখানে নেয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল— যুহাইর-হিশাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিকে **أَنْثَبِينَ** এর উল্লেখে শক্তি জোগানো। অতঃপর, সামনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের তালীক এর পরিপন্থী উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে **أَنْثَبِينَ** এর উল্লেখ নেই।

মোটকথা, এতে সারনির্ধাস হল, তিনটি বিষয়—

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণকারী এবং রেওয়ায়াতকারী হযরত আলী রা. নাকি মিকদাদ রা.।

প্রথম ও দ্বিতীয় তালীক দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আলী রা.। তৃতীয় তালীক দ্বারা বুঝা যায়, হযরত মিকদাদ রা.। আরেকটি বিষয় হল— যুহাইরের হাদীস হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে জানা যায় যে, এখানে এর উল্লেখ নেই।

তৃতীয় বিষয়টি হল— হাদীসের সনদের মধ্যে ইয়তিরাব রয়েছে। কারণ, যুহাইরের রেওয়ায়াতে আছে—

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ قَالَ قُلْتُ لِلْمُقَدَّادِ رَضِيَ -

সাগরী, মুফাযাল ইবনে ফাযালা ও ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়াতে আছে—

عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

মাসলামার রেওয়ায়াতে আছে—

عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِيثِ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ قَالَ قُلْتُ لِلْمُقَدَّادِ رَضِيَ -

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতে আছে—

عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ -

হযরত মিকদাদ রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি : নাম— মিকদাদ। উপনাম— আবু আমর, আবু মা'বাদ। তাঁর আসল পিতার নাম আমর। তাঁর পিতা বনু কিন্দা সপ্তায়ের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। আর তিনি আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুস যুহরীর সাথে মৈত্রীতে আবদ্ধ ছিলেন। আসওয়াদ মিকদাদ রা.-কে পোষ্যপুত্র ঘোষণা দেন। আর এ কারণে তাঁকে ইবনে আসওয়াদ বলা হয়।

বংশধারা : মিকদাদ ইবনে আমর ইবনে সা'লাবা ইবনে মালিক ইবনে রবীয়া ইবনে সুমামা ইবনে মাতরুদ বাহরানী-কিন্দী।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ : তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ৬ষ্ঠ মুসলমান।

জিহাদ : তিনি বদর যুদ্ধসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন।

কামালাত ও গুণাবলি : যির ইবনে হুবাইশ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, ইসলামের প্রথম যুগে যে সাতজন নিজেদের মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়ভাজন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা রা.-এর পিতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিনি চারজনকে ভালবাসেন, তাঁরা হলেন হযরত আলী, মিকদাদ, আবু যর ও সালমান ফারেসী রা.। তিনি ঝামেলামুক্ত জীবন পছন্দ করতেন। দায়িত্ব নিতে পছন্দ করতেন না। তাঁকে নামাযের ইমামতির জন্য বলা হলে তিনি তা অস্বীকার করতেন। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দিলে চাইলে তিনি দায়িত্ব নেন নি।

হাদীস রেওয়াজাত : তিনি হাদীসের বিরাট খেদমত করে গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি সর্বমোট ৪৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে বহু সাহাবী ও তাবীঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- হযরত আলী রা., হযরত আনাস রা., হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রা., সুলাইমান ইবনে আযির রা., আবু মা'মার আবদুল্লাহ ইবনে সাখবারা আযদী রা., আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা র. জুবাইর ইবনে মুকাইর. আমর ইবনে ইসহাক, তাঁর কন্যা কারীমা, তাঁর স্ত্রী যুবাআ বিনতে যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

ওফাত : খলীফা ইবনে খাইয়াতের মত, তিনি হিজরী ৩৩ সনে মদীনা হতে তিন মাইল দূরে 'জুহুফ' নামক স্থানে ওফাত লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল সত্তর বছর। লোকজন তাঁর লাশ বহন করে মদীনায় নিয়ে আসেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি সাতজন পুত্র কন্যা রেখে ইহকাল ত্যাগ করেন।

-ইকমাল : ৬১৬; উসদুল গাবাহ : ৫/২৪২ - ২৪৩

بَابُ الْإِكْسَالِ

অনুচ্ছেদ : বীর্ষপাতহীন সহবাস

১. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْعَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى أَنْ سَهْلَ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي بَنَ كَعْبٍ رَضِيَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُحْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِغِلَةِ الشَّيْبِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ .

السُّؤَالُ : تَرْجُمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . هَلْ يَجِبُ الْقُسْلُ مَجَاوِزَةَ الْخُتَانِ الْخُتَانِ؟ أَدْكُرُ الْإِخْتِلَافَ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ . أَدْكُرُ نَبْذَهُ مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا أَبِي بَنٍ كَعْبٍ رَضِيَ .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১। আহমদ ইবনে সালিহ..... হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র যৌন মিলনের ক্ষেত্রে সহবাসে বীর্ষ নির্গত না হলে সাহাবায়ে কিরামের পোশাকের স্বচ্ছতার দরুন গোসল না করার অনুমতি দেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এমতাবস্থায় গোসল করার নির্দেশ দেন এবং গোসল ত্যাগ করতে নিষেধ করেন।

আবু দাউদ র. বলেন, অর্থাৎ বীর্ষ নির্গত হলেই কেবল গোসল করার নির্দেশ ছিল না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ -

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ হাদীসের ذَالِك শব্দের ব্যাখ্যা করা যে, গোসল ওয়াজিব হওয়ার হুকুম বীর্ষপাতের কারণে হবে, সহবাসের কারণে নয়।

শুধু সহবাসের ফলে গোসল ওয়াজিব

(۱) (ترمذی) - إِذَا جَاوَزَ الْغُثَّانُ الْغُثَّانَ وَجَبَ الْغُسْلُ - হাদীসের ভিত্তিতে এ কথা উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য বীর্ষপাত জরুরী নয়; বরং যদি সুপারি পরিমাণ পুরুষাঙ্গ ভিতরে ঢুকে তবে বীর্ষপাত ছাড়াও গোসল ওয়াজিব হয়। অবশ্য সাহাবী যুগে এ সম্পর্কে কিছু মতানৈক্য ছিল। প্রথম দিকে সাহাবায়ে কিরামের একদল বলতেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বীর্ষপাত না হবে শুধুমাত্র খতনাস্থল মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব নয়। কিন্তু হযরত উমর রা.-এর জামানায় শ্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ত্রীণগণের শরণাপন্ন হওয়ার পর সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, শুধু পুরুষের খতনাস্থল ত্রীর খতনাস্থলে মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব।

● মতবিরোধের সময় যারা গোসল ওয়াজিব নয় বলতেন, তাদের প্রমাণ ছিল সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর রেওয়ায়াত-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ إِلَى قَبَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِى بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَابِ عِتْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجْرُ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْبِلْنَا الرَّجُلَ فَقَالَ عِتْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجِلُ عَنْ أَمْرِهِ وَلَمْ يَمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ -

'আব্দুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল খুদরী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সোমবার দিন কুবা এলাকার দিকে বেরিয়ে গেলাম। আমরা বনু সালিম গোত্রে গিয়ে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতবান রা.-এর দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন। তিনি তাঁর লুঙ্গি হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বেরিয়ে এলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটিকে আমরা তাড়াহুড়ায় ফেলে দিয়েছি। তখন ইতবান রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে বলুন, এক ব্যক্তি তার ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে ফেলেছে, বীর্ষপাত করেনি। তার উপর কি (গোসল ফরয)? প্রতিউত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, গোসল তো কেবল বীর্ষপাতের ফলে ফরয হয়ে থাকে।

-সহীহ মুসলিম : ১/১৫৫

○ অনুরূপভাবে সহীহ মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণিত আছে।

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِيْ أَمَلُهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ .

‘রাসূলুল্লাহ সন্তুহ আল্লাইহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট গমন করে (যৌনকর্মে মিলিত হয়) অতঃপর বীর্যপাত না করে (তার হুকুম তিনি বর্ণনা করেছেন।) লোকটি তার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে ও উযু করে নিবে।’

—মুসলিম : ১/১৫৫

○ কিন্তু এসব প্রমাণাদির উত্তর উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে। যেটি তিরমিযীতে উল্লেখিত হয়েছে—

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ .

‘হযরত ‘উবাই ইবন কা’ব রা. বলেছেন, শুধু বীর্যপাতের কারণে গোসলের সুযোগ ছিল ইসলামের প্রথম দিকে। অতঃপর তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।’

—তিরমিযী : ১ম খণ্ড

এতে বোঝা গেল, إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ-এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে। হযরত উবাই ইবন কা'ব রা. ছাড়া হযরত রাফি' ইবন খাদীজা রা.ও স্পষ্ট ভাষায় রহিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদ এবং মু'জামে তাবারানী আওসাতে তাঁর রেওয়ায়াত এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

قَالَ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى بَطْنٍ إِمْرَأَتِي فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ فَأَغْتَسَلْتُ وَخَرَجْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي وَأَنَا عَلَى بَطْنٍ إِمْرَأَتِي فَقُمْتُ وَلَمْ أُنْزِلْ فَأَغْتَسَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَلَيْكَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ . قَالَ رَافِعٌ ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغُسْلِ .

(مجمع الزوائد : ج ١ باب في قوله الماء من الماء ص ٢٩٦)

‘তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সন্তুহ আল্লাইহ ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাক দিয়েছেন। তখন আমি ছিলাম আমার স্ত্রীর পেটের উপর (সহবাসরত)। ফলে আমি উঠে চলে এলাম, বীর্যপাত করলাম না। অতঃপর গোসল করলাম ও রাসূলুল্লাহ সন্তুহ আল্লাইহ ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বেরিয়ে এলাম। এসে তাঁকে সংবাদ দিলাম। আপনি আমাকে ডেকেছিলেন, আমি তখন ছিলাম আমার অর্ধসিনীর পেটের উপর। ফলে সেখান থেকে উঠে চলে এলাম বীর্যপাত ছাড়াই। অতঃপর গোসল করলাম। এতদশ্রবণে রাসূল সন্তুহ আল্লাইহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না, বীর্যপাতের কারণেই কেবল তোমার উপর গোসল ফরয।

রাফি' বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সন্তুহ আল্লাইহ ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে আমাদেরকে গোসলের নির্দেশ দিলেন।’

তাছাড়া সহীহ ইবন হাব্বানে হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীস রয়েছে—

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ لَفْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ .

(معارف السنن : ج ١ ص ٣٧١)

‘রাসূলুল্লাহ সন্তুহ আল্লাইহ ওয়াসাল্লাম তা করতেন; কিন্তু গোসল করতেন না। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের পূর্বকাল ব্যাপার। অতঃপর গোসল করেছেন।’

এসব হাদীস ٱلْمَأْمُ ٱلْمَأْمُ হাদীস রহিত হওয়ার প্রমাণ। এজন্য ফারুকে আজম রা.-এর যুগে পুরুষের খতনাস্থল রমণীর খতনাস্থলের সাথে মিলিত হওয়ার ফলে গোসল ওয়াজিব হওয়ার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : তাঁর নাম উবাই। উপনাম আবু তোফায়েল। সাইয়্যিদুল কুররা বা শীর্ষ ক্বারী উপাধি পিতার নাম কা'ব। মাতার নাম সুহায়লা বিনতে আস্‌ওয়াদ। হযরত উবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নানার বংশ নাজ্জার গোত্রের লোক ছিলেন।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ : তিনি নবুওয়াতের ১৩ বছরে ৭০ জন আনসারী সাহাবীর সাথে আকাবায়ে ছানিয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ইসলাম কবুল করেন। বদর থেকে তায়েফ পর্যন্ত সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

ওহী লেখকরূপে উবাই : হযরত উবাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষ ওহী লেখক ছিলেন। তিনি হাফিজে কুরআনদের অন্যতম। ইলমে কিরা'আতে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। বর্তমান বিশ্বে কুরআনের যে কপি চালু হয়েছে, তা হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর কিরা'আত অনুযায়ী লিখিত।

হাদীস বর্ণনা : তিনি ১৬৪টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর সূত্রে বহু সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে হযরত উমর, আবু আইউব, আনাস ইবনে মালিক রা.ও রয়েছেন।

ওফাত : আব্দুল্লাহ ইবনে খায়ছামার মতে ৩০/৩২ হিজরীতে খলীফা উসমান রা.-এর শাসনামলে তিনি ওফাত লাভ করেন। হযরত উসমান রা. তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। মদীনায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

-বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ইকমাল : ৫৮৬; ইসাবা : ১/১৯ - ২০; উসদুল গাবাহ : ১/১৬৮ - ১৬৯

بَابُ فِي الْجُنُبِ يَعُوذُ

অনুচ্ছেদ : যে গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তি পুনরায় সহবাস করে

۱. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ ثَنَا حَمِيدُ الطَّيْبِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ فَنَظَرَ فِي غَسَلٍ وَاحِدٍ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَالِحٌ عَنْ أَبِي الْأَخْطَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ -

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ، هَلْ يَجِبُ الْغُسْلُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ؟ أَذْكَرُ الْحُكْمَ بِالذَّلِيلِ . كَيْفَ خَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ التَّقْسِيمَ الْوَاقِعَ فِي الْأَزْوَاجِ ؟ أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। মুসাদ্দাদ..... হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুদ্দাহ সন্ধ্যায় জালাই গোসল্যাম একদিন সব জীর নিকট গমন করলেন ও একবারই গোসল করলেন।

সহবাসের মাঝে গোসল ওয়াজিব নয়, উত্তম

দুই সহবাসের মাঝে গোসল করা জরুরী নয়। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। এ কারণে রাসূল সন্ধ্যায় জালাই গোসল্যাম-এর আমল ছিল এ বৈধতার বিবরণের জন্য। অন্যথায় রাসূল সন্ধ্যায় জালাই গোসল্যাম-এর সাধারণ রীতি অনুরূপ ছিল না। তাঁর সাধারণ নিয়ম সুনানে আবু দাউদে হযরত আবু রাফি' রা.-এর হাদীসে আছে-

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَيْدٍ وَعِنْدَ هَيْدٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا فَقَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ .

‘নবী কারীম সন্ধ্যায় জালাই গোসল্যাম একদিন তাঁর জীদের সাথে মিলিত হয়েছেন (যৌন সঙ্গম করেছেন)। এর কাছেও গোসল করতেন, অপরজনের কাছেও গোসল করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুদ্দাহ! একবার গোসল করলে ভাল হত না? প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, এটা পরিচ্ছন্নতম, উত্তম ও পবিত্রতম।’ -আবু দাউদ : ১/২৯

এতে বোঝা গেল প্রতিবার গোসল করা উত্তম।

জীদের পালা বন্টনের পরিপন্থী কাজ কিভাবে করলেন?

৩. এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, একই রাতে সমস্ত জীর নিকট গমন করা বাহ্যত জীদের মাঝে যে দিন বন্টন আছে তার পরিপন্থী।

১. এর উত্তরে কেউ কেউ বলেছেন, রাসূল সন্ধ্যায় জালাই গোসল্যাম-এর উপর এ বন্টন ওয়াজিব ছিল না। যেমন, কুরআনের আয়াত- تَرْجَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوَىٰ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ।

৩. কিন্তু এই উত্তর এজন্য দুর্বল যে, যদি নবীজী সন্ধ্যায় জালাই গোসল্যাম-এর উপর এই বন্টন ওয়াজিব নয় বলেও স্বীকার করে নেয়া হয়, তবুও এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, শ্রিয়নবী সন্ধ্যায় জালাই গোসল্যাম সর্বদা বন্টনের বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন; কখনও এই সুযোগ সুবিধার ফায়দা গ্রহণ করেননি।

২. কেউ কেউ এই উত্তর দিয়েছেন যে, সব জীর নিকট গমন সেদিন যার পালা ছিল তার অনুমতিতে করেছিলেন।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, এই ঘটনা সফরের সাথে সাথে ঘটেছিল, যখন পালা শুরু হয়নি।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, এটা পালা বন্টন ওয়াজিব হওয়ার পূর্বকার ঘটনা।

৫. আর কেউ কেউ বলেছেন, এই ঘটনা পালা বন্টন পরিপূর্ণ আদায়ের পর সংঘটিত হয়েছিল। অতঃপর পুনরায় নতুনভাবে পালা বন্টন শুরু হয়েছে।

তাছাড়া আরো অনেক উত্তর দেয়া হয়েছে।

৬. কিন্তু সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা দিয়েছেন হযরত শাহ সাহেব র.। সেটা হচ্ছে এই ঘটনা শুধু দু'বার সংঘটিত হয়েছিল। একবার ঘটেছিল বিদায় হজ্জের সময়, ইহরাম বাঁধার পূর্বে। আর একবার ঘটেছিল তাওয়াক্ফে মিয়ারাভের পর হালাল হওয়ার সময়। ইহরাম বাঁধার পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য হক আদায় করা তথা স্বামী-স্ত্রী মিলন থেকে অবসর হওয়া সুন্নত। আর এ সফরে যেহেতু সমস্ত পবিত্র জীগণ সাথে ছিলেন সেহেতু রাসূল সন্ধ্যায়

আল্লাহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে এ সুননের উপর আমল করানোর উদ্দেশ্যে এরূপ করেছেন। এ অবস্থা ছিল সফরের। এজন্য পালা বস্টন ওয়াজিব ছিল না। এরূপভাবে তাওয়াফে যিয়ারতের পর পূর্ণাঙ্গভাবে হালাল হওয়া যায় সহবাসের মাধ্যমে। আর সেখানেও এ উদ্দেশ্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ করেছিলেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ، وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَصَالِحٍ بِنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

এসব তালীক উল্লেখ দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্যে হয়রত আনাস রা.-এর এ হাদীসটিকে আবু রাফি' কর্তৃক বর্ণিত পরবর্তী অনুচ্ছেদের হাদীসের উপর প্রাধান্য দান। কারণ, বাহ্যতঃ ইমাম আবু দাউদ র.-এর মতে দুটো হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে। এ কারণেই ইমাম আবু দাউদ র. প্রাধান্যের পন্থা অবলম্বন করেছেন। ফলে আবু রাফি' রা.-এর হাদীসের শেষে তিনি বলেছেন- رَضِيَ رَضِيَ أَصَحُّ কিন্তু মূলতঃ উভয় হাদীসের মাঝে কোন সংঘর্ষ ও বিরোধ নেই। কারণ, দু'টি বিষয় বিভিন্ন অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন- ইমাম নাসাঈ র. বলেছেন- لَيْسَ بَيْنَ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ إِخْتِلَافٌ، بَلْ كَانَ يَفْعَلُ مَرَّةً نَاسِئِ ر. বলেছেন- هَذَا وَذَلِكَ أُخْرَى। এটাই সামঞ্জস্য বিধানের পন্থা। বস্তুতঃ সামঞ্জস্য বিধান প্রাধান্য দান অপেক্ষা উত্তম।

بَابُ الْجَنْبِ يَأْكُلُ

অনুচ্ছেদ : গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তি খেতে পারবে

٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الْأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ رَضِيَ مَقْصُورًا. وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ أَوْ أَبِي سَمْلَةَ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ২। মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ.....ইউনুস র. যুহরী র. থেকে একই সনদে একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাতে একথাও আছে- অপরিষ্কার অবস্থায় তিনি খানা খাওয়ার ইচ্ছা করলে, উভয় হাত ধুয়ে নিতেন।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটিই ইবনে ওয়াহাব র. ইউনুস র. থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আহােরর বিষয়টি হযরত আয়েশা রা.-এর উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটি সালিহ যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনে মুবারক র. বলেছেন, তবে তিনি বলেছেন- عَنْ عُرْوَةَ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ- অবশ্য আওয়াই এটি ইউনুস-যুহরী-নবী করীম সল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনে মুবারক র. বলেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

زَادَ ابْنُ يُونُسَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ .

সারনির্যাস হল, যুহরী থেকে এ হাদীসটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা র.ও বর্ণনা করেছেন। যেমন- এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসে রয়েছে। এরূপভাবে ইউনুসও যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইউনুসের রেওয়ায়াতে وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ বাবা অতিরিক্ত আছে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়াতে নেই। সেখানে وَضَأَ يَدَيْهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الْأَكْبَلِ قَوْلَ عَائِشَةَ رَضِ مَقْصُورًا وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ উক্তি দ্বারা ইউনুসের দুই শিষ্য তথা ইবনে ওয়াহাব ও ইবনে মুবারকের দুই রেওয়ায়াতের মাঝে পার্থক্যের বিবরণ দান। ইবনে মুবারক ইউনুস থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। খাওয়ার ঘটনাটিকে মারফু সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, ইবনে মুবারকের হাদীসটিতে উপরোক্ত হাদীসের চেয়ে অতিরিক্ত বিষয় রয়েছে। উপরোক্ত হাদীসটি মারফু। অতএব, এ অতিরিক্ত বিষয়টিও মারফু। কিন্তু ইউনুসের দ্বিতীয় শিষ্য ইবনে ওয়াহাব খাওয়ার এ ঘটনাটিকে হযরত আয়েশা রা.-এর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, এটি হযরত আয়েশা রা.-এর উপর মাওকুফ, মারফু নয়। এরপর ইমাম আবু দাউদ সালিহ ইবনে আবুল আখ্যার এর রেওয়ায়াত দ্বারা ইবনে মুবারক র.-এর মারফু হাদীসের সমর্থন করেছেন। যেটি সালিহ যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ابْنِ مَرْقُوعًا .

এবার সালিহ ইবনে আবুল আখ্যারের রেওয়ায়াত ইবনে মুবারক র.-এর রেওয়ায়াতের অনুকূল হয়ে গেল। অবশ্য তারপরেও উভয়ের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য আছে। সেটি হল, সালিহ ইবনে আবুল আখ্যার হাদীসটিকে উরওয়া অথবা আবু সালামা থেকে সংশয়সহ বর্ণনা করেছেন। ইবনে মুবারক র. আবু সালামা থেকে নিঃসংশয়ে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর, ইবনে মুবারকের রেওয়ায়াতটির সমর্থন করেছেন আওয়াই-ইউনুস সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত দ্বারা। তিনি বলেন-

رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ابْنِ رَعْمَةَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُمَا رَفَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

بَابُ مَنْ قَالَ الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

অনুচ্ছেদ : যে বলে জুনুবী ওয়ু করবে

২. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْنَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَنَا عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَخَصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ رَجُلٌ . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ .
 السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ .
 الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ২। মুসা.....হযরত আশ্কার ইবনে ইয়াসির রা. থেকে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক ব্যক্তিকে ওয়ু করে পানাহার করার অথবা ঘুমাবার অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন- ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর ও আশ্কার ইবনে ইয়াসির রা.-এর মাঝে আরেক ব্যক্তি (সূত্র) রয়েছে। হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা. ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেছেন, জুনুবী ব্যক্তি খানা খাওয়ার ইচ্ছা করলে ওয়ু করে নিবে।

গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য পানাহার ও ঘুমানের পূর্বে ওয়ু করা উত্তম

উল্লেখ্য, এটি একই বিষয়ের তিনটি অনুচ্ছেদের মধ্যে তৃতীয়। গ্রন্থকার প্রথম অনুচ্ছেদ এবং এর হাদীস দ্বারা ঘুমানোর সময় গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য অয়ু সাব্যস্ত করেছেন। এরপর দু'টি অনুচ্ছেদ খাবার সময় অয়ু সংক্রান্ত প্রথমটিতে প্রমাণ করেছেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার সময় শুধু হস্তদ্বয় ধৌত করতেন। আর এই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রমাণ করছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে খাওয়ার সময় গোসল ফরয অবস্থায় অয়ু করাও প্রমাণিত। যেমন- এ অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা জানা যায়। বযলুল মাজহদের ইবারত দ্বারা বুঝা যায়, গ্রন্থকার এই তৃতীয় অনুচ্ছেদ দ্বারা ঘুমানো ও খাওয়া উভয়টির সময় গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য অয়ু সাব্যস্ত করেছেন। এ অনুচ্ছেদের হাদীসে উভয় অংশই উল্লেখিত রয়েছে। অবশ্য আদদুররুল মানযুদ গ্রন্থকার বলেন- গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু খাওয়া সংক্রান্ত। কারণ, ঘুমানোর সময় অয়ুর বিষয়টি গ্রন্থকার প্রথম অনুচ্ছেদে সাব্যস্ত করেছেন। এর সমর্থন হয় এ কারণে যে, এ অনুচ্ছেদে গ্রন্থকার হাদীস উল্লেখ করার পর, যেসব সাহাবীর উক্তি বর্ণনা করেছেন সেগুলোও খাওয়ার সময় অয়ু সংক্রান্তই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ .

হাফিজ ইবনে হাজার র. তাহযীবুত তাহযীবে বলেছেন, দারাকুতনী র. বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'মুর র. হযরত আশ্কার ইবনে ইয়াসির রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করেননি। কিন্তু ইয়াহইয়ার হাদীস সহীহ। হয়তো ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ হাদীসটি মুনকাতি'- একথা বর্ণনা করা। হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা নয়। কারণ, দারাকুতনীর উক্তি ঘারা দু'টি বিষয় জানা গেল- ১. আবু দাউদের ইনকিতায়ের উক্তি এ হাদীসের সাথে খাস নয়, বরং যে সমস্ত রেওয়ায়াত ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর হযরত আশ্কার ইবনে ইয়াসির রা. থেকে বর্ণনা করেছেন সেসবই মুনকাতি'। অতএব, আবু দাউদের উক্তিতে هَذَا الْحَدِيثُ এর যে শর্ত আরোপিত হয়েছে এটি ইহতিরাযী নয় বরং ইতিফাকী (ঘটনাক্রমে)। ২. এ হাদীসটি মুনকাতি হওয়া সত্ত্বেও সহীহ। কারণ, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুরের হাদীস সহীহ। কাজেই উদ্দেশ্য হল, শুধু ইনকিতায়ের বিবরণ দান, হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা নয়।

হযরত আশ্কার ইবনে ইয়াসির রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : তাঁর নাম আশ্কার। উপনাম আবুল ইয়াকজান। উপাধি হচ্ছে আভতায়িব ও মুভাইয়িব। তাঁর পিতার নাম ইয়াসির। মাতার নাম সুমাইয়া। তিনি বনু মাখযুমের আবাদকৃত দাস ছিলেন। হযরত ইয়াসিরের মূল বাসস্থান ছিল ইয়ামেনে। তাঁরা মোট চার ভাই। এক ভাই হারিয়ে গেলে তিনি অপর দু'ভাই মালিক ও হারিসসহ তার খোঁজে মক্কায় আগমন করেন। পরবর্তীতে তাঁর দু'ভাই ইয়ামেনে ফিরে গেলেও তিনি মক্কায় রয়ে যান এবং আবু হুযাইফা মাখযুমীর দাসী সুমাইয়াকে বিয়ে করেন, তৎপরে হযরত আশ্কার রা. জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ও নির্খাতনের শিকার : হযরত আশ্কার রা. নিজ পিতা ইয়াসির ও মাতা সুমাইয়াহসহ ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরাইশ তাদের উপর অমানুষিক নির্খাতন চালিয়েছিল। একবার নির্খাতন কালে তাঁদের পাশ দিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গমনকালে বললেন, صَبْرًا أَلْ يَاسِرًا فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةَ 'হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্যধারণ করো। কারণ, তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।' বর্ণিত আছে যে, হযরত আশ্কার রা.-কে আন্তনে দণ্ড করে শাস্তি দেয়ার সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেয়ে আন্তনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ 'হে আন্তন! ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও। যেমন হয়েছিলে হযরত ইবরাহীম আ. এর ক্ষেত্রে।' এ নির্খাতনকালে তাঁর মাতাপিতা এবং মতান্তরে ছোট ভাইও শহীদ হন।

হাদীস বর্ণনা : হযরত আশ্কার রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বদরসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সর্বমোট ৬২টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে বুখারী মুসলিমে দু'টি এবং এককভাবে বুখারী শরীফে দু'টি এবং মুসলিম শরীফে ১টি বর্ণিত হয়েছে। তিনি ৩৭ সনে সংঘটিত সিফফীন যুদ্ধে হযরত আলী রা.-এর পক্ষ অবলম্বন করেন।

ওফাত : এ যুদ্ধেই তিনি শাহাদাত লাভ করেন। শাহাদাতকালে তাঁর বয়স ছিল ৯৩ বছর। হযরত আলী রা.-এর গায়ের জামা দিয়ে তাঁকে কুফা নগরীতে সমাহিত করা হয়েছিল।

-বিত্তারিত দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবাহ : ৪/১২২ - ১২৩; ইসাবা : ২/৫১২; ইকমাল : ৬০৭

بَابُ الْجَنْبِ يُؤَخَّرُ الْغُسْلُ

অনুচ্ছেদ : যে জুনুবী গোসল দেরিতে করে

৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْسَ مَاءٌ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثُ وَهُمْ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . مَا هُوَ حُكْمُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْجِمَاعِ؟ مَا الْإِخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ الْكِرَامِ؟ بَيِّنْ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابِ عَنْ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالَفِينَ مَعَ دَفْعِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ . أَى الْوُضُوءِ أُرِيدَ هُنَا؟ أَجِبْ بِبُرْهَانٍ وَاضِحٍ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَقَّابِ .

হাদীস : ৩। মুহাম্মদ ইবনে কাসীর.....হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র অবস্থায়, কোন পানি স্পর্শ না করেও ঘুমাতেন।

আবু দাউদ র. বলেন, হাসান-ইয়াযীদ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি ভুল। অর্থাৎ, আবু ইসহাক থেকে।

সহবাসের পর ওয়ু সংক্রান্ত মত বিরোধ

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সহবাসের পর ঘুমানোর পূর্বে তৎক্ষণাৎ গোসল ওয়াজিব নয়, গোসল ছাড়া ঘুমিয়ে পড়া জাযিয় আছে। অবশ্য উয়ু সম্পর্কে ইখতিলাফ রয়েছে।

○ দাউদ জাহিরী এবং ইবন হাবীব মালিকীর মায়হাব হল, ঘুমানোর পূর্বে উয়ু করা ওয়াজিব।

○ তাঁদের প্রমাণ সহীহ বুখারী (১/৪৩) ও মুসলিমের (১/১৪৪) প্রসিদ্ধ হাদীসটি—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تَصَبَّهَ الْجَنَابَةَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَمَّ . (الفظه للبخارى)

‘হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন, একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আলোচনা করলেন যে, রাতে তাঁর উপর গোসল ফরয হয়ে যায়। এতদশ্রবণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি লজ্জাস্থান ধৌত কর, উয়ু কর, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়।’

—আবু দাউদ : ১/২৯

এতে নির্দেশসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেটি ওয়াজিব বুঝায়।

○ তাছাড়া তাদের আরেকটি দলীল হল, তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত উমর রা.-এর হাদীস।

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ .

‘তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ কি গোসল ফরয অবস্থায় ঘুমাবে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন উয়ু করে।’

-তিরমিযী : ১/৩২

○ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু ইউসুফ, হাসান ইবনে হাইয়ের মতে, যার উপর গোসল ফরয তার জন্য ঘুমের আগে উয়ু করা মুবাহ। অর্থাৎ, করা না করা উভয়টি সমান

○ তাদের প্রমাণ, হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি-

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنْبٌ وَلَا يَمْسُ مَاءً .

‘তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল ফরয অবস্থায় পানি স্পর্শ না করে (উয়ু গোসল না করে কখনো কখনো) ঘুমাতেন।’

-তিরমিযী : ১/৩২

এ হাদীসে . ى শব্দটি نَفْسِ-এর আওতায় এসেছে, যা উয়ু এবং গোসল উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, উয়ু মুবাহ প্রমাণিত হবে।

○ ইমাম চুতটয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহার মতে গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য ঘুমানোর পূর্বে উয়ু করা মুস্তাহাব।

○ কারণ, হযরত উমর রা. এর যে হাদীস দ্বারা দাউদ জাহিরী প্রমাণ পেশ করেছেন, সেটি সহীহ ইবনে খুযায়মা (১/১০৬, হাদীস নং ২১১) এবং সহীহ ইবনে হাক্বানে হযরত ইবনে উমর রা. থেকে এরূপভাবে বর্ণিত আছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ قَالَ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ . (إسناده صحيح)

‘হযরত ইবন উমর রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ কি গোসল ফরয অবস্থায় ঘুমাবে? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইচ্ছে করলে উয়ু করে নিবে।’

এতে বোঝা গেল, যেখানে উয়ুর হুকুম এসেছে সেটি মুস্তাহাবরূপে এসেছে। এ হাদীসটি যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের মায়হাবের প্রমাণ, সেখানে জাহিরী সম্প্রদায়ের দলীলের উত্তরও।

○ তাছাড়া উয়ু মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীসটিও-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ .

‘হযরত আয়েশা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ঘুমানোর আগে উয়ু করতেন।’

-তিরমিযী : ১/৩২

○ ইমাম আবু ইউসুফ র. প্রমুখের দলীলের উত্তর এই দেয়া হয়েছে যে, উপরোক্ত হাদীসে . ى বাক্যটি শুধু আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম নাখঈ, শো'বা এবং সুফিয়ান সাওরীরা ন্যায় সুমহান মুহাদ্দিসীন এ বাক্যটি বর্ণনা করেন না। এজন্য মুহাদ্দিসীন এটাকে আবু ইসহাকের ভ্রম সাব্যস্ত করেছেন। এজন্য ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন- وَرَوْنَهُ أَنْ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ - ‘তারা মনে করেন, এটা আবু ইসহাক থেকে ভুল হয়েছে।’

ইমাম আবু দাউদ র. ও এটাকে ভ্রম সাব্যস্ত করেছেন। ইয়াযীদ ইবনে হারুন এটাকে ভুল বলেছেন। ইমাম আহমদ র. এই সূত্রের রেওয়াতকে নাজাযিয় সাব্যস্ত করেছেন। এমনকি ইবনুল মুফাওয়ায র. বলেছেন-

اجْمَعَ الْمُعْتَدُّونَ عَلَى خَطَاِ أَبِي إِسْحَاقَ .

‘আবু ইসহাকের ভুল সম্পর্কে সমস্ত মুহাদ্দিসীন একমত হয়েছেন।’

ইমাম মুসলিম র. ও হযরত আয়েশা রা.-এর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; কিন্তু **وَلَا يَمَسُّ مَاءً** শব্দ উল্লেখ করেননি। বরং স্বীয় গ্রন্থ ‘আত তামঈয়ে’ এটাকে ভুল সাব্যস্ত করেছেন।

❶ এর বিপরীতে মুহাদ্দিসীদের একটি দল এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে বিতর্ক সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম বায়হাকী র. এর দুটি সূত্রে সহীহ সাব্যস্ত করেন। দারাকুতনীও এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে সহীহ বলেছেন। ইমাম নববী র.ও আবুল ওয়ালীদ এবং আবুল আক্বাস ইবন সুরাইজ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এ অংশটুকুকে ‘হাসান’ বলেছেন।

তাছাড়া ইমাম মুহাম্মদ র. মুয়াত্তায় ইমাম আবু হানীফা সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সেখানেও **وَلَا يَمَسُّ مَاءً** শব্দটি আছে। আর ইলমে উসূলে হাদীসের মূলনীতির আবেদনও হল এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে সহীহ মেনে নেয়া। কারণ, আবু ইসহাক নির্ভরযোগ্য রাবী। পক্ষান্তরে নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য। এজন্য আমাদের মাশায়িখের ঠোঁকও এদিকে যে, এই অতিরিক্ত অংশটুকু সহীহ।

❷ ইমাম বায়হাকী র. এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে সহীহ সাব্যস্ত করার পর বলেছেন, **وَلَا يَمَسُّ مَاءً** - এ গোসল না করা উদ্দেশ্য, উযু না করা নয়। কিন্তু বাস্তবতা হল, এই কৃত্রিমতা-লৌকিকতার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমাদের দাবী ঘুমের পূর্বে উযু করা মুস্তাহাব। আর সুনত মুস্তাহাব কোন কোন সময় তরকের দ্বারা প্রমাণিত হয়। আবু ইসহাকের এই রেওয়ায়াত এই তরকই প্রমাণ করেছে। এই রেওয়ায়াতটি ছাড়া এরূপ কোন হাদীস নেই যেটি উযু তরক বুঝায়। এই রেওয়ায়াতটি আমাদের বিরুদ্ধে নয়, বরং যারা উযু ওয়াজিব বলেন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

উপরোক্ত ও আলী রা.-এর পরবর্তী হাদীসের বিরোধাবসান

❸ উযু মুস্তাহাব উক্তির উপর হযরত আলী রা.-এর রেওয়ায়াত দ্বারা প্রশ্ন হয় যেটি আবু দাউদ, নাসাই এবং ইবনে হাক্বানে বর্ণিত আছে- **عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتَانِيهِ صُورَةً وَلَا كَلْبٌ وَجَنَبٌ** - ‘নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ঘরে ছবি সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতারা প্রবেশ করে না এবং না সে ঘরে, যে ঘরে কুকুর ও গোসল ফরয বিশিষ্ট অপবিত্র ব্যক্তি রয়েছে।’

এরূপভাবে মু’জামে তাবারানী কাবীরে মায়মূনা বিনতে সা’দ রা.-এর রেওয়ায়াত দ্বারা এর সমর্থন হয়। এসব রেওয়ায়াতের আবেদন হল, উযু ওয়াজিব হওয়া।

❹ এর উত্তর হল, ফেরেশতা দ্বারা উদ্দেশ্য রহমতের ফেরেশতা, রক্ষক ফেরেশতা নয়। কারণ, তারা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। আত্মা খাতাবী র. এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। রহমতের ফেরেশতা ঘরে প্রবেশ না করার দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ মুস্তাহাব, মুস্তাহাসান প্রমাণিত হয়। এটিই উদ্দেশ্য। আত্মা নববী র. রেওয়ায়াতগুলোর মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

উযু দ্বারা কোন উযু উদ্দেশ্য

❶ এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, উযু দ্বারা কোন উযু উদ্দেশ্য?

❷ ইমাম আহমদ ও ইসহাক র.-এর মতে পূর্ণাঙ্গ উযু উদ্দেশ্য নয়; বরং কোন কোন অঙ্গ ধৌত করা উদ্দেশ্য। কারণ তাহাজী ইত্যাদিতে হযরত ইবনে উমর রা.-এর আমল বর্ণিত হয়েছে। তিনি গোসল ফরয অবস্থায় ঘুমের আগে উযু করেছেন পা ধৌত করেননি। তাছাড়া নামাযের উযু জানাবাত বা অপবিত্রতা বিদূরিত করে না। অতএব, শুধু কোন অঙ্গ ধোয়া যথার্থ হবে।

❸ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে নামাযের উযু উদ্দেশ্য।

○ কারণ, সহীহ মুসলিমে (১/১৪৪) হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীস রয়েছে-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوءًا لِلصَّلَاةِ.

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অপবিত্র হতেন, (গোসল ফরয হত) এবং খেতে অথবা ঘুমাতে চাইতেন, তখন নামাযের উযুয়র ন্যায় উযু করতেন।

তাছাড়া সুনানে দারাকুতনী : ১/১২৬ الْخَبَرُ : ১/১২৬ এবং মু'জামে তাবারানী কাবীর ও আল-মুনতাকা : ১/২০৮ ইত্যাদিতে হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া নামাযের উযু যদিও জ্ঞানাবাত দূর করতে পারে না, কিন্তু যেসব কাজে পবিত্রতা শর্ত নয় সেসব কাজে তা উপকারী অবশ্যই। এর প্রমাণ শরী'আত প্রবর্তকের নির্দেশ।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هُرُونَ يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثُ وَهُمْ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ.

আবু ইসহাক র. এই হাদীসটি আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তিনি বলেছেন-لَيْسَ بِصَحِيحٍ : ইমাম আবু দাউদ র.ও ইয়াযীদ ইবনে হারুন র. উক্তি বর্ণনা করে এ হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করতে চান। এজন্য এখানে তিনি যে উক্তিটি বর্ণনা করেছেন, তাতে ইয়াযীদ ইবনে হারুন র. বলেছেন-وَهُمْ : কিন্তু অন্যত্র ইয়াযীদ ইবনে হারুন বলেছেন-إِنَّهُ خَطَأٌ : ইবনে মুফাওয়ায র. বলেন, সমস্ত মুহাদ্দিসীনের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, এই ভুল হয়েছে আবু ইসহাক থেকে। এসব উক্তির কারণ বোধ হয় এই যে, আবু ইসহাক আসওয়াদ থেকে শুনেছেন। কিন্তু বায়হাকী র. এটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি বলেছেন, আবু ইসহাক অন্যত্র আসওয়াদ থেকে শোনার বিবরণ দিয়েছেন। ইবনুল আরাবী র. বলেন, আসল ভুল শ্রবণে নয়, বরং ভুল হল এ হাদীসটির সংক্ষেপকরণে। কারণ, একটি দীর্ঘ হাদীস থেকে তিনি এ অংশটি উল্লেখ করেছেন এবং এই সংক্ষেপকরণে তিনি ভুল করেছেন।

بَابُ فِي الْجُنُبِ يُصَافِعُ

অনুচ্ছেদ : জুনুবী মুসাফাহা করতে পারবে

٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا بِحَيْوٍ وَيَشْرَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخْتَضَسْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! قَالَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَكِرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ ! إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ . قَالَ وَفِي حَدِيثٍ بِشَرٍ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ ثَنِي بَكْرٌ .

السَّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ مَا هُوَ حُكْمُ أَعْضَاءِ الْجَنْبِ وَالْحَائِضِ وَالنَّفْسَاءِ وَعِرْقِهِمْ وَسُورِهِمْ؟ وَمَا هُوَ حُكْمُ الْمَاءِ الَّذِي غُسِلَ بِهِ الْمَيِّتُ؟ أَذْكَرُ الْمَذَاهِبِ بِالذَّلِيلِ وَإِبْطَاحِ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح. -
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّرَاحِ -

হাদীস : ২। মুসাদ্দাদ.....হযরত আবু হোরায়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মদীনার এক রাস্তায় আমার সাক্ষাত হল। আমি তখন অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম। কাজেই আমি পেছনের দিকে সরে গেলাম। তারপর গোসল করে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে আবু হোরায়া? আমি বললাম, আমি অপবিত্র ছিলাম। তাই অপবিত্র অবস্থায় আপনার সাথে বসা আমি ভালো মনে করলাম না। তিনি বললেন- সুবহানাল্লাহ! মুসলমান (কখনো এমন) অপবিত্র হয় না।

হুকুমী অপবিত্রতা দেহে প্রকাশ পায় না

এ অনুচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য হল, জানাবাত হুকুমী অপবিত্রতা, যা দেহের উপর প্রকাশমান হয় না। এই হুকুমই ঋতুবতী এবং নিফাসওয়ালা মহিলার।

আল্লামা নববী র. বলেন-

وَأَجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ أَعْضَاءَ الْجَنْبِ وَالْحَائِضِ وَالنَّفْسَاءِ وَعِرْقَهُمْ وَسُورَهُمْ طَاهِرٌ -

‘উম্মত এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, গোসল ফরয বিশিষ্ট ব্যক্তি ঋতুবতী ও নিফাসওয়ালা মহিলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ঘাম এবং তাদের উচ্ছিষ্ট পবিত্র।’

‘বাহরুর রায়িক’ গ্রন্থকার বলেন- মৃত ব্যক্তির গোসল দেয়া পানির হুকুম এটাই। অবশ্য ইমাম মুহাম্মদ র. থেকে মাবসূতে এর অপবিত্রতার কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু মূলতঃ এটা তখনকার জন্য প্রযোজ্য যখন মৃতের পেট থেকে কোন নাপাক জিনিস বের হয় এবং সাধারণত এরূপ হয়ে থাকে। এ কারণে মৃতকে গোসল দেয়া পানি নাপাক হয়ে যাবে। অন্যথায় সত্তাগতভাবে এটি পবিত্র; কিন্তু পবিত্রকারী নয়। ‘বাহরুর রায়িক’ গ্রন্থকার বলেছেন- কাফির মৃতের ধৌত করা পানির হুকুমও এটাই।

ইমাম আবু হানীফা র. থেকে এটি নাপাক হওয়ার ব্যাপারে একটি রেওয়ায়াত রয়েছে। এটাও তখনকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, সাধারণতঃ কাফিরের দেহ প্রকৃত নাপাকীযুক্ত হয়ে থাকে। যার কারণে কাফির ধোয়ানো পানি নাপাক হয়ে থাকে, অন্যথায় সত্তাগতভাবে এটি পাক।

মোটকথা, গোসল ফরযবিশিষ্ট ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অপবিত্রতা প্রকাশ পায় না। অতএব সে অন্যের সাথে মুসাফাহা করতে পারে। উঠাবসা করতে পারে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَفِي حَدِيثٍ بِشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمِيدٌ قَالَ نَبِيُّ بَكْرٍ -

এ উক্তি দ্বারা আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য তাঁর উস্তাদ মুসাদ্দাদের দুই উস্তাদ ইয়াহইয়া ও বিশরের হাদীস গ্রহণের শর্তরাজিতে পার্থক্যের বিবরণ দান। অর্থাৎ, মুসাদ্দাদ তাঁর উস্তাদ ইয়াহইয়া থেকে হাদীস বর্ণনার সময় তাঁর উস্তাদ হুমাইদ থেকে عَنْ শব্দে বর্ণনা করেছেন। মুসাদ্দাদের দ্বিতীয় উস্তাদ বিশর হাদীস বর্ণনাকালে তাঁর উস্তাদ হুমাইদ থেকে حَدَّثَنَا শব্দে বর্ণনা করেছেন।

ইমামের নামায ফাসিদ হলে মুক্তাদীর নামায ফাসিদ হয় কিনা

● বাহাত এ অনুচ্ছেদের কোন কোন হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল ফরয অবস্থাতেই নামায শুরু করে দিয়েছিলেন। অতঃপর স্বরণ হলে গোসল করে শুরুকৃত নামাযটি পূর্ণ করেন। অর্থাৎ, এর উপর বিনা করেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, ইমামের নামায ফাসিদ হলে মুক্তাদীর নামায ফাসিদ হওয়া আবশ্যিক নয়। শাফিঈ র. প্রমুখ বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মত এটাই। অতএব হাদীসটি আমাদের প্রতিকূল হয়ে গেছে।

● এর উত্তর হল- প্রশ্নকারী ব্যক্তির এ সংক্রান্ত মাসআলা সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞান নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মত হল নামায থেকে অবসর হওয়ার পর যদি জানা যায় যে, কোন কারণে ইমামের নামায ফাসিদ হয়ে গেছে, তবে মুক্তাদীদের নামায সঠিক, ফাসিদ হয়নি।

● হানাফীদের মতে, ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদীর নামাযও ফাসিদ হয়ে গেছে। আসল মাসআলা এটাই।

এ হাদীসে যে ছুরত হয়েছে সেটি এই নয় বরং এখানেতো নামায শুরু করার পর নামাযের মধ্যেই ইমামের স্বরণ হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি পবিত্রতা অর্জন করতে চলে গেছেন। অতএব দুটি বিষয় এক নয়।

বাকী রইল, হাদীসে বর্ণিত ছুরতে ইমামগণের মত কি?

● হানাফীদের মত হল নামায শুরু করার পর যদি নামাযের ভিতরে ইমামের পূর্বকার অপবিত্রতার কথা স্বরণ হয়ে যায়, তবে তাদের উভয়ের মতে নামায বাতিল হয়ে যাবে। পবিত্রতা অর্জনের পর শুরু থেকে নামায পড়া ওয়াজিব। বিনা জায়েয নেই। শাফিঈদের সহীহ মাযহাবও এটাই। আব্বাস ইবনে আরসালান র. স্বয়ং ইমাম শাফিঈ র. থেকে এ মতই বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে কুদামা, র. মুগনীতে শাফিঈদের মত লিখেছেন, তাদের মতে, মুক্তাদীদের নামায বাতিল হয় না। বরং সে নামাযের উপরই বিনা করতে পারে। সম্ভবত এটি ইমাম শাফিঈ র.-এর একটি রেওয়াজ।

● ইমাম মালিক র.-এর মতে উপরোক্ত পরিস্থিতিতে দু'টো পদ্ধতি রয়েছে, হয়তো মুক্তাদী স্বীয় নামায একাকী পূর্ণ করবে, অথবা কোন একজনকে তাদের মধ্যে থেকে স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে স্বীয় নামায পূর্ণ করবে। মোটকথা তাদের মতে, নামায বাতিল হবে না। বিনা করতে পারবে। কিন্তু যদি মুক্তাদী ইমামের অপেক্ষা করে, তবে তার মতেও মুক্তাদীদের নামায বাতিল হয়ে যাবে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসেও মুক্তাদীগণ ইমামের অপেক্ষা করেছেন। সারকথা, হাদীসে বর্ণিত ছুরতে মুক্তাদীদের নামায ইমাম চতুষ্ঠয়ের কারো মতেই সহীহ হয়নি। অতএব, উপরোক্ত হাদীসটি সবার প্রতিকূল।

● এর উত্তর হল, সহীহ বুখারী মুসলিম ইত্যাদিতে বর্ণিত সহীহ রেওয়াজগুলো দ্বারা জানা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পর্যন্ত নামাযে প্রবেশ করেননি। বরং শুধু মুসল্লায় প্রবেশ করেছেন। তখনই অপবিত্রতার কথা স্বরণ হয়ে যায়। অতএব, প্রশ্ন অবশ্যই থাকল না। তিরমিযীতেও কয়েকটি রেওয়াজাতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। অতএব হাদীসটি ইমাম চতুষ্ঠয়ের পরিপন্থী নয়।

● আর যদি মেনে নেয়া হয় তিনি নামাযে প্রবেশ করেছেন, তবে আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বকার নামাযের উপর বিনা স্বীকার করি না। বরং তিনি নতুনভাবে নামায পড়েছেন। ইবনে হাক্বানের রেওয়াজাতে এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

—বযলুল মাজহুদ, শামিউদ দিরারী ও আওজাযুল মাসালিক

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

وَقَالَ فِي أَوَّلِهِ فَكَبَّرَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ .

এ অনুচ্ছেদের প্রথম দিকের হাদীসটি ইমাম আবু দাউদের উত্তাদ মুসা ইবনে ইসমাইল হান্নাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইয়াযীদ ইবনে হারুন যেটি হান্নাদ থেকে বর্ণনা করেছেন- এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্যের বিবরণের জন্য ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, মুসার হাদীসে আছে- **خَلَّ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ الْخ** কিন্তু ইয়াযীদ ইবনে হারুনের রেওয়ায়াতের শুরুতে **فَكَبَّرَ** শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। শেষে যুক্ত করা হয়েছে- **فَلَمَّا قَضَى** **الصلوة** শব্দ। অথচ এটি মুসার হাদীসে নেই।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَلَمَّا قَامَ فِي مَضَلٍّ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ كَمَا أَنْتُمْ .

এই মু'আল্লাক রেওয়ায়াতটি মুসা-হান্নাদ সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতটির সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ, মুসার রেওয়ায়াতে নামাযে প্রবেশের উল্লেখ রয়েছে। এতে সে কথা নেই বরং এতে আছে তাকবীর বলার অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু **إِنْ مَكَانَكُمْ** শব্দ মুসার রেওয়ায়াত অনুযায়ী আছে। কারণ, মুসার রেওয়ায়াতে একথাও আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে ইঙ্গিত করে বলেছেন- **إِنْ مَكَانَكُمْ**।

وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عُيَيْنٍ وَهَيْشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَكَبَّرْتُ ثُمَّ أَوْمَأُ إِلَى الْقَوْمِ أَنْ اجْلِسُوا .

এই মু'আল্লাক রেওয়ায়াতটি নামাযে প্রবেশের ব্যাপারে মুসার রেওয়ায়াতের ন্যায়। কারণ, মুসার রেওয়ায়াতে **دَخَلَ** শব্দ আছে। আর এতে **فَكَبَّرَ** শব্দ আছে। যেটি নামাযে প্রবেশের কথা বুঝায়। কিন্তু **إِنْ مَكَانَكُمْ** শব্দে মুসার রেওয়ায়াতের বিরোধী। কারণ, এই মু'আল্লাক রেওয়ায়াতে **أَنْ اجْلِسُوا** বাক্য আছে। এটি উপরের যুহরীর রেওয়ায়াতের পরিপন্থী। কারণ, তাঁর রেওয়ায়াতে নামাযে প্রবেশের উল্লেখ নেই। এর পরিপন্থী এই মু'আল্লাক রেওয়ায়াত। এতে **كَبَّرَ** শব্দ নামাযে প্রবেশ বুঝায়। সম্ভবতঃ এসব মু'আল্লাক রেওয়ায়াত উল্লেখ দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য নামাযে প্রবেশ সংক্রান্ত রেওয়ায়াতের সমর্থন দান, চাই নামাযে প্রবেশ **دَخَلَ** শব্দ দ্বারা বুঝাক অথবা **كَبَّرَ** শব্দ দ্বারা।

এই মু'আল্লাক **وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ** রেওয়ায়াতটিও নামাযে প্রবেশ প্রমাণকারী রেওয়ায়াতের সমর্থনের জন্য নেয়া হয়েছে।

بَابُ فِي الْمَرْءَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ : পুরুষ স্বপ্নে যা দেখে মহিলা যদি তা দেখে

۱. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَنِيبَةُ ثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَتْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ اتَّغَتَّسَلُ أَمْ لَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ فَلَتَغْتَسِلَ إِذَا وَجَدَتْ الْمَاءَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَاقْبَلْتُ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ إِنْ لَكَ وَهْلٌ تَرَى ذَالِكَ الْمَرْأَةَ؟ فَاقْبَلْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ تَرَيْتِ يَمِينَكَ يَا عَائِشَةُ! وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشُّبْهُ؟

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَى عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَيُونُسُ وَإِبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَإِبْنُ أَبِي الْوَيْزِ عَنِ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَأَقْبَلَ الزُّهْرِيُّ مُسَافِعَ الْحَجَّيِّ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَآمًا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

السَّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . هَلْ يَحِبُّ الْفُسْلُ عَلَى الْمَرْأَةِ اللَّائِي تَرَى مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ أَذْكَرُ مُوضِعًا . هَلْ يَكُونُ الْمَنِيُّ لِلْمَرْأَةِ أَبْضًا؟ مَنْ كَانَتْ سَائِلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ حُكْمِ الْإِغْتِسَالِ عِنْدَ مَا تَرَى مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ وَمَا هُوَ التَّطْبِيقُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَارِضَةِ؟ مَا هِيَ آرَاءُ الْأَطْبَاءِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ؟ وَمَا هُوَ التَّطْبِيقُ؟ أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১১। আহমদ ইবনে সালিহ.....হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক রা.-এর মা হযরত উম্মে সুলাইম আনসারিয়া রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে আব্দাহর রাসূল! আব্দাহর সত্যের ক্ষেত্রে সংকোচবোধ করেন না! আচ্ছা, মেয়েলোকও যদি ঘুমে ঐরূপ দেখে যে রূপ পুরুষ দেখে থাকে (স্বপ্নদোষ হলে), তবে তাকে গোসল করতে হবে কিনা? হযরত আয়েশা রা. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, হ্যাঁ তাকেও গোসল করতে হবে, যদি পানি দেখতে পায়। হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি এগিয়ে এসে উম্মে সুলাইমকে বললাম, আফসোস তোমার জন্য! মেয়েলোকেরও কি পুরুষের ন্যায় স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার কথা শুনে) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন-খুশিমলিন হোক তোমার ডান হাত হে আয়েশা! তাই যদি না হয়, তাহলে সন্তান মায়ের সদৃশ হয় কি ভাবে?

মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে গোসল ফরয হয় কিনা

এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, স্বপ্নদোষে যৌন আবেদন সহকারে যদি মহিলা থেকে কোন যৌনরস বের হয় তবে এর দ্বারা তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়। শুধু ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মতে গোসল ওয়াজিব নয়। ইবনুল মুনির র. বলেছেন, যদি তাঁর প্রতি এই উক্তিটির সম্বোধন বিশুদ্ধ হয়, তবে এর খেলাফ হয়রত উম্মে সুলাইম রা. থেকে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি এবং তিরমিযীর রেওয়ায়াতটি প্রমাণ। আমাদের মাশায়িখে কিরাম বলেছেন যে, ইমাম নাখঈ র.-এর উক্তি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন যৌনরস যৌনাস্থ থেকে বাইরে বেরিয়ে না আসে; বরং শুধু স্বাদ উপভোগ অনুভূত হয়। এ কারণে 'দূররে মুখতার' গ্রন্থকার বলেছেন, যদি যৌনরস বের হবার বিষয় অনুভূত হয়, কিন্তু যৌনাস্থের বাইরের দিক পর্যন্ত না পৌঁছে তাহলে তখন কোন কোন হানাফী মতে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু পছন্দনীয় উক্তি হল, গোসল ওয়াজিব হয় না। কারণ, মহিলার ক্ষেত্রে গোসলের আবশ্যিকতা নির্ধারণ করে যৌনরস যৌনাস্থের বাইরে বেরিয়ে আসার উপর।

রমণীরও বীর্ঘ হয়

○ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস এবং অন্যান্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, রমণীর মধ্যেও বীর্ঘ উপকরণ বিদ্যমান আছে যা বেরও হয়। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসাবিদদের একটি বিরাট দল বলেন যে, রমণীর মধ্যে বীর্ঘ একেবারেই হয় না। আর রমণীর ক্ষেত্রে বীর্ঘপাতের অর্থ হল, শুধু মাত্র পূর্ণাঙ্গরূপে স্বাদ উপভোগ অনুভব করা। অতঃপর চিকিৎসাবিদগণ স্বীকার করেন যে, মহিলাদের মধ্যে এক প্রকার সিক্ততা রয়েছে। এই দৃষ্টি উক্তির মাঝে পরস্পর বিরোধ বোঝা যায়। কিন্তু মূলতঃ কোন বিরোধ নেই। মূলতঃ বাস্তব সত্য হল, মহিলাদেরও বীর্ঘ হয়ে থাকে। অবশ্য সেটি বাইরে বের হয় না; বরং সাধারণতঃ এই বীর্ঘপাত গর্ভাশয়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। অবশ্য কোন কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় এই বীর্ঘপাত বাইরেও হয়ে থাকে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে এই অস্বাভাবিক ছুরভই বর্ণিত হয়েছে।

আর চিকিৎসাবিদগণ যে বীর্ঘ নেই বলে উল্লেখ করেছেন তার উদ্দেশ্য হল, রমণীর বীর্ঘ পুরুষের বীর্যের মতো হয় না। শায়খ আবু আলী ইবনে সীনার উক্তি দ্বারা এ গবেষণার সমর্থন হয়। ইবনে সীনা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, রমণীর মধ্যে বীর্ঘপাত না হওয়ার অর্থ হল, তার বীর্ঘ বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে না। অন্যথায় নারীর বীর্যের অন্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, আমি স্বয়ং নারীর বীর্ঘ জমা হওয়ার স্থানে তা দেখেছি।

প্রশ্নকারী কে ছিলেন

তিরমিযীর রেওয়ায়াতে স্বপ্নদোষে গোসল ফরয কিনা তা জিজ্ঞেসকারী হয়রত উম্মে সালামা রা.-কে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ মুয়াত্তার রেওয়ায়াতে হয়রত আয়েশা রা.-কে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাযী ইয়ায এবং হাফিজ ইবনে হাজার র. প্রমুখ এই বিরোধ অবসান এভাবে করেছেন যে, তখন হয়রত আয়েশা এবং উম্মে সালামা রা. উভয়েই উপস্থিত ছিলেন এবং উভয়েই এ কথা বলেছিলেন। অতএব, প্রত্যেক রাবী এরূপ কথা উল্লেখ করেছেন, যা অন্যজন উল্লেখ করেননি।

তিরমিযীর রেওয়ায়াতে আছে, হয়রত উম্মে সালামা রা. বলেন-**قُلْتُ لَهَا فَضَحَّتِ الزَّيْنَةُ يَا أُمَّ سَلِيمٍ!** অর্থাৎ, আপনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এমন একটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা রমণীদের যৌন চাহিদার আধিক্য বুঝায়। এজন্য আপনি নারী জাতিকে অপদত্ত করেছেন। এক্ষণে ক্ষেত্রে গোপনীয়তা মহিলাদের স্বভাব।

❶ এখানে প্রশ্ন হয় যে, তিরমিযীতে **بَابُ فِيمَنْ يَسْتَبِطُ وَيُرَى بَلَاً** এ আছে যে, স্বয়ং হযরত উম্মে সালামা রা.-ই এই প্রশ্ন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট করেছিলেন। অতএব, হযরত উম্মে সূলাইম রা.-এর উপর প্রশ্ন উত্থাপনের বৈধতা কোথায়?

❷ এর উত্তর হল, হযরত উম্মে সালামা রা.-কে এই প্রশ্নকর্ত্রী সাব্যস্ত করা হয়েছে আব্দুল্লাহ-এর রেওয়াযাত দ্বারা। এই রেওয়াযাতটি আব্দুল্লাহর কারণে দুর্বল। ইমাম তিরমিযী র. এই জন্যই বলেছেন, আব্দুল্লাহকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ র. দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন, হাদীস মুখস্থ রাখার ব্যাপারে দুর্বলতার কারণে। অতএব, শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছে যে, সেখানেও মূলপ্রশ্নকারিণী ছিলেন হযরত উম্মে সূলাইম রা.। যাঁর নাম দুর্বল রাবীর স্বরণ ছিল না। তিনি উম্মে সালামার নাম উল্লেখ করেছেন। এর সমর্থন এই কারণেও হয় যে, উম্মে সালামা ও উম্মে সূলাইম দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ নাম। যাতে দুর্বল রাবীর ভ্রমের শক্তিশালী সম্ভাবনা বিদ্যমান।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَى الزُّبَيْدِيُّ وَعَقِيلٌ وَيُونُسُ .

এখানে নিরর্থক ইউনুস শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

এই উক্তির সারমর্ম হল, ইবনে শিহাব যুহরী থেকে যেরূপ ইউনুস বর্ণনা করেছেন যে, এই ঘটনাটি হযরত উম্মে সূলাইম রা.-এর সাথে হযরত আয়েশা রা.-এর, এরূপভাবে যুবাইদী প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেসকারী মহিলা ছিলেন উম্মে সূলাইম রা.। তবে পার্থক্য হল, ইউনুস ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। যুবাইদী প্রমুখ মালিক ইবনে শিহাব যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَوَافَقَ الزُّهْرِيُّ مُسَارِفَ الْحَجَبِيِّ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ উক্তির সারনির্ঘাস হল- উরওয়া থেকে এ হাদীসটি তিনজন বর্ণনা করেছেন- ১. যুহরী, ২. হিশাম, ৩. মুসাফিহ আল হাজাবী (নির্ভরযোগ্য একজন তাবিঈ)। আর এ তিনজনের মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে যে, এ ঘটনাটি হযরত উম্মে সূলাইম রা.-এর সাথে হযরত আয়েশা রা.-এর, নাকি উম্মে সূলাইম রা.-এর সাথে হযরত উম্মে সালামা রা.-এর। যুহরী বর্ণনা করেন- **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** আর মুসাফিহ আল হাজাবী এতে যুহরীর অনুকূল বিবরণ দিয়েছেন যে, এ ঘটনা হযরত উম্মে সূলাইম রা.-এর সাথে হযরত আয়েশা রা.-এর।

হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন। তিনি **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** সূত্রে এটি হযরত উম্মে সূলাইম রা. থেকে হযরত উম্মে সালামা রা.-এর ঘটনা বর্ণনা করেন। কিন্তু এতে উরওয়ার কোন শিষ্যের মুতাবা'আত নেই। অতএব, প্রাধান্য হবে যুহরীর রেওয়াযাতের। কারণ, তাতে মুসাফিহ আল হাজাবীর মুতাবা'আত রয়েছে।

হাফিজ ইবনে হাজার র. বলেন- কাযী ইয়ায র. থেকে বর্ণিত আছে যে, এই ঘটনাটি হযরত উম্মে সূলাইম রা.-এর সাথে হযরত উম্মে সালামা রা.-এর, হযরত আয়েশা রা.-এর নয়। এ উক্তি অনুসারে হিশামের রেওয়াযাতের প্রাধান্য হওয়া উচিত। কিন্তু আবু দাউদ র. মুসাফিহ আল হাজাবীর মুতাবা'আত উল্লেখ করে যুহরীর রেওয়াযাতের প্রাধান্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং আবদুল বার যুহলী থেকে বর্ণনা করেছেন, এ দু'টি রেওয়াযাতই সহীহ। ইমাম নববী র. শরহে মুসলিমে বলেছেন-

يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةُ رَضِ جَمِيعًا أَنْكَرْنَا عَلَى أُمِّ سَلِيمٍ وَقَالَ وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ حُضُورُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ - شرح مسلم : ١/ ١٤٥

কিন্তু আবু দাউদ না হিশামের রেওয়ায়াত এনেছেন, না মুসাফিহ আল হাজ্জাবীর রেওয়ায়াত এনেছেন। হযরত সাহাবানপূরী র.ও এদিকে কোন ইঙ্গিত করেননি।

بَابُ فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزَى بِهِ الْغُسْلُ

অনুচ্ছেদ : যে পরিমাণ পানি গোসলে যথেষ্ট

١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ هُوَ الْفَرْقُ مِنَ الْجَنَابَةِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُعَمَّرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَتْ كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرْقِ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الْفَرْقُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا - وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَاحِبُ ابْنِ أَبِي ذُنَيْبٍ خَمْسَةَ ارَطَالٍ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرَطْلَيْنَا هَذَا خَمْسَةَ ارَطَالٍ وَثَلَاثًا فَقَدْ أَوْفَى قَبِيلَ لَهُ الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ قَالَ الصَّيْحَانِيُّ أَطِيبُ قَالَ لَا أَدْرِي -

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ؟ أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

হাদীস : ১। আবদুল্লাহ.....হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এক ফারাকবিশিষ্ট একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে ফরয গোসল করতেন।

আবু দাউদ র. বলেন, মা'মার যুহরী র. থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে- হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তাতে এক ফারাক পানি ধরত।

আবু দাউদ র. বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল র. কে বলতে শুনেছি, ফারাক হল, ঝোল রতল। 'আমি তাকে আরও বলতে শুনেছি, 'ইবনে আবু যিবের মতে এক সা' হল পাঁচ রতল ও এক রতলের এক-তৃতীয়াংশ।' আর যিনি আট রতল বলেছেন, তা মাহফুজ নয়।

আবু দাউদ র. বলেন, ইমাম আহমদকে আমি বলতে শুনেছি, যে লোক আমাদের রতলের পাঁচ রতল ও এক তৃতীয়াংশ দ্বারা সদ্কায়ে ফিতর দিল সে পূর্ণ ফিতরা দিল। লোকেরা বলল, সায়হানী (মদীনার এক প্রকার খেজুর) তো ভারী হয়ে থাকে। তিনি বললেন, সায়হানী কি উৎকৃষ্ট? তিনি বললেন, তা আমার জানা নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য যুহরী থেকে ইমাম মালিক ও মা'মারের রেওয়ায়াতের শাদ্বিক পার্থক্যের বিবরণ দান। এ হাদীসে ইবনে শিহাব যুহরীর দুই শিষ্য- ইমাম মালিক ও মা'মার রয়েছেন। ইমাম মালিক যুহরী র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই পাত্র থেকে গোসলকারী শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ছিলেন। মা'মার যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ পাত্র থেকে গোসলকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হযরত আয়েশা রা.ও ছিলেন। তিনি একা ছিলেন না। প্রকৃত অর্থে উভয় রেওয়ায়াতে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। হতে পারে ইমাম মালিক র.-এর রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা রা.-এর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। সেখানে হয়তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা গোসল করেছিলেন। এমতাবস্থায় উভয় হাদীসকে বিভিন্ন। অবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। কখনও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা গোসল করেছিলেন, আর কখনও হযরত আয়েশা রা.ও সাথে ছিলেন।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ .

এখানে ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য ইমাম মালিক র.-এর রেওয়ায়াতকে শক্তিশালী করা। কারণ, যুহরী থেকে এ হাদীসটি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাও বর্ণনা করেছেন। তিনি মালিক র.-এর ন্যায় বিবরণ দিয়েছেন যে, পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসলকারী শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন, হযরত আয়েশা রা. সাথে ছিলেন না।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رُطْلًا، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ .

হতে পারে ইবনে আবু যিব দ্বারা মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুগীরা ইবনে হারিস ইবনে আবু যিব উদ্দেশ্য। তাঁর উপনাম হল, আবুল হারিস মাদানী। তিনি ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর উস্তাদ। হতে পারে এর দ্বারা হানাফীদের উক্তি খণ্ডন করা উদ্দেশ্য। কারণ, হানাফীগণ এক সা'কে আট রতল সমান বলেন। এজন্য ইমাম আবু দাউদ র.-এর পরবর্তী উক্তি দ্বারা সুস্পষ্ট ভাষায় এর খণ্ডন হয়ে যায়।

قَالَ أَيُّ سَأَلَ أَبُو دَاوُدَ أَحْمَدَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ قَالَ أَيُّ أَحْمَدُ فِي الْجَوَابِ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ .

এখানে হানাফীদের মত সুস্পষ্ট ভাষায় খণ্ডিত হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে فِي الْمَاءِ مِنْ الْمَاءِ بَابُ مَا يَجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ তে দীর্ঘ আলোচনা এসেছে। এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

قَالَ أَيُّ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى صَدَقَةَ الْفِطْرِ بِرُطْلَيْنَا هَذَا خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى .

অর্থাৎ, যে সদকায়ে ফিতরে পাঁচ রতল ও এক-ভূতীয়াংশ রতল আদায় করল, সে পূর্ণ সদকা আদায় করে দিল।

মোটকথা, তাঁর মতে যেহেতু ৫১ রতল, অতএব, যার ইচ্ছা-সা' দ্বারা (যেটি পরিমাপের উপকরণ) সদকায়ে ফিতর আদায় করবে। অথবা ৫১ রতল ওজন দ্বারা আদায় করবে। উভয়টি সমান হওয়ার কারণে সদকায়ে ফিতর আদায় হয়ে যাবে।

الصَّيْحَانِي تَقِيلُ - অর্থাৎ, অসায়হানী ৫১ রতল সা' এর সমান হতে পারে, তাই ইচ্ছা করলে সা' দ্বারা পরিশোধ করবে অথবা ওজন দ্বারা। উভয় অবস্থাতে সদকায়ে ফিতর আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সা'য়হানী খেজুর ভারী হয়ে থাকে। ৫১ রতল দ্বারা যতটুকু ওজন হবে তদ্বারা সা' পরিপূর্ণ হবে না এবং পূর্ণ এক সা' হবে না। সুস্পষ্ট নস দ্বারা এক সা' বলা হয়েছে। অতএব, সায়হানী খেজুর যদি সা' দ্বারা পরিশোধ না করে ৫১ রতল সায়হানী আদায় করে, তবে পরিশোধ কিভাবে হবে?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. প্রথমে الصَّيْحَانِي শব্দে চিন্তা না করে বলে দিয়েছেন- الصَّيْحَانِي أَطْبَبُ অর্থাৎ, সায়হানী তো খুব উত্তম খেজুর হয়ে থাকে। তদ্বারা পরিশোধ হবে না কেন? যখন এ প্রশ্নটির ব্যাপারে তিনি চিন্তা করলেন তখন বললেন, আমি জানি না।

○ আমাদের হানাফীদের মতে পরিশোধ হবে না। এর এক কারণ হল ৫১ রতল এক সা' হবে না। বরং আরও কিছু অতিরিক্ত দিলে এক সা' পূর্ণ হতে পারে। নসে বর্ণিত এক সা' আদায় করতে হবে।

আর একটি কারণ হল, আমাদের মতে সা' হয় আট রতলে। অতএব, আট রতলেরও কিছু বেশি দিতে হবে। তাহলে আট রতল সায়হানী খেজুর দ্বারা সা' পরিপূর্ণ হতে পারে।

উল্লেখ্য, সায়হানী মদীনা মুনাওয়ারার এক প্রকার অতি উত্তম খেজুর হয়ে থাকে।

بَابُ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ : ঋতুবতীর সাথে সহবাস

۱. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ وَرَبَّمَا لَمْ يَرْفَعَهُ شُعْبَةُ -

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ - حَدِيثُ الْبَابِ مُؤَوَّلٌ أَوْ عَلَى الْحَقِيقَةِ؟ إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَمَا التَّائِيلُ؟ حُكْمُ التَّصَدَّقِ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ؟ وَمَا هُوَ حُكْمُ إِتْيَانِ الْمَرْءِ بِالذَّبْرِ؟ هَلْ يُكْفَرُ بِالْمُجَامَعَةِ بِالْحَائِضِ وَإِتْيَانِ الْمَرْءِ بِالذَّبْرِ وَإِتْيَانِ الْكَاهِنِ وَتَصَدِيقِهِ؟ وَضَعْ عَلَى صَوْرِ الدَّلَائِلِ - أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ -

হাদীস : ১। মুসাদ্দাদ..... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি হয়েয অবস্থায় জীর সাথে সহবাস করে তার সম্পর্কে প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- সে যেন এক দীনার সদকা করে অথবা অর্ধ দীনার।

আবু দাউদ র. বলেন, সহীহ বর্ণনাসমূহে এরূপই রয়েছে। তিনি বলেন, এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার। শো'বা কখনো এ হাদীসটি 'মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেননি।

সদকার হুকুম

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ بِنِصْفِ دِينَارٍ : ইমাম আহমদ, ইসহাক, আওয়াঈ র.-এর নিকট সদকার নির্দেশ ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, তওবা কবুল করা সদকা ব্যতীত সম্ভব নয়। এর পদ্ধতি এই হবে যে, হয়েযের প্রথম দিকে হলে এক দিনার আর শেষের দিকে হলে অর্ধ দিনার ওয়াজিব হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে তওবার আয়াত দ্বারা এটা মানসুখ, অথবা ম২০৭২৪১জিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাকে শুধু তওবা ইস্তিগফার করতে হবে। ইমাম আহমদ র.-এরও একটি রেওয়াযাত সংখ্যাগরিষ্ঠের ন্যায়।

মুতাকাদিমীনের পরিভাষায় মাকরুহ বলতে হারাম এবং কুফরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইমাম তিরমিযী র.-এরও এই পরিভাষাই।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের রেওয়াযাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি মাসআলা রয়েছে-

১. ঋতুবতী জীর সাথে সহবাস হারাম।

২. জীর পায়ু পথে সহবাস হারাম।

ইমাম নববী র. জীর গুহাঘারে সহবাস হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'হিদায়া' গ্রন্থকার হযরত ইবনে উমর রা. থেকে এর বৈধতার উক্তি বর্ণনা করেছেন, অতঃপর বলেছেন যে, এই উক্তিটি অনির্ভরযোগ্য। কারণ, এটা অকাট্য নসের পরিপন্থী। হাফিজ ইবন হাজার র. বলেছেন, যে ইবনে উমর রা. থেকে এই উক্তি থেকে প্রত্যাবর্তনও প্রমাণিত আছে। ইমাম ডাহাভী র. শরহে মা'আনিল আছারে, ইমাম দারিমী র. স্বীয় তাফসীরে (১/২২২) সহীহ সনদে হযরত সাঈদ ইবনে ইয়াসার র. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত ইবনে উমর রা.-কে জিজ্ঞেস করেছেন-

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! إِنَّا نَسْتَعْرِى الْجَوَارَى فَنَمَحِضُ تَمَحِيضًا فَقَالَ وَمَا التَّحْمِيضُ؟ قَالَ الدُّبُرُ - فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنُفُ، يَفْعَلُ ذَلِكَ مُؤْمِنٌ أَوْ مُسْلِمٌ؟

'হে আবু আব্দুল্লাহ! আমরা কুমারী বাদীদের ক্রয় করি। অতঃপর তাদের সাথে তামহীয করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তামহীয কি জিনিস? তিনি বললেন, গুহাঘারে সঙ্গম করা। তখন হযরত ইবনে উমর রা. বললেন, উফ্! উফ্! কোন মুসলমান অথবা মুমিন কি এ কাজ করে?'

এই রেওয়াযাত দ্বারা স্পষ্টভাবে হারাম প্রমাণিত হয় এবং এটা পূর্বের উক্তি প্রত্যাহারের পর্যায্যভূক্ত। অতএব, এখন এ বিষয়টি কোন ব্যতিক্রমভুক্তি ছাড়া সর্বসম্মত হয়ে গেল।

ঋতু অবস্থায় বা পায়ুপথে জী সহবাস বা ভবিষ্যৎকালে বিশ্বাস করলে কাফির হবে কিনা?

ঋতু অবস্থায় কিংবা পায়ুপথে জী সহবাস কিংবা ভবিষ্যৎকালের কথা বিশ্বাস করা মারাত্মক গোনাহের কাজ। যদি হালাল মনে করে এসব কাজ করে তবে এর কুফরী স্পষ্ট। যদিও কোন কোনটি সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। যেমন,

ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। আর হালাল মনে করে না করলে এটা কঠোরতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইমাম তিরমিযী র.ও এ ব্যাখ্যাটি অবলম্বন করেছেন। এর প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, ঋতু অবস্থায় সহবাস করার ক্ষেত্রে সদকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সদকা করার নির্দেশ মু'মিনকেই দেয়া যেতে পারে। এতে প্রমাণিত হল, ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস কুফরী নয়। (অবশ্যই মারাত্মক গোনাহের কাজ।)

উল্লেখ্য, كَاهِنٌ বলা হয় একরূপ ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতের সংবাদ বর্ণনা করে (ভবিষ্যৎদাতা) এবং সৃষ্টির গোপন রহস্য জানার দাবিদার। এ ধরনের কাহানত (ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান) দু'প্রকার- এক, অর্জিত, দুই, স্বভাবজাত। ইবনে খালদুন র. বলেছেন, আবরদের মধ্যে স্বভাবজাত কাহানত পাওয়া যেত। ফুকাহায়ে কিরামের মতে এর দুটো প্রকারই হারাম।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ .

অর্থাৎ রেওয়ায়াতটি সহকারে।

وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ .

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এই হাদীসের সনদগত ইখতিলাফের দিকে ইঙ্গিত দান। শো'বা এই হাদীসটি মারফু না মাওকুফ এ ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন। কখনও মারফু আকারে উল্লেখ করেছেন, আবার অনেক সময় অন্যভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে মারফু আকারে উল্লিখিত হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাস্তান শো'বা থেকে মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন। এ উক্তিটি দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীসের দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করা।

٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مَطَهَّرٍ نَا جَعْفَرُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكِيمِ الْهَنْدَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِقْسِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ فِدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الْيَوْمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسِمٍ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْعَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح. أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ السَّيِّدَةِ أَمْ سَلَمَةٌ رَض. الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ২। আবদুস সালাম..... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হায়েযের প্রারম্ভিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে তার কাফফারা দিতে হবে এক দীনার। আর হায়েয বন্ধ হওয়ার কাছাকাছি সময় সহবাস করলে দিতে হবে অর্ধ দীনার।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسِمٍ .

এ হাদীসটি উল্লেখ করে ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ দীনার ও অর্ধ দীনার সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যার দিকে ইঙ্গিত করা। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে এক

দীনার অথবা অর্ধ দীনার সদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন— এর উদ্দেশ্য হল, ঋতুবতী স্ত্রী যদি মাসিকের প্রথম দিকে থাকে, তবে এক দীনার সদকা করার নির্দেশ। আর যদি রক্ত বন্ধ হওয়ার দিকে থাকে, তবে অর্ধ দীনার সদকা করার নির্দেশ।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে জুরাইজ আবদুল করীম থেকে, আবদুল করীম মিকসাম থেকে অনুরূপ ব্যাখ্যার বিবরণ দিয়েছেন। ইমাম বায়হাকী র. স্বীয় সুনানে মুত্তাসিলরূপে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন—

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ - وَإِذَا وَطِنَهَا وَقَدَرَأَتْ الطَّهْرَ وَلَمْ يَفْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ، ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فَجَعَلَ التَّفْسِيرُ مِنْ قَوْلِ مِقْسَمٍ -

এখানে ইবনে আবু আক্বাস-আবদুল করীম এবং ইবনে জুরাইজ- আবদুল করীমের মাঝে পার্থক্য আছে। ইবনে আবু আক্বাসের রেওয়ায়াতে এ তাফসীরটিকে মিকসামের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন। আর ইবনে জুরাইজের রেওয়ায়াতে এটিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মিলিয়ে তাঁর বাণী সাব্যস্ত করেছেন। আবু দাউদ র.-এর এই রেওয়ায়াতে এটিকে হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন।

৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا شَرِيكَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بُذَيْمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (مُرْسَلًا) - وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَى دِينَارٍ وَهَذَا مُعْضَلٌ -

السُّوَالُ : تَرْجِمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِيُّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ -
الْجَوَابُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

হাদীস : ৩। মুহাম্মদ ইবনে সাক্বাহ..... হযরত ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন— হায়েয অবস্থায় কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে (কাফফারাস্বরূপ) সে অর্ধ দীনার সদকা করবে।

আবু দাউদ র. বলেন, আলী ইবনে বাযীমা র. মিকসামের মাধ্যমে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপই মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

অপর এক বর্ণনায় আবদুল হামীদ ইবনে আবদুর রহমান প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী (হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.) বলেন— নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দুই পঞ্চমাংশ দীনার সদকা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি মু'দাল হাদীস।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بُذَيْمَةَ عَنْ مِقْسِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا .

এ তৃতীয় হাদীসটি বর্ণনা করা দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য আবদুল করীম-মিকসাম সূত্রে বর্ণিত হাদীস এবং খুসাইফ-মিকসাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতের মাঝে পার্থক্যের বিবরণ দান। আবদুল করীম-মিকসামের হাদীসে وَدَيْنَارٍ او نِصْفِ دَيْنَارٍ আছে। আর শেষোক্ত হাদীসে অর্ধ দীনারের উল্লেখ রয়েছে। আলী ইবনে বাযীমা-মিকসাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতেও অর্ধ দীনারের উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য আলী ইবনে বাযীমার রেওয়ায়াত মুরসাল, খুসাইফের হাদীস মুত্তাসিল। এই উক্তি দ্বারা আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হাদীসের মূলপাঠের ইয়তিরাবের দিকে ইঙ্গিত করা। কোন কোন রেওয়ায়াতে وَدَيْنَارٍ অর্থাৎ نِصْفِ دَيْنَارٍ আর কোন কোন রেওয়ায়াতে রয়েছে نِصْفِ دَيْنَارٍ .

এরপর ইমাম আবু দাউদ র. সনদ ও মতনগত আর একটি ইখতিলাফের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য ইমাম আওযাই র.-এর রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন- رَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ بَزْدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ﷺ قَالَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسِ دِينَارٍ . তবে এ রেওয়ায়াতটি মু'দাল। মু'দাল হল যে রেওয়ায়াতের সনদে দুইজন অথবা দুইয়ের অধিক রাবী একাধারে বাদ পড়ে যায়। এই তৃতীয় ইখতিলাফটি সনদ এবং মতন উভয়টির ক্ষেত্রেই।

بَابُ فِي الْمَرْمَةِ تَسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدْعُ الصَّلَاةُ فِي عِدَّةِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ

অনুচ্ছেদ : রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা এবং যে বলে সে ঋতুর দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে

٥. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وَهَيْبُ نَا أَبُو بَاسْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتْ اسْتَحْيَضَتْ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي بَاسْمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتْ اسْتَحْيَضَتْ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي بَاسْمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ . أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ السَّيِّدَةِ أَمْ سَلَمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ৫। মুসা ইবনে ইসমাঈল..... হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে উক্ত ঘটনাই বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, সে যেন নামায ছেড়ে দেয়। আর ঐ সময় ছাড়া বাকি সময় যেন সে গোসল করে নেয় ও কাপড়ের নেকড়া বেঁধে নামায পড়ে।

আবু দাউদ র. বলেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইয়ুব সূত্রে বলেছেন, এ হাদীসে বর্ণিত উক্ত রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলার নাম হযরত ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা.।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِيَ الْمَرْءَ الَّتِي كَانَتْ أُسْتَحِيضَتْ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُوْبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

সারকথা, এ অনুচ্ছেদের শুরু থেকে এ পর্যন্ত হাদীসগুলোর প্রথম চারটি নাফি' -সুলাইমান ইবনে ইয়াসার সূত্রে বর্ণিত। এ চারটির প্রথম হাদীসে নাফি'র শিষ্য ইমাম মালিক, দ্বিতীয়টিতে লাইস ইবনে সা'দ, তৃতীয়টিতে উবাইদুল্লাহ, আর চতুর্থটিতে সাখর ইবনে জুয়াইরিয়া। নাফি'র এসব শিষ্যের কেউ সে মহিলার নাম উল্লেখ করেননি, যিনি রক্তপ্রদর আক্রান্ত ছিলেন। এরূপভাবে এ অনুচ্ছেদের পঞ্চম হাদীস ওহাইব-আইউব-সুলাইমান ইবনে ইয়াসার সূত্রে বর্ণিত। এতেও সে মহিলার নাম নেই। এবার ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ পঞ্চম হাদীসটি আইউব থেকে হাম্মাদ ইবনে যায়েদও বর্ণনা করেছেন। তিনি সে মহিলার নাম বলেছেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ। তবে আবু দাউদ র. হাম্মাদের হাদীসটি স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। অবশ্য দারাকুতনী স্বীয় সনদে বলেছেন-

حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُوْبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حَبِيشٍ رَضِ
أُسْتَحِيضَتْ الْحَدِيثِ .

আবু দাউদের উক্তি দ্বারা একটি ধারণা হয় যে, হাম্মাদ ছাড়া অন্য কেউ এ মহিলার নাম উল্লেখ করেননি। অথচ বিষয়টি অনুরূপ নয়, বরং অন্য কেউ কেউ তার নাম উল্লেখ করেছেন। এরূপ কিছুসংখ্যক হাদীস সুনানে দারাকুতনীতেও আছে।

হযরত উম্মে সালামা রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি : নাম- হিন্দ। উপনাম- সালামা। পিতার নাম- সুহাইল। উপনাম- আবু উমাইয়া। মায়ের নাম- আতিকা বিনতে আমির। তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। বদান্যতার জন্যে তাঁর পিতা সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন।

বংশধারা : হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া ইবনে সুহাইল ইবনে মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখযূম আল-মাখযূমিয়া।

দাম্পত্য জীবন : তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল স্বীয় চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ-এর সাথে। তিনি আবু সালামা নামে অধিক পরিচিত। হযরত উম্মে সালামা হলেন মুগীরা বংশের, আর তাঁর স্বামী আবু সালামা হলেন আসাদ বংশের।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের শুরুর দিকেই তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দীন ইসলামে দীক্ষিত হন।

প্রথম হিজরত : পূর্ব পুরুষদের দীন পরিবর্তন করে নতুন দীন গ্রহণ করার কারণে তাঁদের ওপর অসহনীয় নির্যাতন চলতে থাকে। তাই তাঁরা স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে হাবশায় হিজরত করেন।

মদীনায় হিজরত : হাবশা হতে মক্কায় ফিরে আসার পর কাফির-মুশরিক কর্তৃক নির্যাতনের মাত্রা যখন আরো তীব্র আকার ধারণ করে তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মদীনায় হিজরতের জন্য মনস্থ করেন। তাঁদের মদীনা

হিজরতের করুণ কাহিনী হযরত উম্মে সালামা রা. নিজেই বর্ণনা করেছেন- ‘যখন আবু সালামা রা. মদীনা হিজরতের সংকল্প করেন, তখন তাঁর নিকট একটি মাত্র উট ছিল। আমাকে এবং আমার পুত্রকে এর ওপর বসিয়ে নিজে উটের লাগাম ধরে টেনে চললেন। আমার পিতৃবংশীয়রা তা দেখে বাঁধার সৃষ্টি করল। তারা বলতে লাগল, আমাদের কন্যাকে আমরা যেতে দেব না। তারা আবু সালামার হাত হতে লাগাম কেড়ে নিল এবং আমাকে নিয়ে চলল। ইতোমধ্যে আমার স্বামীর বংশীয়গণ এসে পৌঁছল এবং আমার পুত্র সালামাকে হস্তগত করে আমার পিতৃবংশীয়গণকে বলতে লাগল, “তোমরা যদি তোমাদের কন্যাকে তার স্বামীর সাথে যেতে না দাও, তাহলে আমরাও আমাদের বংশীয় সন্তানকে তার মায়ের সাথে যেতে দেব না।” এভাবে আমি স্বামী ও পুত্র হতে বিচ্ছিন্ন হলাম।

স্বামী মদীনায় চলে গেলেন। পুত্র তার পিতৃবংশীয়গণের নিকট এবং আমি আমার পিতৃবংশীয়গণের সাথে থাকতে বাধ্য হলাম। আমি প্রত্যহ পুত্র্যে উঠে এক উচ্চস্থানে বসে সারা দিন কাঁদতাম। এরূপে প্রায় এক বছর গেল। আমার এক আত্মীয় অনুগ্রহপূর্বক একদিন আমার পিতৃবংশীয়দেরকে সমবেত করে এমন ভাষায় আমার সম্বন্ধে অনুরোধ করল যে, তারা আমাকে আমার স্বামীর নিকট যাওয়ার একতিয়ার দিলেন। আর আমার স্বামীর বংশীয়গণও আমার ছেলেটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর একটি উটে করে পুত্রসহ ওসমান ইবনে তালহার সহায়তায় মদীনায় গিয়ে স্বামীর সাথে মিলিত হলাম।’

প্রথম স্বামীর ইনতিকাল : উম্মে সালামা রা. ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। স্বামীও ছিলেন তেমনি। তাঁর প্রথম স্বামী তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত উম্মে সালামা রা. অন্যান্য মহিলার সাথে যুদ্ধে আসেন। হযরত আনাস রা. বলেন, ‘আমি আমার মাতা উম্মে সালামা এবং হযরত আয়েশা রা.-কে দেখলাম, তাঁরা আস্তিন গুটিয়ে মশক ভরে পানি এনে আহত যোদ্ধাদেরকে পান করচ্ছেন। মশক খালি হলে আবার মশক ভরে পানি আনছেন।’

—সহীহ বুখারী

উহুদ যুদ্ধের প্রায় তিন বছর পর উহুদের ক্ষতস্থানে আবু সালামার ঘা দেখা দেয়। অবশেষে এর যক্ষণায় ঐ বছরই তিনি ওফাত লাভ করেন।

রাসূল সদ্দাত্‌ল্লাহ্‌ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিবাহ

এ উচ্চ বংশীয় স্বার্থত্যাগিনী মহিলাকে সম্মানিত এবং অভাব বিমুক্তকরণের উদ্দেশ্যে রাসূল সদ্দাত্‌ল্লাহ্‌ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন উম্মে সালামা চারটি আপত্তি উত্থাপন করলেন। যেমন—

১. আমার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে।
২. আমার সন্তান-সন্ততি আছে।
৩. আমার বয়স হয়েছে।
৪. এখানে আমার কোন অভিভাবক নেই।

রাসূল সদ্দাত্‌ল্লাহ্‌ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আত্মাহর কাছে দোয়া করবো, যেন তিনি তোমার আত্ম মর্যাদাবোধ দূর করে দেন। আর তোমার সন্তানেরা আত্মাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মায় থাকবে। বয়সের ব্যাপারে বললেন, তোমার চেয়ে আমার বয়স বেশী। এরপর হযরত উম্মে সালামা রা. রাজি হলে ৪র্থ হিজরীতে বিবাহ হয়ে যায়। তখন হযরত উম্মে সালামার বয়স ২৬ এবং রাসূল সদ্দাত্‌ল্লাহ্‌ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ৫৭ বছর।

গুণাবলি : তিনি বহু গুণে গুণাবিতা ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী রমণী। হযরত আয়েশা রা. বলেন, ‘তাঁর সৌন্দর্যের খ্যাতি যেমন শুনেছিলাম, তিনি তা হতেও বহুগুণে অধিক সুন্দরী ছিলেন। আত্মাহ তা ‘আলা তাঁকে রূপে যেমন ধনী করেছিলেন, তা হতেও অধিক তাকে সংগুণে এবং সুকর্মে ধনী করেছিলেন।’

তিনি বিদূষী ও পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস শ্রবণ করার তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি একজন দানশীলা ছিলেন। তজ্জন্য বীয কন্যাকেও উৎসাহিত করতেন। সুখভোগের দিকে তার অনুরাগ ছিল না। প্রত্যেক মাসে সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে রোযা রাখতেন।

আল-ইসাবাতে আছে, ‘হযরত উম্মে সালামা তাঁর সৌন্দর্য, গভীর বুদ্ধি এবং দৃঢ় সংকল্পের জন্যে প্রশংসিতা ছিলেন’। জ্ঞানে-গুণে হযরত আয়েশা রা.-এর পরের স্থান হল- হযরত উম্মে সালামা রা.-এর।

সন্তান-সন্ততি : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুঁরসে হযরত উম্মে সালামার কোন সন্তান হয়নি। পূর্বের স্বামী হযরত আবু সালামার চারজন সন্তান ছিল দু’পুত্র-সালামা ও ওমর এবং দু’কন্যা দুররা ও বাররা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাররার নাম পরিবর্তন করে রাখেন যয়নব।

হাদীস বিবরণ : তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা- ৩৭৮। তন্মধ্যে বুখারী মুসলিমে যৌথভাবে ১৩টি। এককভাবে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে ৩টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর থেকে বহু মনীষী হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন- তাঁর পুত্র ওমর, মেয়ে- যয়নব। ক্রীতদাস- নাবহান, ভাই আমির ইবনে আবু উমাইয়া, ভাইয়ের ছেলে- মুসআব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া প্রমুখ।

মুহাম্মদ ইবনে লবীদ বলেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্নীগণেরই বহু হাদীস কণ্ঠস্থ ছিল, কিন্তু এতদবিষয়ে হযরত আয়েশা রা. এবং হযরত উম্মে সালামার সমতুল্য কেউ ছিলেন না।’

ইনতিকাল : তিনি কোন্ সনে মৃত্যুবরণ করেন এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

ওয়াকিদী বলেন, তিনি হিজরী ৫৯ সনের শাওয়াল মাসে মৃত্যু লাভ করেন। হযরত আবু হোরাযরা রা. তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছেন।

কারো মতে ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া -এর রাজত্বকালে,

হিজরী ৬২ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

কারো মতে, ৬৩ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে।

কারো মতে ৬১ হিজরীর শেষভাগে ওফাত লাভ করেন।

জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্রীদে মধ্য তিনি সর্বশেষে ইনতিকাল করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তিনি ৬০ বছর জীবিত ছিলেন।

- বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ইকমাল : ৫৯৯; ইসাবা : ৪/৪২৬; উসদুল গাবাহ : ৭/৩২৯ - ৩৩০

۶. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاقٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَتْ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضَتْ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الدِّمِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَرَأَيْتُ مَرْكَئَهَا مِلَّانَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَكُمْنِي قَدَرًا مَا كَانَتْ تَحْبِسُكَ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسَلِي .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بَيْنَ أَضْعَافٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رِيعَةَ فِي إِخْرَاهُ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ وَبُرْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ رِيعَةَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . أَوْضِعْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحَ الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ৬ । কুতাইবা.....হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উম্মে হাবীবা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রক্তস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি তার পানির পাত্র রক্তে পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- “যে ক’দিন তুমি মাসিকের দরুন নামায থেকে বিরত থাকতে, সে ক’দিন তুমি বিরত থেকে, তারপর গোসল করে নিও।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَ جَعْفَرُ بْنُ رِيعَةَ .

ব্যাখ্যাভাগণ এই ইবারতটির অর্থ নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

○ কেউ কেউ বলেছেন- بَيْنَ মাযী মারুফের সীমা- تَبَيَّنَ থেকে নিশ্চিন। অর্থাৎ, প্রকাশ করেছে। أَضْعَفُ শব্দটি ضَعْفُ মাসদারের বহুবচন। অর্থাৎ, এ হাদীসটির দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। তবে এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। এমনকি ইমাম মুসলিম র. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অতএব, এতে দুর্বলতা থাকতে পারে না।

○ কেউ কেউ বলেছেন- بَيْنَ জরফ। বায়ের উপর যবর, ইয়া সাকিন, আর أَضْعَفُ শব্দটি ضَعْفُ এর বহুবচন। বলা হয়, أَضْعَفُ الْكِتَابِ অর্থাৎ, কিতাবের লাইনের মধ্যবর্তী দূরত্ব। এ উক্তিটি বিতর্ক। এ উক্তি অনুসারে ইবারতের অর্থ এই হবে- কুতাইবা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটিকে জাফর ইবনে রবী‘আর হাদীসগুলোর মাঝে এবং শেষে লিখে রেখেছেন।

○ এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য কুতাইবা যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ও সনদের বিবরণ দিয়েছেন, তখন جَعْفَرُ عَنْ তার পিতার দিকে সনোদন ছাড়া বলেছেন। এবার লোকজনের মধ্যে গোলমাল লেগেছে, এই জাফর কে? জাফর ইবনে রবী‘আ, না অন্য কোন জাফর? আবু দাউদ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কুতাইবা এ হাদীসটিকে জাফর ইবনে রবী‘আর হাদীসগুলোর মাঝে লিখে রেখেছেন। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, এ হাদীসটি জাফর ইবনে রবী‘আর, অন্য কোন জাফরের নয়। এ হল একটি নির্দর্শন।

আরেকটি নিদর্শন হল-

رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَاشٍ وَوَيْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ رِيعَةَ .

তারা দু’জন স্পষ্ট করে বলছেন, ইনি জাফর ইবনে রবী‘আ। অতএব, যেই রেওয়াজাতে পিতার দিকে সনোদন ছাড়া আছে, সেখানেও উদ্দেশ্য জাফর ইবনে রবী‘আ, অন্য কোন জাফর নয়।

أَحَدُنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوسَى نَاجِرِيٍّ عَنْ سَهْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ أَوْ أَسْمَاءَ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الْإِبَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَعْفَرٍ رَضَتْ أُسْتَحْبِضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَدْعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةَ عَنْ عُرْوَةَ شَيْئًا وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَتْ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضَتْ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدْعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهُمْ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ الْحَفَاطِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَا ذَكَرَ سَهْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ . وَقَدْ رَوَى الْحَمِيدِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا . وَرَوَتْ قُمَيْرُ بِنْتُ عَمْرِو زَوْجِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدَرِ أَقْرَانِهَا وَرَوَى أَبُو بَشِيرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَعْفَرٍ رَضَتْ أُسْتَحْبِضَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ . وَرَوَى شَرِيكَ عَنْ أَبِي الْبَقَّانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيَ . وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ إِنْ سَوَدَتْ أُسْتَحْبِضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَضَتْ أَيَّامَهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ .

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ قُرُوبِهَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَّارُ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَتْ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلُ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضَتْ وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ قُمَيْرِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضَتْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَسَالِمٌ وَالْقَاسِمُ إِنْ الْمُسْتَحَاضَةُ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا .

السُّؤَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَكْتُبُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ السَّيِّدَةِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضَتْ أَوْ أَسْمَاءَ رَضَتْ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ رَضَتْ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحْ .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ৮। ইউসুফ..... হযরত উরওয়া ইবনু যুহাইর র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা. আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অথবা বলেছেন- আসমাই আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, পূর্বে সে যে কদিন অপেক্ষা করত (মাসিকের জন্য) এখনো ঐ কদিন অপেক্ষা করে তারপর গোসল করে নিবে।.... যখনব বিনতে উম্মে সালামা বর্ণনা করেন, উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্শের রক্ত প্রদর শুরু হলে নবী আকরাম সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হায়েযের সময় পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন, তারপর গোসল করে নামায পড়ার হুকুম করেন।

আবু দাউদ র. বলেন, কাতাদাহ র. উরওয়া র. থেকে কিছু শোনেননি।

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উম্মে হাবীবা রা.-এর রক্ত প্রদর ছিল। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে মাসিকের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

আবু দাউদ বলেন, এটা ইবনে উয়াইনার ভুল। এটা যুহরী থেকে হাদীসের হাফিজগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ নেই। শুধু তাই আছে যা সুহাইল ইবনে আবু সালিহ বর্ণনা করেছেন। আর হুমাইদীও এ হাদীস ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে 'হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার' কথাটুকু উল্লেখ নেই।.. হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। তারপর গোসল করবে। আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলাকে) হায়েযের সময়সীমা পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।.. ইকরিমা র. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্শ রা. রক্তপ্রদর রোগে আক্রান্ত হলেন.... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

আদী ইবনে সাবিত তাঁর পিতা তাঁর দাদা সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন- রক্ত প্রদরাক্রান্ত মহিলা মাসিকের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। অতঃপর গোসল করে নামায পড়বে।.... আবু জা'ফর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সাওদা রা. রক্তপ্রদরে আক্রান্ত হলেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন, যখন মাসিকের মুক্ত শেষ হয়ে যাবে, তখন গোসল করবে ও নামায পড়বে।... হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রক্ত প্রদরাক্রান্ত মহিলা মাসিকের দিনগুলোতে বসে থাকবে (নামায পড়বে না)। এরূপই বর্ণনা করেছেন বনু হাশিমের মাওলা আশ্কার, তাল্ক ইবনে হাবীব র. ইবনে আব্বাস রা. থেকে অন্যরা।

আবু দাউদ র. বলেন, হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আতা, মাকহুল, ইবরাহীম, সালিম ও কাসিমের এটা ই অভিমত যে, (রক্তপ্রদরে আক্রান্ত মহিলা) হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُمَرَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ .

কাতাদার এই রেওয়ায়াত সম্পর্কে আব্দারাম সাহরানপুরী র. বলেন, হাদীস গ্রন্থাবলী তালিশ করেও তাঁর এই হাদীসটি পাওয়া গেল না।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ ابْنُ عَبَّيْنَةَ أَيْ سَفِيَّانَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ .

এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস।

قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضَ كَأَنَّتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا .
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمٌّ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ الْحُفَاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَا ذَكَرَ
 سَهْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ .

فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا .

সম্ভবতঃ ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ উক্তির উদ্দেশ্য ইমাম যুহরীর শিষ্যদের শাসনিক বিভিন্নতার দিকে ইঙ্গিত করা। ইমাম যুহরী র.-এর অনেক হাফিজ শিষ্য তাঁর থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কেউ **إِلَّا مَا ذَكَرَ سَهْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ** শব্দ হযরত উম্মে হাবীবা রা.-এর এ হাদীসে বর্ণনা করেননি। কিন্তু সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা সমস্ত হাফিজে হাদীসের বিরোধিতা করে এ বাক্যটি এখানে অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। অতএব, এটি ভুল। সম্ভবতঃ এ শব্দটি অন্য কোন ঘটনার। কিন্তু ইবনে উয়াইনা র. ভুলক্রমে এটি উম্মে হাবীবা রা.-এর ঘটনায় প্রবিষ্ট করিয়েছেন। যুহরীর কোন হাফিজ শিষ্য এ শব্দটি উল্লেখ করেননি, শুধুমাত্র সুহাইল ইবনে আবু সালিহ ছাড়া। তিনিও কিছু অংশ বর্ধিত করেছেন।

○ কিন্তু ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ উক্তির উপর দু'টি প্রশ্ন-

১. শীঘ্রই পরবর্তী অনুচ্ছেদে ইমাম আবু দাউদ র. বলবেন, এ বাক্যটি ইমাম আওয়াইদ ছাড়া যুহরীর কোন শিষ্য উল্লেখ করেননি। বুঝা গেল এ বাক্যটি ইমাম আওয়াইদ র. উল্লেখ করেছেন। কাজেই বাক্য বৃদ্ধিতে শুধু সুফিয়ান একা নন, ইমাম আওয়াইদ র.ও রয়েছেন।

২. দ্বিতীয়ত, **إِلَّا مَا ذَكَرَ سَهْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ** বাক্য দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য কি? যদি এ অনুচ্ছেদের পরবর্তী হাদীসের বাক্য উদ্দেশ্য হয়, তবে তা হতে পারে না। কারণ, সুহাইল ইবনে আবু সালিহ থেকে বর্ণিত, পরবর্তী হাদীসটি ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঘটনাসংক্রান্ত। বস্তুতঃ সুফিয়ানের অতিরিক্ত বিবরণ হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্শ রা.-এর ঘটনা সংক্রান্ত।

যদি মেনেও নেয়া হয় যে, এটি পূর্ববর্তী হাদীসই, তবে আমরা বলব, এতেও তো একটি বাক্য অতিরিক্ত আছে। সেটি হল- **فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَأَنَّتْ تَقْعُدُ**

এটি তো ইবনে উয়াইনার সে অতিরিক্ত বিষয়টিই। অর্থাৎ, উভয়টি সমার্থক। কাজেই উভয় রেওয়ায়াত একরকম হয়ে গেল। কাজেই এই অতিরিক্ত অর্থটুকু শুধু ইবনে উয়াইনার নয়।

যদি এ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস উদ্দেশ্য হয়, তবে সে হাদীস আমরা পাইনি। ইমাম আবু দাউদ র.ও সেটি আনেননি। ইমাম বায়হাকী র.-এর উক্তি দ্বারা তো প্রশ্নটি আরও শক্তিশালী হয়। হযরত সাহারানপুরী র. বয়লুল মাজহুদে সে বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেখা যেতে পারে।

وَقَدْ رَوَى الْحَمِيدِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا .

এটি সুফিয়ানের ভুলের দ্বিতীয় প্রমাণ। সারনির্যাস হল, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা হাদীসের হাফিজগণের পরিপন্থী যে অংশটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, তাতে অন্য একটি হাদীসে স্বয়ং নিজেরই বিরোধিতা করছেন। কারণ, সে হাদীসটি হুমাইদী র.ও সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। হুমাইদী হলেন সুফিয়ানের সবচেয়ে মজবুত শিষ্য। হুমাইদী এটি সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করা সত্ত্বেও এই অতিরিক্ত বাক্যটি উল্লেখ করেননি। বুঝা গেল

Free @ www.e-ilm.weebly.com

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ وَابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدْعُ الصَّلَاةَ
إِلَيْهَا أَقْرَبًا .

এখানে পুনরায় কুমাইরের রেওয়ায়াতের উল্লেখ নিরর্থক। সামনে কাতাদার রেওয়ায়াতের দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন- فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةَ عَنْ عُرْوَةَ شَيْئًا

হযরত আসমা রা.-এর জীবনী

পরিচিতি : নাম- আসমা। উপাধি- যাতুন নিতাকাইন। পিতার নাম- আবু বকর (আবদুল্লাহ)। মাতার নাম- কুতাইলা বিনতে আবদুল উয্বা। তিনি ছিলেন হযরত আয়েশা রা.-এর বৈমাত্রেয় বোন।

জন্ম : তিনি হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে তথা নবুয়তের ১৪ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, মাত্র সতের জন লোকের ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন ইসলামের ১৮তম মুসলমান। কিন্তু তাঁর মাতা কার্তলা এবং সহোদর ভাই আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেননি।

বিবাহ : হযরত জুবাইর ইবনে আওয়ামের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফুফাত ভাই।

যাতুন নিতাকাইন উপাধি : হযরত আসমা রা.-কে النِّطَاقِيْنَ ডাকত। অর্থ- কোমরবন্দ। তাঁকে দু'কোমরবন্দ বিশিষ্ট নারী এজন্যে বলা হত যে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রা.সহ হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনায় পথে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন হযরত আসমা নিজের কোমরে বাঁধা কাপড়কে দু'টুকরা করে এক খণ্ড দ্বারা তাঁদের পাথের (খাদ্য-দ্রব্য) এবং অপর খণ্ড দ্বারা পানির মোশকটি বেঁধে দিয়েছিলেন।

মায়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক : যখন পবিত্র কুরআন মাজীদেবর এ আয়াত নাযিল হল 'তোমাদের বিধর্মী স্ত্রীগণকে পত্নীত্বে আবদ্ধ করে রেখো না.....' তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. হযরত আসমার মাতা কাতলাকে ভালুক দেন। তখন সে মক্কায় চলে যায়। কিছুকাল পর সে কন্যা হযরত আসমাকে দেখার জন্যে মদীনায় আসে। কিন্তু হযরত আসমা রা. তাঁর সাথে দেখা করলেন না এবং তাঁর প্রদত্ত উপহার দ্রব্যসমূহের দিকে চক্ষু তুলেও তাকালেন না, তাঁকে তাঁর বাড়িতে থাকার জায়গাও দিলেন না। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপহার গ্রহণ করতে আদেশ দেন এবং তাঁর মাতাকে স্বগৃহে স্থান দিতে ও সমাদর করতে বলেন।

হিজরত : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনায় হিজরতের কিছুকাল পর তিনি বোন আয়েশা এবং তাঁর মাতাসহ মদীনায় হিজরত করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের জন্ম : হযরত আসমা রা. যখন কুবা পন্থীতে বসবাস করতে থাকেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর জন্ম হয়। তিনি হলেন মুহাজিরদের প্রথম সন্তান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম খেজুর চিবে মুখের থুথু মুবারক নবজাতকের মুখে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র থুথুর বরকতেই তিনি পরবর্তীতে মহৎ প্রাণ ব্যক্তিগণিত হয়েছিলেন।

গণাবলি : হযরত আসমা রা. নম্র, ভদ্র এবং শান্ত স্বভাবের এক মহিষী নারী ছিলেন। শারীরিক পরিশ্রম করতে লজ্জাবোধ করতেন না। তিনি অতি উদার প্রকৃতির দানশীলা নারী ছিলেন। তাঁর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে বলতেন, অন্যের সাহায্য এবং উপকারের জন্যেই মানুষকে ধন-সম্পদ দেয়া হয়, তা জমা করে রাখার জন্যে দেয়া

হয়নি। যদি তোমরা তোমাদের ধন অন্যের জন্যে ব্যয় না করে আবদ্ধ করে রাখ, তবে আল্লাহও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের ওপর হতে বন্ধ করবেন। হযরত আয়েশা রা.-এর ওফাতের পর তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে তিনি একখণ্ড জুমিপ্রাপ্ত হন, উহা এক লক্ষ দিরহাম বিক্রয় হল, তিনি এ এক লক্ষ দিরহামই তাঁর আত্মীয়-বন্ধনদের মাঝে বিতরণ করে দেন।

তাঁর মধ্যে সকল গুণের সমাহার ছিল। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, সত্যপ্রিয়। সত্যকথা বলার ব্যাপারে সাহসী ও সুদৃঢ় মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই হাফ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ যুদ্ধের জন্যে রওয়ানার সময় তিনি বলেছিলেন, 'আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি যুদ্ধ করে শহীদ হও, আমি ধৈর্য ধরবো; অথবা যুদ্ধ করে বিজয়ী হও, আমি চক্ষু শীতল করব।' হযরত আবদুল্লাহ রগাঙ্গনে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করে অবশেষে শহীদের উরুপদ লাভ করলেন। হাফ্জাজ তাঁর লাশ শূলিতে ঝুলিয়ে রাখল।

হাফ্জাজ : হযরত আসমা রা.-এর সাহসিকতা : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের শাহাদাতের পর হাফ্জাজ হযরত আসমা রা.-এর নিকট এসে বলল, 'আপনার পুত্র আল্লাহর গৃহে (মক্কাতে) শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ বিস্তার করছিল এবং যুদ্ধ, রক্তপাত ইত্যাদি নিষিদ্ধ কাজ করছিল, তাই আল্লাহ তাঁর ওপর কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করেছেন। হযরত আসমা রা. প্রত্যুত্তরে বললেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলছ, আমার পুত্র শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করেনি। সে নিত্য রোযা পালনকারী, রাতে ইবাদতে অতিবাহিতকারী, পাপ পরিহারকারী, ইবাদতে রত এবং মাতা-পিতার আজ্ঞাবহ যুবক ছিল। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে এক হাদিস শুনেছি 'সাকীফ গোত্রে দু ব্যক্তি জনগ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে যে পরবর্তী, সে পূর্ববর্তী ব্যক্তি হতেও অধিক মন্দ হবে। তাদের মধ্যে প্রথম মিথ্যাবাদী মুখতার সাকীফীকে আমি দেখেছি। আর তারচে' যে অধিক মন্দ সে ব্যক্তিকে এখন দেখছি, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই তুমি।'

সন্তান-সন্ততি : তাঁর ছেলে-মেয়েরা হলেন। যথাক্রমে- ১। আবদুল্লাহ, ২। মুনির, ৩। উরওয়াহ, ৪। মুহাজির, ৫। খাদিজা, ৬। উম্মুল হাসান।

শারীরিক গঠন : তিনি ছিলেন সঠাম দেহের অধিকারিনি, দীর্ঘাঙ্গিনী। শতবর্ষে উপনীত হওয়ার পরও তাঁর দস্তরাজি অক্ষুণ্ণ ছিল। শেষ জীবনে তাঁর চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

হাদীস রেওয়াজ : তিনি হাদীস শাখে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদিস সংখ্যা-৫৬। পবিত্র বুখারী ও মুসলিমসহ প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে তাঁর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মনীষী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- আবদুল্লাহ, উরওয়াহ, আববাদ ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে উরওয়াহ, ফাতিমা বিনতে মুনির; ইবনে আব্বাস, ইবনে আবু মুলাইকা, ওহাব ইবনে কায়সান প্রমুখ।

ইস্তিকাল : শূলি কাঠ হতে স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ রা.-এর লাশ নামিয়ে দাফন করার সাত দিন, অন্য বর্ণনায় বিশ দিন পর একশত বছর বয়সে হিজরী ৭৩ সনে মক্কায় ইস্তিকাল করেন।

হযরত আসমা রা. দোয়া করতেন, 'যতক্ষণ আমি আবদুল্লাহর লাশ না দেখবো, ততক্ষণ যেন আমার মৃত্যু না হয়।' আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন। -বিতরিত দ্রষ্টব্য : ইসাবা : ৪/২২৭; উসুল গাবাহ : ৭/৭-৮; ইকমাল : ৫৮৭ ইত্যাদি।

হযরত উম্মে হাবীবা রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি : নাম- রমলা। উপনাম- উম্মে হাবীবা, পিতার নাম- আবু সুফিয়ান। মাতার নাম- সাকিয়া বিনতে আবুল আস। যিনি হযরত ওসমান রা.-এর স্ত্রী।

বংশধারা : রমলা বিনতে আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস।

জন্ম : তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সতের বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক অবস্থা : তাঁর প্রথম স্বামীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্শ, ইনি হযরত যয়নবের ভ্রাতা। ইসলামের উদ্বোধনেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন আবু সুফিয়ান প্রমুখ নেতার প্ররোচনায় মুসলিমগণের ওপরে ঘোর অত্যাচার চলছিল। তাঁরা ইসলামের শত্রুদের পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে দেশ-গৃহ আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে আবিসিনিয়াতে হিজরত করতে বাধ্য হন। এ বিদেশে তাঁর ওপর নতুন বিপদ পতিত হল। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর স্বামী মদ্যপান ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু বিদেশে পুনঃ মদ্যপান শুরু করলেন এবং খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন। আবিসিনিয়ায় তাঁর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম রাখা হয় হাবীবা, আর এ জন্যেই তাঁকে উম্মে হাবীবা বলে ডাকা হত।

হযরত উম্মে হাবীবা এক রজনীতে স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর স্বামীর মুখ বিকৃত হয়ে গেছে এবং সে অতি বিশ্রী হয়ে গেছে। সকালে প্রকাশ্যে তাঁর স্বামী খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করল এবং তাঁকে এ জন্যে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল। কিন্তু তিনি ইসলামে স্থির থাকলেন। অত্যাধিক মদ্যপানের ফলে তাঁর স্বামী মারা গেল।

কষ্টের জীবন : আবিসিনিয়া ছিল তখন খ্রিস্টানদের দেশ। তিনি সেখানে অনু-বস্ত্রের অভাবে অতি কষ্টে কালাতিপাত করতে লাগলেন। কিন্তু ইসলাম ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ত্যাগ করলেন না। অবশেষে তিনি মদীনা যাত্রীগণের সাথে মদীনায় আগমন করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে বিবাহ : মুসনদে আহমদের বিবরণ অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবীবার করুণ অবস্থার কথা জ্ঞাত হওয়ার পর আমার ইবনে উমাইয়া দামেরীকে বিয়ের প্রস্তাব জানিয়ে আবিসিনিয়ায় বাদশাহ নাজজাশীর মাধ্যমে উম্মে হাবীবা রা.-এর কাছে পাঠান। নাজজাশী তাঁর জনৈক দাসীর দ্বারা উম্মে হাবীবার নিকট এ সংবাদ পাঠালে তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৭ বছর, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স ৬০ বছর। আবিসিনিয়ায় (হাবশায়) ৬ষ্ঠ হিজরিতে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বাদশাহ নাজজাশী চারশত দীনার, অপর এক বর্ণনায় চার লক্ষ দিরহাম মহর বাবদ নিজের পক্ষ হতে আদায় করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিবাহ সম্পন্ন করে দেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত গুরাহবীল ইবনে হাসানকে হাবশায় প্রেরণ করেন। তিনি উম্মে হাবীবা রা.-কে মদীনায় আনেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসা : হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে নতুন চুক্তি করার বাসনা নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে আবু সুফিয়ান মদীনায় আগমন করলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে দেখা করলেন না। চলে আসার পূর্বে তিনি স্বীয় কন্যা উম্মে হাবীবার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তিনি তাঁর যথোপযুক্ত সমাদর করলেন। কিন্তু যখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শয্যা বসেন তাতে বসতে গেলেন তখন উম্মে হাবীবা রা. তা উঠিয়ে ফেলেন। তাতে আবু সুফিয়ান অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত উম্মে হাবীবা রা. বললেন, তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বসার বিছানা, আপনি মুশরিক। মুশরিকগণ অপবিত্র। তা শ্রবণ করে আবু সুফিয়ান বললেন, ‘আমার সঙ্গ ত্যাগের পর তুমি অনেক খারাপ হয়ে গেছে’।

গণাবলি : তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনেছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের বার রাক‘আত নফল নামায ত্যাগ করল না, জান্নাতে সে স্থান পাবে। তাই তিনি তাহাজ্জুদ নামাযসহ এ বার রাক‘আত নামায কখনো বর্জন করেন নি। তিনি দ্বীনি শিক্ষায় সুশিক্ষিতা, হাদীস বিশারদ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। স্বয়ং পিতা আবু সুফিয়ান বলেছেন, ‘আমার নিকট আরবের অপূর্ব সুন্দরী ও রূপসী কন্যা উম্মে হাবীবা রয়েছেন।’

হাদীস রেওয়াত : তিনি সর্বমোট ৬৫ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বহু শোক হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন-ইবনে উতবা, সালিম, হাবীবা। আবু সুফিয়ান- কন্যা আকীলা, সুফিয়া, যয়নব প্রমুখ।

ইতিকাল : তিনি হিজরী ৪৪ সালে মদীনায়ে ইতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বছর।

-বিত্তারিত দ্রষ্টব্য : ইকমাল : ৫৯২; আল ইসাবা : ৪/২৭০; উসদুল গাবাহ : ৭/১১৬ - ১১৭ ইত্যাদি।

ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা.

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম ফাতিমা। পিতা আবু হুবাইশ। বংশ পরিক্রমা হল-ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্মা কুরাশিয়া আসাদিয়া রা.। তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট রক্ত প্রদর সংক্রান্ত মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

-বিত্তারিত দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবাহ : ৭/২১৪; ইকমাল : ৬১৩; ইসাবা : ৪/৩৭১ ইত্যাদি।

بَابُ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ دَعَى الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ : যে বলে ঋতু এলে মহিলা নামায ত্যাগ করবে

○ একটি প্রশ্ন হতে পারে, পূর্বোক্ত শিরোনাম দ্বারা বুঝা যায়, এ মহিলা রক্ত প্রদরে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে হায়েয়ের আগমন-নির্গমন সেসব দিন দ্বারা চিনতেন, যেসব দিবসে তাঁর মাসিক হত। তখন তিনি নামায রোযা ত্যাগ করতেন। এই শিরোনাম দ্বারাও তো তাই বুঝা যায়। অতএব, এতো নিরর্থক পুনরাবৃত্তি।

○ এ প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছেন যে, উভয় শিরোনামে পার্থক্য স্পষ্ট। কারণ, উপরোক্ত শিরোনাম সে মু'তাদা (অভ্যস্ত রক্তপ্রদরে আক্রান্ত) সংক্রান্ত যিনি রক্ত প্রদরে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যে সব দিবসে মাসিক হত, সেগুলো জানতেন। আর দ্বিতীয় শিরোনামটি উভয় বিষয়ের সমন্বয়কারক। কারণ, এতে, إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ শব্দ আছে। বক্তৃতঃ মাসিকের আগমন দু'টি জিনিস দ্বারা চেনা যায়-১. মু'তাদা হওয়ার কারণে রক্তপ্রদরের পূর্বে যেসব দিনে ঋতু হত, সেগুলো জানেন। ২. মহিলা রক্তের বিবরণ, গুণ এবং রং দেখে মাসিক দিবস চিনতে পারতেন। অতএব, তাঁর নির্ধারিত দিনের প্রয়োজন হত না, যেমন প্রয়োজন হয় মু'তাদার। দ্বিতীয় শিরোনামটিতে এ দুটি বিষয় রয়েছে। এর পরিপন্থী প্রথম শিরোনামটি। সেটি ছিল শুধু সে মু'তাদা সংক্রান্ত, যিনি মাসিকের মেয়াদ দিন দ্বারা চিনতে পারতেন। কাজেই অনর্থক পুনরাবৃত্তি নয়।

٤. حَدَّثَنَا ابْنُ عَرَبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَصْرِيُّانِ قَالَا أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ حَجَّشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَحْبَضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذِهِ لَيَسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عَرَوْ فَاعْتَسِلِي وَصَلِّي.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَحْبَضْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ حَجَّشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْتَسِلِي وَصَلِّي.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلَامَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ الْأَوْزَاعِيِّ - رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَيْثُ وَيُونُسُ وَإِبْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَمَعْمَرُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَسَلِيمَانُ بْنُ كَيْسَرٍ وَإِبْنُ إِسْحَاقَ وَسَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلَامَ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَإِنَّمَا هَذَا لَفْظٌ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ بْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ أَيْضًا أَمْرَهَا أَنْ تَدْعَ الصَّلَاةَ أَبَاكُمْ أَقْرَانِهَا وَهُوَ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ شَيْءٌ يَقْرُبُ مِنَ الَّذِي زَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ -

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - فِي تَرْجِمَةِ الْبَابِ تَكَرَّرَ عَبَثٌ فَمَا التَّفْصِيلُ عَنْهُ؟ (الْجَوَابُ مَضَى تَحْتَ تَرْجِمَةِ الْبَابِ) شَرَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ৪ । ইবনে আকীল..... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সসন্মুখাহা আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্যালিকা, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্শ সাত বছর যাবত রক্তপ্রদরে আক্রান্ত থাকেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সসন্মুখাহা আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সসন্মুখাহা আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এটা হয়েছে নয় বরং এটা রগবিশেষ থেকে নির্গত রক্ত। কাজেই তুমি গোসল করে নামায পড়ো।

আবু দাউদ রা. বলেন, এ হাদীসে আওয়াই র. যুহরী- উরওয়া- আমরাহ হযরত আয়েশা রা. সূত্রে বলেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্শ রা. সাত বছর যাবত রক্ত প্রদরে আক্রান্ত থাকেন। নবী আকরাম সসন্মুখাহা আল্লাহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন- যখন তোমার মাসিক আসে তখন নামায ছেড়ে দিবে, আর যখন ঋতু চলে যাবে তখন গোসল করে নামায পড়বে।

আবু দাউদ রা. বলেন, উপরোক্ত বক্তব্য আওয়াযী র. ব্যতীত যুহরীর আর কোন শিষ্য উল্লেখ করেননি। যুহরী র. থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমর ইবনুল হারিস, লাইস, ইউনুস, ইবনে আবু যিব, মা'মার, ইবরাহীম ইবনে সা'দ, সুলাইম ইবনে কাহীর, ইবনে ইসহাক ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা র. প্রমুখ। তাঁরা উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেননি।

আবু দাউদ রা. বলেন, ইবনে উয়াইনাও তাতে শব্দগত কিছু বাড়িয়ে বলেছেন- 'নবী করীম সসন্মুখাহা আল্লাহি ওয়াসাল্লাম তাকে হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। তবে এটা ইবনে উয়াইনার ভুল। এছাড়া যুহরী থেকে মুহাম্মাদ ইবনে আমর বর্ণিত হাদীসে যা কিছু রয়েছে, তা আওয়াই বর্ণিত হাদীসেরই নিকটবর্তী।

ইমাম আবু দাউদ রা.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيُّ فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْتَعِیْضُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَعْفَرٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْتَسِلِي وَصَلِّي -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلَامَ أَيُّ الْبَنِيِّ زَادَ الْأَوْزَاعِيَّ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا أَقْبَلَتِ الْعَبْصَةُ
فَدَعَى الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْتَمِلَى وَصَلَّى أَحَدٌ مِنَ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرِ الْأَوْزَاعِيِّ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর পূর্বকার অনুচ্ছেদে বলেছিলেন, সুফিয়ান যে অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেন, এটা তাঁর ভুল। যুহরী থেকে বর্ণনাকারী কেউ অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেননি। এবার ইমাম আবু দাউদ র, যুহরী থেকে বর্ণনাকারী হাফিজে হাদীসগণের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন- رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ

এ হল এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস। এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদে সবিত্তারে আসবে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَاللَّيْتُ : এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের তৃতীয় হাদীস।

وَبُرْسُ : এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস।

وَإِبْنُ أَبِي ذُنْبٍ : এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের চতুর্থ হাদীস।

এ হাদীসটি গ্রন্থকার এনেছেন।

وَمُعَمَّرٌ : এ হাদীসটি গ্রন্থকার স্বীয় কিতাবে আনেননি।

وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ : এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম র. এনেছেন।

وَسَلِيمَانُ بْنُ كَثِيرٍ : এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের পঞ্চম হাদীস। ইমাম আবু দাউদ র. এনেছেন।

وَإِبْنُ إِسْحَاقَ : এটি পরবর্তী অনুচ্ছেদের পঞ্চম হাদীস। ইমাম আবু দাউদ র. এনেছেন।

وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : এটি ইমাম আবু দাউদ র. পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে এনেছেন। এ সম্পর্কে আবু দাউদ র,

বলেছেন এটি একমাত্র সুফিয়ান র.-এর বিবরণ। এটা তাঁর ভুল। কিন্তু এ রেওয়াজাতটি ইমাম মুসলিম র.ও এনেছেন। তাতে এই অতিরিক্ত অংশ নেই। অতএব, ইমাম আবু দাউদ র.-এর অতিরিক্তের দাবি সম্ভবতঃ কোন বিশেষ সূত্রের সাথে খাস। অন্যথায় ইমাম মুসলিম র. যে সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাতে এই অতিরিক্ত অংশটুকু নেই। কাজেই ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি هَذَا الْكَلَامُ سَهِيحٌ হবে। অন্যথায় বাহ্যতঃ উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ রয়েছে। কারণ, এখানে তিনি এ অতিরিক্ত অংশ অনুল্লেখকারীদের মধ্যে সুফিয়ানকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতএব, আমরা পূর্বেই বলেছি, এটা মূলতঃ সুফিয়ানের অতিরিক্ত বিবরণ নয়। অন্যথায়, সুফিয়ান থেকে বর্ণনাকারী সবাই এ অংশটুকু উল্লেখ করতেন। অথচ সুফিয়ান থেকে বর্ণনাকারী কারও কারও রেওয়াজাতে এ অতিরিক্ত অংশটুকু নেই। স্বয়ং ইমাম আবু দাউদ র.ও সুফিয়ানকে এ অতিরিক্ত অংশ অনুল্লেখকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পিছনের অনুচ্ছেদে বলেছেন- وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَلَيْسَ

প্রকাশ থাকে যে, গ্রন্থকারের উক্তি لَمْ يَذْكُرُوا-তে বহুবচনের যমীর الزُّهْرِيِّ-এর হাফিজদের দিকে ফিরেছে। সুফিয়ানকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অথচ গ্রন্থকার পূর্বে দাবি করেছেন, এ হাদীসটিতে একমাত্র সুফিয়ান এইটুকু উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ ইমাম আওয়াঈ র.ও এই অতিরিক্ত অংশ উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে এসে لَمْ يَذْكُرُوا থেকে তাঁর নাম উল্লেখের ফলে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধ হয়ে গেল।

১. এর প্রথমতঃ উত্তর হল, এটি মূলতঃ সুফিয়ান থেকে বৃদ্ধি করা হয়নি, বরং সুফিয়ানের কোন শিষ্য থেকে হয়েছে

২. দ্বিতীয়তঃ যদি আমরা মেনে নিই যে, অতিরিক্ত অংশটুকু সুফিয়ানের। তবুও বলা হবে, সুফিয়ান যে অতিরিক্ত অংশটুকু এনেছেন এটুকু ইমাম আওয়াঈ র.-এর অতিরিক্ত অংশ নয়। বরং সুফিয়ান এরূপ একটি ইবারত বৃদ্ধি করেছেন, যেটি অর্থগতভাবে সুফিয়ানের অতিরিক্ত অংশ থেকে ভিন্ন। কারণ, সুফিয়ানের অতিরিক্ত অংশ হল- **فَامَرَهَا أَنْ تَدْعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَفْرَاجِهَا** এতে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মহিলাকে দুই রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী গণ্য করেছেন। অর্থাৎ, স্বত্ব ও রক্তপ্রদরের মাঝে পার্থক্যকারী, মানে রক্ত প্রদর আসার পূর্বে যেসব দিনে তার মাসিক হত, সেসব দিবসে মাসিক গণ্য করে নামায ইত্যাদি ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, তিনি মাসিক ও প্রদরের রক্তে পার্থক্য করতে পারতেন। মাসিকের আগমনকালে নামায বর্জনের নির্দেশ দেননি। কারণ, সে মহিলা অমুমায়িয়া (যিনি মাসিক ও রক্তপ্রদরে পার্থক্য করতে পারেন না) হওয়ার কারণে মাসিকের আগমনকে রক্তের গুণ দেখে পার্থক্য করতে পারতেন না। বস্তুতঃ ইমাম আওয়াঈ র. যে অতিরিক্ত অংশটুকু উল্লেখ করেছেন, তাতে আছে- **إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعَى الصَّلَاةَ**-এর দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মহিলাকে মুমায়িয়া সাব্যস্ত করেছেন। রং দেখে তা পার্থক্য করতে পারতেন। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মাসিকের আগমনের সময় নামায না পড়তে নির্দেশ দেন। যেটাকে তিনি ভীষণ লাল হওয়ার কারণে রক্তই মনে করতেন। আর মাসিকের রক্ত পরিষ্কারের সময় গোসল করে নামায পড়ার নির্দেশ দেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল, ইমাম আওয়াঈ র. এর অতিরিক্ত অংশ এবং সুফিয়ানের অতিরিক্ত অংশ ভিন্ন। কাজেই সুফিয়ানকে **حَفَاطٌ لَمْ يَذْكُرُوا**-এর অন্তর্ভুক্ত করাও সহীহ। অতএব, পরস্পরে কোন বিরোধ রইল না।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَإِنَّمَا هَذَا لَفْظٌ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, ইমাম আওয়াঈ র. যে অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ **إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعَى الصَّلَاةَ** -এর শব্দগুলো মূলতঃ হিশাম ইবনে উরওয়া- তাঁর পিতা- হযরত আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অর্থাৎ, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশের ঘটনা। এ হাদীসটি আগের অনুচ্ছেদের ৯ নম্বরে ছিল। ইমাম আওয়াঈ র. উরওয়া থেকে বর্ণিত হযরত যুহরী র.-এর হাদীসে এটি অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ الْخِ آئِي فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

এস্থকার এ কথাটি পূর্বে বর্ণনা করেছেন। অতএব, এখানে এটি নিরর্থক পুনরাবৃত্তি।

وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنِ الزُّهْرِيِّ : এটি পরবর্তীতে এখনই আসছে।

৫. **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَاحِمُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ قَالَ إِنَّهَا كَانَتْ تَسْتَعَاذُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يَعْرِفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاْمَسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ.**

قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِنَّ الْمَشْنَى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدَ حِفْظًا . قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَسْتَحَاضُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تَصِلِي وَإِذَا رَأَتْ الطَّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتَصِلِي .

قَالَ مَكْحُولٌ إِنَّ النِّسَاءَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ إِنْ دَمَهَا أَسْوَدٌ غَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صَفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَصِلْ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكْتَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ اغْتَسَلْتَ وَصَلْتَ .

وَرَوَى سُمَيٌّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ تَجَلَّسُ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى يُونُسُ عَنِ الْحُسَيْنِ الْحَانِظِيِّ إِذَا مَدَّهَا الدَّمُ تَمَسَّكَ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَقَالَ التَّبِيعِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِذَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ حَيْضَتِهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَلْتَصِلْ قَالَ التَّبِيعِيُّ فَجَعَلْتُ أَنْقُصَ حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضَتِهَا . وَسُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ .

السُّؤَالُ : تَرَجِمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . شَرَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ৫। মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না.....ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তাঁর রক্তস্রাব হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন— মাসিকের রক্ত কালো হয়ে থাকে, তা (দেখলেই) চেনা যায়। যদি এ রক্ত হয় তাহলে নামায থেকে বিরত থাকবে। আর যদি অন্য রকম হয় তাহলে উযু করে নামায পড়বে। কারণ, তা হচ্ছে একটি রগ থেকে নির্গত রক্ত।... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা রা.-এর রক্তস্রাব হয়েছিল... তারপর অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আবু দাউদ র. বলেন, আনাস ইবনে সীরীন হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে রক্ত প্রদরাক্রান্ত মহিলা সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেছেন— যদি সে গাঢ়, প্রচুর ও ব্যাপক রক্ত দেখে তাহলে নামায পড়বে না। আর পবিত্রতা দেখলে— যদিও তা অল্প কিছুক্ষণের জন্য হয়— গোসল করে নামায পড়বে।

মাকহুল বলেন, মেয়েলোকদের নিকট মাসিকের রক্ত অস্পষ্ট বা অজানা কিছু নয়। মাসিকের রক্ত গাঢ় কালো রংয়ের হয়ে থাকে। এটা শেষ হয়ে হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে তা-ই রক্ত প্রদর। তখন তার গোসল করে নামায পড়া কর্তব্য।.. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রক্ত প্রদরাক্রান্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন, মাসিক শুরু হলে নামায ছেড়ে দেবে। আর তা শেষ হয়ে গেলে গোসল করে নামায পড়বে।

সুমাই' প্রমুখ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে আরো বর্ণনা করেছেন- মাসিকের দিনগুলোতে যেন বসে থাকে (অপেক্ষা করে)।...

আবু দাউদ র. বলেন, ইউনুস হাসান থেকে বর্ণনা করেন, ঋতুবতী মেয়েলোকের রক্তস্রাব অধিক দিন অব্যাহত থাকলে মাসিকের পর একদিন অথবা দু'দিন নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। তারপর সে রক্ত প্রদরাক্রান্ত গণ্য হবে। তাইমী কাতাদা র. থেকে বর্ণনা করে বলেন, তার মাসিকের দিন থেকে যদি পাঁচ দিন অতিরিক্ত অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সে নামায পড়বে। তাইমী আরো বলেন, আমি তা কমিয়ে দু'দিন ধার্য করেছি। অতএব ঐ দু'দিন মাসিকের মধ্যে গণ্য হবে। ইবনে সীরীনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মহিলারা এ বিষয়ে অধিক অবগত।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا إِلَى قَوْلِهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ উক্তির সারমর্ম হল, তাঁর উস্তাদ ইবনুল মুসান্না কিতাব থেকে বলেছেন- به عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْعِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ عَنْهَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ أَوَّلًا مِنْ كِتَابِ رَضِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ قَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حَبِيشٍ رَضِ رَوَى أَنَسٌ -এতে বলেছেন- উভয়ের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। কিতাব থেকে যে রেওয়য়াত উল্লেখ করেছেন তাতে 'আয়েশা' রা.-এর উল্লেখ নেই। স্মরণশক্তি থেকে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে 'আয়েশা' রা.-এর উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

٤. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قَالَا نَاعَبُدُ الْمَلِكَ بْنَ عَمْرِو بْنِ زُهَيْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ حَجَّشٍ رَضِ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَبِضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَفْتَيْتُهُ وَخَبَّرَهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ حَجَّشٍ رَضِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَبِضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا؟ قَدْ مَنَعْتَنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، فَقَالَ أَنْعَتُ لَكَ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ الدَّمَ - قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ فَتَلَجِّمِي، قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ فَاتَخَذِي ثَوْبًا، فَقَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ

مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أُتِيَ نَجًّا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأْمُرُكَ بِأَمْرَيْنِ بَابِهِمَا فَعَلْتَ أَجَزْتُ عَنْكَ مِنَ الْآخِرِ . فَإِنْ قَرِيتَ عَلَيْهِمَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ . قَالَ لَهَا إِنَّمَا هِذِهِ رَكْعَتُهُ مِنَ رَكْعَاتِ الشَّيْطَانِ ، فَتَحَبِّطِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرَهُ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ أَنَّكَ قَدْ طَهَّرْتَ وَاسْتَنْفَأْتَ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكَ . وَكَذَلِكَ فَأَفْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا يَحِضُّنَ النِّسَاءُ . وَكَمَا يَطْهَرْنَ فِي مِيقَاتِ حَبِطِهِنَّ وَطَهْرِهِنَّ ، فَإِنْ قَرِيتَ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ فَأَفْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَأَفْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتَ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عُمَرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ فَقَالَتْ حَمْنَةُ هَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ ، لَمْ يَجْعَلْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ جَعَلَهُ كَلَامَ حَمْنَةَ رَضَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ عُمَرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيًّا وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ . وَلَكِنَّهُ كَانَ صَدُوقًا فِي الْحَدِيثِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ حَدِيثُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَبِيْءٌ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضِعْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ مِنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَعْفَرٍ رَضِيَ عَنْهُ؟ أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَبَاتِهَا .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ৪ । যুহাইর ইবনে হারব..... হযরত হামনা বিনতে জাহ্‌শ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার প্রচুর রক্তস্রাব হতো। আমি আমার অবস্থা বর্ণনা ও মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে আমার বোন যম্নব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে পেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার অত্যন্ত বেশী রক্তস্রাব হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে (মাসায়েল সংক্রান্ত) কি পরামর্শ দেন? এর ফলে আমার তো নামায-রোযাও বন্ধ। তিনি বলেন, আমি তোমাকে তুলা ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছি। এতে তোমার রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। হামনা বলেন, তা এর চাইতেও বেশী। তিনি বলেন— কাপড়ের পট্টি বেঁধে নাও। হামনা বলেন, তা এর চেয়েও বেশী। আমার তো রীতিমত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে ফলে আমি ভেসে যাই। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— তাহলে আমি তোমাকে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। তার কোন একটি অনুসরণ করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। উভয়টির উপর যদি আমল করতে পার, তাহলে তা তুমিই ভালো জান।

তিনি তাকে বললেন- এটা শয়তানের লাথি বা স্পর্শবিশেষ। কাজেই তুমি (প্রতিমাসে) নিজেকে ছয় অথবা সাত দিন ঋতুবত্তী ধরে নিজেকে পবিত্র মনে করবে, তখন তেইশ অথবা চব্বিশ দিন যাবত নামায পড়বে ও রোযা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। এরূপ প্রতি মাসে করো যেরূপ অন্যান্য মহিলা মাসিক ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে করে থাকে। আর তুমি এরূপও করতে পার যে, জোহরের নামায দেৱীতে এবং আসরের নামায এগিয়ে এনে পড়বে। গোসল সেৱে মাগরিব দেৱীতে ও ইশাকে এগিয়ে আনবে। গোসল সেৱে নিয়ে উভয় নামায একত্রে পড়ে নেবে। আর ফজরের সময় গোসল করে নামায পড়বে ও রোযা রাখবে- যদি এরূপ করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- দু'টি পন্থার মধ্যে এই দ্বিতীয় পদ্ধতিই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

আবু দাউদ র. বলেন, আমার ইবনে সাবিত-ইবনে আকীল র. বলেন, হযরত হামনা রা. বলেন, দু'টি পন্থার মধ্যে শেষোক্তটিই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। ইবনে আকীল কথাত হামনার উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য নয়।

আবু দাউদ র. বলেন, আমার ইবনে সাবিত রাফিযী ছিলেন। এটা তিনি ইয়াহুইয়া ইবনে মা'ঈন থেকে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিলেন।

আবু দাউদ র. বলেন, আমি আহমদ র.-কে বলতে শুনেছি, ইবনে আকীল বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আমি সন্দেহান।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عُمَرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَبَّيْلٍ فَقَالَ فَالَتْ حَمْنَةُ بِنْتُ جَعْفَرٍ، هَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ .

এ উক্তিটির সারমর্ম হল, দু'টি হাদীসের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা। এ হাদীসটি উপরোক্ত সনদে যুহাইর ইবনে মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকীল থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আকীল থেকে আমার ইবনে সাবিতও বর্ণনা করেছেন। পার্থক্য হল, যুহাইর ইবনে মুহাম্মদের রেওয়ামাতে **أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ** শব্দকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন। আর আমার ইবনে সাবিত এটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি নয়, বরং হামনা বিনতে জাহ্শের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন।

অতঃপর ইমাম আবু দাউদ র. এ দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন-

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيًّا .

যেহেতু তিনি রাফিযী তাই তার রেওয়ামাতে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, যে রেওয়ামাতে এটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে, এটিই সহীহ।

দুর্বল সাব্যস্তকারী ইয়াহুইয়া ইবনে মাঈন র.।

হযরত হামনা বিনতে জাহ্শ রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি : নাম- হামনা, পিতার নাম- জাহ্শ, মাতার নাম- উমাইমা। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুফু ছিলেন। তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহ্শ রা.-এর ভগ্নি।

বংশধারা : হামনা বিনতে জাহ্শ ইবনে রিয়াব ইবনে ইয়ামুর ইবনে সাবরাহ ইবনে মুররাহ ইবনে কবীর ইবনে গানায ইবনে আসাদ ইবনে খুযাইমা।

দাম্পত্য জীবন : তাঁর প্রথম বিবাহ হয় হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রা.-এর সাথে। উহদের যুদ্ধে হযরত মুসআব রা. শাহাদাত লাভ করলে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয় হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.-এর সাথে।

ইসলামের ছায়াতেলে আশ্রয় গ্রহণ : তিনি এবং তাঁর স্বামী মুসআব রা. একই সাথে ইসলামের ছায়াতেলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হিজরত : মক্কায় যখন অত্যাচার ও নির্যাতনের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন অন্যান্যের ন্যায় হযরত হামনা রা. স্বীয় স্বামীসহ মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন।

বাইয়াতে অংশগ্রহণ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে যেসব আনসার ও মুহাজির বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, হযরত হামনা রা. তাঁদের একজন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, তিনি বাইয়াত গ্রহণকারী রমণীদের অন্তর্ভুক্ত।

জিহাদ : তিনি উহদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যোদ্ধাদেরকে পানি পান করানো এবং আহতদের সেবা শুশ্রূষা করা তাঁর দায়িত্ব ছিল।

অপবাদের ঘটনায় সংশ্লিষ্টতা : ইফকের ঘটনায় তিনি ভুলবশতঃ হযরত আয়েশা রা.-এর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে হযরত আয়েশা রা. অত্যন্ত ব্যথিত হন।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী 'হামনার' ইফকের ঘটনায় জড়ানোর কারণ প্রসঙ্গে বলেন, 'হামনার উদ্দেশ্য ছিল তার বোন যয়নবকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরো প্রিয় করে তোলা এবং হযরত আয়েশা রা.-কে খাট করে তোলা। আশ্চর্যের ব্যাপার হল ইফকের ঘটনায় হযরত যয়নব রা. স্বয়ং হযরত আয়েশা রা.-এর পক্ষে ছিলেন।'

সন্তান-সন্ততি : হযরত তালহা রা.-এর গুণসে তাঁর গর্ভে মুহাম্মদ ও ইমরান নামক দু' সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। মুহাম্মদ সাজ্জাদ উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ওফাত : তাঁর মৃত্যুর সঠিক সন জানা যায়নি। আনুমানিক হিজরী ২০/২১ সনে ওফাত লাভ করেন। -ইবনঃ ৪/৭৫

بَابُ مَا رَوَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

অনুবাদ : ব্রতধারি আক্রান্ত মহিলা প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল করবে

۳. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ فِيهِ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا حَبِيبَةُ بِنْتُ جَعْفَرٍ رَضِيَ عَنْهَا وَكَذَلِكَ رَوَى مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا وَرَبَّمَا قَالَ مَعْمَرُ عَنْ عُمَرَ عَنْ ابْنِ حَبِيبَةَ رَضِيَ عَنْهَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حَدِيثِهِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ .

السُّوَالُ : تَرَجِمَ الْحَدِيثَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ - حَقَّقَ لَفْظَ الْحَبِضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ . كَمْ مُسْتَحَاضَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَتْ أَسْمَاءُ فِي الرَّوَابَةِ؟ مَا هُوَ أَقَلُّ مَدَّةِ الْحَبِضِ وَأَكْثَرُهَا؟ مَا هُوَ أَقَلُّ مَدَّةِ الطَّهْرِ؟ مَا هِيَ الْوَأْنُ الْحَبِضُ؟ كَمْ قِسْمًا لِلْمُسْتَحَاضَةِ؟ بَيْنَ أَقْسَامِ كُلِّ قِسْمٍ بِذِكْرِ الْمَذَاهِبِ مَعَ الدَّلَائِلِ - مَا حُكْمُ الْمَعْذُورِينَ؟ وَمَا مَعْنَى تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ৩ । ইয়াযীদ..... উরওয়া র. হযরত আয়েশা রা. থেকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন । তাতে তিনি বলেছেন, 'তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করে নিতেন ।' ইবনে উয়াইনা তার হাদীসে বলেন 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (প্রত্যেক নামাযের জন্য) গোসল করার নির্দেশ দিলেন ।' অবশ্য যুহরী একথাটুকু উল্লেখ করেননি ।

হায়েয ও ইসতিহাযার অর্থ

হায়েয শব্দটি حَاضٌ يَحِضُ থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ হল- প্রবাহিত হওয়া । বলা হয়- حَاضٌ الْوَأْدَى যখন উপত্যকায় পানি প্রবাহিত হয় ।

ফিকহের পরিভাষায়- হায়েযের অর্থ হল, 'এটি মহিলার একটি শিরায় সৃষ্ট রোগের ফলে এক প্রকার প্রবাহিত রক্ত ।' (আযিল জরায়ুর বাইরে এর মুখের নিকট অবস্থিত একটি শিরা)

إِسْتِحَاضَةٌ শব্দটি حَبِضٌ থেকে উদ্ভূত । বাবে إِسْتِفْعَالُ এ আসার পর তার মধ্যে আতিশয্যের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে । বাবে ইসতিফ'আলের একটি বৈশিষ্ট্য হল- হাকীকত পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াও । যেমন-إِسْتَنْوَى الْجَمَلُ অর্থাৎ উট উটনীতে রূপান্তরিত হয়েছে । এ বৈশিষ্ট্যটিও এখানে লক্ষ্যণীয় হতে পারে যে, হায়েযের মূল হাকীকত পরিবর্তিত হয়ে ইস্তিহাযা হয়ে গেছে ।

পরিভাষায়- ইসতিহাযার অর্থ হল- دَمٌ يَسِيلُ مِنَ الْعَازِلِ مِنْ امْرَأَةٍ لِدَاءِ بَهَا

অর্থাৎ, রমণীর রোগের কারণে জরায়ুর বাইরে তার মুখের নিকট অবস্থিত একটি শিরা থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয় সেটাকে বলে ইস্তিহাযা ।

যেহেতু এর থেকে রক্ত বের হওয়া নিন্দা ও ভর্ৎসনার কারণ, এজন্য এ রগটিকে আযিল বলে ।

নবীজী স.-এর যুগের যে সব মহিলার ইস্তিহাযার কথা হাদীসে এসেছে

এরূপ মহিলার সংখ্যা হাদীসসমূহে এসেছে মোট ১১ ।

১। ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা., ২। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নব রা., ৩। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ রা.. ৪। উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান রা., ৫। আবু তালহার জ্বী হযরত হামনা বিনতে জাহ্শ রা., ৬। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর জ্বী হযরত হাবীবা বিনতে জাহ্শ রা., ৭। হযরত মায়মুনা রা.-এর বোন আসমা রা., ৮। যায়নব বিনতে আবু সালামা রা., ৯। আসমা বিনতে হারিসিয়াহ রা., ১০। বাদিয়া বিনতে গায়লান রা., ১১। সাহলা বিনতে সুহাইল রা. ।

- আইনী- ১/১০৫, ফাতহুল বারী- ১/২৮২

মাসিক ও রক্তপ্রদয়ের মাসায়েল

হায়েয ও ইস্তিহাযার মাসআলাগুলো অনুধাবনের জন্য কয়েকটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেয়া আবশ্যিক—

হায়েযের সর্বনিম্নকাল

১. হায়েযের সর্বনিম্ন কাল সম্পর্কে ইখতিলাফ রয়েছে।

❶ ইবনুল মুনিযির র. বলেছেন— ফুকাহায়ে কিরামের একটি দলের মতে হায়েযের সর্বনিম্ন সময় সুনির্দিষ্ট নয়; বরং এক ফোঁটা বা একবার রক্ত প্রবাহও মাসিকে গণ্য। ইমাম মালিক র.-এর মতও এটাই।

❷ অধিকাংশের মতে মাসিকের সর্বনিম্ন সময় সুনির্দিষ্ট। অতঃপর, এর সীমা সম্পর্কেও মতবিরোধ আছে। ইমাম শাফিঈ র. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর মতে একদিন একরাত। ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মতে দু'দিন ও তৃতীয় দিনের অধিকাংশ। আর ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ র.-এর মতে তিনদিন তিনরাত সর্বনিম্নকাল।

মাসিকের সর্বোচ্চকাল

২. মাসিকের সর্বোচ্চকাল কতটুকু এ সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে। হানাফীদের মতে দশদিন দশরাত। ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে পনের দিন। ইমাম মালিক র.-এর মতে সতের দিন। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. থেকে মায়হাবত্রয়ের ন্যায় তিনটি রেওয়ায়াত আছে। আত্মা খারকী র. পনের দিনের ও ইবনে কুদামা র. দশ দিনের রেওয়ায়াতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পবিত্রতার সর্বনিম্নকাল

৩. পবিত্রতার সর্বনিম্নকাল সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। আত্মা নববী র. বলেন, কোন কোন আলিমের মতে এর কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। এটাই হল ইমাম মালিক র. এর একটি রেওয়ায়াত। তাঁর দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি হল ৫দিন। তৃতীয় রেওয়ায়াত হল ১০দিনের, চতুর্থ রেওয়ায়াত ১৫দিনের।

ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈ র.-এর মতে পবিত্রতার সর্বনিম্নকাল হল ১৫ দিন। এটাই হল ইমাম আহমদ র.-এর একটি রেওয়ায়াত। তার দ্বিতীয় রেওয়ায়াত হল ১৩ দিনের। যেটা ইবনে কুদামা র. অবলম্বন করেছেন। মোটকথা, অধিকাংশের মতে, পবিত্রতার সর্বনিম্নকাল হল ১৫ দিন। আত্মা নববী র. বলেছেন— পবিত্রতার সর্বোচ্চ সময়ের কোন সীমা নেই। এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।

❶ আত্মা ইবনে রুশদ, ইবনে কুদামা এবং আত্মা নববী র. লিখেছেন যে, ঋতু এবং পবিত্রতার সময় সম্পর্কে এই মতবিরোধের কারণ হল, রেওয়ায়াতগুলোতে এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট বিবরণ নেই। এ জন্য ফুকাহায়ে কিরাম স্ব-স্ব পরিবেশের অভিজ্ঞতা, চাক্ষুস দর্শন এবং গুরূফের দিকে লক্ষ্য করে সময় নির্ধারণ করেছেন। আত্মা যায়লাঈ র. বলেছেন— ঋতু এবং পবিত্রতা সম্পর্কে হানাফীদের প্রমাণ হযরত আয়েশা, মু'আয ইবনে জাবাল, আনাস, ওয়াসিলা ইবনে আসকা' এবং আবু উমামা রা.-এর রেওয়ায়াত। এই রেওয়ায়াতগুলো যদিও দুর্বল কিন্তু সূত্রাধিক্যের কারণে হাসানের স্তর পর্যন্ত পৌছে যায়।

❷ ঋতুর সর্বোচ্চকাল এবং পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ র.-এর বপক্ষে একটি মারফু' রেওয়ায়াত পেশ করা হয়— تَمَكَّتْ إِحْدَيْكُنَّ شَطْرَ عُمَرَاءَ لَا تُصَلِّي 'তোমাদের একজন মহিলা তার জীবনের অর্ধেক সময় এভাবেই নামায না পড়ে কাটিয়ে দেয়।'

❸ কিন্তু আত্মা ইবনুল জাওযী র. এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন— هَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ -এ হাদীসটি অজানা।

○ বায়হাকী র. বলেছেন-**لَمْ نَجِدْهُ** তথা আমরা এটি পাইনি। স্বয়ং আল্লামা নববী শাফিঈ র. 'আল-জুম্' নামক গ্রন্থে বলেছেন-**حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ** (হাদীসটি বাতিল, অজানা)। যদি এটি সঠিক বলেও মেনে নেয়া হয় তবেও **شَطْرُ** শব্দের প্রয়োগ যেভাবে অর্ধেকের ক্ষেত্রে হয়, এভাবে একটি সাধারণ অংশের উপরেও হয়। চাই সেটি অর্ধেক থেকে কম হোক না কেন। আর এখানে এ অর্থ উদ্দেশ্য অবশ্যই। কারণ, শাফিঈ র.-এর মাযহাব মূতাবিক যদি ১৫ দিন সময় মাসিক গণ্য করা হয় তখনও পুরা জীবনে ঋতুর অংশ অর্ধেক হতে পারে না। কারণ, বালেগ হওয়ার আগে এবং ঋতু বন্ধ হওয়ার পরে পুরো মাসিক থাকে না। এ কারণে, ইমাম নববী র. স্বীয় মাযহাবের উপর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ না করে কিয়াসী প্রমাণের উপর আমল করেছেন, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বহু মহিলার রক্ত এসেছে দশ দিনের বেশী। অথচ হানাফীগণ এই অতিরিক্ত অংশকে ইস্তিহাযা গণ্য করেন।

এই আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল, মাসিকের মুন্দত সংক্রান্ত বিষয়ে হানাফীদের প্রমাণ দুর্বল রেওয়াযাত আর শাফিঈদের প্রমাণ কিয়াস। অতএব প্রথমতঃ তো কথা হল যে, অন্যান্য সহায়ক থাকার কারণে হাদীসগুলোতে এক ধরনের শক্তি সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কিয়াসের বিপরীতে এ সব রেওয়াযাত সর্বদাই প্রাধান্য উপযোগী। বিশেষতঃ শরঈ সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিয়াসের উপর আমল দুর্বল হাদীসের উপর আমলের বিপরীতে বিপদজনক।

মাসিকের রক্তের রং

৪. মাসিক রক্তের রং সম্পর্কেও মতবিরোধ আছে। হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন- হায়েযের রক্ত ছয় প্রকার। কাল, লাল, হলুদ, মলিন, সবুজ ও মাটিয়া। মোটকথা, ১. ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে যে রঙের রক্তই আসুক না কেন সেটি মাসিক। তবে শর্ত হল, মাসিকের সময়েই আসতে হবে। পরিষ্কার সাদা শ্রাব বের হলে সেটা হায়েয নয়।

○ হানাফীদের প্রমাণ সে রেওয়াযাতটি যেটি মুয়াত্তা মালিক ও মুহাম্মদে মুত্তাসিল সনদে এবং বুখারীতে প্রাসঙ্গিকভাবে (মুআল্লাকরূপে) সুনিশ্চিত শব্দে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِيهَا الْكَرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ لِيَسْأَلَنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَتَقُولَ لَهُنَّ لَا تَعْجِلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَةَ الْبَيْضَاءَ تَرِيدُ بِذَلِكَ الطَّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ - (رواه

ايضا عبد الرزاق وابن ابي شيبة واللفظ لفظ مالك)

'হযরত আয়েশা রা.-এর আযাদকৃত দাসী বলেন, মহিলারা হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট ডিক্কা পাঠাতেন। তাতে থাকতো কাপড়ের টুকরা, তাতে মাসিকের রক্তের হলুদ রং থাকতো। তারা নামায সম্পর্কে হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট জিজ্ঞেস করার জন্য তা পাঠাতেন। তিনি তাদের বলতেন, পরিষ্কার স্বচ্ছ সাদা শ্রাব দেখার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা তাড়াহুড়া করো না। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হত মাসিক থেকে পবিত্রতা।' -মুয়াত্তা মালিক : ৪৩

এতে বোঝা গেল, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার সাদা শ্রাব না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সব ধরনের রক্তই হায়েয হবে।

২. ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে শুধু লাল এবং কাল রং-এর রক্ত হায়েয। বাকীগুলো ইস্তিহাযার রং। হাফসীদের মাযহাবও এটাই।

৩. ইমাম মালিক র. হলুদ এবং মলিন রংকেও হায়েয সাব্যস্ত করেন। আল্লামা নববী র. বলেছেন- হলুদ এবং মলিন রং হায়েযকালে মাসিক। কিন্তু 'হিদায়া' গ্রন্থকার বলেছেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মতে যখন এটা মাসিকের শেষ দিকে বের হবে তখন মাসিক গণ্য করা হবে, অন্যথায় নয়।

রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলার প্রকারভেদ

৫. বাহরুর রায়িক গ্রন্থকার বলেছেন—রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা তিন প্রকার—

এক. মুবতাদিয়া, অর্থাৎ এরূপ মহিলা যার জীবনে প্রথমবার মাসিক আরম্ভ হয়েছে। অতঃপর এই রক্ত স্থায়ী হয়ে গেছে।

দুই. মু'তাদা, অর্থাৎ সে মহিলা যার কিছুকাল পর্বন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে মাসিক হয়েছে। অতঃপর রক্ত স্থায়ী হয়ে গেছে। অতঃপর ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মতে এক হায়েয নিয়মতান্ত্রিকভাবে আসাই যথেষ্ট। আর আবু হানীফা ও মুহাম্মদ র.-এর নিকট কমপক্ষে দু' হায়েয নিয়মতান্ত্রিকভাবে আসা জরুরী। তাঁদের দু'জনের উক্তির উপরই কতওয়া।

তিন. মুতাহায়িরা, অর্থাৎ সে মহিলা যে মু'তাদা ছিল অতঃপর রক্ত স্থায়ী হয়ে গেছে। কিন্তু সে তার পুরান অভ্যাসের কথা ভুলে গেছে। মুতাহায়িরাকে *مُتَعَرِّبَةٌ*, *مُضِلَّةٌ*, *ضَالَّةٌ* ও *نَاسِيَةٌ* বলে। বাহরুর রায়িক গ্রন্থকার বলেছেন—মুতাহায়িরা তিন প্রকার—

১. সংখ্যাগতভাবে মুতাহায়িরা। অর্থাৎ, সে মহিলা যার হায়েযের দিনের সংখ্যা স্মরণ নেই যে, পাঁচ দিন, না সাত দিন ইত্যাদি।

২. সময়ের দিক দিয়ে মুতাহায়িরা। অর্থাৎ, যার হায়েযের সময়ের কথা স্মরণ নেই। সেটি কি মাসের শুরুতে ছিল, না মধ্যভাগে, না শেষে।

৩. উভয়ের দিকে লক্ষ্য করে মুতাহায়িরা। অর্থাৎ, সে মহিলা যে সংখ্যা এবং সময় উভয় দিকে লক্ষ্য করলে মুতাহায়িরা।

মুবতাদিয়ার বিধান

মুবতাদিয়ার হুকুম সর্বসম্মতিক্রমে এই যে, সে হায়েযের সর্বোচ্চকাল অতিক্রান্ত হওয়া পর্বন্ত রক্তকে মাসিক গণ্য করবে। আর এই সময়ে নামায রোযা ত্যাগ করবে। আর সর্বোচ্চ মেয়াদের পর গোসল করে নামায শুরু করে দিবে। অতঃপর পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার মাসিককাল গণ্য করবে।

মু'তাদার বিধান

হানাফীদের মতে মু'তাদার হুকুম হল, যদি অভ্যাসের দিনগুলো পরিপূর্ণ হওয়ার পরও রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকে, তাহলে দশদিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নামায রোযা মওকুফ করবে। যদি দশ দিনের পূর্বেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এই পুরা রক্ত হায়েয গণ্য হবে এবং মনে করা হবে তার অভ্যাস পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অতএব, এ দিনগুলোর নামায ওয়াজিব হবে না। আর যদি দশদিনের পরও রক্ত প্রবাহ অব্যাহত থাকে, তাহলে অভ্যাসগত দিনগুলো থেকে অতিরিক্ত পূর্ণ দিনগুলোর রক্তকে রক্তপ্রদর সাব্যস্ত করা হবে। অভ্যাসের দিনগুলোর পর যত নামায সে ত্যাগ করেছে এগুলোর সবগুলোর কাযা আবশ্যিক হবে। অবশ্য কাযা করার ওনাহ হবে না। *فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْمَلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيصُ فِيهَا الْخ* হাদীসের অর্থও এটাই। এরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

○ ইমামত্রয় ইত্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার আরেক প্রকার বর্ণনা করেন, যাকে বলা হয় *মুনাগ্গিযা*। অর্থাৎ, এরূপ মহিলা যে রক্তের রং দেখে বুঝতে পারে কোনটি হায়েযের রক্ত আর কোনটি ইত্তিহাযা। এরূপ মহিলার ক্ষেত্রে ইমামত্রয়ের মাযহাব হল, সে তার পরিচয়ের উপর নির্ভর করবে। যতদিন তার নিকট হায়েযের রং মনে হবে তত দিনকে মাসিক কাল মনে করবে, আর যতদিন ইত্তিহাযার রক্ত অনুভব করবে তত দিনকে রক্তপ্রদরের কাল।

এই আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ হল—

❶ হানাফীদের নিকট রং দেখে পার্থক্য করার কোন মূল্য নেই। এটা ধর্তব্য নয়; বরং শুধু অভ্যাসই ধর্তব্য। এটাই হল সুফিয়ান সাওরী র.-এর মায়হাব।

❷ এর সম্পূর্ণ বিপরীত ইমাম মালিক র.-এর মতে, শুধু রং দেখে পার্থক্য করাই ধর্তব্য; অভ্যাস ধর্তব্য নয়।

❸ ইমাম শাফিঈ ও আহমদ র.-এর মতে যদি শুধু অভ্যাস থাকে, তবে সেটাও ধর্তব্য। আর যদি শুধু রং দেখে পার্থক্য করতে পারে, তবে সেটা ধর্তব্য। আর যদি কোন মহিলার ক্ষেত্রে এ দু'টি বিষয়ই একত্রিত হয়, তাহলে ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে রক্ত দেখে পার্থক্য করার বিষয়টি একত্রিত হয়, তাহলে ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে রক্ত দেখে পার্থক্য করার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। ইমাম আহমদ র.-এর মতে, অভ্যাস, ইমামজয়ের মতে রং দেখে পার্থক্য মুবতাদিয়াহ, মু'তাদা এবং মুতাহায়িরা সবার ক্ষেত্রে ধর্তব্য।

❹ ইমামজয়ের মতে রং দেখে পার্থক্য করার বিধিবদ্ধতা সম্পর্কে প্রমাণ হল, আবু দাউদে **بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يَعْرِفُ فَإِذَا كَانَ تَوَسَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ** -এ বর্ণিত হযরত ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশের রেওয়াজাত।

أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يَعْرِفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي.

‘তিনি (ফাতিমা রা.) ছিলেন রক্ত প্রদরে আক্রান্ত মহিলা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, যখন মাসিকের রক্ত আসে তো সেটি কালো রক্ত চেনা যায়। যখন এই রক্ত আসবে তখন নামায থেকে বিরত থেকে। যখন অন্য স্রাব আসে তখন উয়ু করো ও নামায পড়ো।’

—সুনানে আবু দাউদ : ১/৪৩

এখানে প্রমাণের স্থান হল, **فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يَعْرِفُ** (এটি কাল রক্ত, চেনা যায়।) শব্দ। এ থেকে বুঝা যায় রং দ্বারা হয়েয অনুভব করা যায়।

❺ হানাফীদের পক্ষ থেকে এর উত্তর হল, এ হাদীসটির সনদের ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে।

প্রথমতঃ তো এ কারণে যে, ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এই রেওয়াজাতটি ইবনে আবু আদী র. একবার স্বীয় কিতাব থেকে গুনিয়েছেন, আরেকবার স্বরণশক্তি থেকে। যখন কিতাব থেকে গুনিয়েছেন তখন এটাকে ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশের রেওয়াজাত সাব্যস্ত করেছেন। আর যখন স্বরণশক্তি থেকে গুনিয়েছেন তখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.-এর রেওয়াজাত সাব্যস্ত করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি আ'লা ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত এবং শো'বা থেকেও। আ'লা ইবনুল মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত মারফু' সূত্রে আর শু'বা থেকে বর্ণিত মাওকুফ সূত্রে। এভাবে এ হাদীসটি মুযতারিব। এভাবে ইমাম বায়হাকী র.ও সুনানে কুবরায় (১/৩২৫-৩২৬) এই হাদীসটির সনদগত ইযতিরাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ইবনে আবু হাতিম র. স্বীয় ‘ইলালে’ লিখেছেন যে, আমি স্বীয় পিতা আবু হাতিম থেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি বলেছেন—**مُرْ مَنَّكَرٌ** (এটি মুনকার)। আব্দামা মারদীনী র. ‘আল-জাওহরুন নাকী’ (১/৮৬) তে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনুল কাত্তান র. বলেছেন, এটি আমার মতে মুনকাতি। অতএব, এ হাদীসটি হয়তো শক্তি ও বিশ্বস্ততার দিকে লক্ষ্য করলে হানাফীদের সেসব দলীলের মুকাবিলা করতে পারে না যেগুলো পরবর্তীতে আসছে। তাছাড়া মোস্তা আলী কারী র. বলেন, যদি হাদীসটিকে সহীহ মেনে নেয়া হয়, তাহলে এটি তখনকার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, যখন রং দ্বারা পার্থক্য করার বিষয়টি অভ্যাস মতো হবে।

হানাফীদের প্রমাণাদি নিম্নরূপ

১। মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে মুত্তাসিল সনদে এবং বুখারীতে **بَابُ إِقْبَالِ الْحَيْضِ وَادْبَارِهِ** -তে প্রাসঙ্গিকভাবে সুনিশ্চিত শব্দে বর্ণিত আছে (যেটি প্রথমে মুয়াত্তা মালিকের ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।)

كُنْ نِسَاءً يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ بِالدَّرَجَةِ فِيهَا الْكَرْسُفُ فِيهِ الصَّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعَجِّلَنَّ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءُ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ - (اللفظ للبخارى . موطأ مالك : ٤٣)

‘মহিলারা হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট মাসিককালে ব্যবহৃত হলুদ রংয়ের কাপড়ের টুকরাবিশিষ্ট বস্ত্র পাঠাতেন। তখন তিনি বলতেন, পরিষ্কার সাদা শ্রাব না দেখা পর্যন্ত তোমরা তাড়াহুড়া করো না। এর দ্বারা বোঝা গেল, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিষ্কার সাদা শ্রাব না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সর্ব প্রকার রক্ত হায়েযই গণ্য হবে। অতএব, রঙ দ্বারা পার্থক্য করার প্রশ্নই আসে না।

২। সহীহ বুখারীর **حَيْضٌ ثَلَاثٌ** -তে হযরত ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা.-এর রেওয়ামাত এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ إِنِّي اسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ فَادْعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَا، إِنَّ ذَلِكَ عَرَقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةُ قَدَرُ الْآيَامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ نِيهَا ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي.

‘হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত যে, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি রক্তপ্রদরে আক্রান্ত, ফলে পবিত্র হই না। তবে কি আমি নামায ছেড়ে দিব? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, না, এটা শিরা (-এর রক্ত)। তবে তুমি যে সময় পর্যন্ত ঋতুবতী থাকবে সে পরিমাণ সময়ে নামায ছেড়ে দাও। তারপর গোসল কর, নামায পড়।’

-বুখারী : ১/৪৭

এখানে **قَدَرُ** শব্দটি এর প্রমাণ যে, দিনের পরিমাণ গ্রহণযোগ্য, রং-এর নয়।

৩। আবু দাউদ ইত্যাদিতে হযরত উম্মে সালামা রা.-এর রেওয়ামাতে আছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَيَنْظُرَ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْآيَامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُوهِنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يَصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلَتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدَرُ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ الْخ.

‘সে মহিলা প্রতিমাসে তার যে মাসিক হত এর দিন রাতের সংখ্যা নিয়ে ভাববে তার রক্তপ্রদর আসার পূর্বে। ফলে নামায ছেড়ে দিবে মাসের সে পরিমাণ সময়ে।’

-আবু দাউদ : ১/৩৬

এতে স্পষ্ট ভাষায় অভ্যাস মূতাবিক দিনগুলো গণ্য করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

৪। আবু দাউদ শরীফে **بَابُ فِي الْمَرْأَةِ تَسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدْعُ الصَّلَاةَ فِي الْآيَامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ** -তে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثْتَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حَبِيشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءُ أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثْتَنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حَبِيشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تَسْتَلَّ (أَيَّ أَسْمَاءَ) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الْآيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلَ .

‘উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. বলেন, আমাকে হযরত ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আসমা রা.-কে নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা আসমা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যে সময়টুকু পরিমাণ বসে থাকত (নামায-রোযা ইত্যাদি না করে অপেক্ষা করে) সে সময়টুকু পরিমাণ অপেক্ষা করার ও তারপর গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

-আবু দাউদ : ১/৩৭

৫। ইমাম তিরমিযী র. বর্ণনা করেছেন-

عَنْ عِدِّي بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي .

‘নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, সে যেন তার পূর্ববর্তী অভ্যাস মূতাবিক মাসিকের সে দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয় অতঃপর গোসল করে ও প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করে এবং রোযা রাখে ও নামায পড়ে।

-তিরমিযী : ১/৩৩

এতেও দিনগুলোর সংখ্যা গণ্য করা হয়েছে।

৬। সুনানে আবু দাউদ الصَّلَاةَ تَدْعُ الْحَيْضَةَ -তে হযরত বুহাইয়া রা.-এর বর্ণনায় আছে-

قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِمْرَأَةً فَسَدَّ حَيْضُهَا وَاهْرَيْقَتْ دِمَاءً، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَمُرَهَا فَلَتَنْظُرَ قَدَرِ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلَتَقْعُدَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَّامِ ثُمَّ لَتَدْعُ الصَّلَاةَ فِيْهِنَّ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لَتَغْتَسِلَ ثُمَّ لَتَسْتَنْظِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ تَصَلِّي . (ج ১ ص ৩৪)

‘বুহাইয়া বলেন, আমি এক মহিলাকে হযরত আয়েশা রা.-এর নিকট এক নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, যার মাসিক খারাপ হয়ে গেছে এবং রীতিমত তার রক্তপ্রদর হয়, তখন আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, আমি যেন তাকে আদেশ দেই, সে যেন প্রত্যেক মাসে যে পরিমাণ মাসিক হত সে সময়টুকু নিয়ে ভাবে যখন তার হায়েয ছিল সঠিক। কাজেই সে সে পরিমাণ দিন গণনা করবে, সেগুলোতে নামায বাদ দিবে। অথবা বলেছেন, সে পরিমাণ সময়ে (নামায বাদ দিবে।) তারপর সে গোসল করবে। গোসল সেরে একটি কাপড় লজ্জাস্থানে বাঁধবে, তারপর নামায পড়বে।’

৭। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/১৪ - فِي الطُّهْرِ مَا هُوَ وَلَمْ يَعْرِفْ -তে একটি হাদীসে আছে-

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كُنَّا فِي حَجْرٍهَا مَعَ بَنَاتِ ابْنَتِهَا فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَطْهَرُ ثُمَّ تَصَلِّي ثُمَّ تَنْكُسُ بِالصُّفْرَةِ الْبَسْبَرَةِ فَتَسْنُلُهَا (وَقِي نُسْخَةُ

وَنَسْتَلُّهَا) فَتَقُولُ اعْتَزِلْنِ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتَنَ ذَلِكَ حَتَّى لَا تَرَيْنَ إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا - (واخرجه اسحق

بن راهويه بلفظ اخر ، المطالب العالیه : ج ١ ص ٦٠)

‘ফাতিমা বিনতুল মুনযির থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণনা করেন, আমরা তাঁর রুমে তাঁর নাতনীদেবর সাথে থাকতাম। আমাদের কেউ পবিত্র হত অতঃপর নামায পড়ত। অতঃপর সামান্য হৃদয় রং এর শ্রাব দেখা দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ত। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করত। আরেক কপিতে আছে, আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম। তখন তিনি বলতেন, নামায থেকে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত দূরে থাক যতক্ষণ পূর্ণ সাদা শ্রাব না দেখে।’

এসব রেওয়াজাত দ্বারা বোঝা যায়, রং দ্বারা পার্থক্য ধর্তব্য নয়। অতএব, উপরোক্ত সবগুলো হাদীস তাদের বিরুদ্ধে অকাটা প্রমাণ।

মুতাহারিয়ার বিধিবিধান

ইমামজয়ের নিকট মুতাহারিয়া যদি মুমায়িয়া হয়, তাহলে রং-এর মাধ্যমে মাসিক ও ইস্তিহাযার মধ্যে পার্থক্য করবে। যার দীর্ঘ বিবরণ রয়েছে। আদ্বামা নববী র. ‘শরহুল মুহাম্মাযাবে’ সনিত্তারে এর বিবরণ দিয়েছেন।

মুতাহারিয়ার হুকুম হল, সে ভাল করে চিন্তা করবে। যদি এভাবে তার নিজের অভ্যাসের দিনগুলো স্বরণে এসে যায় অথবা কোনরূপ প্রবল ধারণা হয়, তবে সে সে মুতাবিক মুতাহারিয়ার ন্যায় আমল করবে। আর যদি কোন দিকে প্রবল ধারণা না হয় বরং সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে, তবে এর বিভিন্ন ছুরত রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ আদ্বামা ইবনে নুজাইম র. ‘বাহরুর রাযিকে’ এভাবে দিয়েছেন যে, ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার তিন প্রকারের সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হল যে, যেসব দিন সম্পর্কে মুতাহারিয়ার ইয়াকীন হয়ে যাবে যে, এগুলো মাসিকের দিন সেগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। আর যেসব কাল সম্পর্কে ইয়াকীন হয়ে যাবে যে, এগুলো পবিত্রতার কাল, সেগুলোতে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করে নামায পড়বে। আর যেসব দিন সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে, এগুলো কি পবিত্রতার দিন না মাসিকের প্রবেশ করার সময়, এগুলোতে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এ সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে। আর যেসব দিন সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে, এটা পবিত্র না হয়েয থেকে বের হওয়ার সময়, সেগুলোতে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে যতক্ষণ পর্যন্ত হয়েয হওয়ার সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে।

সংখ্যা বিষয়ক মুতাহারিয়ার বিধান

○ এবার সংখ্যা বিষয়ক মুতাহারিয়ার হুকুম হল, সে তার হয়েযের শুরু তারিখ থেকে তিনদিন পর্যন্ত নামায রোযা ছেড়ে দিবে। কারণ, এসব দিন সম্পর্কে ইয়াকীন রয়েছে যে, এগুলো হয়েয কাল। এরপর সাতদিন প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে। কারণ, এখন প্রতিদিন প্রতিটি সময় সজাবনা রয়েছে যে, এই সময় হয়েয খতম হয়ে গেছে। অতঃপর হয়েযের পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করবে। কারণ, সে তো এসব দিনে সুনিশ্চিতরূপে পবিত্র।

সময় বিষয়ক মুতাহারিয়ার হুকুম

○ সময়ের দিক দিয়ে মুতাহারিয়ার হুকুম হল, সে প্রত্যেক মাসের শুরুতে (মাসের শুরু দ্বারা উদ্দেশ্য সেদিন যেদিন থেকে রক্ত স্থায়ী হয়ে গেছে।) নিজের অভ্যাসের দিনগুলো পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করবে। উদাহরণ স্বরূপ তার অভ্যাসের দিন ছিল ৫টি। অতএব, মাসের প্রথম তারিখ থেকে ৫ম দিন পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করবে। কারণ, তার মধ্যে পবিত্র অথবা ঋতুবতী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। অতঃপর ২৫ দিন প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে। এগুলোতে প্রতিটি দিনে হয়েয থেকে পবিত্র হওয়ার সজাবনা রয়েছে।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

এ তিনটি রেওয়াম্যাতের পর ইমাম আবু দাউদ র. কাসিম ইবনে মাবরুরের মু'আল্লাক রেওয়াম্যাতটি عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এতে উরওয়াকে বাদ দিয়েছেন। অভিরিক্ত رَضِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِ উল্লেখ করেছেন। অতএব, কাসিম ইবনে মাবরুর ইউনুস থেকে যে রেওয়াম্যাত পেশ করেছেন, এটি এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস عَنْ عُنْبَسَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হয়ে গেল। কারণ, পূর্বাঙ্কটিতে 'আয়েশা' রা.-এর উল্লেখ নেই এটাতে আছে।

عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَكَذَلِكَ .
 সূত্রে যে বিবরণ দিয়েছেন, হুস্বই একরূপ বিবরণ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকেও আছে। যেন
 কাসিম ইবনে মাযরুরের রেওয়াম্বাত মা'মারের রেওয়াম্বাতের অনুকূল হয়ে গেল। তবে মা'মার অনেক সময়
 বলেছেন- عَنْ عَائِشَةَ عَنْ كَازِجٍ مَا'مَارٍ এই রেওয়াম্বাতে তার পূর্ববর্তী রেওয়াম্বাতের
 বিরোধিতা করছেন। প্রথমটিতে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا আছে, এটিতে আছে عَنْ عَائِشَةَ عَنْ كَازِجٍ
 بِمَعْنَاهُ অর্থাৎ মা'মার নিজেই স্ববিরোধিতা করছেন-

مَرَّةً يَقُولُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمَرَّةً يَقُولُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْ سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ

কাসিম ইবনে মাবরুর যেরূপ বর্ণনা করেছেন সেরূপভাবে ইবনে সা'দ ও ইবনে উয়াইনা (সুফিয়ান) যুহরী-আমরা-আয়েশা সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই রেওয়াজাত ও কাসিম ইবনে মাবরুর রেওয়াজাতে মিল আছে। তবে এতে উরওয়া ও উম্মে হাবীবা রা.-এর উল্লেখ নেই।

وَقَالَ ابْنُ عَيَّيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَقُلْ اَيُّ الزُّمَرِ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهَا اَنْ تَفْتَسِلَ اَيُّ لِكُلِّ
 فَكَانَتْ تَفْتَسِلُ لِكُلِّ - এবার ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়াত যুহরী থেকে এ অনুচ্ছেদের তৃতীয় হাদীস লাইস ইবনে সা'দের
 রেওয়ায়াতের অনুকূল হয়ে গেল। কারণ, লাইস ইবনে সা'দের রেওয়ায়াতে আছে-
 فَكَانَتْ تَفْتَسِلُ لِكُلِّ - এতে বুঝা যায়, এটা উম্মে হাবীবা রা.-এর নিজস্ব কাজ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে প্রতিটি
 নামাযের জন্য গোসলের হুকুম দেননি। অতএব, উভয় হাদীস অনুকূল হয়ে গেল। ইবনে উয়াইনা এবং লাইস
 ইবনে সা'দের রেওয়ায়াতে প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল হযরত উম্মে হাবীবা রা.-এর কাজ সাব্যস্ত হল, নবীজী
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ নয়।

٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَسْبُوعِيُّ ثَنَى أَبِي عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمَرَةُ بَنَاتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أُسْتُعِيفَتْ سَبْعَ سِنِينَ

فَامَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا قَالَ
فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ عَنْهَا فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

হাদীস : ৪৪। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উম্মে হাবীবা রা. সাত বছর পর্যন্ত রক্তপ্রদরে আক্রান্ত থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন গোসল করার। কাজেই তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যই গোসল করতেন। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আওযাইঈও। তাতে তিনি বলেছেন- হযরত আয়েশা রা. বলেন, তিনি (উম্মে হাবীবা রা.) প্রত্যেক নামাযের জন্যই গোসল করতেন।

وَكَذَلِكَ رَوَى الْأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ عَنْهَا فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

অর্থাৎ, যুহরীর বিভিন্ন ছাত্র ইবনে আবু যিব এবং অন্যান্য হাফিজে হাদীস ছাত্র ফাকাত তগ্গিসল লিকুল্ সালাত বর্ণনা করেছেন, মানে হযরত আয়েশা রা.-এর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন- একরূপভাবে যুহরী রা. থেকে তাঁর শিষ্য আওযাইঈ র. ও এ উক্তিটিকে হযরত আয়েশা রা.-এর উক্তি সাব্যস্ত করেছেন।

৫. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أُسْتَحْبِضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَامَرَهَا بِالْفُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّبَالِيُّ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ أُسْتَحْبِضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَسَأَلَ الْحَدِيثَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ تَوَصَّيْتُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهُمْ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ .

হাদীস : ৪৫। হান্নাদ হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যমানায় উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ রা.-এর রক্তপ্রদর হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করার নির্দেশ দেন। তারপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীস আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসীও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আমি তার নিকট থেকে তা শুনিনি। তিনি সুলাইমান ইবনে কাসীর-যুহরী-উরওয়ার মাধ্যমে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যয়নাব বিনতে জাহশ রক্তপ্রদরে আক্রান্ত হলে নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তুমি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

আবু দাউদ র. বলেন, হাদীসটি আবদুস সামাদও সুলাইমান ইবনে কাসীরের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে- প্রত্যেক নামাযের জন্য উয়ু করে নিবে।

আবু দাউদ র. বলেন, এটা আবদুস সামাদের ধারণা। আবুল ওয়ালীদের বর্ণনাই এ ব্যাপারে সঠিক।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ .

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, এ হাদীসটি আমি স্বীয় উস্তাদ তায়ালিসী থেকে শুনিনি, বরং এটি অন্য সূত্রে আমার কাছে পৌঁছেছে। ইমাম আবু দাউদ র. কর্তৃক এ রেওয়াযাতি নেয়ার উদ্দেশ্য, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের হাদীসটিকে শক্তিশালী করা। কারণ, প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে হয়েছে। হযরত আয়েশা রা.-এর উপর এটি মাওকুফ নয়।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ تَوَضَّيْتُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمٌّ .

এ উক্তিটির সারমর্ম হল, আবুল ওয়ালীদ ও আবদুস সামাদ সলাইমান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি ছিল যায়নব বিনতে জাহাশ রা.-এর। এতে উপরোক্ত দু'জন রাবী বিভিন্নমুখী বর্ণনা দিয়েছেন। আবুল ওয়ালীদ তাঁর হাদীসে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নব বিনতে জাহাশ রা.-কে প্রতিটি নামাযের জন্য গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন। আর আবদুস সামাদ তাঁর হাদীসে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নব বিনতে জাহাশ রা.-কে প্রতিটি নামাযের জন্য উয়ুর নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম আবু দাউদ র. এ দুটি রেওয়াযাত থেকে আবুল ওয়ালীদের রেওয়াযাতটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেন- تَوَضَّيْتُ لِكُلِّ صَلَاةٍ বাক্যটি আবদুস সামাদের ভুল। বিতর্ক উক্তি হল, আবুল ওয়ালীদেরটি। প্রাধান্যের কারণ হল, আবুল ওয়ালীদ হিফজ এবং মজবুত সংরক্ষণে আবদুস সামাদের চেয়ে উঁচু পর্যায়ের।

মায়ুরদের হুকুম

وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ : এটা শুধু ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার নয়; বরং সমস্ত মা'যুরের হুকুম, যারা ধারাবাহিকভাবে নাপাকীর শিকার। অর্থাৎ, তাদের উয়ু থাকে না যে চার রাক'আতও উয়ু ছুটা ব্যতীত পড়তে পারে।

○ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, মা'জুরের জন্য উয়ু করা জরুরী। অবশ্য রবী'আতুর রায় এবং দাউদ জাহিরীর মতে ইস্তিহাযার রক্ত উয়ু ভঙ্গকারী নয়। এজন্য তাদের মতে ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নামাযের জন্য উয়ুর হুকুম মুত্তাহাবরূপে প্রযোজ্য। ইমাম মালিক র.-এর মতেও কিয়াস হিসেবে উয়ু না ভাঙ্গার কথা। কারণ, এটি দেহ থেকে অস্বাভাবিকরূপে বের হয়, কিন্তু তা'আব্দুদী বিষয় হিসেবে তিনিও ইস্তিহাযার রক্তকে উয়ু ভঙ্গকারী মনে করেন।

প্রতিটি নামাযের জন্য উয়ুর অর্থ কি

○ অতঃপর প্রতিটি নামাযের জন্য উয়ুর ব্যাখ্যা মতগণেকা রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী এবং আবু সাওরের মতে এক উয়ু দ্বারা শুধু ফরয পড়া যায়, নফলগুলোর জন্য আলাদা উয়ুর প্রয়োজন হবে। যেন প্রতিটি স্বতন্ত্র নামাযের জন্য উয়ু জরুরি। তাঁরা لِكُلِّ صَلَاةٍ -এর বাহ্যিক শব্দ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, এর আবেদন হল, প্রতিটি নামাযের জন্য স্বতন্ত্র উয়ু করা। ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে এই এক উয়ু দ্বারা ফরয এবং এর অধীনস্থ সুন্নত এবং নফলগুলো আদায় করা যেতে পারে। কিন্তু এগুলো আদায় করার পর উয়ু ভেঙ্গে যাবে এবং এরপর যদি কুরআন তিলাওয়াত করতে চায় কিংবা অন্য কোন নফল পড়তে চায়, তাহলে আলাদা উয়ু করার প্রয়োজন হবে। তাদের মতে 'প্রতিটি নামাযের জন্য' উয়ুর অর্থ 'প্রতিটি নামায ও তার অধীনস্থ নামাযসহ'।

হানাফীদের মতে এই উযু শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে এবং এর দ্বারা ফরযসমূহ ও এগুলোর অধীনস্থ নামায ছাড়াও অন্যান্য নফল পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা জাযিয় আছে। অবশ্য যখন নতুন ওয়াক্ত আসবে তখন উযু করতে হবে।

অতঃপর এর বিস্তারিত বিবরণে হানাফীদের মাঝেও মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ র.-এর মতে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া উযু ভঙ্গের কারণ। চাই নতুন ওয়াক্ত আসুক বা না আসুক।

ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মতে সর্বশেষ ওয়াক্তের আগমন উযু ভঙ্গের কারণ।

ইমাম যুফার র.-এর মতে ওয়াক্ত আসা এবং ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া উভয়টি উযু ভঙ্গের কারণ।

এই মতবিরোধের ফল প্রকাশ পাবে ফজর এবং জোহরের মধ্যবর্তী সময়ে। কারণ, ফজরের উযু সূর্যোদয়ের ফলে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ র. এবং যুফার র.-এর মতে ভেঙ্গে যাবে। অথচ ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর মতে এই উযু সূর্য হেলা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। এরূপভাবে যদি সূর্যোদয়ের পর উযু করা হয়, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ ও যুফার র.-এর মতে জোহরের সময় আসার সাথে সাথে উযু ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ র.-এর মতে এই উযু জোহরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বাকী থাকবে।

মোটকথা, **تَوَضُّأً لَوَقْتٍ كُلِّ صَلَاةٍ** হানাফীগণ **تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ** এর পর্যায়ে সাব্যস্ত করেন। এ কারণে ইমাম মুহাম্মদ র. কিতাবুল আছার : ১/৮৮ **بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَعَاذَةِ وَالْحَائِضِ** এর অধীনে একটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন-

وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا وَلَكِنَّا نَأْخُذُ بِالْحَدِيثِ الْآخِرِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ وَقْتٍ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي فِي الْوَقْتِ الْآخِرِ .

‘আমরা এটি গ্রহণ করি না; বরং পরবর্তী হাদীসটি গ্রহণ করি। সেটি হচ্ছে এরূপ মহিলা প্রতিটি নামাযের ওয়াক্তে উযু করবে এবং পরবর্তী ওয়াক্তে নামায পড়তে পারবে।’

❶ তাছাড়া আবুল ওয়াফা আফগানী র. কিতাবুল আছারের ব্যাখ্যা ও টীকায় লেখেন-

وَفِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حَبِيشٍ رَضِيَ وَتَوَضَّعْتُ لَوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ مُعْضَلًا وَقَالَ ابْنُ قَدَامَةَ فِي الْمَغْنَبِيِّ وَرَوَى فِي بَعْضِ الْفَاطِمَةِ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حَبِيشٍ رَضِيَ وَتَوَضَّعْتُ لَوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ .

হযরত ‘আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা বিনতে আবু হ্বাইশকে ইরশাদ করেছেন, তুমি প্রতিটি নামাযের ওয়াক্তে উযু কর। ইমাম মুহাম্মদ র. এটিকে মু’দাল রূপে উল্লেখ করেছেন। ইবনে কুদামা যুগনীতে বলেন, হযরত ফাতিমা বিনতে আবু হ্বাইশ রা.-এর হাদীসের কোন কোন শব্দে আছে-এর এবং তুমি প্রতি নামাযের ওয়াক্তে উযু কর।’

-কিতাবুল আছার : ১/৯১

তাহাজ্জা তিরমিযীর হাদীসে এসেছে, تَوَضَّأَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (প্রতিটি নামাযের সময় উযু করবে।) যেটা ওয়াজ্জের অর্থ বোঝায়। এমনিভাবে যেসব রেওয়াজাতে تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ শব্দ এসেছে সেগুলোতেও لامটিকে ওয়াজ্জের অর্থে সাব্যস্ত করা যায়। ওরফ দ্বারাও এর সমর্থন হয়। এজন্য বলা হয়-

أَيْتَكَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ أَى لَوُفَّتِهَا .

○ ইমাম তাহাজ্জী র. বলেছেন যে, নজর ও কিয়াস দ্বারাও হানাফীদের মাযহাবের সমর্থন হয়। কারণ, ওয়াজ্জ শেষ হয়ে যাওয়া কোন কোন স্থানে মা'জুরদের ক্ষেত্রে উযু ভঙ্গের কারণ, নামায থেকে বের হওয়া নয়। যেমন, কোন মা'জুর জোহরের ওয়াজ্জে উযু করল কিন্তু নামায পড়তে পারল না, এমতাবস্থায় আসরের সময় হয়ে গেল, এবার সে নামায পড়তে চায়, এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর নতুন উযু আবশ্যিক। এই মাসআলাটিতে নামায থেকে বের হওয়ার বিষয়টি পাওয়া যায়নি, বরং সময় শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে উযু ভঙ্গে গেছে। অনুন্নপভাবে সময় শেষ হয়ে যাওয়া মোজার উপর মাসেহকারীর ক্ষেত্রেও উযু ভঙ্গের কারণ। কিন্তু নামায থেকে বের হয়ে আসা কোন ক্ষেত্রেই উযু ভঙ্গের কারণ হয়নি। অতএব, প্রমাণিত হল যে, ওয়াজ্জ শেষ হয়ে যাওয়া উযু ভঙ্গের কারণ এবং এই উক্তিটিই প্রধান।

بَابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

অনুচ্ছেদ : যে বলেছে সে মহিলা দুই নামায একত্রে আদায় করবে এবং উভয়টির জন্য একবার গোসল করবে।

٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى نَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ قَالَتْ إِنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سَهْلٍ رَضِ اسْتَحْبَضَتْ فَاتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً اسْتَحْبَضَتْ فَسَنَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا بِمَعْنَاهُ .

السُّؤَالُ : مَا مَعْنَى سَأَمُرُكَ بِأَمْرَيْنِ وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ؟ مِنْ أَى قِسْمٍ مِنَ الْمُسْتَحَابَّةِ كَانَتْ حَمْنَةُ رَضِ؟ فَبِى صُورَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ يَنْتَقِضُ الْوُضُوْءُ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ عَلَى أَصُولِهِمْ فَمَا هُوَ التَّفْصِيْلُ عَنْهُ؟
الْجَوَابُ بِإِسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّرَافِ .

হাদীস : ২। আবদুল আযীয..... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহ্লা বিনতে সুহাইশের রক্তপ্রদর হলে তিনি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করার নির্দেশ দেন। এটা যখন তার জন্য কষ্টসাধ্য তখন তিনি তাকে একই

গোসলে জোহর ও আসর একত্রে পড়ার নির্দেশ দেন এবং মাগরিব ও ইশাকে এক গোসলে একত্রে আদায় করার নির্দেশ দিলেন। আরো নির্দেশ দিলেন ফজরের জন্য গোসল করার।

আবু দাউদ র. বলেন, উক্ত হাদীস ইবনে উয়াইনা- আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম- তার পিতার সনদেও বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে- এক মহিলার রক্তপ্রদর হল, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ الْمَرْءَ الْخ-

সম্ভবতঃ এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, আবদুর রহমান ইবনুল কাসিমের তিন শিষ্যের রেওয়াজাতগুলোর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা। কারণ, এ হাদীসটি আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম থেকে শো'বা বর্ণনা করেছেন। এটি এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস। আর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি দ্বিতীয় হাদীস। সুফিয়ানও বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে উয়াইনার হাদীসে সে মহিলার নাম নেই। এ হিসেবে এটি শো'বার হাদীসের অনুকূল। কারণ, উভয়টিতে সে মহিলার নাম নেই। বরং রক্তপ্রদরে আক্রান্ত সে মহিলার বিষয়টি অস্পষ্ট। আবার হযরত আয়েশা রা.-এর উল্লেখের ক্ষেত্রে শো'বার রেওয়াজাতের বিরোধী। কারণ, শো'বার হাদীসে হযরত আয়েশা রা.-এর উল্লেখ রয়েছে, ইবনে উয়াইনার হাদীসে এর উল্লেখ নেই। অতঃপর হযরত আয়েশা রা.-এর উল্লেখ ও সে রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলার নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইবনে উয়াইনার হাদীস মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের হাদীসেরও বিরোধী। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের হাদীসে হযরত আয়েশা রা.-এর উল্লেখ আছে, রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলার নাম নির্ধারিত আছে। কিন্তু ইবনে উয়াইনার হাদীসে না হযরত আয়েশা রা. এর উল্লেখ আছে, না রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

স্বত্ব্য, ইমাম আবু দাউদ র. ইবনে উয়াইনার হাদীসটি স্বীয় গ্রন্থে আনেননি। রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা ছিলেন সাহলা বিনতে সুহাইল।

দু' নামায এক গোসলে একত্রে আদায়

এ হাদীসে হযরত সাহলা রা. কে দু'নামায একত্রে আদায়ের এবং উভয়ের জন্য এক গোসলের অনুমতি দিয়েছেন। তিরমিযী শরীফে আছে- হযরত হামনা রা.-কে দু'টি বিষয়ে ইখতিয়ার দিয়েছেন তন্মধ্যে এটি একটি। সুনানে তিরমিযীর হাদীসের ইবারত হল-

سَامُرُكٌ بِأَمْرَيْنِ : এখানে রাসূলে আকরামসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামনা রা.-কে দু'টি বিষয়ে ইখতিয়ার দিয়েছেন। দ্বিতীয় বিষয়টি স্পষ্ট ও সর্বসম্মত। সেটি হচ্ছে দু'টি নামায একত্রে আদায় করা। এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন- وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَى (দুটি নির্দেশ থেকে এটি আমার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়।) দ্বারা; কিন্তু প্রথম বিষয়টি হাদীসে ভালরূপে স্পষ্ট নয়। এজন্য এর ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাগণের মতবিরোধ হয়েছে। ইমাম শাফিঈ র. 'কিতাবুল উম্মে' বলেছেন- দ্বিতীয় বিষয়টি হল (ক্রমানুপাতে প্রথম।) প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল করা। অধিকাংশ শাফিঈ মতাবলম্বী এটাই অবলম্বন করেছেন। এবার অর্থ হল, তোমাদের আসল হুকুম তো হল প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল করা, কিন্তু যদি এতে তোমাদের কষ্ট হয়, জটিলতা দেখা দেয়, তাহলে তোমরা একবাক্স গোসল করে দুটি নামায একত্রে পড়তে পার। যা সহজ হওয়ার কারণে আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়।

ইমাম ত্বাহাযী র. বলেছেন- সে বিষয়টি হল, প্রতিটি নামাযের জন্য উযু করা। হানাফীগণ তাই অবলম্বন করেছেন। এবার অর্থ হল, তোমাদের জন্য আসল হুকুম তো হল, প্রতিটি নামাযের জন্য উযু করা, কিন্তু যদি তোমরা এক গোসলে দু'টি নামায একত্রে পড়ে ফেল তবে এটা ভাল।

হযরত হামনা রা. মু'তাদা ছিলেন

○ অতঃপর মতবিরোধ রয়েছে যে, হযরত হামনা বিনতে জাহ্শ কোন প্রকার ইতিহাস্য বিশিষ্ট মহিলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? ইমাম নববী, খাতাবী, ইবনে রুশদ, ইবনে কুদামা, ইমাম আহমদ এবং আবু দাউদ র. প্রমুখের মতে তিনি ছিলেন মুমায়িয়াহ। ইমাম বায়হাকী বলেছেন, তিনি ছিলেন মুবতাদিয়া। কিন্তু ইবনে কুদামা এই উক্তি রদ করে দিয়েছেন। কারণ, বহু রেওয়াত দ্বারা তিনি বয়কা মহিলা বলে প্রমাণিত হয়। আর বয়কা মহিলার ক্ষেত্রে মুবতাদিয়া হওয়া অযৌক্তিক। ইমাম তাহাভী র. 'মুশকিলুল আছারে' এবং ইমাম বায়হাকী র. 'কিতাবুল বিলাফিয়াতে' বলেছেন যে, তিনি ছিলেন মু'তাদা। হানাফীগণ এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। নিদর্শনাদির আলোকে এটাই প্রধান মনে হয়। এ কারণে প্রথম বিষয়টিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'তাদার প্রসিদ্ধ হুকুম বর্ণনা করেছেন। হাদীসের শব্দগুলো দ্বারা এটাই স্পষ্ট হয়। এজন্য ইরশাদ রয়েছে—

فَتَحِيضُ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَيُعْلِمُ اللَّهُ -

'আল্লাহর ইলম মুতাবিক ছয়দিন অথবা সাতদিন হয়ে গণ্য কর।'।

অতঃপর বলেছেন—
فَاتَعْلَمُ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمَيَّاتٍ حَيْضُهُنَّ وَطُهْرُهُنَّ

'তুমি প্রতি মাসে একরূপ করতে থাক (গণতে থাক) যেমন, মহিলারা ঋতুবত্তী হয়ে থাকে এবং পবিত্র হয়ে থাকে তারা তাদের হয়েযের মেয়াদ ও পবিত্রতার মেয়াদ একরূপভাবে গণ্য থাকে।'।

-তিরমিযী : ১/৩৩

○ আর দ্বিতীয় বিষয়টিতে এক গোসলে দুটি নামায আদায়ের হুকুম হয়ত মুস্তাহাবের জন্য অথবা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। কারণ, বেশি বেশি গোসল ও ঠাণ্ডা লাগানো এই রোগে উপকারী। মোটকথা, সব মু'তাদার ক্ষেত্রে প্রতিটি নামাযের জন্য গোসলের হুকুম নেই।

○ আরেকটি সম্ভাবনা হল, হযরত হামনা রা. ছিলেন মুতাহারিয়া। তাঁর ছয়দিন হারয়ে হওয়ার ব্যাপারে ইয়াকীন ছিল। এর অধিকের ক্ষেত্রে তাঁর ছিল সন্দেহ। এজন্য ছয়দিন পর্যন্ত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঋতুবত্তী সাব্যস্ত করে নামায ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর দশদিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাঁর উপর প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল ওয়াজিব ছিল। কারণ, প্রতিটি ওয়াতে হারয়ে বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এজন্য প্রথম বিষয়টিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, তিনি যেন প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল করেন। আর দ্বিতীয় নির্দেশটিতে তাঁর জন্য সহজ করা হয়েছে, দু' নামায একত্রে পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সহজের কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে দু'টি নির্দেশের মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় সাব্যস্ত করেছেন।

এক গোসলে দু'নামায একত্রিকরণ : একটি প্রস্তোত্তর

○ এখানে হানাফীদের উপর প্রশ্ন হয় যে, তাদের মতে দু'ওয়ায নামায একত্রে করা হবে শুধু বাহ্যিক আকারে। অতএব, গোসল অবশ্যই জোহরের সময় করা হবে। এরপর যখন আসরের ওয়ায শুরু হবে তখন ওয়ায শেষ হয়ে যাওয়া আরেক ওয়ায এসে যাওয়া দু'টিই বিদ্যমান হবে। অতএব, হানাফীদের মূলনীতি মুতাবিক সর্বসম্মতিক্রমে উযু ভেঙ্গে যাবে। এজন্য উভয় নামাযের মাঝে কমপক্ষে একবার উযু করা অবশ্যই দরকার ছিল। অন্যথায় মা'জুরের ক্ষেত্রে এক ওয়ায শেষ হয়ে যাওয়া এবং অন্য ওয়ায আসা উযু ভঙ্গ না হওয়ার কারণে মানতে হবে। অথচ দুই নামাযের মাঝে উযু করার নির্দেশ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেননি।

○ এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেয়া হয়েছে—

১. আবু দাউদে **بَابُ مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غَسْلًا** তে হযরত আসমা বিনতে উমাইস রা.-এর রেওয়াততে এসেছে—

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَا طِمَ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتَحْبَضَتْ مِنْكَ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَجْلِسَ فِي مَرْكَبٍ (أَنَاءِ كَبِيرٍ) فَإِذَا رَأَتْ
صُفْرَةَ فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَعْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَعْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا
وَاحِدًا وَتَعْتَسِلْ لِلْفَجْرِ وَاحِدًا وَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ.

‘তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ এত এত দিন থেকে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত। সে নামায পড়ে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সুবহানাল্লাহ! এটাতো শয়তানের কাজ। সে একটি বড় পাড়ে বসবে, যখন পানির উপর হলুদ রঙ দেখবে তখন জোহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করবে; মাগরিব ও ইশার জন্য একবার গোসল করবে; ফজরের জন্য একবার গোসল করবে। এর মাঝখানে উয় করবে।’

—আবু দাউদ : ১/৪১

এই হাদীসের সর্বশেষ বাক্য প্রমাণ করছে যে, এই মহিলা দু’নামাযের মাঝে উয় করবেন। অতএব, হযরত হামনা রা.-এর রেওয়ায়াতকেও এর উপর প্রযোজ্য ধরা হবে এবং হুকুম হবে উভয় নামাযের মাঝে তার জন্য উয় করা ওয়াজিব।

২. কোন কোন হানাফী এর এই উত্তর দিয়েছেন যে, যে মহিলার উপর প্রতিটি নামাযের জন্য গোসল ওয়াজিব এবং এক গোসলে তিনি দু’ নামায পড়েছেন সহজের জন্য, তিনি উয় ভঙ্গের হুকুম থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত। অতএব, তার জন্য একবার গোসল করাই যথেষ্ট।

৩. হযরত শাহ সাহেব র. বলেন, উপরোক্ত দুটি জবাবের ভিত্তি হল, দুই নামায একত্রে পড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য বাহ্যিক আকারে একত্রিত করা। অথচ বাস্তবতা হল, এখানে প্রকৃতরূপেই দু’ নামায একত্রে করা উদ্দেশ্য। (মুশকিলুল আছার : ৩/৩০২ এ ইমাম ত্বাহাভী র. এর উক্তি দ্বারা তাই স্পষ্ট হয়।)—এর বিস্তারিত বিবরণ হল, ইস্তিহাযা বিশিষ্ট মহিলার জন্য দু’ নামায একত্রে করার জন্য একবার গোসল করতে হবে জোহর এবং আসরের মাঝে, দ্বিতীয়বার মাগরিব ও ইশার মাঝে, তৃতীয়বার ফজর নামাযের জন্য।

ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে সূর্য হেলার পর প্রথম মিছল জোহরের জন্য বিশেষিত। তৃতীয় মিছল আসরের সাথে বিশেষিত। আর দ্বিতীয় মিছল মা’জুর ও মুসাফিরের জন্য জোহর ও আসর নামাযের মাঝে যৌথ। এরূপভাবে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আকাশে লালিমা ডোবার পূর্ব পর্যন্ত সময় মাগরিবের জন্য খাস। শুভ্রতা আসার পর ইশার জন্য খাস। আর এদুটির মাঝখানের ওয়াক্তটুকু উভয়ের মাঝে যৌথ। এজন্য ‘বাহরুর রায়িক’ গ্রন্থকার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে এক রেওয়ায়াতে মুসাফিরের জন্য লালিমা অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিব ও ইশা দুটিকে প্রকৃত অর্থে একত্রিত করা জাযিয়। যেহেতু মুসাফিরের ক্ষেত্রে এ রেওয়ায়াত বিদ্যমান আছে, সেহেতু মা’জুরের ক্ষেত্রেও এই হুকুমই হবে। অতএব, ইস্তিহাযাবিশিষ্ট মহিলা দ্বিতীয় মিছল-এ গোসল করে দু’ ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়বে। এরূপভাবে মাগরিবে লালিমা অস্তমিত হওয়ার পর এবং শুভ্রতা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে গোসল করে একসাথে দু’নামায পড়বে। এভাবে নতুন উয়র প্রয়োজন হবে না। কারণ, এখানে কোন ওয়াক্ত শেষও হয়নি আবার কোন স্বতন্ত্র ওয়াক্তও এসে যায়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই যৌথ সময়ে গোসল করে দু’ ওয়াক্ত নামায একত্রে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যার ফলে প্রতিটি নামায নিজস্ব ওয়াক্তেই আদায় হল এবং ওয়াক্ত শেষ না হওয়ার কারণে উয়র প্রয়োজনও হল না।

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ

অনুবাদ: যে বলে রক্তখন্দরাক্ত মহিলা এক পবিত্রতা থেকে অপর পবিত্রতা পর্যন্ত গোসল করবে

৪. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيدُ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ شُبْرَمَةَ عَنْ إِمْرَأَةَ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَ عِدَّةٌ بَيْنَ ثَابِتٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لَا تَصِحُّ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ وَانْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاطُ عَنِ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلَهُ وَانْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهَيْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَتْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فِي حَدِيثِ الْمُسْتَعَاذَةِ.

رَوَى أَبُو الْبَقَّاطَانِ عَنْ عِدَّةٍ بَيْنَ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِلْيَ وَعَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ - وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَّانٌ وَمُغِيرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ حَدِيثِ قُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً - وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُسْتَعَاذَةُ تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إِلَّا أَحَدِيثَ قُمَيْرٍ وَحَدِيثَ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَحَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَالْمَعْرُوفُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الْفَسْلُ.

السُّؤَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَهُ - أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

হাদীস : ৪। আহমদ হযরত আয়েশা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ র. বলেন, হাবীব ও আইউব আবুল আলা র. থেকে আদী ইবনে সাবিত ও আমাশ র. কর্তৃক বর্ণিত এই প্রসঙ্গের সব হাদীসই দুর্বল, সহীহ নয়। হাবীব বর্ণিত হাদীসটি মারফু হওয়ার বিষয়টি হাফস ইবনে গিয়াস প্রত্যাখ্যান করেছেন। হযরত আয়েশা রা. থেকে আমাশ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি মাওকুফ হওয়ার ব্যাপারে আসবাত ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।

আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে দাউদ হাদীসটির প্রথমংশ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য (রক্তপ্রদরাক্রান্ত রোগিনীর) উযু করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুহরী-উরওয়া-আয়েশা রা. মুত্তাহায়া সংক্রান্ত হাদীসে বলেন, তিনি (মুত্তাহায়া) প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতেন- এই রেওয়ায়াত হাবীব সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের দুর্বলতা প্রমাণ করে।

আবুল ইয়াকজান-আদী ইবনে সাবিত-তার পিতা আলী রা. এবং বনু হাশিমের মুক্ত দাস আশ্মার ইবনে আব্বাস রা. সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা-বায়ান মুগীরা, ফিরাস ও মুজালিদ শাবী-কুমাইর হযরত আয়েশা রা. সূত্রে বর্ণিত আছে- “রক্ত প্রদরাক্রান্ত রোগিনী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে।” দাউদ-আসিম-শাবী-কুমাইর হযরত আয়েশা রা. সূত্রে এসেছে- “সে প্রতিদিন একবার মাত্র গোসল করবে।”

হিশাম-উরওয়া-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত আছে- “রক্তপ্রদরাক্রান্ত নারী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করবে।” এসব সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ দুর্বল-কুমাইর-এর হাদীস, বনু হাশিমের মুক্ত দাস আশ্মারের হাদীস এবং হিশাম ইবনে উরওয়া কর্তৃক তার পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদীস ব্যতীত। হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর প্রসিদ্ধ মত হল, “রক্ত প্রদরে আক্রান্ত রোগিনীকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَ عِدَّةٌ بَيْنَ ثَابِتٍ هَذَا وَالْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ وَابْنِ أَبِي الْعَلَاءِ كُلُّهَا ضَعِيفٌ لَابِصٌ.

ইমাম আবু দাউদ র.-এর এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য, এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস আদী ইবনে সাবিত স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আর এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আ'মাশ হাবীব ইবনে আবু সাবিত থেকে। তৃতীয় হাদীসটি আইউব আবু মিসকীন হাজ্জাজ থেকে বর্ণনা করেছেন। এ আইউবকে আবুল আলাও বলে। এরূপভাবে চতুর্থ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবুল আলা ইবনে শুবরুমা থেকে। এ সব হাদীস দুর্বল, সহীহ নয়।

وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ الْخ.

আ'মাশের যত শিষ্য তাঁর থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সবাই নির্ভরযোগ্য। অতএব, আ'মাশের হাদীসটির দুর্বলতা স্পষ্ট নয়। তাই ইমাম আবু দাউদ র.-এর দুর্বলতার উপর প্রমাণ কায়েম করেছেন। সেটি হল- আ'মাশের শিষ্যদের মধ্যে শুধু ওয়াকী' র. এ হাদীসটি মারফু আকারে বর্ণনা করেন। এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলেই তা বুঝা যায়। কিন্তু আ'মাশের অন্য শিষ্য হাফস ইবনে গিয়াস ও আসবাত এ হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। মারফু বর্ণনার ক্ষেত্রে ওয়াকী একা। অতএব, মারফু বিবরণ সহীহ নয়।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلَهُ .

○ ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য ও উক্তি দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দান। প্রশ্নটি হল- মারফু আকারে বিবরণের ক্ষেত্রে আ'মাশের শিষ্য ওয়াকী' একা কিভাবে? ইবনে দাউদও তো আ'মাশ থেকে মারফু আকারে এটি বর্ণনা করেছেন?

○ এর উত্তরে ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমাশের শিষ্য ইবনে দাউদ পূর্ণ হাদীসটি মারফু রূপে বর্ণনা করেননি। বরং শুধু প্রথমংশ মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন। শেষাংশ অর্থাৎ, 'প্রতিটি নামাযের জন্য ওয়ু' মাওকুফ। আমাদের উদ্দেশ্য এ হাদীসটির শেষাংশকে দুর্বল সাব্যস্ত করা।

وَأَنكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الرُّضْوُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

ইবনে দাউদ প্রতিটি নামাযের সময় ওয়ুকে অস্বীকার করেছেন وَأَنكَرَ عَلَى ضَعِيفٍ حَدِيثٍ حَبِيبٌ هَذَا أَنْ رَوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ দুর্বলতার দ্বিতীয় প্রমাণ হল, উরওয়া ইবনে যুহাইর থেকে এ হাদীসটি বর্ণনাকারী যুহরীও। আর যুহরীর রেওয়াজাতে আছে تَوَضَّعَ لِكُلِّ صَلَاةٍ হাবীব ইবনে আবু সাবিতও উরওয়া থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে আছে- تَوَضَّعَ لِكُلِّ صَلَاةٍ কাজেই হাবীব কর্তৃক যুহরীর ন্যায় মহামনীষী ও মুহাদ্দিসের বিরোধিতা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, হাবীবের হাদীসটির দুর্বলতা জানতে পারলাম।

উপরোক্ত উক্তির সারনির্ধাস হল, ইমাম আবু দাউদ র. এ অনুচ্ছেদের শুরুতে চারটি হাদীস উল্লেখ করেছেন-

১. আবুল ইয়াকজান- আদী ইবনে সাবিত সূত্রে বর্ণিত মারফু হাদীস।
 ২. আ'মাশ- হাবীব ইবনে আবু সাবিত সূত্রে বর্ণিত মারফু হাদীস।
 ৩. আইউব ইবনে আবু মিসকীন- হাজ্জাজ সূত্রে বর্ণিত মারফু হাদীস।
 ৪. আইউব আবুল আলা- ইবনে শুবরুমা সূত্রে বর্ণিত মারফু হাদীস।
- এ চারটি হাদীসে প্রতিটি নামাযের জন্য ওয়ুর উল্লেখ রয়েছে।

وَرَوَى أَبُو الْيَقْظَانَ وَهَذَا الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ الْأَحَادِيثُ قُمَيْرٌ وَحَدِيثُ عَمَّارٍ

مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَحَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ .

অতঃপর ইমাম আবু দাউদ র. এসব হাদীসের দুর্বলতা উল্লেখ করে এর উপর প্রমাণ কায়েম করেছেন। এসংক্রান্ত আলোচনা উপরে সবিস্তারে এসেছে। এরপর أَبُو الْيَقْظَانَ রوى থেকে নিয়ে কিছু মাওকুফ আহর উল্লেখ করেছেন-

১. আবুল ইয়াকজান সূত্রে বর্ণিত হযরত আলী রা.-এর আছর।
২. বনু হাশিমের আযাদকৃত দাস আশ্বার সূত্রে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আছর।
৩. আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা, বয়ান, মুগীরা, ফিরাস এবং মুজালিদ সূত্রে বর্ণিত হযরত আয়েশা রা.-এর আছর।
৪. হিশাম সূত্রে বর্ণিত উরওয়া র.-এর আছর।

এসব আছরেও প্রতিটি নামাযের জন্য ওয়র উল্লেখ রয়েছে। এরপর ইমাম আবু দাউদ র. বলেন- শুধুমাত্র কুমাইরের হাদীস ছাড়া বাকী সবগুলো দুর্বল। কুমাইরের রেওয়ায়াতটি আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা প্রমুখ শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন।

তিনি কুমাইর থেকে বর্ণনা করেছেন।

বনু হাশিমের আযাদকৃত দাস আশ্বারের হাদীস। এটি হযরত ইবনে আক্বাস রা.-এর আছর।

হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা সূত্রে বর্ণিত উরওয়ার আছর। এ তিনিটি আছর দুর্বল নয়।

এবার এসব আছর থেকে আবুল ইয়াকজান সূত্রে বর্ণিত, হযরত আলী রা.-এর আছরটি দুর্বল থেকে যায়। বাকি তিনটি আছর দুর্বল নয়।

অবশ্য দাউদ ও আসিম- শা'বী- কুমাইর সূত্রে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রা.-এর আছরটি সহীহ হলেও এখানে এসে ইমাম আবু দাউদ র. কথার ঘাচ পাঁটে ফেলেছেন। যদ্বারা বুঝা যায়, দাউদ ও আসিম- শা'বী- সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করা দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, এ দু'টি সূত্রের ইখতিলাফের বিবরণ দান। কারণ, এ আছরটি দুই সূত্রে বর্ণিত- ১. দাউদ ও আসিম- শা'বী সূত্র, ২. আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা, বয়ান, মুগীরা, ফিরাস এবং মুজালিদ- শা'বী সূত্র। প্রথম সূত্রে বর্ণিত আছে- **تَغْتَسِلُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً**

দ্বিতীয় সূত্রে বর্ণিত আছে- **تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ** অতএব, দু'টি মূলপাঠ দু'রকম।

উপরোক্ত ইবারতের এ অর্থ হবে তখন, যখন هَذِهِ দ্বারা ইঙ্গিত হবে মাওকুফার দিকে। অবশ্য মারফু'আ- মাওকুফা উভয়টির দিকেও ইঙ্গিতের সম্ভাবনা আছে। এমতাবস্থায় মারফু' হাদীসগুলোর দুর্বলতা ইমাম আবু দাউদ র. বর্ণনা করেছেন এবং এর উপর প্রমাণাদিও কায়ম করেছেন। অতঃপর, এখানে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি হল তাকিদেদের জন্য। এমতাবস্থায় কুমাইরের হাদীসের ব্যতিক্রমভুক্তি হযরত আয়েশা রা.-এর উপর মাওকুফ আছর হবে। যেটি আবদুল মালিক ইবনে মাইসারা প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। হাদীসে মারফুর উপরে নয়। যেটি আইউব আবুল আলা- ইবনে শুবরুমা সূত্রে বর্ণিত। কারণ, এর দুর্বলতার সুস্পষ্ট বিবরণ পূর্বেই এসেছে। অতএব, এটি ব্যতিক্রমভুক্তিতে আসবে না।

وَالْمَعْرُوفُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْفُسْلُ -

এখানে বলা হয়েছে বনু হাশিমের আযাদকৃত দাস আশ্বার সূত্রে বর্ণিত ইবনে আক্বাস রা.-এর হাদীসটি মুনকার। কারণ, ইবনে আক্বাস রা. থেকে তো গোসলের হুকুম প্রসিদ্ধ, আর আশ্বার রা.-এর হাদীসটিতে রয়েছে ওয়র হুকুম। অতএব, এটি মুনকার।

بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ

অনুচ্ছেদ : যে বলে রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা এক জোহর থেকে আর এক জোহর পর্যন্ত গোসল করবে

১. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بِسْئَلِهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظَهْرِ إِلَى ظَهْرِ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَإِنَّ غَلْبَهَا الدَّمُ اسْتَذْنَرَتْ بِثَوْبٍ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَانْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَ تَغْتَسِلُ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ إِمْرَأَةٍ عَنْ قُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ دَاوُدُ قَالَ كُلُّ يَوْمٍ - وَفِي حَدِيثٍ عَاصِمٍ عِنْدَ الطَّهْرِ وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ - . وَقَالَ مَالِكٌ إِنِّي لَأُظَنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ إِنَّمَا هُوَ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ وَلَكِنَّ الْيَوْمَ دَخَلَ فِيهِ - وَرَوَاهُ مُسَيَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَرْثُوعٍ قَالَ فِيهِ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ فَقَلَّبَهَا النَّاسُ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ - .

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَهُ - أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح -
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ১১। কা'নাবী..... হযরত আবু বকর রা.-এর আযাদকৃত গোলাম সুমাই র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'কা' ও য়ায়েদ ইবনে আস্লাম র. সুমাইকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের নিকট পাঠালেন। যাতে সুমাই তাকে জিজ্ঞেস করেন, রক্তপ্রদর বিশিষ্ট মহিলা কিভাবে গোসল করবে? সাঈদ র. বলেন, মুস্তাহাযা গোসল করবে জোহর থেকে জোহর পর্যন্ত (অর্থাৎ, প্রত্যেক জোহর নামাযের পূর্বে গোসল করবে)। আর অযু করবে প্রত্যেক নামাযের জন্য। যদি অত্যধিক রক্তস্রাব হয় তাহলে যেন কাপড়ের পটি পরিধান করে।

আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে উমর ও আনাস ইবনে মালিক র. থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে- গোসল করবে এক জোহর থেকে পরবর্তী জোহর পর্যন্ত। আর এরূপ বর্ণনা রয়েছে হযরত আয়েশা রা. থেকে। কিন্তু তাতে দাউদ বলেছেন, প্রত্যেক দিন (গোসল করতে হবে) আর আসিমের বর্ণনায় রয়েছে- জোহরের সময় গোসল করবে। আর একই অভিমত হল সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, হাসান ও আতা র.-এর। ইমাম মালিক বলেন, আমার মনে হয় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের হাদীস এরূপ হবে সে গোসল করবে এক পবিত্রাবস্থা থেকে আরেক পবিত্রাবস্থা পর্যন্ত কিন্তু তাতে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। একই হাদীস বর্ণনা করেছেন মিসওয়ার ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইয়ারবু'। তাতে তোহর (পবিত্রতা) থেকে তোহর পর্যন্তই রয়েছে। কিন্তু লোকেরা তাতে পরিবর্তন করে জোহর থেকে জোহর পর্যন্ত করে নিয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَانْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَ تَغْتَسِلُ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ - .

পূর্বোক্ত হাদীসে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব র. যা বলেছেন, অনুরূপ বিবরণ উপরোক্ত মনীষীগণ থেকে রয়েছে।
تَغْتَسِلُ مِنْ وَقْتِ الطَّهْرِ إِلَى طَهْرٍ آخَرَ مِنَ الْغَدِ

وَكَذَلِكَ : অর্থাৎ, হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, ইবনে উমর ও আনাস ইবনে মালিক র.-এর ন্যায়।

رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ إِمْرَأَةٍ عَنْ قُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضَ

অর্থাৎ, দাউদ ও আসিম শা'বী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মালিক র.-এর উক্তি বর্ণনা করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হাদীসে বিকৃতি ঘটায় বিবরণ দান। আসলে হাদীসের শব্দ ছিল **مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ** এখানে **طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ** শব্দ এসেছে বিকৃতির ফলে। এর সমর্থন হয় সুনানে বায়হাকীর একটি রেওয়ায়াত দ্বারা, তাতে আছে— **طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ** রেওয়ায়াতটি হল— **عَنِ ابْنِ عَمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ - رَوَاهُ الْمُسَوِّرُ بْنُ عَبْدِ** **الْمَلِكِ** এর দ্বারা উদ্দেশ্য, ইমাম মালিক র.-এর উক্তির সমর্থন।

بَابُ مَنْ قَالَ تَوَضَّؤُ لِكُلِّ صَلَوةٍ

অনুচ্ছেদ : যে বলে সে মহিলা প্রতিটি নামাযের জন্য ওযু করবে

۱. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُعَمِّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو قَالَ ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِ أَنْهَا كَانَتْ تَسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يَعْرِفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاُمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَكَتَبَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَفْظًا فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ عَنِ الْحَكِيمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ الْعَلَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَوْفَقَهُ شُعْبَةُ تَوَضَّؤًا لِكُلِّ صَلَوةٍ.

السَّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَدًّا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَهُ - أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح - الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّرَافِ -

হাদীস : ১। মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না..... হযরত ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রা.-এর রক্তপ্রদর রোগ ছিল। নবী করীম সাদ্ব্যাহ আল্লাহি ওয়াসাদ্বাহ তাকে বললেন- যখন হায়েযের রক্ত নির্গত হয়, তা কালো রংয়ের হয়ে থাকে তা সহজেই চেনা যায়, তখন তুমি নামায ছেড়ে দিবে। যখন অন্য রকম রক্ত নির্গত হবে তখন উযু করে নামায পড়বে।

আবু দাউদ র. বলেন, শো'বা র. আবু জা'ফরের সাথে মতৈক্য পোষণ করে বলেন, 'রক্ত প্রদরের রোগিনী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে।'।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَفْظًا فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِ.

এ উক্তিটির সারমর্ম হল, ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তাদ ইবনুল মুসান্না র. বলেছেন, আমার উক্তাদ ইবনে আদী র. স্বীয় গ্রন্থ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা কালে عَنْ فَاطِمَةَ رَضِ বলেছেন। মাঝখানে হযরত আয়েশা রা.-এর সূত্র উল্লেখ করেননি। যেমন- হাদীসের সনদে রয়েছে। অতঃপর এ হাদীসটি তিনি স্বরণশক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তখন তিনি বলেছেন, عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ

হতে পারে মুখস্থ বর্ণনার সময় হযরত আয়েশা রা. এর নাম ভুলক্রমে এসে গেছে কিন্তু সতর্ক হওয়ার পর হযরত আয়েশা রা.-এর নাম ছেড়ে দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ بَِابٍ مَنْ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدْعُ الصَّلَاةَ তে এসেছে।

এ উক্তিটি দ্বারা قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য আলা ইবনে মুসাইয়্যিব-হাকাম এবং শোবা সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে মাওকুফ এবং ও মারফু এর ইখতিলাফ বর্ণনা করান। আলা ইবনে মুসাইয়্যিব হাকাম থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সূত্রসহকারে। - . شَوَابَا حَيْثُ قَالَ بِسْنَدِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . ও হাকাম থেকে তার সূত্রে মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। তবে কার উপর মাওকুফ তা বর্ণনা করেন নি। কোন কোন কপিতে جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ আছে, - . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ নেই। অতএব, এটি মাওকুফই হল

بَابُ التَّيْمَمِ

অনুচ্ছেদ : তায়াম্মুম

٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلِيفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ فِي آخِرِينَ قَالُوا نَا يَعْقُوبُ نَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَسَ بِأَوَّلَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عَقْدُ لَهَا مِنْ جَزَعٍ طِفَارٍ فَحَبَسَ النَّاسُ ابْتِغَاءً عَقْدَهَا ذَالِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ ، فَتَقَيَّطَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ حَبَسَتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرَهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ رُخْصَةً التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَتَاكِيبِ وَمِنْ بَطْنِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَبَاطِ .

زَادَ ابْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَا يَحْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ ضَرِبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ يُونُسُ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرِبَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِ . وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَشَكَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ إِضْطَرَبَ فِيهِ وَقَالَ مَرَّةً عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّةً قَالَ عَنْ لَبِيهِ وَمَرَّةً قَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِضْطَرَبَ (ابْنُ عَبَّاسٍ) فِيهِ وَفِي سَمَاعِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ شَكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الضَّرِبَتَيْنِ إِلَّا مَنْ سَمِعْتُ .

السُّوَالُ : شَكَّلِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجِّمُهُ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ ر ج -
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৪ । মুহাম্মদ ইবনে আহমদ..... হযরত আশ্কার ইবনে ইয়াসির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বনি মুত্তালিকের যুদ্ধে) উলাতুল জাইশ নামক (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) স্থানে রাত যাপনের জন্য অবতরণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আয়েশা রা.। এখানে হযরত আয়েশা রা. এ যিফারী (যিফার ইরামানের একটি শহর) আকিকের হারটি হারিয়ে যায়। ঐ হার অনুসন্ধানের জন্য সাহাবায়ে কিরাম সেখানে বিরতি করতে বাধ্য হন। এক পর্যায়ে সেখানে সকাল হয়ে যায়। তাদের সাথে পানিও ছিল না। আবু বকর রা. হযরত আয়েশা রা.-এর ওপর অসছুষ্ট হলেন। বললেন, তুমিই লোকদের আটকে রেখেছ। অথচ তাদের সাথে পানি নেই। এ সময় মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের বিধান সম্বলিত আয়াত নাখিল করেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সকল মুসলমান উঠে দাঁড়ালেন। সবাই তাদের হাত জমিনে মারলেন। তারপর হাত উঠিয়ে নিলেন। কোন মাটি তুললেন না। চেহারা মাসেহ করলেন ও পরে হাত উঠিয়ে নিলেন। কোন মাটি তুললেন না। মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন ও পরে হাত মাসেহ করলেন কাঁধ পর্যন্ত এবং হাতের নিচে বগল পর্যন্ত। ইবনে ইয়াহইয়ার বর্ণনায় আরো আছে- ইবনে শিহাব র. বলেছেন, তাদের আমলের কোন গুরুত্ব নেই। [কারণ, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এরূপ করতে বলেননি। তারা নিজ থেকে তা করেছেন]।

আবু দাউদ র. বলেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনে ইসহাক। তাতে তিনি ইবনে আব্বাস রা. থেকে দু'বার মাটিতে হাত মারার বিষয় উল্লেখ করেছেন, ইবনে উয়াইনা রা. এতে ইশতিয়ার রয়েছে। যুহরী থেকে তার শ্রবণের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। যুহরী বলেন, আমি যাদের নাম পেশ করেছি, তাদের কেউ দু'বার হাত মারার কথা বলেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ الْخ.

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ এবং আশ্কারের মাঝে সূত্র উল্লেখ করা এবং *ضَرْبَتَيْنِ* ও *ضَرْبَةً* তে ইমাম যুহরী র.-এর শিষ্যদের মাঝে যে বিভিন্ণতা রয়েছে তার বিবরণ দান। যুহরীর কোন কোন শিষ্য মধ্যবর্তী সূত্র উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ উল্লেখ করেননি। কেউ কেউ *ضَرْبَةً* উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন *ضَرْبَتَيْنِ*।

মোটকথা, যুহরী থেকে বর্ণনাকারী সালিহ ইবনে কায়সান *ضَرْبَةً* উল্লেখ করেছেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ও আশ্কারের মাঝে ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাতে *ضَرْبَتَيْنِ* এর উল্লেখ রয়েছে। কাজেই মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক মধ্যবর্তী সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে সালিহ ইবনে কায়সানের অনুকূল। আবার *ضَرْبَتَيْنِ* উল্লেখের ক্ষেত্রে প্রতিকূল। কিন্তু এ রেওয়য়াতটি ইমাম তাহাবী র.ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে *ضَرْبَتَيْنِ* এর উল্লেখ রয়েছে। তিনি সালিহ ইবনে কায়সানের রেওয়য়াতও এনেছেন। তাতেও *ضَرْبَتَيْنِ* এর উল্লেখ রয়েছে। কাজেই এতে ইমাম আবু দাউদের রেওয়য়াত ইমাম তাহাবীর রেওয়য়াতের বিরোধী হয়ে গেছে।

ذَكَرَهُ يُونُسُ অর্থাৎ, ইউনুসও যুহরী থেকে রেওয়য়াত করেছেন। এতেও *ضَرْبَتَيْنِ* এর উল্লেখ রয়েছে। কাজেই ইউনুস ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়য়াত *ضَرْبَتَيْنِ* উল্লেখের ক্ষেত্রে একরকম, আবার সালিহ ইবনে কায়সানের রেওয়য়াতের বিরোধী। কারণ, সালিহ ইবনে কায়সানের রেওয়য়াতে শুধু *ضَرْبَةً* এর উল্লেখ রয়েছে। ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে সালিহ ইবনে কায়সান ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়য়াত অনুকূল। কিন্তু ইউনুসের রেওয়য়াতের প্রতিকূল। কারণ, ইউনুসের রেওয়য়াতে ইবনে আব্বাসের সূত্র

وَرَوَاهُ مُعَمَّرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ -

وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّا رِ بْنِ يَاسِرٍ .

وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الضَّرِيبَتَيْنِ إِلَّا مَنْ سَمِعَتْ .

এছাড়া অন্যরা **ضُرَّتَيْنِ** উল্লেখ করেননি।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ .

السُّوَالُ : كَمْ ضَرْبَةً فِي التَّبَيُّمِ ؟ إِلَى أَيْنَ يَكُونُ مَسَحُ الْيَدَيْنِ ؟ (مَا هُوَ الْمِقْدَارُ الْمَمْسُوحُ) بَيِّنْ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابَ عَنْ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ . أَوْضِعْ مَا قَالَ الْإِسَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৭। মুহাম্মদ ইবনে আলা..... ইবনে আব্বা র. হযরত আখ্যার ইবনে ইয়াসির রা. থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে- নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- হে আখ্যার! তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল, এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত জমিনে নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর এক হাত অপর হাতের ওপর মারলেন। তারপর নিজের চেহারা মাসেহ করলেন ও হাতের অর্ধেক পর্যন্ত মাসেহ করলেন। তবে একবার হাত মারায় হাতের কনুই পর্যন্ত পৌঁছল না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى قَالَ
أَيُّ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ .

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, আ'মাশের তিন শিষ্য- ১. হাফস, ২. ওয়াকী' ও, জারীর আ'মাশ থেকে বিবরণ দান কালে সনদগত যে ইখতিলাফ করেছেন তার বিবরণ দান। কারণ, হাফস বর্ণনা করেছেন- حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ابْنِ أَبِيزَى عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضَ এখানে হাফস সালামা ইবনে কুহাইল ও ইবনে আবযার মাঝে কোন সূত্র উল্লেখ করেননি, ইবনে আবযার নাম উল্লেখ করেননি। সূত্রের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন।

কিন্তু এ হাদীসটি আ'মাশ থেকে ওয়াকী' র.ও বর্ণনা করেছেন। তিনি **عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ** **عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى** উল্লেখ করেছেন। সালামা ইবনে কুহাইল ও আবদুর রহমান ইবনে আবযার মাঝে সূত্র বর্জনে হাফসের অনুকূল। কিন্তু তিনি ইবনে আবযার নাম আবদুর রহমান ইবনে আবযা উল্লেখ করেছেন।

আ'মাশের তৃতীয় শিষ্য জারীরও এ হাদীসটি তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন- **عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ** **عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيزَى** এখানে সালামা ইবনে কুহাইল ও আবদুর রহমান ইবনে আবযার মাঝে সাঈদ ইবনে আবদুর রহমানের সূত্র উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ **عَنْ أَبِيهِ** বলেছেন।

দু'টি বিতর্কিত মাসআলা

○ তায়াম্মুমের পদ্ধতিতে দু'টি মাসআলা বিতর্কিত : এক, তায়াম্মুমে কতবার হাত মারতে হবে। দুই, হস্তদ্বয় মাসেহ কতটুকু হবে।

তায়াম্মুমে হাত কতবার মারবে

প্রথম মাসআলাটিতে আলামা আইনী র. পাঁচটি মায়হাব বর্ণনা করেছেন।

এক. ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফিঈ, লাইছ ইবনে সা'দ র. এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মায়হাব হল, তায়াম্মুমের জন্য দুবার হাত মারতে হবে। একবার চেহারার জন্য আরেকবার হস্তদ্বয়ের জন্য।

দুই. ইমাম আহমদ, ইসহাক, আওয়াঈ র. এবং কোন কোন আহলে জাহিরের মতে একবারই হাত মারতে হবে। যদ্বারা চেহারা এবং হস্তদ্বয় মাসেহ করা হবে। ইমাম মালিক র.-এর একটি রেওয়ায়াতও অনুরূপ।

তিন. হযরত হাসান বসরী এবং ইবনে আবু লায়লা র.-এর মায়হাব হল, দু'বার হাত মারবে। কিন্তু একরূপভাবে যে, প্রতিবার মেরে চেহারা এবং হস্তদ্বয় উভয়টি মাসেহ করবে।

চার. মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের মায়হাব হল, তিনবার মারতে হবে। একবার চেহারার জন্য, দ্বিতীয়বার দু'হাতের জন্য, তৃতীয়বার উভয়ের জন্য।

পাঁচ. ইবনে বাযযাযার মায়হাব হল, চারবার মারতে হবে। দুবার চেহারার জন্য, দু'বার দুহাতের জন্য।

হস্তদ্বয় মাসেহের পরিমাণ

❶ দ্বিতীয় ইখতিলাফ হল হস্তদ্বয় মাসেহের পরিমাণ সংক্রান্ত। এতে চারটি মায়হাব রয়েছে।

১. কনুই পর্যন্ত মাসেহ ওয়াজিব। এ উক্তিটি ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শাফিঈ, লাইস ইবনে সা'দ র. এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের।

২. শুধু কজিহয় পর্যন্ত মাসেহ ওয়াজিব। এটা হল ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, আওয়াঈ এবং আহলে জাহিরের মায়হাব।

৩. কজিহয় পর্যন্ত ওয়াজিব, কনুইহয় পর্যন্ত মাসনুন। আলামা ইবনে রুশদ র. এটাকে ইমাম মালিক র.-এর একটি রেওয়ায়াত সাব্যস্ত করেছেন। আলামা যুরকানী র. এটাকে ইমাম মালিক র.-এর মায়হাব সাব্যস্ত করেছেন। আলামা নববী র. বলেন, এটা হল রেওয়ায়াতগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের সর্বোত্তম পদ্ধতি।

৪. আলামা ইবনে শিহাব যুহরী র.-এর মায়হাব হল, হস্তদ্বয় তায়াম্মুম করতে হবে কাঁধ এবং বগল পর্যন্ত।

মূলতঃ বুনিয়াদী ইখতিলাফ দু'টি মাসআলায় সংখ্যাগরিষ্ঠের এবং ইমাম আহমদ ও ইসহাকের মাঝে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে তায়াম্মুমে দুবার হাত মারতে হবে, আর হস্তদ্বয় মাসেহ করতে হবে কনুই পর্যন্ত।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক র.-এর মতে একবার হাত মারতে হবে, আর হস্তদ্বয় মাসেহ করতে হবে কজিহয় পর্যন্ত। তাঁদের প্রমাণ এ দুটি মাসআলায় হযরত আশ্বার রা.-এর হাদীস। যদ্বারা একবার হাত মারা এবং শুধু কজিহয় পর্যন্ত মাসেহের প্রমাণ মেলে-

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِالتَّيْمُمِ لِلْوُجْهِ وَالْكَفَيْنِ -

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে চেহারা ও কজিহয় তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছেন।' -তিরমিযী : ১/৩৬

এখানে হস্তদ্বয়ের জন্য كَفَيْنِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার প্রয়োগ হয় শুধু কজিহয় পর্যন্ত। হযরত আশ্বার ইবনে ইস্যাসির রা.-এর এ হাদীস যেহেতু এ অনুচ্ছেদের বিতর্কিত রেওয়ায়াত সেহেতু ইমাম আহমদ র. এটা অবলম্বন করেছেন। এর বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণাদি নিম্নরূপ-

১. সুনানে দারাকুতনী এবং বাযহাকীতে একটি রেওয়ায়াত একরূপ বর্ণিত আছে-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ الْبَاقِيُّ بْنُ قَانِعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْطَلِطِيُّ أَنَّ حَرْمِيَّ بْنَ عُمَارَةَ عَنْ عَزْرَةَ
بِنْتِ ثَابِتٍ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّبَسُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلزُّرَاعِيْنَ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ - رِجَالَهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ

‘হযরত জাবির রা. নবী কারীম সদ্গুহা হলাইহি ওয়াসদ্দামু থেকে বর্ণনা করেছেন, তায়াম্মুম একবার চেহারার জন্য হাত মেরে আর একবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য হাত মেরে (করতে হবে)। এই হাদীসটির সব রাবী নির্ভরযোগ্য। তবে সঠিক হল, মাওকুফ।’

—দারাকুতনী : ১/১৮১

○ এর উপর প্রশ্ন করা হয় যে, এ হাদীসে উসমান ইবনে মুহাম্মদ নামে একজন রাবী আছেন যার সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল জাওযী র. বলেন যে, উসমান ইবনে মুহাম্মদ সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে।

○ এর উত্তর হল, উসমান ইবনে মুহাম্মদ নির্ভরযোগ্য রাবী। ইবনুল জাওযী র. কর্তৃক তাঁর ব্যাপারে আপত্তি করা ঠিক নয়। এ কারণে আল্লামা তাকী উদ্দীন ইবনে দাকীকুল ইদ র. ইবনুল জাওযীর উক্তি রদ করতে গিয়ে বলেছেন—

مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسِمَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَابُو بَكْرِ
بْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَغَيْرُهُمَا وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرَحًا وَلَا تَعْدِيلًا الْخ -

এর অর্থ হল, ইবনুল জাওযী র.-এর আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তিনি সুশ্রুট বিবরণ দেননি কে তাঁর সমালোচনা করেছেন। অথচ তাঁর সূত্রে আবু দাউদ, আবু বকর ইবনে আবু আসিম প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবু হাতিম তাঁর আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে, অথচ তিনি তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা বা নির্ভরযোগ্যতা কিছুই বর্ণনা করেননি।

○ এ হাদীসের উপর আরেকটি প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এ রেওয়ায়াতটি ইমাম দারাকুতনী র. মাওকুফ সূত্রেও বর্ণনা করেছেন

حَدَّثَنَا بَنُ مَخْلَدٍ نَا إِبْرَاهِيمَ ابْنُ حَرْبٍ نَا أَبُو نَعِيمٍ نَا عَزْرَةَ بِنْتُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ

সূত্রে। -দারাকুতনী : ১/১৮২

أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ

ইমাম দারাকুতনী র. মারফু' সূত্র উল্লেখ করার পর বলেছেন— সঠিক হল, মাওকুফ।

○ কিন্তু এই প্রশ্নটিও ঠিক নয়। কারণ, প্রথমতঃ তো আবু নু'আইম এবং উসমান ইবনে মুহাম্মদের রেওয়ায়াতের মূলপাঠে বিরাট ইখতিলাফ রয়েছে। যদ্বারা বোঝা যায়, এই দুটি আলাদা আলাদা রেওয়ায়াত। দ্বিতীয়তঃ উসমান ইবনে মুহাম্মদ এবং আবু নু'আইম দুজনই নির্ভরযোগ্য রাবী। তাঁদের কোন একজনের রেওয়ায়াতকেও শায় বলা যায় না। অতএব, বাস্তবতা হল উভয়ের রেওয়ায়াত সহীহ। তাছাড়া উসমান ইবনে মুহাম্মদ অতিরিক্ত বিষয় বর্ণনাকারী। আর নির্ভরযোগ্য রাবীর অতিরিক্ত বিষয় গ্রহণযোগ্য। এ কারণেই ইমাম হাকিম র. মারফু' সূত্র সম্পর্কে বলেছেন— এর সূত্র সহীহ। হাফিজ যাহাবী র.ও হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। আল্লামা আইনী র. বলেন, যারা এর বিতর্কিত মানেন না, তাদের উক্তি জরুপযোগ্য নয়।

২. সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বিতীয় প্রমাণ মুসনাদে বায্বারে বর্ণিত হযরত আখ্বার রা.-এর হাদীস। তাতে তিনি বলছেন-

كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حِينَ نَزَلَتِ الرُّخْصَةُ فَأَمَرْنَا فَضَرْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرْبَةً اخِي لِلْبَيْدَيْنِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ .

‘যখন (তায়াম্মুমের) অনুমতি নাযিল হয়, তখন আমি কওমের মাঝে ছিলাম। আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমরা একবার হাত মেরেছি চেহারার জন্য, আরেকবার হাত মেরেছি কনুই পর্যন্ত দুহাতের জন্য।’

আল্লামা যায়লাঈ র.ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার র. এ হাদীসটি ‘আদ দিরায়্যা ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিনায়া’ (পৃষ্ঠা : ৩৬) তে উল্লেখ করেছেন এবং ‘তালখীসে’ (৫৬) উল্লেখ করে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। হাফিজ র. ‘আদ দিরায়্যা’য় ইমাম বায্বার র.-এর এই উক্তিটিও বর্ণনা করেছেন যে, এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ছাড়া আরো বহু রাবী যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং যুহরী ছাড়া অনেক রাবী উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য যুহরী ছাড়া অন্যান্য রাবী উবাইদুল্লাহ এবং আখ্বারের মাঝে ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্র উল্লেখ করেননি।

মোটকথা, এ হাদীসটি হাসান এবং প্রামাণ্য।

৩. সংখ্যাগরিষ্ঠের তৃতীয় প্রমাণ হযরত আবু জুহাইম ইবনুল হারিস ইবনুস সাখা আল-আনসারীর হাদীস-

قَالَ : أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بَنِي جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدِّ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

‘নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাল কূপের দিকে এগিয়ে এলেন, অতঃপর একটি লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম করল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি একটি দেয়ালের কাছে এসে চেহারা এবং হস্তদ্বয় মাসেহ করে তারপর তার সালামের উত্তর দিলেন।’

-বুখারী : ১/৪৮

এই রেওয়াযাতে يَدَيْنِ শব্দটি সাধারণভাবে এসেছে। এতে কোন সীমা বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু এ হাদীসটি ইমাম বাগডী র. ‘শরহুস সুন্নায’ একইভাবে বর্ণনা করেছেন-

الشَّافِعِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى قَامَ إِلَى جِدَارٍ فَحَتَّهُ بِعَصَا كَانَتْ مَعَهُ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ .

‘ইবরাহীম ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, যখন তিনি প্রস্রাবে রত। আমি তাঁকে সালাম করলাম; কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি যেয়ে একটি দেয়ালের পাশে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর হাতের একটি লাঠি দ্বারা দেয়ালে খোঁচা মারলেন। তারপর হাত মেরে চেহারা এবং হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন। অতঃপর আমার সালামের উত্তর দিলেন।’

-মিশকাত : ১/৫৪

এ হাদীসে ذِرَاعَيْن শব্দ বিদ্যমান রয়েছে। যেটি কনুইদ্বয়ের সীমা বর্ণনা করছে।

○ কেউ কেউ এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এই রেওয়াযাতটি ইবরাহীম ইবনে আবু ইয়াহইয়ার দুর্বলতার কারণে দুর্বল।

○ কিন্তু এর উত্তর হল, এর অনেক মুতাবি' রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী র. বীয সুনানে (১/১৭৬-১৭৭, বাবুত তায়ামুম) হযরত আবু জুহাইম রা.-এর এই ঘটনা- বহু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একাধিক সূত্রে ذِرَاعَيْنِ শব্দ এসেছে, যেটি স্পষ্টাকারে সংখ্যাগরিষ্ঠের সহায়তা করছে। মোটকথা, অন্যান্য মুতাবি' থাকার কারণে এ হাদীসটি প্রমাণযোগ্য।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠের চতুর্থ প্রমাণ হল, মুস্তাদারাকে হাকিম (ছাপা দায়িত্বতুল মা'আরিফিন্ নিজামিয়াহ, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য : ১/১৭৯) এবং সুনানে দারাকুতনী (১/১৮০) তে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর একটি হাদীস- عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّيْمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْوَرَفَقَيْنِ 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তায়ামুম হল, দুবার হাত মারা। একবার চেহারার জন্য, আরেকবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য।'

○ এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে, এ হাদীসটি আলী ইবনে জাবইয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি ছাড়া আর কেউ এটাকে মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি। আর আলী ইবনে জাবইয়ানকে শুধু ইমাম হাকিম র. সত্যবাদী বলেছেন (তার নম্রতা প্রসিদ্ধ)। অথচ বেশির ভাগ মুহাদ্দিস তাঁকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে নুমাইর র. বলেন- তাঁর সব হাদীসে তিনি ভুল করেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ এবং ইমাম আবু দাউদ র. বলেন- তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসাঈ ও আবু হাতিম র. বলেন, অপাংক্তেয়। ইমাম আবু যুর'আ র. বলেন, তাঁর হাদীস দুর্বল। ইমাম ইবনে হাক্কান র. বলেন, তাঁর হাদীস দ্বারা প্রমাণ ঠিক নয়। এজন্য ইমাম দারাকুতনী র. এটাকে ইবনে উমর রা.-এর উপর মাওকুফ সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম বায়হাকী র. যদিও এটাকে মাওকুফ এবং মারফু' দুভাবে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনিও মাওকুফ সূত্রটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

○ এর উত্তর হল, আলী ইবনে জাবইয়ান এ হাদীসের বিবরণে একা নন; বরং তাঁর অনেক মুতাবি' রয়েছে। এজন্য তাঁর সবচেয়ে বড় মুতাবি' হলেন হযরত ইমাম আবু হানীফা র.। তিনিও এ হাদীসটি বীয মুসনাদে মারফু' আকারে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ تَيَمُّمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْوَرَفَقَيْنِ -

'ইবনে উমর রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তায়ামুম ছিল দুইবার হাত মারা। একবার চেহারার জন্য, আরেকবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য।'

এ হাদীসটি সূত্রগতভাবে সম্পূর্ণ সহীহ। আব্দুল আযীয ইবনে আবু রাওয়াদ সুনান চতুষ্ঠয়ের রাবী। তাঁর সূত্রে ইমাম বুখারী র. প্রাসঙ্গিকভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া 'মুসনাদে বাযযারে' সুলাইমান ইবনে আবু দাউদ সূত্রেও এ রেওয়াজটি বর্ণিত হয়েছে। (কাশফুল আসতার : ১/১৫৮) এবং আন্বামা জায়রী যদিও দুর্বল কিন্তু মুতাবা'আত ও সহায়তার জন্য যথেষ্ট।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক র. হযরত আশ্বার রা. থেকে বর্ণিত যে হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন এর উত্তর হল, এখানে হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। বুখারী এবং মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে এসেছে যে, হযরত আশ্বার রা. ওয়াকিফহাল না হওয়ার কারণে গোসল ফরয অবস্থায় জমিনের উপরে গড়াগড়ি খেয়েছেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখন অবহিত করা হয়, তখন তিনি বললেন-

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفَعُ ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ -

'তোমার জন্য যথেষ্ট হত একবার দুহাত জমিনে মারা অতঃপর ফুঁক দিয়ে হস্তদ্বয় দ্বারা চেহারা মাসেহ করা।'

-মুসলিম : ১/১৬১

এ হাদীসের পূর্বাপর স্পষ্টাকারে বলছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আসল উদ্দেশ্য তায়াম্মুমের পূর্ণ পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া ছিল না; বরং তায়াম্মুমের প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল যে, জমিনের উপরে গড়াগড়ি খাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় তায়াম্মুমের সেই পদ্ধতি যথেষ্ট যা ছোট নাপাকীর সময় যথেষ্ট। এর নজির আরেকটি ঘটনাও যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল যে, হযরত ইবনে উমর রা. ফরয গোসলে ভীষণ সূক্ষ্মদৃষ্টি দান (কঠোরতা অবলম্বন) করতেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সযোজন করে বললেন-

مَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْتَنِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَبَّاتٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

‘আমি তো আমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালার চেয়ে বেশি কিছু করি না।’

এরূপভাবে আবু দাউদ : ১/৩২ - **بَابُ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ** - এ হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম রা. -এর হাদীস রয়েছে-

إِنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَنَا فَأَفِضْ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَاشَارَ بِيَدَيْهِ كُنْتِيَهُمَا .

‘তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ফরয গোসল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, কিন্তু আমি তো আমার মাথায় তিনবার পানি প্রবাহিত করি এবং তিনি এটি তাঁর হস্তদ্বয় দ্বারা ইঙ্গিত করে বুঝালেন।’

প্রকাশ থাকে যে, এর অর্থ এই নয় যে, ফরয গোসলেও শুধু মাথা ধোয়া যথেষ্ট, অবশিষ্ট শরীর ধোয়া জরুরি নয়। এরূপভাবে হযরত আশ্কার রা.-এর হাদীসেও এই উদ্দেশ্য নয় যে, একবার হাত মারা অথবা দু’ হাতের তালু মাসেহ করা যথেষ্ট; বরং উপরোক্ত শব্দ দ্বারা প্রসিদ্ধ পদ্ধতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যার সমর্থন মুসনাদে বায্‌যারে বর্ণিত হযরত আশ্কার রা.-এরই রেওয়ায়াত দ্বারা হয়-

عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ (قَالَ) كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حِينَ نَزَلَتْ الرُّخْصَةُ فِي الْمَسْحِ بِالتَّرَابِ إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمْرُنَا فَضْرَتُنَا وَاحِدَةً لِّلْجَوِّهِ ثُمَّ ضَرْبَةٌ أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

‘হযরত আশ্কার রা. থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) পানি না পাওয়া অবস্থায় মাটি দ্বারা মাসেহ করার অনুমতি যখন নাযিল হয় তখন আমি কওমের মাঝে ছিলাম। অতঃপর আমাদেরকে (তায়াম্মুমের) নির্দেশ দেয়া হল। অতএব, আমরা একবার হাত মারলাম চেহারার জন্য আরেকবার কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়ের জন্য।’ -আছরুস সুনান : ৪০

আর যদি প্রাধান্যের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহলেও হযরত জাবির রা.-এর রেওয়ায়াত এজন্য প্রাধান্য পাবে যে, তাতে একটি ব্যাপক মূলনীতির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

ইমাম যুহরী র. তায়াম্মুম বগল এবং কাঁধ পর্যন্ত বিধিবদ্ধ হওয়ার উপর হযরত আশ্কার রা.-এর সে হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যা ইমাম তিরমিযী র. (বَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ) বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ,

تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْأَبَاطِ .

‘নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমরা কাঁধ এবং বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম করেছি।’ -তিরমিযী : ১/৩৮

○ সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ থেকে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়, তায়ানুমের হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম দিকে এটা সাহাবায়ে কিরামের নিজস্ব ইজতিহাদ ছিল। যার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে অনুমোদনের বিষয়টি প্রমাণিত নয়। অতএব, স্পষ্ট এবং সহীহ রেওয়াযাতগুলোর বিপরীতে এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না।

بَابُ الْجَنْبِ يَتِيمٍ

অনুচ্ছেদ : জুনুবী (গোসল করণবিশিষ্ট ব্যক্তি) তায়ানুম করবে

۲. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ فَأَهْمَنِي دِينِي فَأَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ إِنِّي اجْتَرَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذُودٍ وَيَغْنِمَ فَقَالَ لِي اشْرَبْ مِنَ الْبَابِهَا،

قَالَ حَمَّادٌ وَاشْكُ فِي أَبْوَالِهَا، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ فَكُنْتُ أَعْزَبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِيَ أَهْلِي فَتَصَبَّيْتُ الْجَنَابَةَ فَاصْلَيْ بِغَيْرِ طَهْرٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ﷺ أَبُو ذَرٍّ! فَقُلْتُ نَعَمْ، هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْزَبُ مِنَ الْمَاءِ وَمَعِيَ أَهْلِي فَتَصَبَّيْتُ الْجَنَابَةَ فَاصْلَيْ بِغَيْرِ طَهْرٍ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَجَاءَ بِهِ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعِيسٍ يَتَخَضَّضُ مَا هُوَ بِمَلَأَنَ فَتَسْتَرْتُ إِلَى بَعْضٍ فَاعْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهْرٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَامِسْهُ جِلْدَكَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ أَبْوَالَهَا، هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ فِي أَبْوَالِهَا إِلَّا حَدِيثُ أَنَسٍ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ سَنَدًا وَمَتْنًا . أَوْضَحْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ২। মুসা ইবনে ইসমাইল..... আবু কিলাবা র. থেকে বণু আমির গোত্রের জনৈক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণিত, লোকটি বলল, আমি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি। দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে আমার খুব আগ্রহ হল। তাই আমি হযরত আবু যর রা.-এর নিকট এলাম। আবু যর রা. বললেন, মদীনার আবহাওয়া আমার (সাহাব্যের) জন্য অনুকূল হয়নি বা আমি পেটের রোগে আক্রান্ত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কতক উট-বকরীর দুধ পান করার আদেশ করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার সন্দেহ হয় যে, তিনি পেশাব পান করার জন্যও আদেশ করেছেন কিনা? আবু যর রা. বললেন, আমি পানি থেকে দূরে ছিলাম। আমার সাথে আমার স্ত্রীও ছিল। অতএব আমি নাপাক হতাম এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়তাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম। তখন ছিল দুপুর বেলা। তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীর সাথে বসা ছিলেন মসজিদের ছায়ায়। তিনি বললেন : আবু যর? আমি বললাম, হাঁ, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন- কিভাবে তুমি ধ্বংস হলে? আমি বললাম, আমি পানি থেকে দূরে ছিলাম। আমার সাথে স্ত্রীও ছিল। আমি নাপাক হতাম এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়তাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার জন্য পানি আনার নির্দেশ দিলেন। এক কালো ক্রীতদাসী একটি বড় পাত্রে পানি নিয়ে আসল। পানিতে পরিপূর্ণ না থাকায় সেটি দুলছিল। আমি একটি উটকে পর্দা বানিয়ে গোসল করে নিলাম। গোসল সেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন- হে আবু যর! পাক মাটিই পবিত্রকারী, যদিও দশ বছর যাবত পানি না পাওয়া যাক। পানি পাওয়া গেলে তাতে শরীর ধৌত করে নাও।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি আইউব সূত্রে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রেওয়ায়াত করেছেন। এই বর্ণনায় “وَأَبْرَأِهَا”-এগুলোর পেশাব” শব্দটি উল্লেখ নেই। এটা সহীহ নয়। আনাস রা.-এর হাদীসেই কেবল “وَأَبْرَأِهَا”-এগুলোর পেশাব” শব্দটির উল্লেখ আছে, যা কেবল বসরাবাসীরা এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ أَبْرَأِهَا .

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, আইউব সাখতিয়ানী র.-এর দুই শিষ্য রয়েছে-

১. হাম্মাদ ইবনে সালামা, ২. হাম্মাদ ইবনে যায়েদ।

হাম্মাদ ইবনে সালামা হাদীসে “وَأَبْرَأِهَا” শব্দ সন্দেহসহ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন- “وَأَشْكُ فِي أَبْرَأِهَا”, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ “وَأَبْرَأِهَا” উল্লেখই করেননি। হাম্মাদ কর্তৃক এর অনুল্লেখ এর প্রমাণ যে, শব্দটি হাদীসে নেই। কারণ, হাম্মাদ ইবনে যায়েদের ইয়াকীন হাম্মাদ ইবনে সালামার সন্দেহের উপর প্রাধান্য পাবে। এজন্য পরবর্তীতে ইমাম আবু দাউদ র. বলেন- “لَيْسَ بِصَحِيحٍ” মূলতঃ এ শব্দটি উরানীদের সম্পর্কিত হাদীসের। এ রেওয়ায়াতটি বুখারী-মুসলিম ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। কেউ এ হাদীসে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন।

بَابُ إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيْتَمَّمَ

অনুচ্ছেদ : জুনুবী যখন ঠাণ্ডার আশংকা করবে তখন কি তায়াম্ম করবে?

۲. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا أَبُ وَهَبٍ عَنِ ابْنِ لَهْيَعَةَ وَعَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَ أَنْ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ رَضَ كَانَ عَلَى سِرِّيَةٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ قَالَ فَغَسَلَ مَغَائِنُهُ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذِهِ الْقِصَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ فِيهِ فِتْنِمٌ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ سَنَدًا وَمَتْنًا. أَوْضِعْ مَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ২। মুহাম্মদ ইবনে সালামা..... হযরত আমর ইবনুল আস রা.-এর আযাদকৃত গোলাম আবু কায়েস র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনুল আস রা. একটি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেন ও বলেন- তারপর তিনি তার শরীরের ময়লা জমা হবার স্থানগুলো ধুয়ে ফেলেন এবং নামাযের উয়ু করে নামায পড়ান। তারপর পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেন, তবে তায়াম্মুমের উল্লেখ করেননি।

আবু দাউদ র. বলেন, এ ঘটনা আওয়াঈ র. হাস্‌সান ইবনে আতিয়া সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে তায়াম্মুমের উল্লেখ আছে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذِهِ الْقِصَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ فِيهِ فِتْنِمٌ .

এ উক্তির সারমর্ম হল, এ হাদীসে তায়াম্মুমের উল্লেখ নেই। অতএব, হাদীসের শব্দ দ্বারা এ বিভ্রান্তি হতে পারে, হযরত আমর ইবনে আস রা. ওয়ু এবং গোসলের উপকরণ না পেয়ে তায়াম্মুম ছাড়া তাদের নামায পড়িয়েছেন। আবু দাউদ র. এই বিভ্রান্তির নিরসন করতে গিয়ে বলেন, এ ঘটনটি হাস্‌সান ইবনে আতিয়া থেকে ইমাম আওয়াঈ র. বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে تَوَضُّأً وَضُوءٌ لِلصَّلَاةِ এর পর وَفِتْنِمٌ এর পর ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ অতএব, তায়াম্মুম ছাড়া নামায পড়ানোর কল্পনা না হওয়া উচিত।

بَابُ الْمَتْنِمِ بِحُدِّ الْمَاءِ بَعْدَ مَا يَصِلِي فِي الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ : তায়াম্মুমকারী নামাযের ওয়াক্তে নামায আদায়ের পর পানি পেলে

١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْضُوءَ. وَلَمْ يَعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَعِدْ أَصَبْتَ السَّنَةَ وَأَجَزْتُكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَكَ الْآخَرُ مَرَّتَيْنِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ بَرَوَيْهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ ذَكَرَ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ هُوَ مُرْسَلٌ .

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ سَنَدًا وَمَتْنًا ؟ أَوْضَحَ مَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ رَح -
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক..... হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু'জন লোক সফরে বের হল। নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল কিন্তু তাদের সাথে পানি ছিল না। তারা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিল। এরপর তারা পানি পেল। তখনো নামাযের ওয়াক্ত অবশিষ্ট ছিল। একজন উযু করে পুনরায় নামায পড়ল। অপরজন পুনরায় নামায পড়ল না। পরে উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানাল। যে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়েনি, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি সঠিক সুন্যাতের ওপর আমল করেছ। তোমার প্রথম নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি উযু করে পুনরায় নামায পড়েছে, তার উদ্দেশ্যে বললেন- তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসে আবু সাঈদ রা.-এর নামোল্লেখ সঠিক নয়। মূলতঃ এটি মুরসাল।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

এর সারানির্ঘাস হল, এ হাদীসটি যেমন লাইস ইবনে সা'দ থেকে ইবনে নাকি' বর্ণনা করেছেন এবং এতে আবু সাঈদ সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন, যেমন- সনদে রয়েছে, তেমনভাবে ইবনে নাকি' ছাড়া অন্যরাও লাইস ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে আবু সাঈদের সূত্র নেই। অতএব, এ হাদীসে আবু সাঈদের উল্লেখ গায়রে মাহফুজ। অতএব, হাদীসটি মুরসাল। ইবনে নাকি' আবু সাঈদের যে সূত্র উল্লেখ করেছেন সেটি সত্য নয়।

❶ এই হাদীসটি হানাফীদের প্রমাণ। যদি তায়াম্মুম দ্বারা নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত থাকা অবস্থায় পানি পাওয়া যায়, তবে হানাফীদের মতে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব নয়। সম্ভবতঃ ইমাম আবু দাউদ র. এ বিষয়টি উল্লেখ করে হানাফীদের হাদীসের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করছেন। অতঃপর, حَدَّثَنَا উল্লেখ করে ইবনে লাহী' আর হাদীস বর্ণনা করে তার উপর আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে নাকি' এর হাদীসে ইনকিতা' তথা সূত্রগত বিচ্ছেদও রয়েছে। কারণ, ইবনে নাকি' এর হাদীসে বকর ইবনে সাওয়াদা এবং 'আতার মাঝে আবু আবদুল্লাহর সূত্র রয়েছে। যেটি তিনি উল্লেখ করেননি। ইবনে লাহী' আ উল্লেখ করেছেন। অতএব, হাদীসটি মুরসাল হওয়ার সাথে সাথে মুনকাতি'ও বটে।

❷ আমরা এর উত্তরে বলব, হাদীসে মুরসাল প্রমাণ। এ সংক্রান্ত আলোচনা পূর্বে এসেছে। আর ইনকিতায়ের প্রশ্নের উত্তর হল, ইবনে লাহী' আর দুর্বলতা প্রসিদ্ধ। অতএব, একজন দুর্বল বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বিবরণ নির্ভরযোগ্য রাবীর বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে হাদীসে খুঁত আসতে পারে না।

بَابُ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ : বীর্য কাপড়ে লাগলে

۲. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِ
قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَصِلُ فِيهِ .

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَوَاصِلٌ وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ سُنَدًا وَمَتْنًا، الْمَنِيُّ طَاهِرٌ أَمْ نَجَسٌ؟ وَمَا هِيَ
كَيْفِيَّةُ التَّطَهِيرِ؟ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الْإِتْمَاعِ مَعَ الْجَوَابِ عَنْ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ . أَوْضَحْ مَا قَالَهُ أَبُو
دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ২। মুসা ইবনে ইসমাঈল..... আসওয়াদ র. থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য রগড়ে তুলে ফেলতাম। অতঃপর তিনি ঐ কাপড়েই নামায পড়তেন।

বীর্য পবিত্র না অপবিত্র এবং এর পবিত্রতার পদ্ধতি কি?

মনী বা বীর্যের পবিত্রতা অপবিত্রতা সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। এই ইখতিলাফ সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই চলে আসছে। সাহাবীগণের মধ্যে হযরত ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস এবং ইমামগণের মধ্যে শাফিঈ এবং আহমদ র.-এর মতে মনী বা বীর্য পবিত্র। আদ্যামা নববী র. বলেছেন, বীর্য সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ র.-এর তিনটি বিবরণ রয়েছে-

১. পুরুষ-মহিলা উভয়ের বীর্য অপবিত্র।
২. পুরুষের বীর্য পবিত্র, মহিলার বীর্য অপবিত্র।
৩. উভয়ের বীর্য পবিত্র।

আদ্যামা নববী র. বলেছেন এই তৃতীয় রেওয়াজটি বিস্কৃতম এবং পছন্দনীয়। অনুরূপভাবে জীব-জন্তুর বীর্য সম্পর্কে তার মতে তাফসীল রয়েছে। সেটি হচ্ছে কুকর এবং শূকরের বীর্য নাপাক। অন্যান্য জীব-জন্তুর বীর্য সম্পর্কে তিনটি রেওয়াজ রয়েছে-

১. সমস্ত জীব-জন্তুর বীর্য পবিত্র।
২. ব্যাপকভাবে নাপাক।

৩. যেগুলোর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলোর বীর্য পবিত্র, যেগুলোর গোশত খাওয়া হালাল নয় সেগুলোর বীর্য অপবিত্র।

○ তন্মধ্যে প্রথম রেওয়াজটি ইমাম শাফিঈ র.-এর নিকট পছন্দনীয় এবং প্রধান। (ইমাম নববী র. এই তাহকীক পেশ করেছেন শরহে মুসলিম- ১/১৪০।)

○ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত উমর, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আয়েশা, আবু হোরায়ারা, আনাস রা. প্রমুখ এবং ইমামগণের মধ্যে সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওয়াঈ, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মালিক র.-এর মতে বীর্য সাধারণতঃ নাপাক।

○ লাইছ ইবনে সা'দের মাযহাব হল, যদিও বীর্য নাপাক, কিন্তু যদি বীর্য যুক্ত কাপড়ে নামায পড়ে ফেলে তবে দোহরানো ওয়াজিব নয়। হাসান বসরী র. বলেন, যদি বীর্য কাপড়ে লাগে তাহলে নামায দোহরানো ওয়াজিব নয়। চাই বীর্য যত বেশীই হোক না কেন। যদি শরীরে লাগে তাহলে নামায দোহরানো ওয়াজিব, যত কমই হোক না কেন।

○ ইমাম মালিক র.-এর মতে বীর্য যেহেতু নাপাক সেহেতু শুধু ধুলেই পবিত্রতা অর্জিত হবে, ঢলে তোলা বা ঘষা যথেষ্ট হবে না।

○ হানাফীদের নিকট এর তাফসীল রয়েছে। 'দুররে মুখতার' গ্রন্থকার বলেছেন-

الْفَسْلُ إِنْ كَانَ رَطْبًا وَالْفَرْكَ إِنْ كَانَ يَابِسًا -

তথা যদি বীর্য সিক্ত হয়ে থাকে তবে ধুতে হবে। আর যদি শুষ্ক হয়, তবে ঢলে-ঘষে তুললে যথেষ্ট হবে। তিনি এর বেশী কোন তাফসীল বর্ণনা করেননি। যদ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হল যে, বীর্য চাই শুষ্ক তরল হোক অথবা ঘন, পুরুষের হোক বা মহিলার, ঢলা বা ঝুঁচিয়ে তোলার দ্বারা পবিত্রতা লাভ হবে।

কিন্তু আল্লামা শামী র. বলেছেন ঢলে বা ঘষে তোলা শুষ্ক ঘন বীর্যে যথেষ্ট, অন্যথায় ধোয়া জরুরী হবে। অতঃপর, 'দুররে মুখতার' গ্রন্থকার বলেছেন, ঢলে বা ঝুঁচিয়ে তোলা তখন যথেষ্ট হবে যখন বীর্য ঝলনের পূর্বে পানি দ্বারা ইস্তিজা করে নিবে। অন্যথায় ধোয়া জরুরী হবে। শামসুল আয়িম্মা সারাখসী র. বলেন, ঢলে বা ঝুঁচিয়ে তোলার ব্যাপারে আমার দোদুল্যমানতা রয়েছে। কারণ, বীর্য বের হওয়ার পূর্বে অবশ্যই মযী বের হবে। আর মযী সর্বসম্বত্বিক্রমে নাপাক। যার জন্য ধোয়া জরুরী। অতএব, বীর্য মযীর সাথে মিশ্রিত হয়ে কাপড়ে লাগে যাবে। কাজেই ঢলা বা ঝুঁচিয়ে তোলা জাযিয় না হওয়ার কথা। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম র. বলেছেন, এতে দোদুল্যমানতার কোন কারণ নেই। কারণ, মযীর পরিমাণ এতটা কম হবে যে, এক দিরহাম থেকে অতিক্রম করবে না। অতএব, ঘষা বা ঝুঁচিয়ে তোলা যথেষ্ট হবে।

ইমাম শাফিঈ র. বীর্যের পবিত্রতার উপর তিরমিযীতে হযরত আয়েশা রা.-এর নিম্নোক্ত শব্দ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন-

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَ بِأَصَابِعِهِ وَرَبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَصَابِعِي -

তাছাড়া সেসব হাদীস দ্বারাও পেশ করেন, যেগুলোতে বীর্য ঝুঁচিয়ে বা ঘষে তোলার বিবরণ রয়েছে। কারণ, যদি বীর্য নাপাক হত তাহলে ঝুঁচিয়ে তোলা বা ঘষে তোলা যথেষ্ট হত না; বরং রক্তের ন্যায় ধোয়া জরুরী হত। তিনি বলেন- ঢলে তোলা বা ঝুঁচিয়ে তোলাও পরিচ্ছন্নতার জন্য। এরূপভাবে যেসব রেওয়াযাতে ধোয়ার হুকুম এসেছে সেটাও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁর প্রমাণ হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর একটি আছরও। যেটি ইমাম তিরমিযী র. প্রাসঙ্গিকভাবে (মুআত্তাকরুপে) উল্লেখ করেছেন-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِ الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمَخَاطِ فَأَمِطُهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخَرَةٍ -

দারাকুতনীতে এ 'হাদীসটি মরফু' এবং মাওকুফ উভয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে ইমাম শাফিঈ র. بِمَنْزِلَةِ الْمَخَاطِ বা নাকের স্বেচ্ছায় ন্যায্য বলে পবিত্রতা সাব্যস্ত করেছেন। আর أَمِطُهُ عَنْكَ-এ নির্দেশকে পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন।

কিয়াস দ্বারা প্রমাণ করতে গিয়ে ইমাম শাফিঈ র. “কিতাবুল উম্মে” বলেছেন, আমরা বীর্যকে কিভাবে নাপাক বলতে পারি? অথচ আখিয়ায়ে কিরামের ন্যায় পবিত্র ব্যক্তিগণের সৃজন হয়েছে এর দ্বারা! আল্লাহ তা’আলা মৃত্তিকা এবং পানি পবিত্র জিনিস দ্বারা হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তাদের বংশও সৃজিত হবে পবিত্র জিনিস দ্বারা, যেটি হচ্ছে বীর্য।

হানাফীদের প্রমাণাদি নিম্নরূপ

১. সহীহ ইবনে হাব্বানে হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা.-এর হাদীস—

قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ أَصَلَّى فِي الثُّوبِ الَّذِي أَتَى أَهْلِي؟ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَنَفْسِلُهُ. (মরাদ الظمان ج ২ ص ৮৭) قُلْتُ وَهَذَا أَصْرَحُ شَيْءٍ عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَبِيَّةِ مِنَ الْمَرْفُوعَاتِ .

‘এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, আমি কি সে কাপড়ে নামায পড়ব, যে কাপড় নিয়ে আমি আমার স্ত্রীর নিকট গমন করি (সহবাসে রত হই)? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তাতে কোন কিছু (নাপাক) দেখতে পেলে তা ধুয়ে ফেলবে।’

আমি বলি, এটা মারফু, রেওয়ায়াতগুলোর মধ্যে হানাফীদের মতের স্বপক্ষে স্পষ্টতম।

২. আবু দাউদে فِيهِ أَهْلُهُ بِصَيِّبِ الَّذِي الثُّوبِ فِي الصَّلَاةِ فِي بَابِ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَخْبَاهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي فِي الثُّوبِ الَّذِي بَجَامِعِهَا فِيهِ فَقَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَوْهُ أَدَّى .

অর্থাৎ, হযরত মু’আবিয়া রা. তাঁর বোন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী হযরত উম্মে হাবীবা রা.-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সে কাপড়ে নামায পড়তেন, যেটি পরিহিত অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন তার মধ্যে নাপাক না দেখতেন।

৩. সুনানে আবু দাউদে الثُّوبِ بِصَيِّبِ الَّذِي الثُّوبِ فِي بَابِ একটি হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীস রয়েছে—

إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بَقْعَةٌ أَوْبَعًا .

‘তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করতেন। তিনি বলেছেন, অতঃপর আমি তাতে তার এক বা একাধিক নিদর্শন দেখতাম।’

এরূপভাবে সহীহ মুসলিম : ১/১৪০ الثُّوبِ بِصَيِّبِ الَّذِي الثُّوبِ فِي Bَابِ একটি হযরত আয়েশা রা.-এর একটি রেওয়ায়াত আছে—

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثُّوبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ .

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীর্য ধৌত করতেন, অতঃপর সে কাপড় নিয়ে নামাযের দিকে বেরিয়ে যেতেন। আর আমি তাকিয়ে থাকতাম তাতে ধোয়ার নিদর্শনের প্রতি।’

৪. হানাফীদের প্রমাণ সেসব রেওয়ায়াতও যেগুলোতে বীর্য ঢলে তোলা অথবা ঝুঁটিয়ে তোলা কিংবা ঘষে তুলে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হল যে, বীর্য কাপড়ে রেখে দেয়া তিনি বরদাশত করতেন না। যদি এটা নাপাক না হত তাহলে তা কোথাও না কোথাও বৈধতার বিবরণের জন্য এটা প্রমাণিত হত যে, বীর্য কাপড় অথবা দেহে রেখে দেয়া হয়েছে।

আর শাফিঈদের বীর্য ঘষে উঠানোর বিষয়টিকে পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য বলা এজন্য অযৌক্তিক যে, বীর্য যদি পবিত্র হত তাহলে গোটা হাদীস ভাঙারে কোথাও না কোথাও নূন্যতম পক্ষে বৈধতার বিবরণের জন্য এটাকে বাচনিক বা ক্রিয়াগতভাবে পবিত্র সাব্যস্ত করা হত। যেহেতু তা করা হয়নি, সেহেতু বীর্য পবিত্র নয়।

(৫) কুরআনে কারীমে বীর্যকে তুচ্ছ পানি বলা হয়েছে। এটাও অপবিত্র হওয়ার সহায়ক।

(৬) কিয়াসও হানাফীদের মাযহাবকে প্রাধান্য দেয়। কারণ, পেশাব, মযী, ওয়াদী সর্ব সম্মতিক্রমে নাপাক। অথচ এগুলো বের হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু উযু ওয়াজিব। অতএব, বীর্য উত্তমরূপে অপবিত্র হওয়া উচিত। কারণ, এর ফলে গোসল ওয়াজিব হয়।

○ ইমাম শাফিঈ র. কর্তৃক বীর্য খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলার দ্বারা প্রমাণ পেশ সম্পর্কে ইমাম ত্বাহাভী র. উত্তর দিয়েছেন যে, খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলা শুধু নিদ্রার কাপড় সম্পর্কে প্রমাণিত আছে, নামাযের কাপড় সম্পর্কে নয়। আর ধোয়ার কথা নামাযের কাপড় সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

—(বয়লুল মাজহুদ : ১/ ২১৮)

○ কিন্তু ইমাম ত্বাহাভী র.-এর উত্তর দুর্বল। এজন্য হাফিজ ইবনে হাজার র. ফাতহুল বারী : ১/২৬৫তে এটাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, সহীহ মুসলিম : ১/ ১৪০ **بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ**-তে একটি হাদীসের আওতায় হযরত আয়েশা রা.-এর নিম্নোক্ত শব্দ বর্ণিত হয়েছে—

لَقَدْ رَأَيْتَنِي أفرُّكُمْ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُّكًا فَيُصَلِّي فِيهِ .

‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় থেকে নিজে ঘষে (বীর্য) তুলে ফেলতাম। অতঃপর তিনি সে কাপড় নিয়ে নামায পড়তেন।’

অতঃপর হাফিজ র. বলেন—

وَأَصْرَحُ مِنْهُ رَوَايَةُ أَبِي أَبِي حُزَيْمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْكُمُ مِنْ ثَوْبِهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي .

‘এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট হল, ইবনে আবু খুযায়মার রেওয়ায়াত যে, হযরত আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় হতে বীর্য ঘষে তুলতেন, অথচ তিনি তাতে নামাযে রত থাকতেন।

অধম আরয করছে যে, ইবনে খুযায়মা র. এ হাদীসটি নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন—

حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَعْنَى الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي (صحيح بن خزيمة

ج ১ ص ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০

‘হযরত আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় থেকে তাঁর নামাযরত অবস্থায় বীর্য খুঁচিয়ে তুলে ফেলতেন।’

মোটকথা, এসব রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায় নামাযের কাপড়েও বীর্য খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলা হয়েছিল। অতএব, বিশুদ্ধ উত্তর হল, নাপাক জিনিস পবিত্র করার বিভিন্ন পদ্ধতি হয়ে থাকে। কোন কোন স্থানে পবিত্রতার জন্য ধোয়া জরুরী হয়, আবার কোথাও হয় না। যেমন তুলা পাক করার পদ্ধতি হল, সেটাকে ধুনে ফেলা। এরূপভাবে জমিন পবিত্র হয় শুকিয়ে গেলে। সম্পূর্ণ এরূপভাবে বীর্য থেকে পবিত্রতা অর্জনের একটি পদ্ধতি হল খুঁচিয়ে তুলে ফেলা। তবে শর্ত হল সেটি শুষ্ক হয়ে যেতে হবে। এর প্রমাণ সুনানে দারাকুতনী, শরহে মা‘আনিল আছার এবং সহীহ আবু আওয়ানাতে হযরত আয়েশা রা.-এর হাদীস রয়েছে—

قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَابِطًا . (سنن)

দারুতুনী مع التعلیق، المغنی : ج ١ ص ١٢٥ وآثار السنن : ج ١ ص ١٥

‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় থেকে বীর্য ঘষে তুলে ফেলতাম, যখন সেটি শুষ্ক হত। আর ধুয়ে ফেলতাম, যখন সেটি ভিজ্জা হত।’

এর সনদ বিশুদ্ধ। কারণ এটি সহীহ ‘আবু আওয়না’তেও বর্ণিত আছে। এবং তাতে মুসলিমের শর্ত-শরায়ের বাধ্যবাধকতা অবলম্বন করা হয়েছে।

বাকী রইল, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর আছর দ্বারা প্রমাণ-এর উত্তর হল, এই উক্তি দারাকুতনীতে মারফু, এবং মাওকুফ দুভাবেই বর্ণিত হয়েছে। মুহাদ্দিসীন মারফু’কে দুর্বল, মাওকুফকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন। এজন্য ইমাম দারাকুতনী র. এটাকে মারফু’ সূত্রে বর্ণনা করে বলেন-

لَمْ يَرْفَعَهُ غَيْرُ اسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكٍ .
এ হাদীসটি মারফু’রূপে বর্ণনা করেননি। আর শরীক দুর্বল রাবী। তিনি নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরোধিতা করেছেন। অতঃপর স্বয়ং শরীক এটা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন অথচ তাঁর স্বরণশক্তি ভাল নয়। ইমাম দারাকুতনী এবং হাফিজ র. ‘তাকরীবে’ এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

(ملخص من آثار السنن ص ١٤ وسنن الدارقطنی ج ١ ص ١٢٤)

মাওকুফ সূত্রটির উত্তর হল, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর দ্বিতীয় একটি উক্তি মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বাতো : ১/৮২ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَمَاءٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فَنِي ثَوْبِهِ فَرَأَى فِيهِ أَثَرًا فَلْيَغْسِلْهُ وَإِنْ لَمْ يَرَفِيهِ أَثَرًا فَلْيَنْضَحْهُ . (ومثله في مصنف)

عبد الرزاق : ج ١ ص ٣٧٢

‘ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, যখন কেউ তার কাপড় পরে অপবিত্র হয়, অতঃপর তাতে এর নিদর্শন দেখে তবে সে যেন অবশ্যই তা ধৌত করে। আর যদি তাতে নিদর্শন না দেখে তাহলে যেন হালকা করে ধৌত করে।’

○ এর দ্বারা বোঝা যায়, তাঁর নিকট বীর্য নাপাক। এই বৈপরীত অবসানের জন্য জরুরী হল, الْمَنِيَّ বাক্যটিতে তাবীল তথা ব্যাখ্যা করা। এজন্য কেউ কেউ এ তাবীল বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উদ্দেশ্য বীর্যের পবিত্রতা বর্ণনা করা নয়; বরং উপমার কারণ হল লাসাযুক্ত হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, উপমার কারণ হল, ঘূর্ণা হওয়া, কেউ কেউ সহজে দূর করতে পারাকেও উপমার কারণ সাব্যস্ত করেছেন। আর কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এখানে বীর্য দ্বারা উদ্দেশ্য এক দিরহাম থেকে কম পরিমাণ।

○ কিছু বিশুদ্ধতম কথা মনে হচ্ছে, হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উদ্দেশ্য হল, এ কথা বর্ণনা করা যে, বীর্যকে ঘষে বা ঝুঁচিয়ে দূর করা যায়। যেমন- নাকের শ্লেষ্মা ঘন ও শুষ্ক হলে ঝুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলা যায়। এজন্য হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন وَلَوْ بِأَذْخَرَةٍ عَنْكَ فَاْمَطَهُ عَنْكَ , ইযখির ঘাস দিয়ে হলেও তা তোমা হতে পরিষ্কার করে ফেল।

○ তাছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর এই একটি আছরের বিপরীতে অন্য বহু সাহাবীর আছর বিদ্যমান রয়েছে, যেগুলোতে ধোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা, ইবনে উমর, আনাস রা. প্রমুখ থেকে এ ধরনের আছর বর্ণিত আছে এবং এ সম্পর্কে সবচেয়ে বিতর্কিত আছর হল হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর যেটি 'মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বায়' : ১/৮৫ বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُرْزَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي إِحْتَلَمْتُ عَلَى طُنْفَسِي فَقَالَ إِنْ كَانَ رَطْبًا فَأَغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَاحْكِكْهُ وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَارْشِشْهُ.

'খালিদ ইবনে আবু ইয়্যা বলছেন, এক ব্যক্তি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে জিজ্ঞেস করল, বলল, আমি একটি চাদর বা চাটাইয়ের উপর থাকা অবস্থায় আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে। (আমি কি করব?) প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, আর্শ হলে তা ধুয়ে ফেল, আর শুষ্ক হলে তা ঘষে তুলে ফেল। আর যদি তা তোমার কাছে অস্পষ্ট থাকে তবে তা পানি ছিটিয়ে (হালকাভাবে) ধুয়ে ফেল।'

○ ইমাম শাফিঈ র.-এর তৃতীয় প্রমাণ ছিল কিয়াস যে, বীর্য দ্বারা যেহেতু আখিয়ায়ে কিরামের ন্যায় পবিত্র সন্তাণের সৃজন হয়েছে, এজন্য বীর্য নাপাক হতে পারে না।

○ কিন্তু এই প্রমাণ তাঁর শান পরিপন্থী এবং স্বতঃসিদ্ধরূপে ভ্রান্ত। কারণ, এটি সিদ্ধান্তকৃত ও ইজমাঈ বিষয় যে, হাকীকত বা মূলবস্তু পরিবর্তন হয়ে নাপাক জিনিসও পবিত্র হয়ে যায়। অতএব বীর্য যখন গোশতে রূপান্তরিত হয়ে পেটের (গর্ভজাত) শিশু হয়ে গেছে, তখন মূল পরিবর্তিত হওয়ার কারণে তাতে পবিত্রতা এসে গেছে। যদি মূল বস্তুর পরিবর্তনের পর পবিত্রতা অপবিত্রতার উপর প্রভাব না পড়ত, তাহলেও বীর্য রক্ত থেকে সৃষ্ট। আর রক্ত সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক; এ হিসেবেও বীর্য নাপাক হওয়া উচিত। অন্যথায় রক্তকেও পবিত্র বলতে হবে। কারণ, বীর্য তা থেকে সৃষ্ট। যেহেতু এর কোন প্রবক্তা নেই, সেহেতু নাপাক হওয়ার ছুরতে রক্ত আখিয়া আলাইহিমুসসালামের মূল সাব্যস্ত হয়। কাজেই এখানে আপনাদের যে উত্তর সেটিই আমাদের উত্তর।

তাছাড়া বীর্য দ্বারা যে রূপভাবে আখিয়ায়ে কিরাম সৃজিত হয়েছেন, এরূপভাবে কাকির, কুকুর, শূকর ইত্যাদি সৃজিত হয়েছে। যদি প্রথম কিয়াসের আবেদন অনুসারে বীর্যকে পাক মনে নেয়া হয়, তাহলে এই দ্বিতীয় কিয়াসটির ভিত্তিতে এটাকে নাপাক মানা উচিত।

মোটকথা, এসব কিয়াস সম্পর্কে আমাদের ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, এগুলো ওজনী নয়; বরং স্বয়ং শাফিঈ মুহাক্কিকীনও তা পছন্দ করেন না। এ কারণে আওয়ামা নববী শাফিঈ র. 'শরহুল মুহায্যাব' : ২/৫৫৪এ এদিকে ইঙ্গিত করে লিখেছেন-

وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَقْبَسَةً وَمُنَاسَبَاتٍ كَثِيرَةً غَيْرَ طَائِلَةٍ وَلَا نَرْتَضِيَهَا وَلَا نَسْتَحِلُّ الْإِسْتِدْلَالَ بِهَا وَلَا نَسْمَحُ بِتَضْيِيعِ الْوَقْتِ فِي كِتَابَتِهَا الْخ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

'আমাদের মাযহাবপন্থী অনেক সাহী এ প্রসঙ্গে অনেক অর্থহীন কিয়াস ও অনর্থক যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো আমরা পছন্দ করি না এবং এগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করা বৈধ মনে করি না। এগুলো লিখে সময় নষ্ট করা জাযিয় মনে করি না।'

○ পেছনের তাফসীল দ্বারা বোঝা গেল, হানাতীদেবের নিকট শুধু বীর্য পবিত্র করার একটি পদ্ধতি হল, খুঁচিয়ে বা ঘষে তুলে ফেলা। কিন্তু প্রকাশ্যে থাকে যে, বীর্য ঘষে বা খুঁচিয়ে তুলে ফেলা বৈধ ছিল তখন যখন বীর্য ঘন হত।

কিন্তু যখন থেকে বীর্যের তরলতা ব্যাপকতা লাভ করেছে, তখন থেকে হানাহীণ গণ কতওয়া দিয়েছেন যে, এখন সর্বাবস্থায় খুয়ে ফেলা জরুরী। ঘষে বা খুঁচিয়ে বীর্য তুলে ফেলার বৈধতা সম্পর্কিত উপরোক্ত বিস্তারিত বিবরণ ছিল কাপড় সংক্রান্ত।

কিন্তু যদি শরীরে বীর্য শুকিয়ে যায় তবে তাতে হানাহীদের মতবিরোধ রয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার দুটি উক্তি বর্ণনা করেছেন— প্রথম উক্তি (খুঁচিয়ে বা ঘষে তোলার) বৈধতার। আর এটাই অবলম্বন করেছেন দূররে মুখতার গ্রন্থকার। দ্বিতীয় উক্তি অবৈধতার। কারণ রেওয়ায়াতগুলোতে খুঁচিয়ে বা ঘষে তোলার ব্যাপারে শুধু কাপড়ের আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া দেহের উষ্ণতা চোষক হয়ে থাকে। যার ফলে বীর্যের ঘনত্ব শেষ হয়ে যায়। এজন্য সেখানে ধোয়ার ফলেই পবিত্রতা অর্জিত হবে। আব্দ্যামা শামী র, এটাই পছন্দ করেছেন। আমাদের মাশায়খও তাই অবলম্বন করেছেন। তাই তাকসীলও সে ছুরতের যখন বীর্য ঘন হয়। অন্যথায় বীর্যের তরলতা ব্যাপক হওয়ার পর ধোয়া আবশ্যিক হওয়ার ব্যাপারে আর কোন কালাম নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَوَأَصْلُ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ -

এখানে ইমাম আবু দাউদ র. বুঝাতে চেয়েছেন, এ হাদীসটি ইবরাহীম নাখঈ' থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। হাকাম ইবরাহীম নাখঈ' থেকে বর্ণনা করেছেন— عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمْلَمِ بْنِ الْحَارِثِ سُبْحَانَهُ - এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসের সনদের দিকে তাকালে তা বুঝা যায়। হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমানও এটি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে রয়েছে— عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ - এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসে আছে। ইবরাহীমের দু' শিষ্যের মাঝে ইখতিলাফ স্পষ্ট। কারণ, হাকাম ইবরাহীমের উত্তাদ বলেছেন, হাম্মাদ ইবনুল হারিসকে, আর হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান বলেছেন আসওয়াদকে। অতএব, ইবরাহীম নাখঈ'র দুই শিষ্যের মাঝে যে ইখতিলাফ রয়েছে তাতে প্রত্যেকের অনুকূল ইবরাহীম নাখঈ'র আরও অনেক শিষ্য আছেন। হাকামের অনুকূল বিবরণ দিয়েছেন আম্মাশ, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমানের অনুকূল বলেছেন মুগীরা, আবু মা'শার এবং ওয়াসিল। কিন্তু যেহেতু ইবরাহীম নাখঈ'র এসব শিষ্য নির্ভরযোগ্য, সেহেতু এই বিভিন্নতার কারণে হাদীসে কোন প্রকার খুঁত আসবে না। সম্ভবতঃ ইবরাহীম নাখঈ' এ হাদীসটি হাম্মাদ ইবনে হারিস থেকেও বর্ণনা করেছেন, আবার আসওয়াদ থেকেও। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ র. মুগীরা, আবু মা'শার, ওয়াসিল এবং আম্মাশের হাদীসগুলো স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

أَوَّلُ كِتَابِ الصَّلَاةِ

নামায পর্বের সূচনা

بَابُ الْمَوَاقِيتِ

অনুচ্ছেদ : নামাযের ওয়াক্ত

۲. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَرَادِيُّ نَا ابْنِ وَهْبٍ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا إِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا ﷺ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَعَلِمَ مَا تَقُولُ ، فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بِشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَزَلَ جَبْرِيلُ عَ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ بِأَصَابِعِهِ خُمُسَ صَلَوَاتٍ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرَبَّمَا أَخْرَجَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ بِصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً بَيَاضًا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلِفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسُودُ الْأَفْقُ وَرَبَّمَا أَخْرَجَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغُلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَاسْفَرَّ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَوَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسِ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَبْدَأْ إِلَى أَنْ يَسْفِرَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عِيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَزْمَةَ وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يَفْسِرُوهُ وَكَذَلِكَ أَيْضًا رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ إِلَّا أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَذْكُرْ بِشِيرًا . وَرَوَى وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقْتَ الْمَغْرِبِ قَالَ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ يَعْنِي مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَمَّ صَلَاتِي بِبِي الْمَغْرِبِ
يَعْنِي مِنَ الْغَدِ وَقَتًا وَاحِدًا . وَكَذَلِكَ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ مِنْ حَدِيثِ
حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
السُّوَالُ : زَيْنَ الْعِبَارَةِ بِالْعَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ثُمَّ تَرْجَمَ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ২। মুহাম্মদ ইবনে সালামা..... উসামা ইবনে যায়েদ লাইসী র. থেকে বর্ণিত, ইবনে শিহাব র. তাঁকে অবহিত করেন যে, উমর ইবনে আবদুল আযীয র. মিশরের ওপর বসা ছিলেন। তিনি আসরের নামায পড়তে কিছুটা দেরি করলেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর র. তাকে বললেন, আপনার কি জানা নেই, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হযরত মুহাম্মদ সন্তান্নাহ্ আল্লাইহি রাসুল্লাহ্-কে নামাযের ওয়াস্ত সম্পর্কে অবহিত করেছেন? উমর র. বললেন, আপনি কি বলেছেন, বুঝেওনে বলুন। উরওয়া র. বললেন, আমি বশীর ইবনে আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ আনসারী রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সন্তান্নাহ্ আল্লাইহি রাসুল্লাহ্-কে বলতে শুনেছি- জিবরাঈল আ. নাযিল হলেন এবং আমাকে নামাযের ওয়াস্ত সম্পর্কে অবহিত করলেন। আমি তার সাথে নামায পড়লাম, তারপর আবার তার সাথে নামায পড়লাম, তারপর আবার পড়লাম এবং আবার পড়লাম। এভাবে (রাবী) আংগুলে পাঁচ ওয়াস্ত নামাযের হিসাব করলেন।

আমি রাসুলুল্লাহ সন্তান্নাহ্ আল্লাইহি রাসুল্লাহ্-কে দেখেছি, তিনি সূর্য হলে পড়ার সাথে সাথেই জোহরের নামায পড়লেন। আবার কখনো তিনি দেরি করে পড়তেন যখন অতিরিক্ত গরম পড়ত। আমি তাঁকে আসরের নামায পড়তে দেখেছি ঐ সময় যখন সূর্য বেশ উপরে সাদা রংবিশিষ্ট থাকত, তাতে হলুদ রংয়ের আভা তখনো আসেনি। লোকজন (তার সাথে) আসরের নামায পড়ে সূর্য ডোবার আগেই যুলহলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে যেত। তিনি মাগরিবের নামায পড়তেন সূর্য ডোবার সাথে সাথেই, আর ইশার নামায পড়তেন (পশ্চিম) দিগন্ত যখন কালো রংয়ে ছেয়ে যেত, আবার কখনো তা দেরি করে পড়তেন, যাতে লোকজন একত্র হতে পারে। তিনি একবার ফজরের নামায অন্ধকারে পড়েন, তারপর আরেকবার পড়েন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার পর। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা অন্ধকারেই ফজরের নামায পড়েন, পুনরায় আর কখনো আলোতে পড়েননি।

আবু দাউদ র. বলেন, যুহরী র. থেকে মা'মার, মালিক, ইবনে উয়াইনা, শুআইব ইবনে আবু হামযা, লাইস ইবনে সা'দ প্রমুখ ঐ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা ঐ সময়ের উল্লেখ করেননি, যাতে তিনি নামায পড়েছেন এবং তার কোন ব্যাখ্যাও তারা দেননি।...ওয়াহাব ইবনে কাইসান র. জাবির রা. সূত্রে নবী সন্তান্নাহ্ আল্লাইহি রাসুল্লাহ্ থেকে মাগরিবের ওয়াস্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন- পরের দিন হযরত জিবরাঈল আ. মাগরিবের ওয়াস্তে আসলেন- সূর্যাস্তের পরে একই সময়ে। হযরত আবু হোরায়া রা. ও নবী করীম সন্তান্নাহ্ আল্লাইহি রাসুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন- পরের দিন আমাকে নিয়ে জিবরাঈল আ. মাগরিবের নামায পড়লেন একই সময়ে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي
حَمْزَةَ وَاللَيْثُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يَفَسِّرُوهُ .

উদ্দেশ্য যুহরীর শিষ্যদের ইখতিলাফের বিবরণ দান। উসামা ইবনে যায়েদ লাইসী এ হাদীসটি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদ দেখলেই তা বুঝা যাবে। তিনি প্রথমত, নামাযের ওয়াক্তসমূহের আলোচনা ইজমালিভাবে করেছেন। পরবর্তীতে করেছেন বিস্তারিত আকারে। তাছাড়া, ইমাম আবু দাউদ র. যুহরীর যেসব ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন, তথা মা'মার, মালিক ইবনে উয়াইনা, শো'আইব, লাইস ইবনে সা'দ প্রমুখ নামাযের ওয়াক্তসমূহের আলোচনা সংক্ষেপে করেছেন, বিস্তারিত আলোচনা করেননি। যেরূপভাবে উসামা উল্লেখ করেছেন।

قَرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ - উসামা ইবনে যায়েদ লাইসির রেওয়ায়াতে - থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই ইজমালের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত অতিরিক্ত অংশ যুহরীর উপরোক্ত ছাত্রদের রেওয়ায়াতে নেই।

وَكَذَلِكَ أَيْضًا إِلَى قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ حَبِيبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيرًا -

এ উক্তিটির সারনির্ধারক হল, এ হাদীসটি হিশাম ও উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, হাবীব ইবনে আবু মারযুক ও উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন- মা'মার ও মা'মারের শিষ্যগণ যুহরীর ছাত্র ও যুহরী থেকে, তাঁরা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাবীব ইবনে আবু মারযুক-উরওয়া সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত মুনকাতি'। কারণ, তিনি বশীরের কথা উল্লেখ করেননি। হিশামের রেওয়ায়াত মুত্তাসিল। যেমন- মা'মার ও তাঁর শিষ্যগণ-যুহরী-উরওয়া সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতগুলো মুত্তাসিল।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى وَهَبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ الْخ -

এখানে বুঝাতে চেয়েছেন, উল্লেখিত হাদীসে মাগরিবের উল্লেখ উভয় দিনে একই সময়ে হয়েছে। উহাইব ও হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মাগরিব উভয় দিনে একই সময়ে হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা রা. এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস' রা. থেকেও হাসসান ইবনে আতিয়্যার হাদীসটি ﷺ عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- অর্থাৎ, এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, পরবর্তী হাদীসে যে মাগরিব সংক্রান্ত দুই দিনের ইখতিলাফের উল্লেখ রয়েছে, তার ভূমিকা উল্লেখ করা।

۳. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ نا بَدْرُ بْنُ عَثْمَانَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَن سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِإِلَاءٍ رَضَ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَوْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِإِلَاءٍ رَضَ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ: إِنَّتَصَفَ النَّهَارَ وَهُوَ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَ بِإِلَاءٍ رَضَ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيَضَاءُ مُرْتَفِعَةً وَأَمَرَ بِإِلَاءٍ رَضَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِإِلَاءٍ رَضَ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَأَنْصَرَفَ فَقُلْنَا أَطْلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدْ أَصْفَرَتِ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ أَمْسَى وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ آيَنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ؟

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَغْرِبِ نَحْوُ هَذَا قَالَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى شَطْرِهِ وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

السُّوَالُ : زَيْنُ الْعِبَارَةِ بِالْعَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ثُمَّ تَرَجَّمَ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَقَّابِ .

হাদীস : ৩। মুসাদ্দাদ..... হযরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন জবাব দিলেন না। তিনি বিলাল রা.-কে নির্দেশ দিলেন (আযান ও ইকামতের)। তারপর তিনি আযান ও ইকামত দিলেন সুবেহ সাদিক হওয়ার সাথে সাথেই। তারপর তিনি নামায পড়লেন যখন একজন আরেকজনকে চিনতে পারে না (অন্ধকারের দরুন) অথবা একজন তার পার্শ্ববর্তী লোককে চিনতে পারে না। তারপর আবার বিলাল রা.-কে নির্দেশ দিলেন এবং জোহরের নামায পড়লেন যখন সূর্য হেলে পড়ল, যেমন কেউ বলে, দুপুর হয়েছে। অথচ (সূর্য হেলে যাওয়া সম্পর্কে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক জ্ঞাত। তারপর তিনি আবার বিলাল রা.-কে নির্দেশ দিলেন ও আসরের নামায সমাপন করলেন। সূর্য ছিল তখন সাদা ও উঁচুতে। পুনরায় বিলাল রা.-কে নির্দেশ দিলেন ও মাগরিবের নামায পড়লেন—যখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল। আবার বিলাল রা.-কে নির্দেশ দিলেন, তারপর ইশার নামায পড়লেন—যখন লাল আভা অন্তর্হিত হল।

পরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ে যখন ফিরলেন তখন আমরা বললাম, সূর্য তো মনে হয় উঠে গেছে। তারা জোহরের নামায পড়লেন গত কালের আসরের নামায পড়ার ওয়াক্তে। আর আসর ঐ সময় পড়লেন যখন সূর্য হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছিল অথবা সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে। মাগরিব পড়লেন লালিমা শেষ হওয়ার পূর্বে। সবশেষে ইশা পড়লেন রাতের তৃতীয় ভাগে। এরপর বললেন, সে প্রশ্নকারী কোথায় যে নামাযের ওয়াক্ত জানতে চেয়েছে? নামাযের ওয়াক্ত হচ্ছে এই দুই সময়সীমার মধ্যে।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, জাবির রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাগরিব সম্পর্কে একরূপই বর্ণনা করেছেন। তাতে এও রয়েছে—তিনি ইশার নামায পড়লেন রাতের তৃতীয় ভাগে, কেউ বলেছেন অর্ধরাতে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَغْرِبِ نَحْوُ هَذَا .
উদ্দেশ্য হল, সুলাইমান ইবনে মুসা—আতার রেওয়ায়াত যেটি বায়হাকী র. বর্ণনা করেছেন, সেটি আবু দাউদ র.-এর অনুকূল। যেটি আবু দাউদ, আবু বকর ইবনে আবু মুসা—আবু মুসা সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এই দুই রেওয়ায়াতে মাগরিবের নামায নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিন সূর্যাস্তের পর পড়িয়েছেন, আর দ্বিতীয় দিন মাগরিবের নামায শেষ ওয়াক্তে শাফাক অন্তিমিত হয়ে যাওয়ার পূর্বে পড়িয়েছেন।

وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ بَرِيْدَةَ . অর্থাৎ, আবু বকর ইবনে আবু মুসা বিশিষ্ট রেওয়ায়াতটি এবং সুলাইমান ইবনে আবু মুসা—আতা—জাবির সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মত ইবনে বারীরাও বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, মাগরিবের শুরু ও শেষ ওয়াক্তে ইখতিলাফ সহকারে। কিন্তু এই তিনটি রেওয়ায়াত এই অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় হাদীস তথা ওয়াহাব ইবনে কাইসান প্রমুখের রেওয়ায়াতের পরিপন্থী। কারণ, এগুলোতে মাগরিবের শুরু ও শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে মতবিরোধ নেই। বরং উভয় দিনে মাগরিব একই ওয়াক্তে পড়িয়েছেন।

بَابُ فِي مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا

অনুচ্ছেদ : যে নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে অথবা তা ভুলে গেছে

۱. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جِئَ قَفْلًا مِنْ غَزْوَةٍ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكْنَا الْكَرَى عَرَسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ إِكْلًا لَنَا اللَّيْلَ قَالَ فَنَغَلَبْتُ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاجِلِهِ فَلَمْ يَسْتَبْقِظِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا بِلَالٌ رَضِيَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا ضَرَبَتْهُمْ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَهُمْ اسْتَبْقَظًا فَفَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا بِلَالُ! رَضِيَ فَقَالَ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأَيِّ أَنْتَ وَأَمْسَى فَاقْتَادُوا وَرَاجِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَرَ بِبِلَالٍ رَضِيَ فَأَقَامَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَصَلَّى لَهُمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ إِقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. قَالَ يُونُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرُؤُهَا كَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ عَنَبَسَ يَعْنِي عَنْ يُونُسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ "لِلذِكْرِي" قَالَ أَحْمَدُ الْكَرَى النُّعَاسُ.

السُّؤَالُ : زَيْنُ الْعِبَارَةِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ثُمَّ تَرْجَمَ . فِي أَيِّ وَقْتٍ لَا يَكُونُ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ؟ مَتَى وَقَعَتْ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ؟ كَيْفَ لَمْ يَسْتَبْقِظِ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ؟ مَا الْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْآثِمَةِ فِي حُكْمٍ مِّنْ سَهَا أَوْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ فَذَكَرَ أَوْ اسْتَبْقِظَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ؟ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الْآثِمَةِ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابِ عَنِ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ وَتَرْجِيحِ الرَّاجِحِ . أَوْضِعْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। আহমদ ইবনে সালিহ..... হযরত আবু হোরাযরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। এক রাতে তিনি অবিরাম সফর করতে থাকলেন। অবশেষে আমাদের ক্লান্তিভাব দেখা দিলে শেষরাতে রাত্রে তিনি (এক জায়গায়) যাত্রাবিরতি করেন। তিনি বিলাল রা.-কে বললেন- তুমি জাহাজত থাকবে এবং রাতে পাহারাদারী করবে। কিন্তু বিলালও তার উটের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘুম ভাঙ্গল না। বিলালও জাগলেন না। তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও কেউ জাগতে পারলেন না। এমনকি যখন রোদের তাপ তাদের গায়ে লাগল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সজ্জন্ত হয়ে বললেন- কি হল বিলাল! বিলাল বললেন, আপনাকে যে সত্তা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন, আমাকেও তিনিই অচেতন রেখেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোন! তারপর তাঁরা তাদের উট নিয়ে কিছু দূর সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন। অতঃপর শ্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করলেন এবং বিলাল রা.-কে নির্দেশ দিলে বিলাল রা.- তাকবীর

বললেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যাবে, সে যেন স্মরণ হতেই উক্ত নামায পড়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, “এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো।”

—সূরা তহা : ১৪

ঘুম কখন অপরাধ নয়

তিরমিযী শরীফে আছে, শ্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—**لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ**—সম্পর্কে হাকীমুল উম্মত হযরত ধানজী কুন্দিয়া সিররুহ বলেন— এই হুকুম তখনকার জন্য প্রযোজ্য, যখন নামাযের সময়ে জাগ্রত হওয়ার পুরো ব্যবস্থা করে ঘুমায় এবং তা সন্তোষ জাগ্রত হতে পারেনি। কিন্তু যদি এর কোন ব্যবস্থা না করে এবং জাগ্রত হওয়ার উপকরণ তৈরী না করে, তাহলে এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত সে হবে না। তা'রীসের (শেষরায়ে অবস্থান করার) হাদীস প্রমাণ করছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রা.-কে তাঁকে জাগানোর নির্দেশ দিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। যদিও পরে হযরত বিলাল রা. ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং কারো চোখ খোলেনি, তথা কেউ টের পাননি।

এ ঘটনা কখন ঘটেছিল ?

এ ঘটনা ঘটেছিল সত্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময়।

শ্রিয়নবী স.-এর অন্তরতো ঘুমায় না তাহলে তিনি কেন জাগতে পারলেন না?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর অন্তর ঘুমায় না ঠিক। কিন্তু সূর্যোদয়ের বিষয়টি অন্তরে অনুভব করার ব্যাপার নয়। বরং চোখে অনুভব করার ব্যাপার। বস্তুত তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর চোখ ঘুমিয়েছিল। এজন্য সূর্যোদয়ের ব্যাপারে টের পান নি।

কাযা কখন পড়তে হবে

كَرَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا : فَلْيَصَلِّهَا : এসব শব্দের ব্যাপকতা দ্বারা প্রমাণ পেশ করে ইমামত্রয়ের মাযহাব হল, কাযা নামায ঠিক তখন পড়া জরুরী যখন কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, অথবা তার স্মরণে আসবে। এমনকি সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহরের মাকরুহ সময়গুলোতেও। তাঁরা মাকরুহ ওয়াক্তে নামায নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে এই ব্যাপকতা থেকে ব্যতিক্রম ও খাস মনে করেন।

এর পরিপন্থী হানাফীদের মতে কাযা ওয়াজিব হয় ব্যাপক হিসেবে। অর্থাৎ, স্মরণে আসা ও জাগ্রত হওয়ার পর যে কোন সময়ে নামায পড়া যেতে পারে। অতএব, মাকরুহ সময়গুলোতে তা আদায় করা ঠিক নয়। হানাফীগণ মাকরুহ ওয়াক্তে নামায নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটিকে এসব হাদীস দ্বারা খাসকৃত মনে করেন।

হানাফীদের প্রাধান্যের কারণসমূহ নিম্নরূপ—

১। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির কার্যত ব্যাখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা'রীস রজনীর ঘটনায় বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই তা'রীসের হাদীস এ ঘটনায় মূল্যের মর্যাদা রাখে। এখানে বিষয়টি স্পষ্ট বিদ্যমান রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সজাগ হয়েই সেখানে নামায পড়ার পরিবর্তে সেখান থেকে সফর করে সামান্য আগে তাম্রীক নিয়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে নামায আদায় করেছেন, যখন সূর্য অনেকটুকু উপরে উঠে গেছে।

৩ হাফিজ ইবনে হাজার র. এই হাদীসের এই উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণে নামায বিলম্বিত করেননি যে, সেটি মাকরুহ ওয়াক্তে ছিল; বরং এই বিলম্ব ও সেখান থেকে

রওয়ানা এজন্য করেছিলেন যাতে শয়তানের প্রভাবের স্থান উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী রয়েছে- **فَإِنَّ هَذَا مَنَزِلٌ حَضَرْنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ** (কারণ, এটি এরূপ এক মল যাতে আমাদের নিকট শয়তান উপস্থিত হয়েছিল।)

○ কিন্তু এই উত্তরটি দুর্বল। কারণ, কোন স্থানে শয়তানী প্রভাব পড়া নামাযকে ওয়াজিব ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করার কোন শরঈ কারণ নয়; বরং নামায শয়তানী প্রভাবের প্রতিষেধক। অতএব, বাস্তব ঘটনা এটাই যে, সেখানে নামায দেবী করেছিলেন মাকরুহ ওয়াক্ত অতিক্রম করার জন্য। কিন্তু জাযিয় ওয়াক্তের অপেক্ষায় যতটুকু সময় অতিক্রান্ত হয় এটাকে তিনি সে উপত্যকায় ব্যয় করতে পছন্দ করেননি, সামনে এগিয়ে গেছেন। আর এর কারণ বর্ণনা করেছেন **الشَّيْطَانُ فِيهِ الشَّيْطَانُ** (কারণ, এটি এরূপ এক মঞ্জিল যাতে আমাদের নিকট শয়তান উপস্থিত হয়েছিল।)

○ অবশ্য একটি রেওয়ায়াত দ্বারা এখানে প্রশ্ন হতে পারে, সেটি হচ্ছে মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকে এই রেওয়ায়াতটি ইবনে জুরাইজ 'আতা সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে নিম্নোক্ত শব্দগুলো-

فَرَكَعَ رُكْعَتَيْنِ فِي مَعْرِسِهِ ثُمَّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ -

'অতঃপর তিনি তাঁর রাতের অবস্থানস্থলে দু'রাক'আত নামায পড়লেন। অতঃপর কিছুক্ষণ সফর করলেন। তারপর ফজরের নামায আদায় করলেন।'

কিন্তু প্রথমতঃ তো এ রেওয়ায়াতটি দুর্বল। কারণ, এটি হল হযরত আ'তার মুরসাল। তাঁর মুরসালগুলো সম্পর্কে মুহাদ্দিসীদের উক্তি হল- **مُرَاسِيلُ عَطَاءٍ أضعفُ المَرَاسِيلِ** -

তথা তাঁর মুরসাল হাদীসগুলো সমস্ত মুরসালের মধ্যে দুর্বলতম। বিশেষতঃ যখন তাতে অন্য সমস্ত নির্ভরযোগ্য রাবীদের সাথে বিরোধিতা হয়, যারা শুধু অন্য জাযগায় যেয়ে নামায পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া যদি এই রেওয়ায়াতটি সঠিক মেনে নেয়া হয়, তবুও প্রশ্ন হয় যদি তাতে শয়তানী প্রভাব সত্ত্বেও দু'রাক'আত পড়া যায়, তাহলে আর দু'রাক'আত পড়তে অসুবিধা ছিল কি?

○ হানাফীদের উপরোক্ত প্রমাণের একটি উত্তর আন্বামা নববী র. এই দিয়েছেন যে, নামাযে বিলম্ব মাকরুহ ওয়াক্ত হওয়ার কারণে ছিল না; বরং এর কারণ ছিল, সাহাবায়ে কিরাম তখন প্রয়োজনীয় হাজতে মশগুল ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটিও যথার্থ নয়। কারণ, হাজত থেকে অবসর হওয়ার পর এই প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়ে গেছে। সেসময় নামায পড়ে নেয়া উচিত হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েননি। বরং সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে অন্যত্র পৌঁছে নামায পড়েছেন। তাছাড়া ত্বাহাতীর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হাজত সেরে অবসর লাভ করেছিলেন অন্যত্র পৌঁছে।

২। মাকরুহ ওয়াক্তগুলোতে নামায নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ অর্থগতভাবে মুতাওয়াজির। আর এসব ওয়াক্তে সব ধরনের নামায নাজাযিয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। এই অবৈধতার ব্যাপকতায় কাযা নামাযগুলোও শামিল হয়ে যায়।

৩। স্বয়ং ইমাম শাফিঈ র. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের শব্দ **إِذَا ذَكَرَهَا** (যখন তা স্মরণ করবে তখন তা সে নামায আদায় নিবে।) এর ব্যাপকতার উপর আমল করেন না। কারণ, তাঁদের মতেও কোন কোন অবস্থায় নামায বিলম্বিত করা জরুরী হয়ে পড়ে। যেমন কোন মহিলার এমন সময় নামাযের কথা স্মরণ হল, যখন সে ছিল ঋতুবতী। তখন ইমাম শাফিঈ র.-এর মতেও এই মহিলার জন্য পবিত্র হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করা জরুরী। যেন এ স্থানে ব্যাপকতা শেষ হয়ে গেল। অতএব, মাকরুহ সময়গুলোতে খাস করে নিতে অসুবিধা কি?

৩ বাস্তবতা হল, এ হাদীসের অর্থ শুধু এতটুকু যে, স্মরণ আসার পর শরঈ মূলনীতি যুতাবিক নামায আদায় করতে হবে। এবার যদি শরঈ মূলনীতি অনুযায়ী নামায বিলম্বিত করার কোন কারণ থাকে তাহলে বিলম্বিত করা ওয়াজিব হবে।

৪. আল্লাম 'বাহরুল উলুম লাক্ষনভী র. 'রাসায়িলুল আরকানে' আরেকটি পদ্ধতিতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন—**إِذَا دُكِّرَ** বাক্যে **إِذَا** হরফটি যেরূপভাবে জরফের (অধিকরণের) অর্থে ব্যবহৃত হয় এরূপভাবে শর্তের অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, কবির উক্তি রয়েছে—**إِذَا تُصِبَّكَ خُصَاصَةٌ—فَتَجَمَّلْ** 'যদি তোমার হাজত-প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তুমি উত্তমরূপে ধৈর্যের পরিচয় দাও।'

এবার যদি আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস **إِذَا دُكِّرَ**—**إِذَا**—**دُكِّرَ**—এর অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে কোন প্রশ্নই থাকবে না। কারণ, এমতাবস্থায় অর্থ হবে, যদি স্মরণে এসে যায় তাহলে নামায পড়ে নাও। প্রকাশ থাকে যে, এই স্মরণ আসা ওয়াক্তের সাথে শর্তায়িত নয়।

হযরত গাঙ্গুহী র. বলেছেন— আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি নামায আদায়ের বিবরণে নস, আর ওয়াক্তের বিবরণে জাহির। বস্তুতঃ নস জাহিরের উপর প্রাধান্য লাভ করার বিষয়টি সুনির্ধারিত। —আল-কাওক্বদু দুবরী ১/১০০

ইমাম আবু দাউদ র.—এর উক্তি

قَالَ يُونُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَأُهَا كَذَلِكَ .

এ উক্তির সারমর্ম হল, যুহরী র.—এর শিষ্য ইউনুস বলেন, আমার উস্তাদ যুহরী র. এ হাদীসের বিবরণে এ আয়াত থেকে এরূপভাবে **إِلَى بَابِ الْمُتَكَبَّرِ** পড়তেন। এ উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি কুরআন মজীদেও এ আয়াতটি এরূপভাবে পড়তেন।

قَالَ أَحْمَدُ قَالَ عَنِّي عَنْ يُونُسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

এই উক্তিটি ইমাম আবু দাউদ র. এর উস্তাদ আহমদের। এর সারনির্যাস হল, আমবাসা যে, এ হাদীসে **لِلذِّكْرِ** আলিফে মাকসুসাসহ পড়েছেন, যদিও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেননি, এটি ইউনুসের পক্ষ থেকে বলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য হল, তিনি ইউনুস থেকেই অনুরূপ রেওয়ায়াক করেন। কারণ, ইউনুস বলেন, আমার উস্তাদ ইবনে শিহাব যুহরী এ হাদীসে **لِلذِّكْرِ** **مُعَرَّرٌ** **بِالْكَرَامَةِ** আলিফে মাকসুসা সহকারে পড়তেন। যেন এর দ্বারা ইবনে ওয়াহাবের রেওয়াকটিকে শক্তি পৌছানো উদ্দেশ্য। কারণ, ইবনে ওয়াহাবও ইবনে শিহাব যুহরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এর জন্য এই অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসের সনদ ও মূলপাঠ দেখা উচিত।

٢. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا أَبَانَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي مُرَّةٍ رَضِيَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمْ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ قَالَ فَاثَرٌ بِلَالًا فَاذَنْ وَأَقَامَ وَصَلَّى .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَشَيْبَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْإِذَانَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ هَذَا وَلَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْعَطَّارِ عَنْ مَعْمَرٍ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا بَعْدَ التَّشْكِيلِ - أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ

হাদীস : ৪২। মুসা ইবনে ইসমাইল..... আবু হোরায়রা রা. থেকে এ হাদীসই বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমরা ঐ স্থান থেকে সরে যাও যেখানে তোমাদেরকে উদাসীনতা পেয়ে বসেছিল। তারপর বিলালকে নির্দেশ দিলে তিনি আযান ও ইকামত দিলেন এবং তিনি নামায পড়ালেন।

আবু দাউদ র. বলেন, হাদীসটি মালিক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আওয়াঈ ও আবদুর রায্যাক র. মা'মার ও ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই যুহরী বর্ণিত এ হাদীসে মা'মার থেকে আওয়াঈ ও আবান আল-আন্তার ছাড়া আযানের উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَسَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ .

প্রকাশ থাকে যে, বাহ্যত ইমাম আবু দাউদ র.-এর এই ইবারত দ্বারা একটি বিভ্রান্তি হয় যে, মালিক সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আওয়াঈ এবং আবদুর রায্যাক সবাই মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ ব্যাপারটি তা নয়, বরং মা'মার থেকে বর্ণনাকারী শুধু আবদুর রায্যাক। কারণ, শুধু আবদুর রায্যাকই মা'মারের শিষ্য। অন্যরা ইবনে শিহাব যুহরী র.-এর ছাত্র। অতএব, ইমাম আবু দাউদের এই ইবারতের অর্থ এরূপ বলা উচিত যে, ইবনে ইসহাকের আত্ম মালিকের উপর অথবা আওয়াঈর উপর করতে হবে। কারণ, ইবনে ইসহাকও ইবনে শিহাব যুহরীর প্রত্যক্ষ ছাত্র। মোটকথা, মালিক সুফিয়ান, আওয়াঈ ইবনে ইসহাক তাঁরা সবাই ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রায্যাক মা'মার সূত্রে ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। কারণ, মা'মার ইবনে শিহাবের ছাত্র। কাজেই আবদুর রায্যাক মা'মারের ছাত্র হওয়ার কারণে যুহরী থেকে প্রত্যক্ষভাবে কিভাবে রেওয়াযাত করতে পারেন?

মোটকথা, যুহরীর শিষ্যগণ এ হাদীসটি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁরা সবাই আযানের উল্লেখ মা'মারের পরিপন্থী বর্ণনা করেছেন। কারণ, তাদের রেওয়াযাতে আযানের উল্লেখ নেই। এর পরিপন্থী মা'মারও যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আযানের উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর, মা'মারের দুই ছাত্র আবদুর রায্যাক ও আবান আল আন্তার-মা'মার সূত্রেও ইখতিলাফ হয়ে গেছে। আবদুর রায্যাক মা'মার সূত্রে বর্ণিত রেওয়াযাতে আযানের উল্লেখ করেননি। আবান আন্তার-মা'মার এর রেওয়াযাতে আযানের উল্লেখ আছে। অতএব, আবদুর রায্যাক আবান আন্তারের বিপরীত হয়ে গেলেন।

● বাহ্যত ইমাম আবু দাউদ র.-এর উপরোক্ত উক্তি দ্বারা ধারণা হয় যে, মালিক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আওয়াঈ ও আবদুর রায্যাক এঁরা সবাই মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ ব্যাপারটি তা নয়। বরং মা'মার থেকে রেওয়াযাতকারী শুধু আবদুর রায্যাক। কারণ, তিনিই মা'মারের শিষ্য, অন্যরা মা'মারের সূত্র ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে ইবনে শিহাব যুহরীর ছাত্র। কাজেই ইমাম আবু দাউদ র.-এর উপরোক্ত ইবারতের অর্থ এরূপ বলতে হবে যে, ইবনে ইসহাকের আত্ম মালিকের উপর অথবা আওয়াঈর উপর। কারণ, ইবনে ইসহাকও প্রত্যক্ষভাবে যুহরীর ছাত্র। অতএব, সারমর্ম এই দাঁড়াবে যে, মালিক, সুফিয়ান, আওয়াঈ এবং ইবনে ইসহাক এঁরা সবাই ইবনে শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রায্যাক মা'মার সূত্রে যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। কারণ, মা'মার ইবনে শিহাবের ছাত্র। অতএব, আবদুর রায্যাক মা'মারের ছাত্র হওয়ার পর প্রত্যক্ষভাবে যুহরী থেকে কিভাবে

অতঃপর, মা'মারের দুই শিষ্য আবদুর রায্যাক ও আবান আস্তার-মা'মারেও ইখতিলাক করেছেন। আবদুর রায্যাক- মা'মার সূত্রে বর্ণিত রেওয়াজাতে আযানের আলোচনা নেই। আবান আস্তার-মা'মার সূত্রে বর্ণিত রেওয়াজাতে আযানের উল্লেখ রয়েছে। তাহলে আবদুর রায্যাক আবানের বিরোধী হয়ে গেছেন।

এ উক্তিটির সারমর্ম হল, যুহরীর শিষ্যগণ সবাই উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ব্যতিক্রম শুধু আবুযাই র.। তিনি ছাড়া এ হাদীসটি অন্য কেউ মারফু আকারে বর্ণনা করেননি। মা'মার যুহরীর শিষ্য। তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারী আবান আল আস্তার ও আবদুর রাযযাক এ দু'জনের মধ্য থেকে শুধু আবান আল আস্তার মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন মুরসাল আকারে। হতে পারে স্বয়ং যুহরী এ হাদীসটিকে কখনও মুরসাল, আবার কখনও মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন। অতএব, তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে মুরসাল হবে না মারফু—এ সম্পর্কে ইখতিলাফ হয়ে গেল।

السؤال: تَرْجِمِ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا بَعْدَ التَّشْكِيلِ - أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ ر. ح. الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ غَيْرُ حَجَّاجٍ : আরেক কপিতে
 قَالَ عَنْ حَجَّاجٍ : এটি একটি কপি। অন্য কপিতে
 এসেছে। প্রথম কপি অনুযায়ী قَالَ এর যমীর ইমাম আবু দাউদের উত্তম ইবরাহীমের দিকে ফিরেছে। দ্বিতীয় কপি

অনুযায়ী قَالَ -এর ফায়েল ইসমে জাহের হাজ্জাজ। তৃতীয় কপি অনুযায়ী হতে পারে, গায়ের হাজ্জাজ দ্বারা উদ্দেশ্য ওয়ালাদ ইবনে মুসলিম। যাঁর আলোচনা পরবর্তী হাদীসে আসছে-

عَنْ يَزِيدَ بْنِ صُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي دُوْ مَخْبِرٌ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ وَقَالَ عَبِيدُ يَزِيدَ بْنِ صُلَيْحٍ -

এক কপিতে এসেছে ইয়াযীদ ইবনে সালিহ লিপিবদ্ধ কপিতে ইয়াযীদ ইবনে সুবহ। এ উক্তিটির সারমর্ম হল, ইমাম আবু দাউদ এর মতে তাঁর উস্তাদ ইবরাহীম ইবনে হাসান বলেছেন- তার শায়খ হাজ্জাজ থেকে আর তিনি হুরাইয থেকে। قَالَ يَزِيدُ بْنُ صُلَيْحٍ ইয়াযীদ ইবনে সুলাইহ বলেছেন, আবু দাউদের অন্য উস্তাদ উবাইদ ইবনে আবুল ওয়াযীর তাঁর সনদে صُحِبَ أَوْ ابْنُ صُلَيْحٍ অথবা ابْنُ صُلَيْحٍ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ইবনে সুলাহ-এর জায়গায়। এ হিসেবে রেওয়াযাতগুলোর শব্দে পার্থক্য হয়ে গেছে।

بَابُ مَتْنِ يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : শিশুকে কখন নামাযের নির্দেশ দেয়া হবে

۳. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمَزْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ إِذَا زَوْجٌ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرُ إِلَى مَا دُونَ السَّرَّةِ وَقَوْفِ الرُّكْبَةِ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَمَّ وَكَيْعٌ فِي إِسْمِهِ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّبَالِيسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ أَبُو حَمْرَةَ سَوَّارُ الصَّيْرَفِيُّ -

السُّؤَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ سَدًّا وَمَتْنًا بَعْدَ التَّشْكِيلِ - مَتْنٌ يُعَلِّمُ الْغُلَامَ الصَّلَاةَ؟ هَلْ هُوَ مُكَلَّفٌ جِنْسًا يَكُونُ عُمُرُهُ سَبْعَ سِنِينَ؟ شَرِّحْ بِالذَّلَائِلِ الْوَاضِحَةِ، أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح -
الْجَوَابُ بِإِسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ৩। যুহাইর ইবনে হারব..... দাউদ ইবনে সাওয়াযর আল-মুযানী র. একই সনদ ও অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে এটুকু বেশি রয়েছে- যখন কেউ তার বাদীকে তার গোলাম বা চাকরের সাথে নিয়ে দেয়, তারপর যেন সে তার নাভির নিচে ও হাঁটুর উপরে না তাকায়।

আবু দাউদ র. বলেন, ওয়াকী র. দাউদ ইবনে সাওয়াযরের নাম বুঝতে ভুল করেছেন। আবু দাউদ তায়ালিসী তাঁর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু হামযা সাওয়াযর আস-সায়রাফী আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَمَّ وَكَيْعٌ فِي إِسْمِهِ وَرَوَى عَنْهُ أَيْ عَنْ سَوَّارِ بْنِ دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُدَ الطَّبَالِيسِيُّ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْرَةَ سَوَّارُ الصَّيْرَفِيُّ الخ -

এ ইবারতটির সারনির্ধাস হল, আবু দাউদ তায়ালিসী ও ওয়াকী'র উভয়ে সাওয়াযর ইবনে দাউদ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওয়াকী'র ভুল হয়ে গেছে সাওয়াযরের নামের ব্যাপারে। তিনি দাউদ ইবনে সাওয়াযর

বলে দিয়েছেন। অথচ বাস্তব হলে সাওয়ার ইবনে দাউদ আবু হামযা মুযানী আসসায়রাফী। এদিকেই গ্রন্থকার পরবর্তী হাদীসে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন—**فَقَالَ هُوَ سَوَّارٌ دَاوُدَ أَبُو حَمَزَةَ الْمُزَنَّى الصَّبْرِيُّ**

৭ বছর হলে নামায শেখানো জরুরী

গোলাম শব্দটির প্রয়োগ অভিধানিকভাবে কত বছর থেকে কত বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে এ বিষয়টি বিতর্কিত।

হাদীস শরীফে শিশুর অভিভাবকদেরকে নামাযের নির্দেশ দেয়ার জন্য হুকুম করা হয়েছে। বাপ-দাদা ইত্যাদি অভিভাবকের দায়িত্ব হল ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, সাত বছর হলেই নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া এবং নামায পড়ার পদ্ধতি এর রুকন ওয়াজিব ইত্যাদি শিখানো। ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন, নামাযের এই প্রশিক্ষণে যদি পারিশ্রমিক দেয়ার প্রয়োজন হয় তবে শিশুর মাল থেকে দিবে। যদি তার কাছে সম্পদ থাকে। অন্যথায় বাপের সম্পদ থেকে দিবে। আর যদি তার কাছেও সম্পদ না থাকে তবে শিশুর মায়ের সম্পদ থেকে দিবে।

সাত বছর হলে শিশুর ভাল-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান সাধারণত হয়ে যায়। ডান-বামের তফাৎ বুঝতে পারে। এজন্যই সাত বছরের শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। যদি মেনে নিই তখনও এরূপ ভাল-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান না হয়, তবে তাকে নামাযের নির্দেশ দেয়ার দরকার নেই। কারণ, এতটুকু বুঝ জ্ঞানহীন শিশুর নামায সহীহ নয়।

শিশু কি শরঈ ভাবে নামাযের জন্য আদিষ্ট?

নাবালেগ শিশুকে নামাযের হুকুম অভ্যস্ত বানানোর জন্য। ফরয হওয়ার আগেই যদি নামাযের অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে পরবর্তীতে নামায পড়া সহজ হবে। যে কাজ যত গুরুত্বপূর্ণ হয় তার প্রত্নতিও তত পূর্বেই নেয়া হয়। মা মেয়ের বিয়ের জন্য আসবাব-উপকরণ তৈরির প্রত্নতি অনেক বছর আগে থেকেই শুরু করে। কম বয়স্ক বাচ্চা স্বভাবজাত বিষয়ের নিকটবর্তী থাকে। বয়স যত বাড়তে থাকে নফস আশ্বারার দখল তত শুরু হয়ে যায়। বড় হয়ে যাওয়ার পর নিয়ন্ত্রণে আসা মুশকিল। হাদীস শরীফে আরো বলা হয়েছে—**وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا**

অর্থাৎ দশ বছরে পৌঁছলে অথবা দশ বছর পেরিয়ে গেলে নামায না পড়লে মারার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এতে ভীষণ মারধর হবে না। ব্যাখ্যাতাগণ লিখেন, দশ বছরের বাচ্চা বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে যায়। তাছাড়া তার মধ্যে মার সহ্য করার ক্ষমতা এসে যায়। এজন্য মারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া হাদীসে নামাযের নির্দেশ দিতে অভিভাবকদেরকে সোধোন করা হয়েছে, শিশুদেরকে নয়। কারণ, তাদের উপর এখনও দায়-দায়িত্বই চাপেনি। হাদীস শরীফে আছে, তিন ব্যক্তি থেকে দায়-দায়িত্ব তুলে নেয়া হয়েছে—**رُبْعَ الْقَلَمِ عَنْ ثَلَاثَةِ عَن** ১. পাগল ভাল হওয়ার পূর্বে, ২. ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হওয়ার পূর্বে এবং ৩. শিশু যতক্ষণ না বালিগ হবে। —আবু দাউদ, আহমদ

অধিকাংশ আলিমের মত হল, অভিভাবকদের প্রতি এই নির্দেশ ওয়াজিবরূপেই এসেছে। আর কারো কারো মতে, মুস্তাহাব। উসুলীগণ লিখেছেন— কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ দানের হুকুম করা প্রত্যাশকভাবে তার প্রতি হুকুমের নামাস্তর নয়। অতএব, **مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ** দ্বারা শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে শিশুর আদিষ্ট হওয়া আবশ্যিক হয় না। বরং সে আদিষ্ট হয় অভিভাবকের পক্ষ থেকে।

মানহাল গ্রন্থকার লিখেন, এ ব্যাপারে মালিকীদের বিরোধ রয়েছে। তারা বলেন, কোন জিনিসের হুকুম করার নির্দেশ সে জিনিসের হুকুমের নামাস্তর। অতএব, তাদের মতে শরীয়ত প্রবর্তকের পক্ষ থেকে শিশুকে নামাযের জন্য আদিষ্ট মনে করা হয়। কিন্তু মুস্তাহাবরূপে, ওয়াজিবরূপে নয়।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস দ্বারা শাফিঈদের প্রমাণ

ইমাম খাতাবী শাফিঈ র. **وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَأَضْرَبُوهُ عَلَيْهَا** দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, বালিগ হওয়ার পর শিশু নামায তরক করলে তাকে এর চেয়ে বেশি শাস্তি দেয়া হবে। আর মারের চেয়ে অধিক শাস্তি হত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে? এজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামত্রয়ের মাযহাব এটাই।

ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে, নামায বর্জনের শাস্তি মার ও বন্ধি করে রাখা। হত্যা করা জায়েয নেই। ইমাম সাহেব র.-এর প্রমাণ **لَا يَجُزُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ الْخ** এ হাদীসে একজন মুসলমানকে হত্যার কারণ তিনটিতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে- ১. কিসাস, ২. বিবাহিত ব্যক্তির জিনা এবং ৩. মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

তাছাড়া তাঁর এ বক্তব্যও সঠিক নয় যে, মারের পর স্তর হল হত্যারই। স্বয়ং মারেরই বিভিন্ন প্রকার আছে। ভীষণ মার ও হালকা মার। তাছাড়া জেলে আবদ্ধ করা সহকারে এবং তাছাড়া। এমনভাবে বালেগ হওয়ার পূর্বে যে মার হবে সেটি হবে শিষ্টাচার শেখানোর উদ্দেশ্যে। আর বালিগ হওয়ার পর মার দেওয়া হবে সতর্ক করার জন্য। যা পূর্বের শাস্তি অপেক্ষা কঠোরতর। অতএব, ইমাম খাতাবী র. প্রমুখের প্রমাণ সঠিক নয়।

হাদীস শরীফে নির্দেশ দেয়া হয়েছে **الْمُضَاجِعُ فِي بَيْنَهُمْ** অর্থাৎ, ভাইবোন দশ বছর বয়স্ক হলে এক স্থানে সতর ঢাকা ব্যতীত ঘুমাবে না। যাতে এক দেহের স্পর্শ অপরটির সাথে না হয়। আর যদি প্রত্যেকেই কাপড়ে সতর ঢেকে নেয় তবে এটাই বিচ্ছেদের জন্য মোটামুটি যথেষ্ট। যদিও এক চার্দরের নিচেই হোক না কেন। কিন্তু উত্তম হল- দশ বছরের পর প্রতিটি বাচ্চার বিছানা আলাদা আলাদা থাকা। কারণ, দশ বছর বয়স হলে যৌন চাহিদার সম্ভাবনা এসে যায়।

-বয়লুল মাজহদ

ইবনে রিসলান **فَرَّقُوا بَيْنَهُمْ** এর অধীনে লিখেন, অর্থাৎ দুই ভাই হলেও বিচ্ছেদ করা উচিত। যদি ভাইবোন হয় তবে বিচ্ছেদ করতে হবে উত্তম রূপেই। এই ব্যাখ্যা তখন হবে যখন **فَرَّقُوا** এর আতফ **وَاضْرِبُوهُمْ** এর উপর মেনে নেয়া হয়। বস্তুতঃ এটির আতফ **مُرُوا أَوْلَادَكُمْ** এর উপরও হতে পারে। তখন আতফের দাবী হবে সাত বছর বয়সেই বিছানা আলাদা করে দেয়া। তবে দূরের মুখতার ইত্যাদি গ্রন্থে দশ বছরের উক্তিটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ الْخ এখানে খাদেম দ্বারা উদ্দেশ্য বাদী। অর্থাৎ যখন মনিব নিজের কোন বাদীকে বিয়ে দিবে যদিও নিজের গোলামের কাছেই দিয়ে দিক না কেন, অথবা নিজের কোন চাকর শ্রমিকের কাছেই হোক না কেন, তখন মনিবের জন্য সে বাদীর সতরের দিকে তাকানো জায়িয় নেই। এছাড়া বুঝা গেল, সতর ছাড়া অন্যান্য অংশ দেখতে পারবে। মাসাআলা এটাই। তবে যৌন চাহিদা ছাড়া। যৌন চাহিদা সহ দেখা সতর ছাড়া অন্য অংশের দিকেও জায়িয় নেই। কারণ, বিয়ের পর সে বাদী মনিবের উপরও হারাম হয়ে গেছে।

إِذَا عَرَفَ بَيْعَتَهُ مِنْ شِمَالِهِ অর্থাৎ, শিশু যখন এরূপ বয়সে পৌঁছে যায়, যখন ডান-বাম পার্থক্য করতে পারে তখন একে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া উচিত। সাধারণত এটুকু বুঝ জ্ঞান সাত বছরেই হয়ে যায়। এজন্যই সাত বছরের কথা বলা হয়েছে।

-আদদুরুল মনযুদ : ২/৮২-৮৪

بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ : আযানের সূচনা

۱. حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى الْخَتَلِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَحَدِيثُ عَبَادٍ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا هَشِيمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ قَالَ زِيَادُ أَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ إِهْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ أَنْصِبْ رَابِعَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَأَوْهَا أَذَّنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يَعْجِبْهُ ذَلِكَ .

قَالَ فَذَكَرَ لَهُ الْقَنْعُ يَعْنِي الشُّبُورَ وَقَالَ زِيَادُ شُبُورَ الْيَهُودِ فَلَمْ يَعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى فَأَنْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَرَى الْأَذَانَ فِي مَنْامِهِ، قَالَ فَقَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَبَيِّنٌ بَيْنَ بَيْنِهِمْ وَيَقْطَعَانِ إِذَا أَتَانِيَا أَيْتَ فَأَرَانِي الْأَذَانَ .

قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضٍ قَدْ رَأَى قَبْلَ ذَلِكَ فَكْتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا قَالَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي فَقَالَ سَبَقَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحَبَّيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَأَفْعَلَهُ، قَالَ فَاذَّنَ بِإِلَالٍ قَالَ أَبُو بَشِيرٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ الْأَنْصَارَ تَزَعَّمُوا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْذَنًا .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ ثُمَّ زَيِّنْهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْأَذَانِ؟ فِي أَيِّ سَنَةٍ كَانَ تَعْلِيمُ الْأَذَانِ؟ رُؤْيَا الْأَوَّلِيَاءِ حُجَّةٌ؟ مَا يُفْهَمُ مِنَ الْحَدِيثِ؟ وَمَا جَوَابُكَ؟ اجِبْ مَعَ دَفْعِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ فِي هَذِهِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১। আব্বাদ ইবনে মুসা হযরত আবু উমাইর ইবনে আনাস র. থেকে তার এক আনসারী চাচা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য লোকদের কিভাবে সমবেত করবেন সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। কেউ বলল, নামাযের সময় উপস্থিত হলে একটা পতাকা স্থাপন করুন। তা দেখে একজন অপরাধীকে সংবাদ জানিয়ে দেবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এটা পছন্দ হল না। আবার কেউ ইহুদীদের ন্যায় শিংগা-ধ্বনি দেয়ার প্রস্তাব দিল। এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পছন্দ হল না। কারণ, এটা ছিল ইহুদীদের কাজ। কেউ নাকুস তথা ঘণ্টা ধ্বনি ব্যবহারের প্রস্তাব দেন। তিনি বললেন : এটা খৃষ্টানদের বিষয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাবনা মাথায় নিয়ে চলে গেলেন। স্বপ্নে তাকে আযান শিখিয়ে দেয়া হল। ভোরে হযরত 'আবদুল্লাহ রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এ বিষয়ে জানালেন। বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কিছুটা ঘুমে ও কিছুটা জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় একজন এসে আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। রাবী বলেন, হযরত উমর রা. বিশ দিন আগেই স্বপ্নযোগে আযান শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি কারো নিকট ব্যক্ত করেননি। বিষয়টি গোপন রাখেন। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলার পর তিনিও তার স্বপ্ন সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি আগে বললে না কেন? তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আমার আগেই বলেছে। তাই আমি সংকোচ বোধ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বিলাল! ওঠ, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের নিকট শুন সে তোমাকে কি নির্দেশ দিচ্ছে। তার কথা মুতাবিক কাজ কর। তারপর হযরত বিলাল রা. আযান দিলেন।

আবু বিশর বলেন, আবু উমাইর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আনসারীদের ধারণা, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. যদি ঐদিন অসুস্থ না হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই মুয়াযযিন নিয়োগ করতেন।

আযানের সূচনা কিভাবে হল

এই অনুচ্ছেদের হাদীসগুলো দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আযান বিধিবদ্ধ হয়েছিল মদীনা তায়্যিবায়া। এ কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকের এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। অবশ্য হাফিজ ইবন হাজার র. তাবারানী ও ইবন মারদওয়াইহ র.-এর বরাতে এরূপ কোন কোন রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর সারনির্ধারিত হল, আযান শিক্ষা দেয়া হয়েছে মক্কা মুকার্‌মায়। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতাদেরকে আযান দিতে শুনেছেন। কিন্তু প্রথমতঃ তো হাফিজের তত্ত্বানুসন্ধান মুতাবিক এই রেওয়ায়াতটি সূত্রগতভাবে দুর্বল। দ্বিতীয়তঃ যদি এই রেওয়ায়াতগুলোকে সহীহও মেনে নেয়া হয় তবে আল্লামা সুহায়লী র. 'রওযুল উনুফে' এই সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শুধু আযান শুনানো হয়েছিল। এর হুকুম দেয়া হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-কে স্বপ্নের মাধ্যমে যখন আযানের তা'লীম দেয়া হল, তখন তার সে আযানের বাক্যগুলো স্মরণ এল, যেগুলো তিনি শুনেছিলেন মি'রাজ রজনীতে ফেরেশতাদের কাছ থেকে। এজন্য তিনি নির্দিধায় ইরশাদ করলেন- **إِنَّ هَذَا لَرُؤْيَا حَقٍّ** তথা নিশ্চয় এটি সত্য স্বপ্ন। (তিরমিযী) মোটকথা, আযানের সূচনা হয়েছিল মদীনা তায়্যিবায়া।

প্রথম হিজরীতে আযান শেখানো হয়েছিল

○ অতঃপর মতানৈক্য রয়েছে যে, হিজরতের পর কোন বছর আযান শেখানো হয়েছিল? হাফিজ ইবন হাজার র. বলেন- আযান শেখানোর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীতে। কিন্তু আল্লামা আইনী র. মতে সন ১ হিজরীতে শেখানো হয়েছে। প্রত্যেকের নিকটই নিজস্ব মতবাদের স্বপক্ষে প্রমাণ রয়েছে। ইমাম বুখারী র.-এর আচরণ দ্বারা বোঝা যায় যে, আযানের বিধিবদ্ধতা হিজরতের তৎক্ষণাৎ পর হয়েছিল। এজন্য তিনি কুরআনের আয়াত **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (জুমআ : ৯) দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কারণ, জুম'আ হিজরতের তৎক্ষণাৎ পর ফরয হয়েছিল।

ওলীদের স্বপ্ন প্রমাণ নয়

○ এখানে আরেকটি বিষয় হল, কোন কোন অজ্ঞ সুফী এ হাদীসটিকে আওলিয়ায়ে কিরামের স্বপ্ন প্রমাণ হওয়ার দলীলরূপে পেশ করেছে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন, **إِنَّ هَذَا لَرُؤْيَا حَقٍّ**

তথা নিশ্চয় এটি সত্য স্বপ্ন। কিন্তু এই প্রমাণ সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ, আযানের বিধিবদ্ধতা আমাদের জন্য স্বপ্নের কারণে নয় বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যায়নের কারণে এবং এই বাক্যগুলোর অনুমোদনের কারণে। কারণ, সচেতন ও জাগ্রত অবস্থায় যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্বপ্নের প্রতি সত্যায়ন না করতেন এবং তদানুযায়ী আমল করার নির্দেশ না দিতেন তাহলে এর উপর আমল করা হত না।

মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর যেহেতু কারো স্বপ্নের সত্যতার জ্ঞান কোন নিশ্চিত মাধ্যম দ্বারা হয় না, এজন্য স্বপ্ন দ্বীনের কোন প্রমাণ নয়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-এর স্বপ্নের সত্যায়ন এজন্য করেছেন যে, শ্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মি'রাজ রজনীতে ফেরেশতাদের কাছ থেকে এসব শ্রুত বাক্য শ্রবণে এসেছিল। অতঃপর এ ব্যাপারে একমত রয়েছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ রা.-কে স্বপ্নে আযান শেখানো হয়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত এসব প্রসিদ্ধ বাক্যে আযান দেয়ার পদ্ধতি ছিলনা। হযরত ইবনে উমর রা.-এর পরবর্তী হাদীসটি দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রথম দিকে নামাযের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হত। সেসময় মতো সাহাবীগণ সমবেত হয়ে যেতেন। পরবর্তীতে পরামর্শ হল, হযরত উমর রা. রায় দিলেন, بِالصَّلَاةِ ۖ অর্থাৎ, কোন আহ্বানকারী নির্দিষ্ট করে দেয়া হোক। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল রা.-কে বললেন, بِالصَّلَاةِ ۖ এতে আহ্বান দ্বারা উদ্দেশ্য আযান নয়; বরং الصَّلَاةِ جَامِعَةً বাক্য। যেমন, 'তাবাকাতে ইবন সা'দে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব র.-এর একটি মুরসাল রেওয়াযাত দ্বারা বোঝা যায়। (-কাভল বারী : ২/৬৬) তাছাড়া হযরত নাবি' ইবনে যুবাইরের একটি রেওয়াযাতও তা প্রমাণ করে। যার শব্দগুলো নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে-

فَصَبَّحَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً .

'লোকজনকে উঠেঃহরে আহ্বান করা হল 'আস্ সালাতু জামি'আতুন' তথা নামায তৈরী।' -কাভল বারী : ২/৩

মোটকথা, পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ রা.-কে স্বপ্নের মাধ্যমে আযান শেখানো হয়েছিল, তারপর থেকে বর্তমান আযানের বাক্যগুলো প্রচলিত হয়েছে।

بَابُ كَيْفِ الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ : আযান কিরূপে দেয়া উচিত

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ ثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ، قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لَجَمْعِ الصَّلَاةِ طَأْفَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ! اتَّبِعِ النَّاقُوسَ؟ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى، قَالَ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ . أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

السُّوَالُ: تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ - شَرِّحْ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ أُنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، مَنْ رَأَى الْآذَانَ أَوَّلًا - ادْفَعْ التَّعَارُضَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ فِي هَذِهِ الرُّوَاةِ - شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَوَابِ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ -

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ . اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ . اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ . حَتّٰى عَلَيَّ الصَّلٰوةُ حَتّٰى عَلَى الْفَلَاحِ . قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ . اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ .

সকাল হলে আমি শ্রিয়নবী সদ্দুদ্বাহ্ অলাইহি ওয়াসলাম্-এর দরবারে এসে আমার স্বপ্ন বৃত্তান্তের বিবরণ দিলাম। এতদনুসারে রাসূল সদ্দুদ্বাহ্ অলাইহি ওয়াসলাম্ ইরশাদ করলেন— এটা সত্য স্বপ্ন। যদি আল্লাহ চান, তাহলে তুমি উঠে বিলালের সাথে যাও। তুমি যা দেখেছ তা তাকে বাতলে দাও। সে আযান দিবে। কারণ, তার স্বপ্ন তোমার চেয়ে উচ্চ। আমি বিলালের সাথে উঠে দাঁড়িলাম। আমি তাকে বলছিলাম আর সে আযান দিচ্ছিল। যখন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. স্বীয় ঘর থেকে তা শুনলেন তখন তিনি দ্রুত চাদর হেঁচড়িয়ে বেরিয়ে এসে বলতে লাগলেন, শপথ সে সত্তার যিনি আপনাকে সত্য রাসূল বানিয়েছেন, ইয়া রাসূলুদ্বাহ্! আমিও স্বপ্নে অনুরূপই দেখেছি। রাসূলুদ্বাহ্ সদ্দুদ্বাহ্ অলাইহি ওয়াসলাম্ বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর।

فَبِأَنَّىٰ أُذْنِي صَوْرًا مِّنْكَ : 'কামুস' গ্রন্থকার أُذْنِي শব্দের অর্থ লিখেছেন সুন্দরতম। আর অন্য কোন কোন অভিধানবিদ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন উচ্চ আওয়াজ বিশিষ্ট।

প্রথম ছুরতে এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুয়াযযিনের গলার স্বর সুন্দর হওয়া উত্তম। আর দ্বিতীয় ছুরতে আওয়াজ বড় হওয়া উত্তম বোঝা যায়।

فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رُضْدَاءَ بِلَالٍ رَضَ بِالصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, হযরত উমর রা. আযানের শব্দাবলী বিধিবদ্ধ হওয়ার কথা তখন জানতে পেরেছিলেন, যখন হযরত বিলাল রা. আযান দিয়েছেন। কিন্তু আবু দাউদ ইত্যাদির রেওয়ায়াত দ্বারা বোঝা যায়, যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ রা. স্বীয় স্বপ্ন শুনাচ্ছিলেন তখন হযরত উমর রা. সশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বরং আবু দাউদের এক রেওয়ায়াতে নিম্নোক্ত শব্দগুলো বর্ণিত আছে—

قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَ قَدْ رَأَى قَبْلَ ذَلِكَ فَكُتِمَتْ عَشْرِينَ يَوْمًا قَالَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي فَقَالَ سَقَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ -

'রাবী বলেছেন, উমর ইবনু হযরত খাত্তাব রা. এর পূর্বে এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। অতঃপর তিনি বিশ দিন পর্যন্ত এই স্বপ্ন গোপন রেখেছিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি রাসূল সদ্দুদ্বাহ্ অলাইহি ওয়াসলাম্-কে এ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলেন। তখন তিনি বললেন, এতদিন তুমি আমাকে সংবাদ দাওনি কেন? কি প্রতিবন্ধক ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে, ফলে আমি সংকোচ বোধ করি।' -আবু দাউদ : ১/৭৪

এরূপ বিভিন্নমুখী রেওয়ায়াতের কারণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এটাকে এভাবে বিদূরিত করা যায় যে, মূলতঃ হযরত উমর রা. এই স্বপ্ন হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ রা.-এরও বিশ দিন পূর্বে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি এই স্বপ্ন ভুলে গিয়েছিলেন। অতঃপর যখন হযরত আব্দুল্লাহ রা. স্বপ্ন শুনালেন তখন নিজের স্বপ্ন স্মরণে এসেছে। কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ নীরব থাকেন। কারণ, হযরত আব্দুল্লাহ রা. অগ্রগামী হয়ে গেছেন (এবং প্রবল ধারণা অনুযায়ী তিনি বাড়িতে চলে গেছেন)। পরবর্তীতে হযরত বিলাল রা. আযান দিলেন তখন তিনি এসে রাসূল সদ্দুদ্বাহ্ অলাইহি ওয়াসলাম্-এর খেদমতে আরজ করলেন—

يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَيْلِ الْحَمْدُ فَذَاكَ أَثْبَتُ - ترمذی، باب ماجاء فی بدء الاذان -

এভাবে সমস্ত রেওয়ায়াতের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায়। অতঃপর 'মু'জামে তাবারানী আওসাতে'র একটি রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-কেও স্বপ্নে আযান শেখানো হয়েছিল। বরং ইমাম গাযালী র.-এর 'আল-ওয়াসী'তে দেশের অধিক সাহাবী সম্পর্কে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইবনে সালাহ এবং ইমাম নববী র. এটাকে রদ করে দিয়েছেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, যুহরীর রেওয়ায়াত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব ও আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ সূত্রে অনুরূপই। ইবনে ইসহাক র. এতে যুহরী সূত্রে আল্লাহ আকবার চারবার বর্ণনা করেছেন। আর মা'মার ও ইউনুস যুহরী থেকে আল্লাহ আকবার বর্ণনা করেছেন দু'বার।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ فِيهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

এই উক্তিটির সারনির্ঘাস হল, এই হাদীসটি যেমন মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম- মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ- মুহাম্মদ-তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেমন- সনদের দিকে তাকালেই বুঝা যাবে, অনুরূপভাবে যুহরী- সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব র.- আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে যুহরীর রেওয়ায়াতে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ইখতিলাফ হয়ে গেছে। ইবনে ইসহাক যুহরী থেকে আল্লাহ আকবার চার বার বর্ণনা করেছেন। মা'মার যুহরী থেকে, এমনিভাবে ইউনুস যুহরী থেকে আল্লাহ আকবার দু'বার বর্ণনা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম- আবদুল্লাহ। উপনাম- আবু মুহাম্মদ। পিতা- যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বীহ। তিনি আনসারী সাহাবী। খায়রাজ বংশের লোক।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : বাইয়াতে আকাবা ও বদর যুদ্ধসহ তৎপরবর্তী সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁকে স্বপুযোগে আযানের কালিমাগুলো শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন মদীনাবাসী।

ওফাত : ৩২ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর ওফাত হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি নিজেও সাহাবী। তাঁর পিতাও ছিলেন সাহাবী। তাঁর সূত্রে তাঁর ছেলে মুহাম্মদ এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব ও ইবনে আবু লায়লা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

- বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবাহ : ৩৪৮ - ৩৪৯, আল-ইসাৰা : ২/৩১২

৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ وَفِيهِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُسَدِّدٍ أَبِيْن، قَالَ فِيهِ وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَسَمِعْتَ، قَالَ فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ رَضِيَ لَا يَجُزُّ نَاصِبَتَهُ وَلَا يَفِرُّهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَّحَ عَلَيْهَا .

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيْنِ - شَرَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحَّ
أَذْكُرُ نَبَذَةً مِنْ حَيَاةٍ سَيِّدُونَا إِيَّيْ مَحْذُورَةَ رَضِ
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ৩। হোসাইন ইবনে আলী হযরত আবু মাহযুরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনন্য বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে- الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
الْفَجْرِ الْخَيْرُ مِنَ النَّوْمِ ফজরের প্রথম আযানে (বলতে হবে)।

আবু দাউদ র. বলেন, মুসাদ্দাদের বর্ণনা এর চাইতে বেশি স্পষ্ট। তাতে রয়েছে- তিনি আমাকে ইকামত দুই
দুইবার করে শিখিয়েছেন-
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ،
أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ،
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
আবদুর রাযযাক বলেন, যখন নামাযের ইকামত দেবে তখন দু'বার বলবে-
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
আর তুমি তনে থাকবে,
আবু মাহযুরা তার মাথার সম্মুখভাগের চুল কাটতেন না এবং সেগুলো সিঁথিও করতেন না। কারণ, নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার সম্মুখভাগে হাত বুলিয়েছিলেন। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَ مُسَدَّدٌ -

এ হাদীসটি এ অনুচ্ছেদে ইতোপূর্বে এসেছে।

অর্থ৭, সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গতম আকারে অর্থ৭, হাসান ইবনে আলী হাদীস অপেক্ষা তথা তৃতীয় হাদীস
অপেক্ষা দ্বিতীয় হাদীসটি আযানের আলোচনায় স্পষ্টতম ও পূর্ণাঙ্গতম।

অর্থ৭, হাসান ইবনে আলী স্বীয় হাদীসে বলেছেন।

অর্থ৭, আবু মাহযুরা।

অর্থ৭, দু'বার।

مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রথমত, মুসাদ্দাদ ও হাসান ইবনে আলীর হাদীসের মাঝে পার্থক্যের বিবরণ দান এবং
দ্বিতীয়ত, আবু আসিম ও আবদুর রাযযাকের শব্দরাজিতে পার্থক্য বর্ণনা করা। আবু আসিম ও আবদুর রাযযাক
হাসান ইবনে আলীর উক্তাদ, ইবনে জুরাইজের ছাত্র।

প্রথম বিষয়টির বিবরণ হল, মুসাদ্দাদের হাদীস হাসান ইবনে আলীর হাদীস অপেক্ষা সুস্পষ্টতর এবং
পূর্ণাঙ্গতম।

দ্বিতীয়টির বিবরণ হল, হাসান ইবনে আলী আবু আসিম থেকে যে রেওয়াজাত বর্ণনা করেছেন তাতে
ইকামতের আলোচনা বেশি করেছেন, যা মুসাদ্দাদের হাদীসে নেই, ইকামতের কালিমাগুলো সবিষ্টারে আলোচনা
করেছেন। কিন্তু এর পরিপন্থী মুসাদ্দাদের হাদীসে ইকামতের উল্লেখ নেই এবং আবু আসিম থেকে হাসান ইবনে
আলী আরও উল্লেখ করেছেন যে, ইকামত হল, দু'বার দু'বার কিন্তু الصَّلَاةُ قَامَتْ এর উল্লেখ তাতে নেই।
হাসান ইবনে আলী আবদুর রাযযাক থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে ইকামতের বিষয়টি অতিরিক্ত বর্ণনা
করেছেন, তবে ইজমালিভাবে। আবার ইকামত দু'বার দু'বার الصَّلَاةُ قَامَتْ ও দু'বার দু'বার হবে বলে
উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু মাহযুরা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয় : নাম- কারো মতে আউস, কারো মতে সামুরা, কারো মতে সালামা। পিতার নাম- মি'য়ার ইবনে লাওয়ান। উপনাম- আবু মাহযুরা।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি অষ্টম হিজরীতে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর ইতিহাস হল- অষ্টম হিজরীতে হুসাইন অভিযান শেষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায়ে ফেরার সময় একজনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। তখন আবু মাহযুরা কয়েকজন সাথী নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। সাহাবীর আযান শুনে তিনি আপন সাথীদের নিয়ে ব্যঙ্গ করে আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করছিলেন। আবু মাহযুরার কণ্ঠস্বর ছিল অন্য বালকদের তুলনায় সুমধুর। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই তাকে ডেকে এনে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দেন। অন্য সাথীরা চলে যায়। হযরত আবু মাহযুরা রা. এর অন্তরে আযানের শব্দগুলো যাদুর মত আছর করে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোত্রের ইমাম করে পাঠিয়ে দেন। ইমামতির সময় পোশাকের অভাবে ভাল করে সতর ঢাকতে পারতেন না। তখন মহিলা নামাযীরা মুসল্লিদের বললেন, তোমরা কি তোমাদের ইমামকে আমাদের থেকে পর্দা করাবে না? তাই সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে তার জন্য একটি জামা ক্রয় করে দেন। আবু মাহযুরা রা. বলেন, এ জামা পেয়ে যেমন খুশী আমি হয়েছিলাম এমনটি আর কখনো হইনি।

আযানে তারজী : তার আযানে তারজী ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযান শিখানোর সময়ে তারজী সহকারে তা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারজী-এর অর্থ হল-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

তথা শাহাদাতাইনে প্রথমবার আস্তে বলে দ্বিতীয় বার জোরে বলা।

গুনাবলী : হযরত আবু মাহযুরা রা.-এর কণ্ঠস্বর সু-মধুর হওয়ার কারণে মক্কা বিজয়কালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সেখানকার মুয়াযযিন নিয়োগ করেন।

হাদীস বিবরণ : তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম ও তাহাভীসহ অনেক কিতাবে তার হাদীস রয়েছে। তাঁর থেকে অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- তাঁর ছেলে আবদুল মালিক, নাতি আবদুল আযীয, জ্ঞী উম্মে আবদুল মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাইরীয, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, সাইব, আওস, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ প্রমুখ হাদীস বিশারদ।

ওফাত : তিনি ৫৯ সনে হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলে মক্কায় ওফাত লাভ করেন। কারো কারো মতে, ৭৯ হিজরীতে। অবশ্য ইবনে হাব্বান বলেছেন, তিনি ৫৮ থেকে ৬০ হিজরীর মাঝামাঝি সময় আবু হোরায়রা রা.-এর পরে সামুরা ইবনে জুনদুব রা.-এর আগে ইহকাল ত্যাগ করেন।

- বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ইসাবা : ১/৮৭; উসদুল গাবাহ : ১/৩২৯ - ৩৩০; তাহযীবুত তাহযীব, ইকমাল ইত্যাদি।

بَابُ فِي الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

অনুবাদ : ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান দেয়া

১. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ الْأَنْعَادَ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ - زَادَ مُوسَى فَرَجَعَ فَنَادَى الْأَنْعَادَ الْعَبْدَ نَامَ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرِّحَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১। মুসা ইবনে ইসমাঈল হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, একবার বিলাল রা. সুবহে সাদিকের আগেই আযান দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় আযান দেয়ার স্থানে ফিরে গিয়ে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন- জেনে রেখো, বান্দা (বিলাল রা.) ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আবু দাউদ র. বলেন, হাম্বাদ ইবনে সালামা র. ব্যতীত আর কেউ আইউব র. থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য, আবু আইউব থেকে শুধু হাম্বাদ এ হাদীসটি মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন।
উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর-নাফি'-আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. প্রমুখ সূত্রে মাওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন। যেমন পরবর্তী হাদীসে আপনি দেখতে পাবেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, হাম্বাদ ইবনে সালামা হাদীসটি মারফু রূপে বর্ণনা করতে ভুল করেছেন। এজন্য তিনি পরবর্তী হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন- وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ অর্থাৎ, মাওকুফ হওয়াই বিস্তৃততম।

২. حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ أَنَا نَافِعٌ عَنْ مُؤَدِّنَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مُؤَدِّنًا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَزْنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ২। আইউব ইবনে মানসূর হযরত নাফি র. বলেন, হযরত উমর রা.-এর একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাসরুহ। সে সুবহে সাদিকের পূর্বেই 'আযান দিলে হযরত উমর রা. তাকে নির্দেশ দিলেন... তারপর এরূপ বর্ণনা করেন।... নাফি' অথবা অন্য একজন থেকে বর্ণিত, হযরত উমর রা.-এর একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাসরুহ বা অন্য কিছু। হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, হযরত উমর রা. এর একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাস'উদ। আর এটাই প্রথম উক্তির চেয়ে বিশুদ্ধতম।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ .

আবদুল আযীয-নাফি' সূত্রে বর্ণিত উপরের হাদীসটির সমর্থন উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ, হাদীস মাওকুফ হওয়ার সমর্থন।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَزْنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ .

অর্থাৎ, দারাওয়ারদীও উবাইদুল্লাহ সূত্রে হাম্বাদ ইবনে যায়েদের ন্যায় মাওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন। এ যেন পূর্বেক্ত হাদীসটির মাওকুফ হওয়ার দ্বিতীয় সমর্থন।

অর্থাৎ, আবদুল আযীয ইবনে আবু রাওয়াদ, হাম্বাদ ইবনে যায়েদ ও দারাওয়ারদী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি হাম্বাদ ইবনে সালামা-আইউব সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অপেক্ষা বিশুদ্ধতম। কারণ, হাম্বাদ ইবনে সালামা মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন, অথচ এটি মারফু নয়। বরং হযরত ইবনে উমর রা.-এর উপর মাওকুফ।

بَابُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَأْتِ الْإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ فَعُودًا

অনুচ্ছেদ : নামাযের জন্য ইমাম না এলে বসে বসে তাঁর অপেক্ষা করা

١. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا نَحْنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَرْزَاءُ وَحَجَّاجُ الصَّرَافُ عَنْ يَحْيَى وَهَيْشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَى يَحْيَى وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى وَقَالَا فِيهِ حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . مَا مَعْنَى إِنْتَظَارِ الصَّلَاةِ؟ شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللهُ تَبَذُّهُ مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। মুসলিম ইবনে ইবরাহীম হযরত আবু কাতাদা রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, যখন মুয়াজ্জিন নামাযের জন্য ইকামত দেয়ার ইচ্ছা করে তখন তোমরা আমাদের না দেখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে না।

আইয়ুব ও হাজ্জাজ ইয়াহইয়া ও হিশাম দাসতাতাওয়াঈ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া আমার কাছে লিখেছেন, মুয়াবিয়া ইবনে সাল্লাম, আলী ইবনে মুবারক ও ইয়াহইয়া থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, তারা দুজন সে হাদীসে বলেছেন, “حَتَّى تَرَوُنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ” যতক্ষণ না তোমরা আমাকে দেখ এবং তোমরা প্রশান্ত থেকে।”

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو وَحْبَةَ وَحَجَّاجُ الصَّرَّافِ عَنْ يَحْيَى .

উদ্দেশ্য হল, আবান আলআত্তার এ হাদীসটি ইয়াহইয়া থেকে عَنْ শব্দে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে আইউব ও হাজ্জাজ ইয়াহইয়া থেকে عَنْ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

وَهَشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى .

হিশাম দাসতাতাওয়াঈ মুবতাদা হিসেবে মারফু।

এই ইবারত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হিশাম দাসতাতাওয়াঈ এ হাদীসটি ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হিশাম দাসতাতাওয়াঈ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى না বলে বলেছেন, عَنْ يَحْيَى

قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَقَالَا فِيهِ حَتَّى تَرَوُنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ .

قَالَ অর্থাৎ, আবান আলআত্তার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এতে উপরোক্ত قَالَ তে সনদগত ইখতিলাফ উল্লেখ করেছেন। এখান থেকে এ হাদীসের মতন বা মূলপাঠগত ইখতিলাফ বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ, আবান আলআত্তার-ইয়াহইয়ার রেওয়াযাত حَتَّى تَرَوُنِي এর উপর সমাধি হয়ে গেছে। এতে عَلَيْكُمْ শব্দ নেই। তবে ইয়াহইয়া থেকে মু'আবিয়া ইবনে সাল্লাম ও আলী ইবনে মুবারকও বর্ণনা করেছেন। এতে عَلَيْكُمْ শব্দ অতিরিক্ত আছে।

হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম জাবির। পিতার নাম সামুরা। বংশ পরিক্রমা হল- জাবির ইবনে সামুরা ইবনে জুনাদা ইবনে জুনদুব ইবনে হুজাইর ইবনে রিয়াব ইবনে হাবীব আমিরী সাওয়ায়ী। কারো কারো মতে, জাবির ইবনে সামুরা ইবনে আমর ইবনে জুনদুব। তাঁর উপনাম আবু খালিদ মতান্তরে আবু আব্দুল্লাহ। তিনি হলেন সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্সাস রা.-এর ভাগিনা। তাঁর মায়ের নাম খালিদা বিনতে আবু ওয়াহ্সাস।

অবস্থান : তিনি কুফায় অবস্থান করেন। সেখানে বাড়ি নির্মাণ করেন।

ওফাত : বিশর ইবনে মারওয়ানের কুফা শাসনামলে তিনি ওফাত লাভ করেন। তাঁর জানাযা নামায পড়েন আমার ইবনে হুরাইস মাখযুমী। কারো কারো মতে তাঁর ওফাত হয়েছে ৬৬হিজরীতে মুখতারের শাসনামলে।

তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শাবী, আমির ইবনে সা'দ, তামীম ইবনে তারাফা, আবু ইসহাক সাবীঈ, আবু খালিদ ওয়ালিবী, সিমাক ইবনে হারব প্রমুখ।

সন্তানাদি : ওফাতকালে তিনি চার ছেলে রেখে যান। -বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবা : ২/৪৮৮; ইসাবা : ১/২১২

২. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنَا عَيْسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ قَدْ خَرَجْتُ الْأَمْعَرُ وَرَوَاهُ ابْنُ عَيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ قَدْ خَرَجْتُ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ২। ইবরাহীম ইবনে মুসা-ঈসা.....মা'মার-ইয়াহইয়া তাঁর সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ" - "যতক্ষণ না তোমরা দেখবে আমি বেরিয়েছি।"

আবু দাউদ র. বলেন, মা'মার ছাড়া অন্য কেউ قَدْ خَرَجْتُ উল্লেখ করেননি। ইবনে উয়াইনাও এটি মামার থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাতে خَرَجْتُ বলেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَيُّ مَعْمَرٍ حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ .

অর্থাৎ, মা'মার ইয়াহইয়া থেকে এ হাদীসটি বর্ণনাকালে قَدْ خَرَجْتُ শব্দ অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। মা'মার ছাড়া অন্য কেউ এ অতিরিক্ত শব্দ উল্লেখ করেননি। অতঃপর, মা'মার থেকে ঈসা এবং ইবনে উয়াইনাও বর্ণনা করেছেন। ঈসার রেওয়ায়াতে قَدْ خَرَجْتُ শব্দ অতিরিক্ত আছে। কিন্তু ইবনে উয়াইনার রেওয়ায়াতে এই অতিরিক্ত শব্দ নেই।

নামাযের অপেক্ষা দ্বারা উদ্দেশ্য কি

হাফিজ ইবন হাজার র. ফাতহুল বারীতে এই ফযীলতকে শুধু তখনকার সাথে বিশেষিত বলেছেন, যখন কেউ এক নামায মসজিদে আদায় করে অপর নামাযের অপেক্ষায় সেখানে বসে থাকবে। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব র. এতে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। আশ্চর্য্য বিদ্বান র. এ প্রসঙ্গে রেওয়ায়াতগুলো একত্র করে প্রমাণ করেছেন যে, এই ফযীলত নামাযের সব ধরনের প্রতীক্ষার জন্যই রয়েছে। চাই সে অপেক্ষা মসজিদের ভিতরে হোক কিংবা বাইরে

। দ্রষ্টব্য : মা'আরিফুস সুনান : ১/৩৪২

بَابُ فِي التَّشْيِيدِ عَلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ অনুচ্ছেদ : জামা'আত বর্জনে কঠোরতা আরোপ

۷. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَبِي الزُّرْقَاءِ ثَنَا أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ رَضِيَ قَالَ بَارَسُوكَ اللَّهُ! إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةٌ الْهُوَامُ وَالسِّبَاعُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَسْمَعُ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ فَحَقَّى هَلَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرِيمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ حَتَّى هَلَا -

السَّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ - مَا حُكِمَ الْجَمَاعَةُ لِلصَّلَاةِ؟ أَذْكُرُ الْمَذَاهِبَ مَعَ الْأَدِلَّةِ وَالْجَوَابَ عَنْ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ - شَرَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ رَضِيَ - الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

হাদীস : ৭। হারুন.....হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মদীনা কীট-পতঙ্গ হিংস্র জন্তুপূর্ণ স্থান। নবী করীম সন্মুখ হুজরাইহি ওয়াসুয়াহি বললেন- তুমি কি হত্যা করছো? (তাহলে) অবশ্যই জামা'আতে আসবে।

জামা'আতের হুকুম

তিরমিযীর রেওয়ায়াতে আযানের উত্তর দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আযানের উত্তর দেয়া জামা'আতের কার্যত ডাকে সাড়া দেয়া অর্থাৎ জামা'আতে শরীক হওয়া উদ্দেশ্য।

তিরমিযীর রেওয়ায়াতে আরো আছে- **ثُمَّ أَحْرَقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ**

ইমাম আহমদ র.-এর মাযহাব এই রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে এই যে, জামা'আতে হাজির হওয়া ফরযে আইন। বরং তাঁর থেকে একটি রেওয়ায়াত এটাও আছে যে, বিনা ওজরে একাকী নামায আদায়কারীর নামায ফাসিদ। ইমাম আবু হানীফা র.-এর প্রসিদ্ধ উক্তি হল ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফিঈ র.-এটাকে ফরযে কিফায়া এবং সুন্নাতে আইন সাব্যস্ত করেন। ইমাম আবু হানীফা র.-এরও একটি রেওয়ায়াত অনুরূপ এবং এর উপর কতওয়াও।

অতঃপর প্রত্যেকের মতে জামা'আত তরক করার কিছু ওজর রয়েছে। আর এ অধ্যায়টি সুপ্রশস্ত-উদার।

○ হযরত শাহ সাহেব র. বলেন- এই মতানৈক্য মূলতঃ অভিব্যক্তির ইখতিলাক। পরিণতির দিক দিয়ে বেশী পার্থক্য নেই। কারণ, রেওয়ায়াতগুলোর আলোকে এক দিকে জামা'আতের ব্যাপারে কঠোরতা বোঝা যায়, অপরদিকে সাধারণ ওজরের কারণে জামা'আত ত্যাগ করার অনুমতি বোঝা যায়। প্রথম প্রকারের রেওয়ায়াতগুলো যদি দেখা যায় তবে বোঝা যায় যে, এর স্তর ফরয ওয়াজিবের চেয়ে কম না হওয়া উচিত। আর দ্বিতীয় প্রকারের রেওয়ায়াতগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে এর স্তর এত উঁচু পরিলক্ষিত হয় না। এজন্য হাফসী ও হানাফীগণ, প্রথম প্রকার রেওয়ায়াতগুলোকে আসল সাব্যস্ত করে জামা'আতকে ফরয ওয়াজিব তো বলে দিয়েছেন; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার রেওয়ায়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে জামা'আত তরক করে ওজরের দ্বার সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন। আর শাফিঈগণ এর পরিপন্থী জামা'আতকে সুন্নাত বলে ওজরের গন্ডি সর্ধক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন। অতএব পরিণতির দিকে লক্ষ্য করলে বেশী পার্থক্য থাকে না।

তিরমিযীর হাদীসে আরো বলা হয়েছে—

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ لَا يَشْهَدُ جَمْعَةً وَلَا جَمَاعَةً فَقَالَ هُوَ فِي النَّارِ .

অর্থাৎ, সাময়িক শান্তি ভোগ করার জন্য তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং আগুনে থাকবে অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য সে ব্যক্তি যে, জামা'আতকে মা'মূলি মনে করে হালকা ভাবার কারণে, অথবা এর বিধিবদ্ধতাকে অস্বীকার করার কারণে জামা'আতে যায় না। এমতাবস্থায় **فِي النَّارِ**-এর অর্থ হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذًا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ .

অর্থাৎ, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার দুই শিষ্যের রেওয়ায়াতে মতবিরোধ হয়ে গেছে। একজন রাবী যাইয়েদ ইবনে আবুয যারকা, অপরজন কাসিম জারমী। আবু দাউদ র. বলেন, যাইয়েদ ইবনে আবুয যারকার রেওয়ায়াতে **فَحَى** শব্দ আছে। কাসিম জারমীর রেওয়ায়াতেও আছে। আবু দাউদের কোন কোন কপিতে **عَنْ سُفْيَانَ** এর পর **لَيْسَ** শব্দ এসেছে। যার অর্থ হল, কাসিম জারমীর রেওয়ায়াতে এই শব্দ নেই। কিন্তু কাসিম জারমীর রেওয়ায়াতটি ইমাম নাসাঈ র.ও বর্ণনা করেছেন। তাতে **فَحَى** শব্দ আছে।

হতে পারে কাসিম জারমীর যে রেওয়ায়াতটি আবু দাউদ র.-এর নিকট পৌঁছেছে তাতে এই শব্দ নেই। আর ইমাম নাসাঈর নিকট কাসিমের যে রেওয়ায়াত পৌঁছেছে তাতে সে শব্দটি আছে। এ ব্যাখ্যা হল, আবু দাউদের দ্বিতীয় কপি অনুযায়ী।

ইবনে উম্মে মাকতুম রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি : নাম আবদুল্লাহ। পিতার নাম যাইদা ইবনে আসাম্ম। তাঁকেই বলা হয় ইবনে উম্মে মাকতুম রা.। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন তাকে ডাকা হত। ইমাম বুখারী র. ইবনে ইসহাক র. থেকে এ তথ্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন— ইবনে উম্মে মাকতুম হলেন— আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে ওরাইহ ইবনে কায়েস ইবনে যাইদা ইবনে আসাম্ম। তিনি বনু আমির ইবনে যুরাই-এর লোক। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর নাম হল আমর। অধিকাংশের মত এটাই।

—বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবাহ : ২/৩০৮; ইসাবা : ২/৩০৮

بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : নামাযের দিকে দৌড়ে যাওয়া

۱. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَنَا عَنْ عُبَيْدَةَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتَوْهَا تَسْعَوْنَ وَأَتَوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي
 حَمْرَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَهُ فَأَقْضُوا . وَقَالَ مُحَمَّدٌ
 بْنُ عَمِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضٍ وَجَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضٍ
 فَاتِمُوا وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَنْسُ رَضٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ قَالُوا فَاتِمُوا .
 السُّوَالُ : زَيْنُ الْحَدِيثِ النَّبِيُّ الشَّرِيفُ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرِّحَ مَا قَالَ
 الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
 الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। আহমদ ইবনে সালিহ..... হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি
 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি- যখন নামাযের ইকামত দেয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়ে
 নামাযের জন্য আসবে না, বরং শান্তশিষ্টভাবে হেঁটে আসবে এবং যতটুকু নামায পাবে (ইমামের সাথে) পড়ে
 নিবে, আর যেটুকু ছুটে যাবে, তা পূর্ণ করে নিবে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ الزُّبَيْدِيُّ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا .

অর্থাৎ এ হাদীসটি যুহরী থেকে ইউনুস বর্ণনা করেছেন। তাতে مَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا শব্দ আছে। এরূপভাবে
 যুহরীর উপরোক্ত শিষ্যরাও বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ مَا فَاتَكُمْ শব্দ তাঁরাও যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন।

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَهُ فَأَقْضُوا .

অর্থাৎ, যুহরীর সব শিষ্য مَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا বর্ণনা করেছেন। এর পরিপন্থী ইবনে উয়াইনা فَاتِمُوا এর
 পরিবর্তে فَأَقْضُوا বলেছেন।

অতএব, ইবনে উয়াইনা এ শব্দের একক বিবরণদাতা।

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضٍ وَجَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ رَضٍ .

উদ্দেশ্য যুহরীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শিষ্যের রেওয়ায়াতের সমর্থন। অর্থাৎ, তাঁদের রেওয়ায়াতের সমর্থন মুহাম্মদ
 ইবনে আমর এবং জাফর ইবনে রবী'আর রেওয়ায়াত দ্বারাও হয়। কারণ, তাঁরা দু'জনও বীয সনদে হযরত আবু
 হোরায়রা রা. থেকে مَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا শব্দ বলেছেন।

وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَنْسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ قَالُوا فَاتِمُوا .

এখানেও যুহরীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রের রেওয়ায়াতের সমর্থন উদ্দেশ্য। কারণ, একদল সাহাবী فَاتِمُوا
 বলেছেন। এসব উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য فَأَقْضُوا শব্দের উপর فَاتِمُوا কে প্রাধান্য দান।

অতঃপর তিনি পরবর্তী হাদীস বর্ণনা করেছেন, এতেও فَاتِمُوا এবং فَأَقْضُوا এর ইখতিলাফ রয়েছে।

بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ : কে ইমামতির অধিক হকদার

২. حَدَّثَنَا ابْنُ مَعَاذٍ ثَنَا إِبْنِي عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ وَلَا يُزَمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ أَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً .

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْعَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ . الْأَقْرَأُ أَوْ الْأَعْلَمُ؟ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الْأَيْمَةِ مَبْرَهُنَا مُرْجِحًا مَعَ الْجَوَابِ عَنْ إِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ . شَرِّحْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَلَا يَوْمُ الرَّجُلِ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ২। ইবনে মুআয র. শো'বা র. অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে- একজন আরেকজনকে প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করবে না।

আবু দাউদ বলেন, ইয়াহুইয়া আল-কাত্তান শো'বা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, 'ইমামতি করবে ঐ লোক যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ কারী'।

উক্ত মাসআলায় ইমামগণের মতামত

তিরমিযীর হাদীসে আছে-

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُم بِالسُّنَّةِ .

❶ এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেন, সবচেয়ে বড় কারী ইমামতের অধিক হকদার। তিনি বড় আলিমের উপর প্রাধান্য রাখেন। সবচেয়ে বড় কারী দ্বারা উদ্দেশ্য যিনি তাজজীদ ও কিরাআতে অভিজ্ঞতর এবং যার কুরআন বেশী মুখস্থ আছে। ইমাম শাফিঈ ও মালিক র.-এরও একটি রেওয়াজাত ইমাম আহমদ ও আবু ইউসুফ র.-এর অনুরূপ।

❷ ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ র. সবচেয়ে বড় আলিম অথবা বড় ফকীহকে বড় কারীর উপর প্রাধান্য দেন। মালিকী ও শাফিঈদেরও দ্বিতীয় রেওয়াজাত অনুরূপ।

❸ ইমাম আবু হানীফা র. প্রমুখের প্রমাণ-ওফাত রোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইরশাদ-**مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيَصِلْ بِالنَّاسِ** এরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামতি হযরত আবু বকর রা.-এর উপর ন্যস্ত করেছিলেন। অথচ হযরত উবাই ইবন কা'ব রা. ছিলেন সবচেয়ে বড় কারী। যেমন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। প্রকাশ থাকে যে, এখানে হযরত আবু বকর রা.-কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল সবচেয়ে বড় আলিম হওয়ার ভিত্তিতে। এজন্য হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন-**وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا** 'আবু বকর ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম।'

যদি বড় কারীকে প্রাধান্য দেয়া উত্তম হত তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব রা. কে ইমাম বানাতেন।

○ প্রথমোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যা সাধারণত এই করা হয় যে, সাহাবী যুগে বড় আলিম ও বড় কারীতে কোন পার্থক্য ছিল না। যিনি বড় কারী ছিলেন তিনি বড় আলিমও ছিলেন। যেন বড় কারী ও বড় আলিমের মাঝে সমতার সম্পর্ক। কিন্তু এই উত্তর কয়েকটি কারণে ঠিক নয়।

○ হযরত শাহ সাহেব র. বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কারী সাহাবী তাদেরকেই বলা হত যারা কুরআনে কারীমের হাফিজ হতেন। যেমন বীরে মা'উনার যুদ্ধে এবং ইয়ামামার যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের ক্ষেত্রে **قُرَّاء** শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

○ দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন হয় যে, বড় কারী দ্বারা যদি উদ্দেশ্য বড় আলিম হয়, তাহলে **أَقْرَأَهُمْ أَبِي بِن كَعْبٍ**-এর অর্থ হবে হযরত উবাই ইবন কা'ব রা. সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন। এটা ইজমার পরিপন্থী।

○ তৃতীয়তঃ উক্ত হাদীসে সবচেয়ে বড় কারী (**أَقْرَأُ**) ও সবচেয়ে বড় আলিম (**أَعْلَمُ**) স্পষ্টভাবে আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, বড় কারী দ্বারা বড় আলিম উদ্দেশ্য নয়।

○ অতএব, বিদ্বৎ কথা হল, ইসলামের প্রাথমিক দিকে যখন কুরআনে হাকীমের হাফিজ ও কারী কম ছিলেন এবং প্রতিটি ব্যক্তির এতটুকু পরিমাণ কুরআনের আয়াত মুখস্থ ছিল না, যথারা মাসনূন কিরাআতের হক আদায় হয়, তখন হিফজ ও কিরাআতের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য ইমামতিতে বড় কারীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন কুরআনে কারীম ভালরূপে প্রচলিত হয়ে গেল, তখন বড় আলিম হওয়ায় ইমামতি উত্তম বা মুস্তাহাব হওয়ার সর্বপ্রথম মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়। কারণ, বড় কারীর প্রয়োজন নামাযের শুধু একটি রুকনে হয়ে থাকে। মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওস্বাত রোগে হযরত আবু বকর রা.-কে ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছিল বড় আলিম হওয়ার কারণেই। আর যেহেতু এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ শেষ কালের, এজন্য এটি সেসব হাদীসের জমা রহিতকারীর মর্যাদা রাখে, যেগুলোতে বড় কারীর প্রাধান্যের বিবরণ রয়েছে।

তিরমযীর হাদীসের পরবর্তী বাক্য হল—

فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً : এই হিজরত দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে যার উপর ঈমান নির্ভর করত। পরবর্তীতে এর উপর ঈমানের নির্ভরতা রহিত হয়ে যায়। অতএব, বেশী হকদার হওয়ার এই মানদণ্ড এখন খতম হয়ে গেছে। এখন ফুকাহায়ে কিরাম এর স্থলে সবচেয়ে বেশী পরহেজগারকে রেখেছেন। এ বিষয়টি প্রবল ধারণা মুতাবিক সে হাদীস থেকেই গৃহীত, যাতে বলা হয়েছে—**الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهِي** **وَرَعُ** এই হিজরতকেই **وَرَعُ** বা পরহেজগারী বলে।

তিরমযীর হাদীসের পরবর্তী দুটি বাক্যের ব্যাখ্যাও প্রসঙ্গক্রমে এখানে প্রদত্ত হল।

وَلَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ : অর্থঃ, যেখানে কোন ব্যক্তির মালিকানা অথবা প্রভাব ও ক্ষমতা রয়েছে সেখানে তাকে যেন মুক্তাদী না বানানো হয়। অর্থঃ, যেখানে যিনি ইমাম সেখানে তিনিই নামায পড়াবেন।

وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ : যদি দুটি মাতৃফ বাক্যের পর কোন একটি ইস্তিসনা অথবা শর্ত আসে, তবে তাতে মতানৈক্য রয়েছে যে, এর সম্পর্ক দুটি বাক্যের সাথে হবে, না শুধু শেষ বাক্যের সাথে হবে। এবার ইমাম শাফিঈ র.-এর মূলনীতি অনুসারে তো এখানে কোন প্রশ্ন নেই।

○ কিন্তু হানাফীদের মূলনীতির উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, **إِلَّا بِإِذْنِهِ** ইস্তিসনা (ব্যতিক্রমভুক্তি) শুধু সম্মানিত স্থানে বসার সাথে সম্পৃক্ত হবে, প্রভাবাধীন স্থানে ইমামতের সাথে নয়। অথচ হানাফীদের মতে হুকুমের দিক দিয়ে উভয়টি সমান।

০ এর উত্তর হল, অনুমতির সাথে প্রভাবাধীন ক্ষেত্রে ইমামতির বৈধতা এই ইতিসন্যার কারণে নয়; বরং এর কারণ মূলতঃ এই যে, আমরা যখন প্রভাবাধীন স্থানে ইমামতি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলাম, তখন এর কারণ ছিল, এর ফলে আসল ইমাম সাহেবের কষ্ট হবে এবং তাঁর মন ছোট হবে যে, তাঁর থেকে ইমামতি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু যখন তিনি অনুমতি দিবেন তখন সে কারণ দূরীভূত হয়ে যাবে, এজন্য ইমামতি জায়িয়।

حَدَّثَنَا ابْنُ مَعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ لَا يَوْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ -

প্রথম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য শো'বার শিষ্যদের শাস্তিক পার্থক্যের বিবরণ দান। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী শো'বা থেকে যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, তাতে لَا يَوْمُ بِصِغَةِ مَجْهُولٍ আছে। এখানে মাফউলে বিহীকে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। মু'আয মারুফের সীগা বর্ণনা করেছেন। ফায়েল ও মাফউল উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا بَحَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ أَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً -

হতে পারে এর দ্বারা আবুল ওয়ালীদ- শো'বা সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির শক্তি যোগানো উদ্দেশ্য। কারণ, أَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً শব্দ যেমন আবুল ওয়ালীদ- শো'বা-এর রেওয়ায়াতে আছে, এমনিভাবে ইয়াহইয়া আল কাস্তান- শো'বার রেওয়ায়াতেও এ শব্দটি আছে।

٦. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ وَقَدُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَوْمُنَا قَالَ أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُ قَالَ فَقَدَرْتَنِي وَأَنَا غُلَامٌ وَعَلَى شِمْلَةٍ لِي قَالَ فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرِمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ وَكُنْتُ أَصْلَى عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ لَنَا وَقَدَرْتَنِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ

السَّوَالُ : تَرْجِمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِيُّ الشَّرِيفُ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرِّحَ مَا قَالَ الْإِسَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح -

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ৬। কুতাইবা..... হযরত আমার ইবনে সালামা রা. থেকে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত, তারা একটি প্রতিনিধি দল নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলেন। তাঁরা ফিরে আসার সময় জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে আমাদের ইমামতি করবে? তিনি বললেন- যার কুরআন সবচেয়ে বেশি হিফজ আছে। রাবী বলেন, আমার চাইতে বেশি আর কারো কুরআন হিফজ ছিল না। কাজেই তাঁরা আমাকেই (ইমামতির জন্য)

আগে দিলেন। আমি হিলাম অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। আর আমার পরনে ছিল এক প্রস্থ কাপড়। এরপর থেকে জারম গোত্রের যে কোন মজলিসে আমি উপস্থিত থাকতাম, আমিই তাদের ইমাম হতাম। আর আমি তাদের জানাযা নামায পড়ে আসছি, আজকের এদিন পর্যন্ত। ইমাম আবু দাউদের উক্তি মতে অপর একটি বর্ণনায় আমার ইবনে সালামা থেকেই বর্ণিত হয়েছে। তাতে তার পিতার উল্লেখ নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مَسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا وَقَدَ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ .

উদ্দেশ্য হল, এ হাদীসটি মিস'আর ইবনে হাবীব থেকে বর্ণনাকারী ওয়াকী' ও ইয়াযীদ ইবনে হারুন দু'জন। তবে উভয় রেওয়াজাতে أَبُو শব্দ থাকা না থাকার ব্যাপারে বিভিন্ন রকম। ওয়াকী'-মিস'আর এর রেওয়াজাতে أَبُو শব্দ আছে, ইয়াযীদ-মিস'আরের রেওয়াজাতে নেই। কাজেই ওয়াকী'এর রেওয়াজাতের সারমর্ম হল, আমার ইবনে সালামা সে প্রতিনিধি দলে ছিলেন না, যেটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসেছিল। বরং তিনি স্বীয় পিতা থেকে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং প্রতিনিধি দলের মাঝে ইমামতি সংক্রান্ত কি আলোচনা হয়েছিল। ইয়াযীদ ইবনে হারুনের রেওয়াজাতের সারনির্ধারক হল, আমার ইবনে সালামাও সে প্রতিনিধি দলে ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিজ কানে একথা শুনেছেন, নিজের পিতা সূত্রে নয়। অথবা তিনি প্রতিনিধি দলে ছিলেন না, বরং স্বীয় পিতা থেকে শুনেছেন অথবা প্রতিনিধি দলের কোন সদস্যের কাছ থেকে।

بَابُ الْإِمَامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

অনুচ্ছেদ : যে ইমাম বসে বসে নামায পড়ান

۳. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنِيُّ عَنْ وَهْبٍ عَنْ مَصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ مُسْلِمٌ وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ .

السُّوَالُ: تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . هَلْ يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْقَائِمِ بِالْقَاعِدِ؟ مَا الْإِفْعَالُ فِيهِ بَيْنَ الْإِيْمَةِ الْكِرَامِ؟ بَيْنَ مُبَرِّئِنَا مَعَ تَرْجِيحِ الرَّاجِحِ . مَتَى وَقَعَتْ وَاقِعَةُ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ؟ شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ৩। সূলাইমান..... হযরত আবু হোরাযরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে তার অনুসরণ করার জন্য। কাজেই ইমাম যখন তাকবীর বলে, তোমরাও তাকবীর বলো। তোমরা তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না ইমাম তাকবীর বলে। ইমাম যখন রুকু করে তোমরাও রুকু করো। তোমরা রুকু করো না, যতক্ষণ না ইমাম রুকু করে। ইমাম যখন سَمِعَ وَلَكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলে, তখন তোমরা বলো, اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (এবং তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা)। ইমাম যখন সিজদা করে, তোমরাও সিজদা করো। তোমরা সিজদা করো না, যতক্ষণ না ইমাম সিজদা করে। ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়ো, আর সে বসে পড়লে, তোমরাও বসে বসে পড়ো।

আবু দাউদ বলেন, আমার কোন আমার সাথী সূলাইমান সূত্রে اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বাক্যটি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ইমাম বসে নামায পড়লে মুক্তাদী কিভাবে পড়বে

এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে যে, ইমাম এবং মুনফারিদের জন্য বিনা ওযরে ফরয নামায বসে আদায় করা জাযিয় নেই। এরূপ করলে তার নামায আদায় হবে না। অবশ্য যদি ইমাম সাহেব ওযরের কারণে বসে নামায আদায় করেন, তাহলে মুক্তাদীদের ইকতিদা এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মতবিরোধ রয়েছে। এ সম্পর্কে তিনটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

১. ইমাম মালিক র.-এর প্রসিদ্ধ উক্তি হল, যে ইমাম বসে নামায আদায় করেছেন, তার ইকতিদা কোন অবস্থাতেই জাযিয় নেই। না বসে, না দাঁড়িয়ে। অবশ্য যদি মুক্তাদীও মা'যুর হয়, দাঁড়াতে না পারে, তাহলে সে এরূপ ইমামের ইকতিদা করতে পারে। (আল্লামা ইবন রুশদের বক্তব্য অনুযায়ী এটি ইবনুল কাসিম বর্ণনা করেছেন।) এই মাযহাবটি ইমাম মুহাম্মদ র.-এর দিকেও সম্বন্ধযুক্ত। অতঃপর ইমাম মুহাম্মদ, ইবনুল কাসিম এবং অধিকাংশ মালিকী মুক্তাদীদের মা'যুর অবস্থায়ও যে ইমাম রুগ্ন ও বসে নামায আদায় করছেন তার পেছনে ইকতিদা করা মাকরুহ বলেছেন। বরং কোন কোন মালিকী তো এটি না জাযিয় বলে উক্তি করেন।

২. ইমাম মালিক র. আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের ঘটনাটিকে রহিত মনে করেন। তিনি ইমাম শা'বী র. এর মারফু' রেওয়াযাত দ্বারাও প্রমাণ পেশ করেন। যেটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন- لَا يُؤْمَنُ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম বলেন, এ হাদীসটি নির্ভর করে জাবির জু'ফীর উপর। যিনি সর্বসম্মতিক্রমে দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী র. এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, 'শা'বী থেকে এ হাদীসটি জাবির জু'ফী ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি অপাংক্তেয়। হাদীসটি মুরসাল। এর দ্বারা প্রমাণ হতে পারে না।' অতএব, এই হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করা ঠিক নয়।

৩. দ্বিতীয় মাযহাব ইমাম আহমদ, আওয়াইদ, ইসহাক র. এবং জাহিরী সম্প্রদায়ের। তাদের মতে ইমাম যদি রুগ্ন হন এবং বসে ইমামতি করেন, তবে তার ইকতিদা করা জাযিয়। মুক্তাদীর জন্যও জরুরী হল, বসে নামায আদায় করা।

হাফিজ ইরাকী র. শরহুত তাকরীবে, আল্লামা ইবনে কুদামা র. আল-মুগনীতে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আহমদ র.-এর মতে মুক্তাদীদের বসে ইকতিদা করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে-

১. ইমাম প্রথম থেকেই বসে নামায পড়ছেন। অর্থাৎ, তার ওজর শুরু থেকেই, নামাযের মাঝখানে এই ওজর যোগ হয়নি।

২. ইমাম সুনির্দিষ্ট।

৩. তার ওজর দূর হওয়ার আশা করা যায়।

ইমাম আহমদ র. প্রমুখের প্রমাণ আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীস। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু নামায বসে পড়াননি; বরং অন্যদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন— ‘যখন ইমাম দাড়িয়ে নামায পড়ান তখন তোমরা সবাই দাড়িয়ে নামায পড়ো।’

৩. তৃতীয় মাযহাব ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আবু ইউসুফ, সুফিয়ান সাওরী, আবু সাওর এবং ইমাম বুখারী র.-এর। তাঁদের মতে যে ইমাম বসে নামায পড়ান তার পেছনে ইকতিদা করা জাযিয় আছে। কিন্তু যাদের ওযর নেই এ ধরনের মুকতাদীর জন্য জরুরী হল, এমতাবস্থায় দাড়িয়ে নামায পড়া। বসে ইকতিদা করা জাযিয় নেই। ইমাম হামিমী র. এটাকে অধিকাংশ আলিমের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

৩ তাদের প্রমাণ, কুরআনে কারীমের আয়াত—**وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِعِينَ** এতে নামাযে দাড়ানোকে ব্যাপক আকারে নামাযের ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে। মা'যুররা **لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** (আল্লাহ তা'আলা কারো উপর সাধ্যাভীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না) আয়াতের আলোকে ব্যতিক্রমভুক্ত হবে। তবে যারা সুস্থ- মা'যুর নয়, তাদেরকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার কোন কারণ নেই।

৩ অতঃপর সেসব হাদীসও সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণ যেগুলোতে দাড়ানোর উপর সক্ষম ব্যক্তিকে বসে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রা. এর হাদীসে আছে—

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى فَلْيَصِلْ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» - ابن دؤود ১/১৩৭

তিনি বলেন, আমার নাসূর (প্রবাহমান স্থায়ী যখম) হয়েছিল। অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, তুমি দাড়িয়ে নামায পড়। যদি এর উপর সক্ষম না হও তবে বসে পড়। যদি তাও না পার তবে পার্শ্বে শুয়ে আদায় কর।

৩ সংখ্যাগরিষ্ঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত রোগের ঘটনা। তাতে তিনি বসে ইমামতি করেছেন। সমস্ত সাহাবী ইকতিদা করেছেন দাঁড়িয়ে। যেহেতু এটি ওফাত রোগের ঘটনা সেহেতু আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির জন্য এটি রহিতকারী। এ কারণে আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটির প্রথম উত্তর হানাফী এবং শাফিঈদের পক্ষ হতে এই দেয়া হয় যে, এটি ওফাত রোগের ঘটনা দ্বারা মানসুখ বা রহিত।

৩ হাসলীগণ দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, আবু দাউদ ইত্যাদির বর্ণনায় আছে—**إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ** - **إِذَا صَلَّى قَائِمًا** **فَصَلُّوا جُلُوسًا** **وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قَائِمًا** - **وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ فَارَسٌ يَعْظُمَانِهَا** এর হুকুমের সাথে স্পষ্ট এই বিবরণও বিদ্যমান রয়েছে যে, ‘পারস্যবাসী তাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে যে আচরণ করে তোমরা অনুরূপ করো না।’

—আবু দাউদ : ১/৮৯

যদ্বারা বোঝা যায় যে, মুকতাদীদের বসে ইকতিদা করার কারণ, পারস্যবাসীদের সাথে সামঞ্জস্য অবলম্বন থেকে বেঁচে থাকা এবং এই কারণ এখনও অবশিষ্ট আছে। এজন্য এই হুকুম রহিত হওয়ার কি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে?

১. এর উত্তর হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ র. দিয়েছেন যে, মূলতঃ প্রথম দিকে যখন সাধারণ মানুষ ইসলামী জীবন-পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে সারেনি এবং তাদের মন মগজে ইসলামী ধর্ম-বিশ্বাস ও ইসলামী

সামাজিকতা পরিপক্ব হয়ে উঠেনি, তখন অমুসলিমদের সাথে সাধারণ সামঞ্জস্য থেকেও নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু যখন মানুষের মন-মস্তিষ্কে ইসলামী আকাইদ ও ইসলামী সামাজিকতা সুদৃঢ় হয়ে যায়, তখন আর এর প্রয়োজন থাকেনি। এ কারণে ওফাত রোগের ঘটনা এটাকে রহিত করে দেয়।

২. সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ থেকে আলোচ্য হাদীসের দ্বিতীয় উত্তর এই দেখা হয়েছে যে, এই রেওয়াজাতটি নফলের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণে নফল নামাযে মুক্তাদীও বসে বসে ইমামতকারীর ইকতিদা বসে করতে পারে।

○ কিন্তু এর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আবু দাউদের একটি রেওয়াজাতে নামায ফরয হওয়ার সুস্পষ্ট বিবরণ আছে। যেমন, হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে—

رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا بِالدِّينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جَذَامٍ نَخْلَةٍ فَأَنفَكْتَ قَدَمَهُ فَأَتَيْنَاهُ نَعُوْدَهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرَبَةٍ لِعَائِشَةَ رَضِيَ سَبْعُ جَالِسًا قَالَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُوْدَهُ فَصَلَّى الْكَثْرَةَ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا قَالَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِذَا صَلَّيَ الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا الْخ.

‘একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায অশ্বারোহন করলে ঘোড়াটি তাঁকে একটি খেজুরের ডালে ফেলে দিল। ফলে তার পা ভেঙ্গে হয়ে গেল। অতঃপর আমরা তার গুশ্শার জন্য এলাম। আমরা তাকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর রুম্মে বসে নামাযরত পেলাম। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে আমরা তার পেছনে দাড়ালাম। তিনি আমাদের ব্যাপারে নীরব রইলেন। অতঃপর আরেকবার তার গুশ্শার জন্য এলাম। তিনি ফরয নামায বসে পড়লেন। আমরা তাঁর পেছনে দাড়ালাম। তিনি ইঙ্গিত দিলে আমরা বসে পড়লাম। এরপর যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন বললেন, ইমাম যখন বসে নামায পড়ে তখন তোমরাও বসে নামায পড়ো.....।’ —আবু দাউদ : ১/৮৯

এভাবে স্পষ্ট বিবরণ হয়ে গেল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বিতীয় নামাযটি ছিল ফরয।

○ হানাফী এবং শাফিঈগণ এর এই উত্তর দেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যদিও ফরয নামায ছিল কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম তাতে নফলের নিয়তে অংশীদার হয়েছিলেন। যার প্রমাণ হল, ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকদিন পর্যন্ত হযরত আয়েশা রা. এর রুম্মে অবস্থান করছিলেন। মসজিদে আসতে পারেননি। বস্তুতঃ এটা খুবই অযৌক্তিক যে, এই সব দিনে মসজিদে নববী জামা’আতশূন্য ছিল। অতঃপর হযরত আয়েশা রা. এর রুম্মও এত প্রশস্ত ছিল না যে, সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম সেখানে তাঁর পেছনে ইকতিদা করবেন। এজন্য স্পষ্ট এটাই যে, সাহাবায়ে কিরাম মসজিদে নববীতে স্বীয় ওয়াজে জামাআত সহকারে নামায পড়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুশ্শার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। আর যখন তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামায পড়তে দেখেছেন তখন তাঁর ইকতিদার ফযীলত অর্জন করার উদ্দেশ্যে নফলের নিয়তে তাঁর সাথে শরীক হয়েছিলেন।

৩. হযরত শাহ সাহেব র. এ হাদীসটির তৃতীয় একটি উত্তর দিয়েছেন। সেটি হল, এ হাদীসটি মাসবুকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে, ইসলামের প্রথম দিকে সাহাবায়ে কিরামের কর্ম পদ্ধতি এই ছিল যে, মাসবুক দাড়ানো ও বসা অবস্থায় ইমামের ইকতিদার পরিবর্তে স্বীয় রাক’আত সংখ্যা গণনা করতেন। অর্থাৎ, যদি ইমামের দ্বিতীয় রাক’আত হত আর মাসবুকের প্রথম রাক’আত তাহলে ইমাম সিদ্ধার জন্য বসে যেতেন। আর মাসবুক দাড়িয়ে যেতেন। আর যদি ইমামের তৃতীয় রাক’আত হত আর মাসবুকের দ্বিতীয় রাক’আত, তাহলে ইমাম দাড়িয়ে যেতেন আর মাসবুক বসে যেতেন। কিন্তু একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. এই পদ্ধতির

পরিপন্থী দাড়ানো ও বসা অবস্থায় ইমামের ইকতিদা করেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—
 ۞ إِنَّا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضَئَ لَكُمْ سَنَةً فَاسْتَنْوَاهَا তথা, ইবনে মাসউদ তোমাদের জন্য একটি সুন্নত চালু করেছে। তোমরা এই সুন্নতের অনুসরণ করা।
 —মুসাননাফে আবদুল রাযযাক : ২/২২৯

০ হযরত শাহ সাহেব র. বলেন, হতে পারে আলোচ্য হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর ইরশাদ ‘যখন ইমাম বসে নামায পড়ে, তখন তোমরা সবাই বসে নামায পড়ো’ মাসবুকের এই ছুরতের সাথে সম্পৃক্ত।

৪. এ হাদীসের চতুর্থ উত্তর এই দেয়া হয়েছে যে, এই হুকুমটি শুধু সে পদ্ধতির সাথে বিশেষিত ছিল যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইমাম ছিলেন। এর প্রমাণ কানযুল উম্মালে মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক সূত্রে হযরত উরওয়া র.-এর এই উক্তি বর্ণিত আছে— ۞ بَلَّغْنِي أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ غَيْرِ النَّبِيِّ ۞ — অন্যদের জন্য বসে ইমামতি করা নবী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির জন্য উচিত নয়— এই সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে।

—কানযুল উম্মাল : ৪/২৫৮

উরওয়া সগু ফকীহ এবং মহান তাবিঈনের একজন ছিলেন। তাঁর নিকট পৌঁছা হাদীসগুলো নিঃসন্দেহে শক্তিশালী এবং গ্রহণযোগ্য। কিন্তু মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকের যে কপিটি কিছুদিন পূর্বে মজলিসে ইলমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এই উক্তিটি উরওয়ার পরিবর্তে আবু উরওয়ার দিকে সন্ধকযুক্ত করা হয়েছে, যেটি মা’মার ইবনে রাশিদের উপনাম। যিনি আব্দুর রাযযাকের উস্তাদ। (অতএব, এর অন্য কোন কপি দেখা যেতে পারে।—সংকলক।) মোটকথা, এই রেওয়ায়াতটি বিশেষত্বের স্পষ্ট নিদর্শন।

০ অবশ্য এই উত্তরের উপর আবু দাউদের নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতটি দ্বারা প্রশ্ন হয়।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ ثَنِيَّ حُصَيْنٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يُؤْمِنُهُمْ قَالَ فَبَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ۞ يَعُوذُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ إِمَامَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتَ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا .

হযরত উসাইদ ইবন হুযাইর রা. তাদের ইমামতি করতেন। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অসুস্থ) উসাইদের গুশফার জন্য এলেন। লোকজন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের ইমাম অসুস্থ। উত্তরে তিনি বললেন, ইমাম যখন বসে নামায পড়ে তখন তোমরাও বসে নামায পড়।’ —আবু দাউদ : ৩/১৮৯

০ এর উত্তর হল, ইমাম আবু দাউদ এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন, وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ ۞ بِمُتَّصِلٍ يَعْنِي لَمْ يَسْمَعْ حُصَيْنٌ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ তথা, এই হাদীসটি মুস্তাসিল নয়। তথা, হুসাইন উসাইদ ইবন হুযাইর রা. থেকে শ্রবণ করেন নি।

হযরত আনাস রা.-এর হাদীসের ঘটনা কখন ঘটেছে?

وَفِي رِوَايَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۞ رَكِبَ فَرَسًا فَصَرَغَ عَنْهُ فَجَحَشَ شِقَّهُ فَصَلَّى صَلَوةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا .

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর পা ছিল। ঘটনা অতঃপর বসে নামায পড়ানো এবং সাহাবায়ে কিরামের বসে ইকতিদা করার ঘটনা ঘটেছে পক্ষম হিজরীতে মদীনা মুনাওয়রায।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ اللَّهُمَّ رِنَّا لَكَ الْحَمْدُ أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ .

অর্থাৎ আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ সুলাইমান ইবনে হারব যখন এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন তখন اللَّهُمَّ رِنَّا لَكَ الْحَمْد বাক্যের শব্দ আমি বুঝতে পারিনি, তখন আমার কোন সাথী তা আমাকে বুঝিয়ে দেন। অথবা সে দরসে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তি বুঝিয়ে দেন।

٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ الْمَصْبُحِيُّ نَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ بِهَذَا الْخَيْرِ زَادَ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ، أَلَوْهَمَّ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ .

হাদীস : ৪৮। মুহাম্মদ ইবনে আদম..... হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে তার অনুসরণ করার জন্য। তারপর অনুরূপই বর্ণনা রয়েছে। তাতে রয়েছে- ইমাম যখন কিরাআত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থাকবে। আবু দাউদের মতে “ইমাম যখন কিরাআত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থেকো” এ অতিরিক্ত অংশটুকু ‘মাহফুজ’ (সুরক্ষিত) নয়। এটা আবু খালিদের ধারণা (মুহাদ্দিসীনদের মতে আবু দাউদের এ উক্তি সহীহ নয়)।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ .

ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য হল, এই হাদীসের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা। সেটি হল, এর অংশ قَرَأَ فَانصِتُوا সংরক্ষিত নয়। মূলতঃ এ অংশটি দ্বারা হানাফীদের মাযহাব স্পষ্ট হয়ে যায়। সম্ভবতঃ এ কারণে ইমাম আবু দাউদ র. স্বীয় মাযহাবের পরিপন্থী দেখে এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, এ অংশটুকু মাহফুজ বা সংরক্ষিত নয়। হযরত সাহারানপুরী র. বয়লুল মাজহুদে এ প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَوْمَرِيهِ الْمَأْمُومُ مِنْ اتِّبَاعِ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ : মুকতাদীকে ইমামের যে অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়

٣. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ زُهَيْرُ بْنُ ثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانَ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَكِيمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ قَالَ كُنَّا نَصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ ﷺ يَضَعُ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرَحَ مَا

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .

الجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّرَافِ .

হাদীস : ৩। যুহাইর ইবনে হারব হযরত বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সদ্দাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায পড়তাম। আমাদের মধ্যে কেউই রুকুতে যেতে পিঠ ঝুঁকাতো না, যতক্ষণ না নবী করীম সদ্দাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রুকুতে দেখতে পেত।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ زُهَيْرٌ ثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانَ وَغَيْرُهُ -

অর্থঃ এখানে দু'টি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য-

১. আবু দাউদের দুই উস্তাদের শব্দরাজিতে যে ইখতিলাফ রয়েছে তার বিবরণ দান। ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ হারুন এ হাদীসটি সুফিয়ান-আবান ইবনে তাগলিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি لَفْظُ غَيْرُهُ শব্দ উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয় উস্তাদ যুহাইরও সুফিয়ান থেকে বর্ণন করেছেন। কিন্তু তিনি এটি বর্ণনা করেছেন।

২. حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانَ وَغَيْرُهُ - এ হাদীসের সনদের উপর যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তার উত্তর দান। প্রশ্নটি হল, আবান এতে মজবুত হাফিজদের বিরোধিতা করে كَيْلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي كَيْلَى উল্লেখ করেছেন। অথচ মজবুত হাফিজদের কেউ 'আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা' উল্লেখ করেননি বরং হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল খিতমী-বারা রা.' বলেছেন।

○ আবু দাউদ র. এর উত্তর দিচ্ছেন যে, এতে আবান একা নন বরং এ হাদীসটি অনেক কুফীও বর্ণনা করেছেন। কাজেই আবান যা উল্লেখ করেছেন তা গায়রে মাহফুজ তথা অসংরক্ষিত নয়।

بَابُ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْءُ

অনুচ্ছেদ : মহিলা কয় কাপড়ে নামায পড়বে

۳. حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بِهِذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِئَتْهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّي الْمَرْءُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يَغْطِي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَكَرُّ بْنُ مُضَرٍّ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِئَتْ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ ﷺ قَصْرًا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِئَتْ -

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ ثُمَّ شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح -
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ৩। মুজাহিদ হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম রাসূলুল্লাহ সদ্দাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছেন যে, মহিলা কি একটি বড় টিলেঢালা কামিজ ও চাদরে নামায পড়বে? যাতে কোন পেডিকোট নেই। এতদনুসারে নবী করীম রাসূলুল্লাহ সদ্দাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন কাপড়টি এত পূর্ণাঙ্গ প্রশস্ত হয় যেটি তার পশদয়ের পৃষ্ঠ ঢেকে ফেলে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيَكْرُبُ بْنُ مُضَرَّ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ ﷺ .

সারমর্ম হল, এ হাদীসটি এসব মনীষী বর্ণনা করেছেন। এঁরা সবাই নির্ভরযোগ্য। তাঁরা সবাই এটিকে হযরত উম্মে সালামা র.-এর উপর মাওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে দিনার মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে মারফু আকারে উল্লেখ করেছেন। অতএব, ইমাম আবু দাউদ র. যেন এ উক্তি দ্বারা ইঙ্গিত করছেন, মারফু আকারে বিবরণ শায।

بَابُ الْمَرْءَةِ تَصَلَّى بِغَيْرِ خِمَارٍ

অনুচ্ছেদ : যে মহিলা ওড়না ছাড়া নামায পড়ে

١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
السُّؤَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না..... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- আদ্বাহ তাআলা ওড়না ছাড়া প্রাণ্ডবয়স্ক মহিলার নামায কবুল করেন না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

উদ্দেশ্য হল, এ হাদীসটি কাতাদা থেকে হাম্মাদ ও সাঈদ ইবনে আবু আরুবা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উভয়ের রেওয়য়াতে পার্থক্য আছে। হাম্মাদ- কাতাদা-ইবনে সীরীন.....সূত্রে মুস্তাসিল রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাঈদ ইবনে আবু আরুবা কাতাদা- হাসান বসরী সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ رَضِيَ عَنْهَا طَلْعَةَ رَضِيَ عَنْهَا فَرَأَتْ بَنَاتًا لَهَا فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ وَفِي

حُجِّرَتِي جَارِيَةً فَالْقَى إِلَى حَقْوَةٍ وَقَالَ لِي شَقِيْبِي بِشَقَّتَيْنِ فَأَعْطَىٰ هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَيَأْتِي لِأَرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ أَوْ لَا أَرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْيِيسِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرِّحْ مَا قَالَ إِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحْمَهُ .

الجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ২। মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ..... মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রা, তালছুর মা সাফিয়্যার নিকট গেলেন। তিনি সাফিয়্যার মেয়েদের দেখে বললেন- রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন। তখন আমার নিকট একটি বালিকা ছিল। তিনি আমাকে তার একখানা লুংগি দিয়ে বলেন- এটিকে দুই টুকরা করে এক টুকরা এই বালিকাটিকেও দাও, অপরটি উম্মে সালামার নিকট যে বালিকা রয়েছে তাকে দাও। কারণ, আমি তাকে অথবা তাদের উভয়কে প্রাণবয়স্কা মনে করি।

আবু দাউদ বলেন, এরপই বর্ণনা করেছেন হিশাম র. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন র. থেকে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ .

সম্ভবতঃ এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হাম্মাদ-কাভাদা সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটির মাওসুল হওয়ার সমর্থন দান। তারপরও হাদীসটি মুনকাতি' হবে। কারণ, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন হযরত আয়েশা রা. থেকে শ্রবণ করেননি।

بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

অনুচ্ছেদ : আড়ালের নিকটবর্তী হওয়া

١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ سَفْيَانَ أَنَا سَفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَابْنُ السَّرِّجِ قَالُوا ثَنَا سَفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعْ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَوَتُهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَاقِدٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَخْتَلَفَ فِي إِسْنَادِهِ .

السُّوَالُ : تُرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১। মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ হযরত সাহল ইবনে আবু হাস্মা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমাদের কেউ যখন সুতরার আড়ালে নামায পড়ে, সে যেন সুতরার কাছে থাকে। যাতে শয়তান তার নামায ভংগ না করতে পারে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَقَدْ بَنَ مُحَمَّدٌ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

এ উক্তির সারমর্ম হল, এ হাদীসটির সনদে ইখতিলাফ রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ র. শেষে বলেছেন-
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ - সুফিয়ানের রেওয়ায়াতে নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে। ওয়াকিদ ইবনে মুহাম্মদের রেওয়ায়াতের সনদ হল নিম্নরূপ-

এতে নাফি' এর উল্লেখ নেই। কোন কোন মুহাদ্দিস عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু যর গিফারী র.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি : নাম- জুনদুব। উপনাম- আবু যর। উপাধি- শায়খুল ইসলাম। পিতার নাম- জুনাদাহ। গিফার গোত্রের লোক ছিলেন বলে তাঁকে গিফারী বলা হয়। তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, দুনিয়া বিমুখ মুহাজির সাহাবী।

জন্ম : তিনি জাহেলী যুগে কোন এক শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : কারো কারো মতে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ৫ম ব্যক্তি। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্বীয় গোত্রে চলে যান এবং তাদের মাঝে অবস্থান করতে থাকেন।

মদীনায় অবস্থান : আবু যর গিফারী রা. দীর্ঘদিন ধরে স্বীয় গোত্রের মাঝে অবস্থানের পর হিজরী ৫ম সালে খন্দকের যুদ্ধের পর মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হন। অতঃপর মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস শুরু করেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ : তিনি বদর, উহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধের সময়ে নিজ দেশে থাকায় এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। হিজরী ৫ম সনের পর সংঘটিত তাবুক যুদ্ধসহ প্রায় সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সোহবত : তিনি মদীনায় অবস্থানকালে সর্বক্ষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে অতিবাহিত করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনযির ইবনে আমরের সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দেন। 'যাতুর রিকা' যুদ্ধে যাত্রাকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন।

পরবর্তীতে আবাসস্থল পরিবর্তন : পরিণত বয়সে তিনি কয়েকটি স্থানে বসবাস করেন। যেমন- হযরত উমর রা.-এর খিলাফতকালে মদীনায় বসবাস করেন। পরে এক সময় হযরত মুআবিয়া রা.-এর সাথে বিশেষ একটি ব্যাপারে মতানৈক্যের পর হযরত উসমান রা.-এর আদেশক্রমে তিনি মদীনার বাইরে 'রাবযা' নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন। আমরগ তিনি সেখানেই বসবাস করেন।

গুণাবলি : তিনি ছিলেন একজন মিতব্যয়ী ও সংযমী মনীষী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত করাকে তিনি অবৈধ মনে করতেন। এ নিয়ে অনেক সাহাবীর সাথে তাঁর মতবিরোধ হয়। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বেও আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করেছেন।

হাদীস রেওয়াজাত : হাদীস শাফ্রে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। তিনি সর্বমোট ২৮১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ৩১টি হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম র. যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন। অবশিষ্টগুলো আলাদা আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ওফাত : তিনি হযরত ওসমান রা.-এর খিলাফত আমলে হিজরী ৩২ সনে ৮ যিলহজ্জ মদীনা থেকে চত্বিশ মাইল দূরে 'রাবযা' নামক স্থানে ওফাত লাভ করেন। তাঁর জানাযা নামাযের ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থাও হয় বিশ্বয়করভাবে আল্লাহর নুসরতে।

- বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবা- ১/৫৬২-৫৬৫

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ : কিসে নামায ভঙ্গ করে

۱. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنَى أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الصُّغَيْرَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَمِيدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ آخِرَةِ الرَّجُلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ؟ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ .

السُّؤَالُ : تُرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। হাফস ইবনে উমর..... হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- নামাযী ব্যক্তির সামনে যদি (উটের পিঠের) হাড়দার পেছনের লাকড়ি পরিমাণ কিছু না থাকে, আর তার সামনে গাধা, কালো কুকুর অথবা মহিলা অতিক্রম করে, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আমি বললাম, লাল, হলুদ বা সাদার তুলনায় কালো কুকুরের কি এমন বৈশিষ্ট্য? তিনি বললেন, হে ডাভুসুদ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেমন ভূমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। তিনি বলেছিলেন- কালো কুকুর হচ্ছে একটি শয়তান।

অর্থঃ ইমাম আবু দাউদ র.-এর প্রথম উস্তাদ।

অর্থঃ আবু যর রা. বলেছেন।

اَرْثَاۤءُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ অর্থাৎ, আবু দাউদ র. বলেন, আমার প্রথম উস্তাদ হাফস এ হাদীসটি মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন।

وَقَالَ অর্থাৎ, ইমাম আবু দাউদ র.-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় উস্তাদ আবদুস সালাম ও ইবনে কাসীর হযরত আবু যর রা.-এর উপর মাওকুফরূপে বর্ণনা করেন।

۲. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَ رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَوْفَقَهُ سَعِيدٌ وَهَشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَ. السُّوَالُ: تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ. شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح. الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ.

হাদীস : ২। মুসান্নাদ..... হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- ঋতুবতী মহিলা ও কুকুর নামাযীর নামায নষ্ট করে দেয়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

সারকথা, কাতাদা শো'বা থেকে এ হাদীসটি মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ও হিশাম ইবনে আব্বাস রা.-এর উপর মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শো'বার মারফু বিবরণ শায় আর তাদের মাওকুফ বিবরণ মাহজুজ।

بَابُ مَنْ قَالَ الْمَرْءُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ : যে বলে মহিলা নামায ভঙ্গের কারণ হয় না

۱. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَ قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهَا قَالَتْ وَأَنَا حَائِضٌ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَهَشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو الْأَسْوَدِ وَتَمِيمٌ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَ وَأَبِرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَ وَأَبُو الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَ لَمْ يَذْكُرُوا وَأَنَا حَائِضٌ.

السُّوَالُ: تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ. أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح. الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

হাদীস : ১। মুসলিম..... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (নামাযের সময়) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ও কিবলার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। শো'বা র. বলেন, আমার মনে হয় তিনি এটাও বলেছিলেন, আমি তখন মাসিক অবস্থায় ছিলাম। ইমাম আবু দাউদের উক্তি মতে ... কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ও আবু সালামা হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে 'আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম' অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ .

সারকথা হল, উরওয়া থেকে এই হাদীসটি বর্ণনাকারী একজন হলেন, সা'দ ইবনে ইবরাহীম। তিনি وَأَنَا حَائِضٌ শব্দ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উরওয়া থেকে বর্ণনাকারী যুহরী থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কেউ وَأَنَا حَائِضٌ শব্দ উল্লেখ করেননি। কাজেই সা'দ ইবনে ইবরাহীমের হাদীসের ঐ বাক্যটি শায। কারণ, তিনি অনেক হাফিজে হাদীসের পরিপন্থী বর্ণনা দিয়েছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ : যে বলে কোন কিছু নামায ভঙ্গের কারণ হয় না

২. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا مُجَالِدٌ ثَنَا أَبُو الْوَدَّاعِ قَالَ مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَفَعَهُ ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَلَكِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اِدْرُؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا تَنَازَعَ الْخَبْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَظَرَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدِهِ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِنْ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْحِكَاةِ ؟ مَا الْإِخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْأَتَمَةِ الْكِرَامِ ؟ أَذْكَرُ مَبْرَهِنًا مَرْجِعًا مَعَ الْجَوَابِ عَنْ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ . مَا وَجْهُ تَخْصِصِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ ؟ شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ২। মুসাদ্দাদ..... আবুল ওয়াদাদ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক কুরাইশ যুবক হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর সামনে দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি তাকে বাধা দিলেন। সে আবার আসলে তিনি তাকে পুনরায় বাধা দিলেন। একরূপ তিনবার হল। নামায শেষে তিনি বললেন, বহুত নামাযকে কোন কিছুই নষ্ট করতে পারে না। তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবশাদ করেছেন- তোমরা যথাসাধ্য (অতিক্রমকারীকে) বাধা দিবে; কারণ, সে হচ্ছে একটা শয়তান।

আবু দাউদ র. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'টি হাদীস যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তাহলে তাঁর সাহাবীগণ যে আমল করেছেন তা লক্ষ্য করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا تَنَازَعَ الْخَبْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَظَرَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ.

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হল, মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার ফলে নামায ভঙ্গ হওয়া না হওয়া সংক্রান্ত উভয় প্রকার রেওয়াজাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ধরনের বিতর্কিত হাদীস এক মাসআলা সম্পর্কে এসেছে, সেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবায়ে কিরামের আমল ও ফতওয়া দেখতে হবে যে, এগুলোর উপরে আমল কিরূপ ছিল? পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদগুলো দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আবদুল্লাহ হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর ফতওয়া হল, এসব জিনিসের কোন একটি অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে নামায ভঙ্গ হয় না। অতএব, এর উপর আমল করা হয়।

কোন কিছু অতিক্রম করলে নামায ভঙ্গ হয় না

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসের ন্যায় তিরমিযীতে একটি রেওয়াজাত আছে-

إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلَوَتُهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

ইমাম আহমদ র. এবং কোন কোন আহলে জাহির এ ধরনের হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করতে গিয়ে বলেন, উক্ত তিনটি জিনিস মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায ফাসিদ হয়ে যায় যখন সুতরা বা অন্তরা না থাকে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে নামায ফাসিদ হয় না।

○ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণ, তিরমিযীতে ((بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْئًا)) বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীস-

كُنْتُ رَدِيفَ الْفَضْلِ عَلَى أَتَانَ (أَيِ حِمَارَةٍ) فَوَصَلْنَا الصَّفَّ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ

صَلَوَتُهُمْ - نَسَائِي : ٣٨/١ ومصنف عبد الرزق ٢٨/٢

○ তাছাড়া হযরত আয়েশা রা. এর হাদীসে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন। আর আমি তাঁর সামনে লাশের ন্যায় শুয়ে থাকতাম। এসব রেওয়াজাত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গাধা ও মহিলা মুসল্লীর সামনে থাকা অথবা অতিক্রম করার ফলে তা নামায ভঙ্গের কারণ হয় না। অবশ্য কালো কুকুর সম্পর্কে কোন রেওয়াজাত সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট নেই। কিন্তু কালো কুকুরকেও এ দুটির উপর কিয়াস করা যেতে পারে। কারণ, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে তিনটির আলোচনা এক সাথেই এসেছে।

○ এখানে কোন কোন হাযলী মাযহাবপন্থীর পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি বাচনিক। আর সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণগুলো ক্রিয়াবাচক। অতএব, বাচনিক প্রমাণের প্রাধান্য হওয়া উচিত।

○ এর উত্তর হল, প্রাধান্যের এ মূলনীতি তখন আমলযোগ্য যখন সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হয়। আর এখানে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। তার পদ্ধতি হল, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে قَطَعَ দ্বারা উদ্দেশ্য নামায ফাসিদ হয়ে যাওয়া নয়। বরং মুসল্লী এবং তার প্রভুর মাঝে সম্পর্ক তথা খুশ ও একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়া।

তিনটি জিনিসকে বিশেষিত করার কারণ কি?

○ এর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাহলে এ তিনটি জিনিসকে বিশেষিত করার কারণ কি?

৩ এর উত্তর হল, এই তিনটি জিনিসের মাঝে শয়তানী প্রভাবের দখল রয়েছে। কারণ, তিরমিযীর হাদীসটিতেই ইরশাদ রয়েছে- **الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ** 'কালো কুকুর শয়তান।' আর মহিলাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- **النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ** 'নারী হল শয়তানের জাল।' গাধা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়াজাতে আছে, এটা শয়তানের প্রভাবের কারণে চিৎকার করে থাকে। **فَلِكَلٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ عِلَاقَةٌ لِلشَّيْطَانِ** অতএব, তিনটির মধ্যেই শয়তানী প্রভাবের সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য বিশেষভাবে এই তিনটি জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩ অতঃপর সহীহ কথা হল, আত্মাহুর সাথে সম্পর্ক যুক্তি দ্বারা অনুধাবনযোগ্য বিষয় নয়। অতএব, কোন জিনিস এই সম্পর্ক বিনষ্ট করবে আর কোনটি এই সম্পর্ক সৃষ্টি করবে এর যথার্থ জ্ঞান কেবল ওহীর মাধ্যমেই হতে পারে। তাতে কিয়াস বা যুক্তির দখল নেই।

প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাচনিক হাদীসটির বিপরীত সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্রিয়াবাচক দলীলগুলোর প্রাধান্যের আরেকটি কারণ হল, যদি ক্রিয়াবাচক হাদীসগুলো সাহাবায়ে কিরামের উক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে কখনো কখনো বাচনিক হাদীসগুলোর উপর প্রাধান্য লাভ করে। এখানেও অনুরূপ। কারণ, সাহাবায়ে কিরামের প্রচুর আছর এরূপ বর্ণিত আছে যে, এগুলো দ্বারা নামায ফাসিদ হয় না। মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা, মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক ও তাহাভীতে এরূপ বিবরণ রয়েছে।

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ অনুচ্ছেদ : দু' হাত উত্তোলন

৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَوَةَ أَبِي فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ التَّحَفْتُ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفْيَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ . قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ فَقَالَ هِيَ صَلَوَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هَمَامٌ عَنْ ابْنِ جُعَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ .
السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح . أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ رَض .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৩। উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর আবদুল জাক্বার বলেন, আমি হিশাম ছোট বালক, আমি পিতার নামায সম্পর্কে বুঝতাম না। অতঃপর ওয়াইল আবু ওয়াইল থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু ওয়াইল ইবনে হজর

রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায আদায় করি। তিনি তাকবীর বলার সময় নিজের দু'হাত উঠাতেন, পরে তিনি তাঁর হাত কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি যখন রুকু করতেন, তখন স্বীয় হাত দু'খানা বের করে উপরে উঠাতেন। তিনি রুকু হতে মাথা উঠানোর সময়ও দুই হাত উপরে উঠান। অতঃপর তিনি সিজদায় যান এবং স্বীয় চেহারা দু'হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি সিজদা হতে মাথা উঠাবার সময়ও স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন। এভাবে তিনি তাঁর নামায শেষ করেন।

রাবী মুহাম্মদ বলেন, এসম্পর্কে আমি হাসান ইবনে আবুল হাসানকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এমনি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায আদায়ের নিয়ম। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করেছে- সে তো করেছে এবং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করেছে সে তো তা ত্যাগ করেছে।

—মুসলিম

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, হাম্মাম- হযরত ইবনে জুহাদা হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঐ বর্ণনায় সিজদা হতে মাথা উঠানোর সময় হাত উত্তোলনের উল্লেখ নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعٌ عَنْ ابْنِ جُرَّادٍ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য আবদুল ওয়ারিস ও হাম্মামের রেওয়ায়াতে যে ইখতিলাফ রয়েছে তার বিবরণ দান। কারণ, ইবনে জুহাদা থেকে আবদুল ওয়ারিস এবং হাম্মাম উভয়জন বর্ণনা করেছেন। আবদুল ওয়ারিসের রেওয়ায়াতে আছে— رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ رَفْعٌ يَدِيهِ আর ইবনে জুহাদা থেকে হাম্মাদও বর্ণনা করেছেন। তাতে এ رَفْعٌ يَدِيهِ এর উল্লেখ নেই।

হযরত ওয়াইল ইবনে হজর রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি : নাম ওয়াইল পিতার নাম হজর। বংশ পরিচিতি হল ওয়াইল ইবনে হজর ইবনে রবীয়া ইবনে ওয়াইল ইবনে ইয়ামুর আল হায়রামী।

আবুল কাসিম ইবনে আসাকির র. বলেছেন, ওয়াইল ইবনে হজর ইবনে সা'দ ইবনে মাসরুক ইবনে ওয়াইল। আরো অন্যান্য উক্তিও রয়েছে। তিনি ছিলেন হাদরামাউতের একজন চৌধুরী। তার পিতা ছিলেন সেখানকার সশ্রাট।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী : রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তিনি প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আগমনের কয়েকদিন পূর্বেই সাহাবায়ে কিরামকে তাঁর আগমণ সম্পর্কে সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের নিকট অনেক দূর-দুরান্তভূমি হাদরামাউত থেকে ওয়াইল ইবনে হজর আসবে। সে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের প্রতি আগ্রহী ও অনুগত হয়ে এখানে আসবে। সে সশ্রাটদের শাহজাদাদের অবশিষ্ট একজন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তিনি প্রবেশ করলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মুবারকবাদ জানান। তাকে নিজের কাছে এনে বসান এবং নিজের চাঁদর তাঁর জন্য বিছিয়ে দেন। তাকে এর উপর নিজের সাথে বসান তাঁর জন্য দোআ করেন— হে আল্লাহ! ওয়াইল ও তার সন্তান সন্ততিতে বরকত দাও।

একটি বিশ্বয়কর ঘটনা : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হাদরামাউতের চৌধুরীদের উপর গর্ভনর নিযুক্ত করেছেন। কিছু জমিদারী দান করেন এবং হযরত মুয়াবিয়া রা.-কে তার সাথে পাঠান। তিনি বললেন,

তাকে তুমি সে জমি দিয়ে দিও। হযরত মুয়াবিয়া রা. তাঁকে বললেন, আমাকে আপনার পিছনে আরোহণ করান। তিনি দুপুরের প্রচণ্ড গরমেরও অভিযোগ করেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাজা বাদশাহদের পিছনে আরোহণ করি না। তখন তিনি বললেন, আমাকে আপনার জুতা দিন। তিনি বললেন, উটনীর ছায়াকে জুতা বানান। তিনি বললেন, এতে আমার কি ফায়দা আছে? মোটকথা, তিনি জুতাও দেননি। হযরত মুয়াবিয়া রা. পায়ে হেটে কষ্ট করে যান। পরবর্তীতে ওয়াইল রা.-এর জন্য অনুভব হন।

অবস্থান : তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফায় অবস্থান করেন। হযরত মুয়াবিয়া আ.এর শাসনামল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর নিকট প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হলে হযরত মুয়াবিয়া রা. তাঁকে সিংহাসনে বসান। এবং পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন ওয়াইল বলেন, হায়! যদি আমি তখন তাঁকে আমার সামনে আরোহণ করাভাম!

জিহাদ : সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী রা.-এর সাথে অংশ গ্রহণ করেন। সেদিন হাদরামাউতের ঝাড়া ছিল তাঁর হাতে।

হাদীস রেওয়ায়াত : তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর দুই ছেলে আলকামা ও আবদুল জব্বার হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আবদুল জব্বার তাঁর পিতা থেকে হাদীস শুনে নি। কুলাইব জারমী, তাঁর বী উম্মে ইয়াহইয়া প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

—উসদুল গাবাহ : ৫/৪০৫-৪০৬; ইকমাল : ৬২১

بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : নামাযের সূচনা

৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بَعْنَى ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُلَعَلَةَ عَنْ عَمْرِو الْعَامِرِيِّ رَضِيَ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَذَكَّرُوا صَلَاتَهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فَإِذَا رَكَعَ أَمَكَنَّ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَضَرَ ظَهْرَهُ مُقْبِعَ رَأْسِهِ وَلَا صَافِحَ بِخَدِّهِ وَقَالَ إِذَا قَعَدَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ الْبُسْرَى وَنَصَبَ الْيَمْنَى فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَقْضَى بِوَرَكِهِ الْبُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ، ثُمَّ شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا أَبِي حُمَيْدٍ وَعَمْرِو الْعَامِرِيِّ رَضِيَ أَوْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৩। কুতাইবা ইবন সাঈদ মুহাম্মদ ইবন আমর আল আমিরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাহাবায়ে কিরামের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তারা সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায সম্পর্কে আলোচনা করেন। তখন হযরত আবু হুমাইদ রা. বলেন অতঃপর মুহাম্মদ র. পূর্বোক্ত হাদীসটির কিছু অংশ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন নবীজী সা. রুকু করতেন তখন তাঁর হাতের তালু হারা হাট্ট মজবুভাবে ধরতেন

এবং হাতের আংগুলগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখতেন এবং এ সময় তিনি স্বীয় মাথা পিঠ বরাবর রাখতেন। রাবী বলেন, অতঃপর যখন তিনি দুই রাক'আত নামায আদায়ের পর বসতেন, তখন বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। অতঃপর তিনি যখন চতুর্থ রাক'আতের পর বসতেন, তখন তিনি নিজের উভয় পা ডান দিকে বের করে দিতেন এবং বাম পাশের পক্ষাঘদেদের উপর ভর দিয়ে বসতেন।

فَذَكَرَ অর্থাৎ, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হালহালা। এর প্রবক্তা ইমাম আবু দাউদ র.।

بَعْضُ الْحَدِيثِ : অর্থাৎ, আবদুল হামীদ ইবনে জাফর-মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের কোন অংশ। এ হাদীসটি এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, এ হাদীসটি আবদুল হামীদ ইবনে জাফর এবং মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হালহালা উভয়েই রেওয়ায়াত করেছেন। আবদুল হামীদ ইবনে জাফর বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা থেকে। তাঁর হাদীসটি সুদীর্ঘতম। এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করলেই তা বুঝা যাবে। মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হালহালাও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আমর আমিরী থেকে এবং হাদীসটিও সংক্ষিপ্ত। অর্থাৎ, পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেননি, অংশতঃ উল্লেখ করেছেন। অতঃপর, ইমাম আবু দাউদ র. উভয় হাদীসের মাঝে وَقَالَ أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ বলে ইখতিলাফের বিবরণ দিচ্ছেন, কোনটি কত দীর্ঘ, আর কোনটি কত সংক্ষিপ্ত।

আবু হুমাঈদ, আমর ও আবু উসাইদ রা.-এর পরিচিতি

● আবু হুমাঈদ রা.

নাম ও বংশ পরিচিতি : তার উপনাম আবু হুমাঈদ। আবদুর রহমান সাদ আনসারী খায়রাজী সাইদী রা.-এর ছেলে। তার উপনাম সমধিক প্রসিদ্ধ। একদল রাবী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর শাসন আমলের শেষ দিকে ওফাত লাভ করেছেন। -বিত্তারিত দ্রষ্টব্য : ইকমাল : ৫৯১; ইসাবা : ৪/৪৬; উসদুল গাবাহ : ৬/৭৫-৭৮৬

● আমর আমিরী রা.

নাম : আমর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। বংশ হল- আমর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস আমিরী। তিনি বনু আমির ইবনে লুয়াই এর বংশধর। উষ্ট্রযুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। -উসদুল গাবা : ৪/২৩৮

● আবু উসাইদ রা.

নাম : মালিক। উপনাম আবু উসাইদ। বংশতালিকা হল- আবু উসাইদ মালিক ইবনে রাবী'আ আনসারী সাইদী। তিনি সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি আপন উপনামে সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রচুর পরিমান রাবী তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত : ৬০ হিজরীতে তার ওফাত হয়। তখন তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। চোখের জ্যোতি শেষ বয়সে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বদরে সর্বশেষ সাহাবী তাঁরই ওফাত হয়। -বিত্তারিত দ্রষ্টব্য- ইকমাল : ৫৮৫; ইসাবা : ৪/৮ ইত্যাদি।

٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُعَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ رَضَ فَذَكَرُوا صَلَوةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بَعْضُ هَذَا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهَا وَوَرَّيْدِيهِ فَنَجَافِي عَنْ جَنْبَيْهِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَمْكَنَ

أَنفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَى يَدَيْهِ عَن جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حُدُودَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى يَرِجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَّقَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصُرِّ الْيَمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيَمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيَمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ لَمْ يَذْكُرِ التَّوْرَكَ وَذَكَرَ نَحْوُ فُلَيْحٍ وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحِرِّ نَحْوَ جَلَسَ حَدِيثٍ فُلَيْحٍ وَعُتْبَةُ .
السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح . أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أَوْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمَةَ رَض .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৬ । আহমদ ইবনে হাশল হযরত আব্বাস ইবনে সাহল রা. বলেন, হযরত আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ, সাহল ইবনে সাদ এবং মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. কোন এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নামায আদায়ের ধরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন । এ সময় আবু হুমাইদ রা. বলেন, আমি তোমাদের চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নামায সম্পর্কে অধিক অবহিত..... অতঃপর কিছু অংশ এখানে বর্ণনা করেন ।

রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করার সময় স্বীয় হস্ত দ্বারা হাঁটু শক্তভাবে ধরেন । অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় তাঁর পার্শ্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন ।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি সিজদার সময় নাক ও কপাল মাটির সাথে মিলিয়ে রাখেন এবং হস্তদ্বয় পাশ হতে দূরে সরিয়ে রাখেন । অতঃপর তিনি এমনভাবে মাথা উঠান যে, শরীরের সমস্ত সংযোগস্থান স্ব-স্ব স্থানে স্থাপিত হত । অতঃপর বসে তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পায়ের সম্মুখভাগ কিবলামুখী করে রাখতেন এবং ডান হাতের তালু ডান পায়ের উরুর উপর রাখতেন এবং বাম হাত বাম পায়ের উপর এবং তাশাহুদ পাঠের সময় শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন ।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এই হাদীস উত্বা র. আবদুল্লাহ হতে এবং তিনি আব্বাস ইবনে সাহল হতে বর্ণনা করেছেন । কিন্তু তাঁরা সেখানে বাম পার্শ্বের পঞ্চাৎদেশের উপর বসার কথা উল্লেখ করেন নি ।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى

বিভূক্ত হল ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ । যেমন গ্রন্থকার ইতোপূর্বকার হাদীসে উল্লেখ করেছেন, অনুরূপভাবে পরবর্তী অনুচ্ছেদে الرَّابِعَةُ فِي الذِّكْرِ التَّوْرَكَ তেও ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন ।

অর্থাৎ, এ হাদীসটি উত্বা ইবনে আবু হাকীম ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন । ঈসা বর্ণনা করেছেন আব্বাস ইবনে সাহল থেকে । অতএব, উত্বা ইবনে আবু হাকীম তাওয়াররুকের উল্লেখ করেননি । না প্রথম বৈঠকে, না দ্বী সিজদার মাঝে, না শেষ বৈঠকে ।

অর্থাৎ, ফুলাইহ- আব্বাস ইবনে সাহল সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ন্যায় । কারণ, কোন বৈঠকেই তাওয়াররুকের উল্লেখ করেননি । এটি হল ৬নং হাদীস ।

মোটকথা, তাওয়াররুফ উল্লেখের ক্ষেত্রে রেওয়ায়াতগুলো বিভিন্ন রকম। আবদুল হামীদ ইবনে জাফর ও মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হালহালা স্ব স্ব হাদীসে তাওয়াররুফ উল্লেখ করেছেন, শুধুমাত্র শেষ বৈঠক ছাড়া। তাঁদের দু'জনের হাদীস হল, ২ নং ও ৩ নং রেওয়ায়াত। দু'টো হাদীসের দিকে নজর করলে বিষয়টি বুঝা যাবে। এ হাদীসটি হাসান ইবনুল হুর ও রেওয়ায়াত করেছেন ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ থেকে। এটি হল এ অনুচ্ছেদের পঞ্চম হাদীস। তিনি দু' সিজদার মাঝে তাওয়াররুফের কথা উল্লেখ করেছেন, বাকি বৈঠকগুলোতে এর উল্লেখ করেননি। ফুলাইহ-আব্বাস ইবনে সাহল সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে তাওয়াররুফের কোন উল্লেখই নেই। না প্রথম বৈঠকে, না দু' সিজদার মাঝে, না শেষ বৈঠকে। যেমন আবু দাউদ র. বলেন- **وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ نَحْوَ جُلُوسِهِ**। এর সারনির্ঘাস হল, আবদুল হামীদ ইবনে জাফর- মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আত্তার সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত থেকে দ্বিতীয় বৈঠকে তাওয়াররুফের উল্লেখ রয়েছে। এটি হল এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীস। এরূপভাবে মুহাম্মদ ইবনে আমর আমিরীও এ অনুচ্ছেদের তৃতীয় হাদীসে তাওয়াররুফের উল্লেখ করেছেন দ্বিতীয় বৈঠকে। হাসান ইবনুল হুর তাওয়াররুফের উল্লেখ করেছেন দু' সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে, দ্বিতীয় বৈঠকে নয়। অতএব, এখানে হাসান ইবনুল হুরের হাদীসের বৈঠককে ফুলাইহ এবং খুতবার হাদীসের বৈঠকের সাথে উপমা দান শুধু তাশাহহুদদ্বয়ের বৈঠকের সাথে সীমিত। কারণ, উভয় হাদীসে তাশাহহুদদ্বয় তাওয়াররুফের অনুল্লেখে বরাবর। কিন্তু যখন হাসান ইবনুল হুর দু'সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে তাওয়াররুফের কথা উল্লেখ করেছেন, সেহেতু হাসান ইবনুল হুরের হাদীসের বৈঠককে ফুলাইহ ও উতবার হাদীসের সাথে উপমা দান এ অংশে হতে পারে না। বরং শুধু তাশাহহুদদ্বয়ের বৈঠকের সাথে সীমিত। কারণ, দু'সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে এ দু'জনের কেউ তাওয়াররুফের কথা উল্লেখ করেননি। কাজেই এই অংশে উপমা দান কিভাবে যথার্থ হবে?

উল্লেখ্য, উপরোক্ত উক্তিও ইবারতগুলো বুঝার জন্য গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। অন্যথায় বুঝা সহজ হবে না।

সাহল ইবনে সা'দ রা.-এর জীবনী

নাম : সাহল। পিতার নাম- সা'দ। বংশ তালিকা হল- সাহল ইবনে সা'দ সাইদী আনসারী রা.। তার উপনাম আবু আব্বাস। তাঁর আসল নাম ছিল মূলতঃ হযন। কিন্তু প্রিয়নবী সা. এ নাম অপছন্দ করেন। ফলে তাঁর নাম পাল্টে রাখেন সাহল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতকালে তাঁর বয়স ছিল পনের বছর।

হাদীস বর্ণনা : তাঁর সূত্রে তার ছেলে আব্বাস, যুহরী এবং আবু হাযিম র. হাদীস বর্ণনা করেন।

ওফাত : মদীনা মুনাওয়ারায় ৯১ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন। কারো কারো মতে, ৮৮ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। মদীনা মুনাওয়ারায় তিনি সর্বশেষ সাহাবী যার ইনতিকাল এখানে হয়।

-বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ইসাবা : ২/৮৮/ উসদুল গাবাহ : ৫৭৭ - ৫৭৬

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচয় : নাম-মুহাম্মদ। উপনাম- আবু আবদুর রহমান। পিতার নাম- মাসলামা। তিনি আনসারী ও হারিসী।

জিহাদ : তারুকের যুদ্ধ ছাড়া অন্য সব যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত উমর ইবনে খাতাবসহ অনেক বড় বড় সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের একজন ছিলেন। হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রা.-এর হাতে মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

ওফাত : ৪৩ হিজরীতে তিনি ওফাত লাভ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

-বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : ইকমাল : ৬১৭; উসদুল গাবাহ : ৫/১০৬ - ১০৭

۷. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي عَتَبَةُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْسَى عَنِ
الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَإِذَا سَجَدَ فَرَجَّ بَيْنَ فَخَذَبِهِ غَيْرَ
حَامِلٍ بَطْنُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخَذَبِهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنَا فُلَيْحٌ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ
فَحَدَّثَنِيهِ أَرَاهُ ذَكَرَ عَيْسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيَّ رَضَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحَ
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَعَابِ .

হাদীস : ৯। আমার ইবন উসমান আবু হমাইদ রা. হতে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।
তিনি বলেন, যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন স্বীয় পেট উরু হতে বিচ্ছিন্ন রাখতেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এই হাদীস ইবনুল মুবারকও সসূত্রে বর্ণনা করেছেন তথা ফুলাইহ- আক্বাস
ইবনে সাহল সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে তা আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। ফুলাইহ ঈসা থেকে বর্ণনা করেছেন-
ঈসা আক্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আবু হমাইদ সাইদী রা.-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيْسَى سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا
الْحَدِيثِ فَلَمْ أَحْفَظْهُ أَيْ نَسِيتُهُ فَحَدَّثَنِيهِ أَيْ هَذَا الْحَدِيثُ أَرَاهُ أَيْ أَظُنُّ فَلَيْحًا .

এর প্রবক্তা আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক র. অর্থাৎ, ইবনে মুবারক র. বলেন, এ হাদীসটি তাঁকে ফুলাইহ বর্ণনা
করেছেন। ফুলাইহ বলেন, আমি আক্বাস ইবনে সাহলকে বলতে শুনেছি, অতঃপর, ফুলাইহ এ হাদীসটি ভুলে
গেছেন। ভুলে যাওয়ার পর ফুলাইহকে দ্বিতীয়বার এ হাদীস বর্ণনা করা হয়। এবার আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক
বললেন, আমার ধারণা হল, ফুলাইহ এবার নিজের উক্তাদের নাম ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, অর্থাৎ, ফুলাইহ
ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। ঈসা বর্ণনা করেছেন আক্বাস ইবনে সাহল থেকে, যার সারানির্ঘাস
বের হয়, ফুলাইহ এ হাদীসটি প্রথমত আক্বাস ইবনে সাহল থেকে প্রত্যক্ষভাবে শুনেছেন। অতঃপর ফুলাইহকে এ
হাদীস ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ আক্বাস ইবনে সাহল থেকে বর্ণনা করেছেন। প্রথম ছুরতে ফুলাইহ এবং আক্বাস
ইবনে সাহলের মাঝে অন্য কোন সূত্র ছিল না। দ্বিতীয় ছুরতে ফুলাইহ এবং আক্বাস ইবনে সাহলের মাঝে ঈসা
ইবনে আবদুল্লাহর সূত্র বেড়েছে। এই ইবারতের এই ব্যাখ্যা সে কপির ভিত্তিতে, যাতে فَحَدَّثَنِيهِ শব্দ আছে।
আর যে কপিতে এই শব্দটি নেই বরং তাতে عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْسَى أَرَاهُ আছে সে ছুরতে ঈসা فَحَدَّثَنِيهِ এর
ফায়েল। অর্থ হবে, ফুলাইহ বলেন- আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি তা শুনেছেন
আক্বাস ইবনে সাহল থেকে : তিনি বলেন, আমি আবু হমাইদ সাইদী রা.-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম।

১৩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَا عَبْدُ الْعُلَى نَا عَبِيدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِ وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى بَقِيَّةُ أَوْلَاهُ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ وَأَسْنَدَهُ .

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ أَوْفَقَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِ وَقَالَ فِيهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا إِلَى تَدْبِيهِ وَهَذَا الصَّحِيحُ، قَالَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَأَبُو جَرِيحٍ مَوْفُوعًا وَأَسْنَدَهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ثَوْبٍ لَمْ يَذْكُرْ أَبِي ثَوْبٍ وَمَالِكُ الرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَذَكَرَ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ بْنُ جَرِيحٍ قُلْنَا لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِ يَجْعَلُ الْأُولَى أَرْفَعَهُنَّ؟ قَالَ لَا سَوَاءً، قُلْتُ أَشْرَيْ، فَاشَارَ إِلَى الثَّانِيَيْنِ وَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضِعْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১৩। নাসর ইবনে আলী হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি যখন নামাযে প্রবেশ করতেন তখন তাকবীর বলতেন ও হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। আর যখন রুকু করতেন তখন বলতেন اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سَمِعَ اللَّهُ আর যখন রাকআতদ্বয় থেকে উঠতেন তখন হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। তিনি এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু' আকারে বর্ণনা করতেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِ وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ .

এখানে বলতে চান যে, হাদীসটি আবদুল আলা উবাইদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং শেষে যেয়ে বললেন-
إِنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ এ সম্পর্কে সহীহ কথা হল, এটি ইবনে উমর রা.-এর উক্তি, মারফু' হাদীস নয়।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى بَقِيَّةُ أَوْلَاهُ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ وَأَسْنَدَهُ .

এখানে বলতে চেয়েছেন, মূলতঃ বাকিয়্যার হাদীস মারফু', যাতে শুধু তাহরীমা এবং রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলনের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য এটিই। আর দু'রাকআত থেকে দাঁড়ানোর সময় আবদুল আলা-উবাইদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত রেওয়ামায়েতে যে, হস্তদ্বয় উত্তোলনের উল্লেখ রয়েছে সেটি মারফু' নয়, বরং ইবনে উমর রা.-এর উক্তি। তাঁর উপর এটি মাওকুফ।

وَرَوَاهُ الشَّقْفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - অর্থাৎ, সাক্ষী চারটি স্থানে হস্তদ্বয় উত্তোলনের উল্লেখ করেছেন, যেমন- আবদুল আলাও উল্লেখ করেছেন। কাজেই সাক্ষী যেহেতু মাওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন, সেহেতু আবদুল আলাওর বিবরণটিও মাওকুফ হবে, মারফু নয়। ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ হাদীসটির মাওকুফ হওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দান।

وَقَالَ فِيهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا إِلَى تَدْبِيهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ -

এর দ্বারা বুঝা গেল, এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ র.-এর মতেও মাওকুফ। বাকি হাম্মাদ ইবনে আবু সালামা যে এটাকে মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন তিনি এ ব্যাপারে একক। অতএব, এটি সহীহ নয়। এটাও যেন এ হাদীসটি মাওকুফ হওয়ার ব্যাপারে সমর্থন করছে।

بَابُ

অনুচ্ছেদ :

٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رِبْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَارَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَصَنَعَهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ جَيْنَ وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ -

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحُرُكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

হাদীস : ২। হাসান ইবনে আলী হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি যখন ফরয নামাযের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন ও হস্তদ্বয় সিনা বরাবর উঠাতেন। অনুরূপ করতেন অর্থাৎ, হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন যখন তিনি কিরাআত শেষ করে রুকু করার জন্য মনস্থ করতেন। এরূপ কাজ তিনি করতেন যখন রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করতেন। তিনি নামাযের অন্য কোন স্থানে বসা অবস্থায় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না। আর যখন সিজদাধ্বয় হতে দাঁড়াতেন তখন তাঁর দু'হাত অনুরূপ উত্তোলন করতেন এবং তাকবীর বলতেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ جَنَّ وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُعَادِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত রَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করা। এর উদ্দেশ্য হল, দু'রাকআত থেকে যখন দাঁড়াবে। কারণ, এ অনুচ্ছেদের পূর্বের অনুচ্ছেদে আবু হুমাইদ সাইদী রা. থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের ধরন প্রমাণ করা হয়েছে। তাতেও الرُّكْعَتَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ এ বাক্যটি আছে। অতএব, হযরত আলী রা.-এর হাদীসে বর্ণিত الرُّكْعَتَيْنِ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّকْعَتَيْنِ এর উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রয়োজন এজন্য হল যে, বাক্যটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, প্রথম রাকআতের দু'সিজদা থেকে যখন দাঁড়াবেন। তবে সে উদ্দেশ্য এখানে হতে পারে না। কারণ, আবু হুমাইদ সাইদী রা.-এর হাদীসটি উপরে বর্ণিত এ উদ্দেশ্যের নিদর্শন। এটাই সহীহ।

হযরত সাহাবানপূরী র. বলেন, এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিও অযৌক্তিক নয়। কারণ, আবু হুমাইদ সাইদী রা.-এর হাদীসে প্রথম রাকআতের দুই সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন অস্বীকার করা হয়নি।

بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : যিনি রুকু'র সময় হস্তদ্বয় উত্তোলনের কথা উল্লেখ করেননি

٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكِ لَمْ يَقُلْ ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا بِالْكُوفَةِ بَعْدُ ثُمَّ لَا يَعُودُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا ثُمَّ لَا يَعُودُ .
السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . مَا الْإِخْتِلَافُ فِي رَفْعِ الْبَدَنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ بَيْنَ الْأَيْمَةِ الْكِرَامِ ؟ أَذْكَرُ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابِ عَنْ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَعَابِ .

হাদীস : ৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ যুহরী.... ইয়াযীদ হতে এই সূত্রে শরীকের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসে "ثُمَّ لَا يَعُودُ" (তিনি পুনরায় হাত তুলতেন না) শব্দটির উল্লেখ নেই। সুফিয়ান বলেন, অতঃপর রাবী (ইয়াযীদ) আমাদের নিকট কুফা শহরে "ثُمَّ لَا يَعُودُ" শব্দটি উল্লেখ করেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, হুশাইম, খালিদ এবং ইবনে ইদরীসও এই হাদীস ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা "ثُمَّ لَا يَعُودُ" শব্দটির উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابْنُ أَدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا ثُمَّ لَا يَعُودُ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ হাদীসের উপর প্রশ্ন উত্থাপন। প্রশ্নটি হল, এ হাদীসটি ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ থেকে যেরূপ শরীক বর্ণনা করেছেন এবং তাতে لَا يَعُودُ শব্দ এর উল্লেখ রয়েছে, এরূপভাবে ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ থেকে হুশাইম, খালিদ ও ইবনে ইদরীসও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা لَا يَعُودُ শব্দ উল্লেখ করেননি। অতএব, শরীক এ শব্দটি উল্লেখের ব্যাপারে একক, যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের পরিপন্থী। কাজেই, এ অতিরিক্ত অংশটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ হল একটি প্রশ্ন।

ইমাম আবু দাউদ র. قَالَ سَفْيَانٌ দ্বারা আরেকটি প্রশ্ন বর্ণনা করেছেন। সেটি হল, সুফিয়ান বলেন, ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ এ হাদীসটি আমাদেরকেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রথমবার বর্ণনা করার সময় لَا يَعُودُ শব্দটি ছিল না। কিন্তু যখন তিনি কুফায় গিয়ে হাদীস বর্ণনা করলেন, তখন তিনি لَا يَعُودُ শব্দ উল্লেখ করলেন। যেন এই শব্দটি তিনি কুফাবাসীদের কাছ থেকে লাভ করেছেন।

মূলতঃ এ দুটি প্রশ্নই হানাফীদের প্রমাণের উপর উত্থাপিত হয়। এর উত্তর পরবর্তিতে আছে।

৫ . حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَا وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عِيسَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِيُّ الشَّرِيفُ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكِّنَاتِ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৫। হোসাইন ইবনে আবদুর রহমান হযরত বারী ইবনে আযিব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি। অতপর তিনি নামাযের শেষ পর্যন্ত আর কখনও বীয হস্তদ্বয় উত্তোলন করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ .

এ হল হাদীসের উপর তৃতীয় প্রশ্ন। কারণ, এ হাদীস দ্বারা উপরোক্ত শরীকের হাদীসের সমর্থন হচ্ছে। সম্ভবতঃ বিতর্ক না হওয়ার কারণ, আবু দাউদ র.-এর মতে হাদীসের বিবরণে মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা উপস্থিতি। কারণ, তাঁর সম্পর্কে কোন কোন মুহাদ্দিসের কালাম বা আপত্তি রয়েছে।

রুকুতে যাবার ও তা থেকে উঠার সময় হাত উঠানো

তাহরীমার সময় হস্তদ্বয় উঠানো সর্বসম্মতিক্রমে বিধিবদ্ধ। শুধু শিয়াদের যায়দিয়া সম্প্রদায় এর প্রবক্তা নয়। একরূপভাবে সিজদার সময় ও সিজদা থেকে উঠার সময় সর্বসম্মতিক্রমে হাত তোলার বিষয়টি পরিত্যাজ্য। অবশ্য রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উঠানোর ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

১. শাফিঈ এবং হাম্বলীগণ এ অবস্থায়ও হাত তোলার প্রবক্তা। মুহাদ্দিসীদের একটি বড় দলও এ মাযহাবের সমর্থক।

২. ইমাম আবু হানীফা র. ও ইমাম মালিক র. এর মাযহাব হল, হাত না উঠানো। যদিও ইমাম মালিক র. থেকে একটি রেওয়য়াত রয়েছে শাফিঈদের সমর্থনে। কিন্তু স্বয়ং ইমাম শাফিঈ র. ইমাম মালিক র. এর মাযহাব বর্ণনা করেছেন, হাত উত্তোলন না করা। ইমাম মালিক র. এর শিষ্য ইবনুল কাসিম র.ও এটাই বর্ণনা করেছেন। ইবনে রুশদ মালিকী র. বিদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে এটাকেই ইমাম মালিক র.-এর পছন্দনীয় উক্তি বর্ণনা করেছেন। মালিকীদের মতে হাত না উঠানোর উক্তিটির উপরই ফতওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম চতুস্তয়ের মাঝে এই মতবিরোধ শুধু উত্তম অনুত্তমের, বৈধতা-অবৈধতার নয়। উভয় দলের মতে বিনা মাকরুহ উভয় পদ্ধতি জাযিয়। কিন্তু মুহাদ্দিসীদের মধ্য থেকে ইমাম আওয়াঈ, ইমাম হুমায়দী এবং ইমাম ইবনে খুযায়মা র. এ হস্ত উত্তোলনকে ওয়াজিব বলতেন।

কিন্তু বাস্তবতা হল, না শাফিঈদের মাযহাব মতে হাত উত্তোলন না করা নামায ফাসিদ হওয়ার কারণ, না হানাফীদের মতে হাত উঠানো মাকরুহ।

রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাত তোলা না তোলা উভয়টি প্রমাণিত।

৩. হযরত শাহ সাহেব র. হাত তোলার ব্যাপারে 'নায়লুল ফারকাদাঈন ফী রফইল ইয়াদাঈন' নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে, হাত উঠানোর হাদীসগুলো অর্গণতভাবে মুতাওয়াতির। কিন্তু হাত না তোলার হাদীসগুলো আমলীভাবে মুতাওয়াতির। অর্থাৎ, হাত না তোলার ব্যাপারটি তা'আমুলগতভাবে মুতাওয়াতির।

৩. এর প্রমাণ হল, ইসলামী বিশ্বের দুই কেন্দ্রে তথা মদীনা তায়িবা এবং কুফাতে সবার আমল হাত না উঠানোর পক্ষে চলে আসছে।

৩. ইমাম শাফিঈ র. মক্কাবাসীদের আমল গ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে হযরত শাহ সাহেব র. মত প্রকাশ করেছেন যে, এই আমলটি হযরত যুবাইর রা.-এর শাসনামল থেকে শুরু হয়েছে। কারণ, তিনি হাত তোলার প্রবক্তা ছিলেন এবং তার কারণে সমস্ত মক্কাবাসীর মাঝে হাত তোলার প্রচলন ঘটে।

৩. হানাফীগণ হাত তোলা প্রমাণিত-এ বিষয়টি অস্বীকার করেন না। অবশ্য যাঁরা বলেন, হাত তোলা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, প্রমাণাদির আলোকে তাঁরা তাদের মত খণ্ডন অবশ্যই করেন। কিন্তু এর সাথে হানাফীগণ এটাও স্বীকার করেন যে, সনদগতভাবে সেসব হাদীসের সংখ্যাই বেশি, যেগুলোতে হাত তোলার সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। এর বিপরীত সুস্পষ্টভাবে হাত না তোলার বিবরণ সংক্রান্ত রেওয়য়াতের সংখ্যা কম।

৩. হযরত শাহ সাহেব র. লেখেন, এখানে ভুলে গেলে চলবে না যে, হাত না তোলার প্রবক্তাদের মাযহাব নেতিবাচক। আর এ হিসেবে সেসব রেওয়য়াতও প্রমাণ, যেগুলো নামাযের সিফাতের বিবরণদাতা, কিন্তু হাত তোলা এবং না তোলা উভয়টি সম্পর্কে নীরব। কারণ, যদি হাত তোলা হত তাহলে নামাযের সিফাত বর্ণনা করার সময় হাদীসগুলো এর আলোচনা থেকে নীরব থাকত না। হযরত শাহ সাহেব র.-এর এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে হাত না তোলার প্রবক্তাদের সমর্থক রেওয়য়াতের সংখ্যা হাত তোলার হাদীসগুলো অপেক্ষাও অধিক হয়ে যায়।

বাস্তবতা হল, হাত না তোলার প্রমাণে বিভিন্ন সহীহ রেওয়ায়াত বিন্যাস রয়েছে। এখানে আমরা প্রথমে সে রেওয়ায়াতগুলো নিয়ে আলোচনা করছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীস

সর্বপ্রথম হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, অধিকাংশ সুনান গ্রন্থকার এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ .

‘আলকামা বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায আদায় করব না? এতে তিনি শুধুমাত্র প্রথমবার ছাড়া অন্য কোন সময় হস্তায উত্তোলন করেননি।’

-তিরমিযী : ১/৫৮, নাসাই : ১/১৬১

এ হাদীসটি হানাফীদের মায়হাবের ব্যাপারে স্পষ্ট এবং সহীহ। কিন্তু এর উপর বিরোধীদের পক্ষ থেকে অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে এবং উত্তর দেয়া হয়েছে।

হযরত বারী ইবনে আযির রা. এর হাদীস

২. হানাফীদের দ্বিতীয় প্রমাণ হযরত বারী ইবনে আযির রা.-এর রেওয়ায়াত।

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ .

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন তাঁর হস্তায কর্ণাভ্যন্তরে নিকট উত্তোলন করতেন। অতঃপর আর তা করতেন না। এ হাদীসটির সনদের ব্যাপারেও একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে এবং উত্তর দেয়া হয়েছে।

- আবু দাউদ : ১/১০৯, তাহাজী : ১/১১০, মুসল্লাকে ইবনে আবু শায়বা : ১/২৩৬

হযরত ইবনে আক্বাস রা.-এর রেওয়ায়াত

৩. হানাফীদের তৃতীয় প্রমাণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আক্বাস রা. এর হাদীস। এটি ইমাম তাবারানী র. মারফু’ সূত্রে এবং ইবন-আবু শায়বা মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হল-

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَرَفَعُ الْإِذْيُ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَاسْتِقْبَالَ الْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرَوْهَ وَالْمَوْقِفَيْنِ وَعِنْدَ الْحَجْرِ . (لفظه للطبرانی)

‘নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, সাত জায়গায় হাত তোলা হবে- নামাযের শুরু, বায়তুল্লাহ শরীফ সামনে রেখে, সাফা মারওয়া ও দুই মাওকিফ সামনে করে এবং হিজরের সামনে। (এই সাত জায়গায় হাত তোলা হবে।) শব্দ তাবারানীর।

-মাজমাউয খাওয়াইদ : ২/১০৩, ইবনে আবু শায়বা : ১/২৩৬, ২৩৭

হযরত আব্বাদ ইবনে যুবাইর রা. এর রেওয়ায়াত

৪. হাফিজ ইবন হাজার র. ‘আদ দিরায়্য ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়্যাত’তে হযরত আব্বাদ ইবন জুবাইর রা.-এর মারফু’ রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا فِي شَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন নামাযের শুরুতে হস্তদ্বয় উঠাতেন। অতঃপর নামায শেষ করা পর্যন্ত তার হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না।

-নসবুর রায়াহ : ১/৪০৪

হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা.-এর হাদীস

৫. কোন কোন হানাফী সহীহ মুসলিমে বর্ণিত, হযরত জাবির ইবন সামুরা রা. এর মারফু' হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন-

قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَالِي أَرَأَيْكُمْ رَأَيْتُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ .

‘তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বেরিয়ে আসলেন, অতঃপর বললেন, কি ব্যাপার আমি তোমাদেরকে দেখছি অবাধ্য উটের লেজের ন্যায় তোমরা হাত উত্তোলন করছো? নামাযে প্রশান্তি অবলম্বন করো।’

-মুসলিম : ১/১৮১

তাছাড়া হানাফীদের মাযহাবের সমর্থনে বহু আছারে সাহাবা ও তাবিঈন পাওয়া যায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য হাদীসের বড় বড় গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

হাত উত্তোলনের প্রবক্তাদের প্রমাণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর হাদীস

হাত উত্তোলনের প্রবক্তাদের সবচেয়ে বড় দলীল তিরমিযীতে বর্ণিত, হযরত ইবন উমর রা.-এর হাদীস-

قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ مَنْكَبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . (اللفظ للترمذی)

“তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখছি, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন এবং যখন রুকু করতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন (শব্দগুলো তিরমিযীর)।”

-বুখারী : ১/১০২, মুসলিম : ১/১৬৮

এই হাদীসটির প্রামাণিকতার ব্যাপারটি আমরা অস্বীকার করি না। বরং সন্দেহাতীতরূপে এ বিষয়ে এটি বিশুদ্ধতম হাদীস। এর সনদ সিলসিলাতুয্ যাহাব তথা সোনালী ধারা। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠত্বের উক্তির জন্য এ হাদীসটিকে হানাফীগণ এজন্য প্রাধান্য দেন না যে, হাত উত্তোলনের ব্যাপারে হযরত ইবনে উমর রা. এর রেওয়াজতগুলো এতটাই পরস্পর বিরোধী যে, এগুলোর মধ্য হতে কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়া জটিল।

হাত উত্তোলন না করার প্রাধাণ্যের কারণসমূহ

১. হাত না উত্তোলনের রেওয়াজতগুলো কুরআনের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল বা অধিক অনুকূল। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ। এর দাবী হল, নামাযে নড়াচড়া যেন সবচেয়ে কম হয়। অতএব, যেসব হাদীসে নড়াচড়া নূনতম হওয়ার উল্লেখ রয়েছে সেগুলো এ আয়াতের অধিক অনুকূল হবে।

২. হযরত ইবন মাসউদ রা.-এর রেওয়ায়াতে কোন ইখতিলাফ অথবা ইযতিরাব নেই। না তার আমল এর খেলাফ বর্ণিত, বরং তাঁর থেকে শুধু হাত না তোলাই প্রমাণিত। অথচ ইবন উমর রা. এর রেওয়ায়াতগুলোতে ইখতিলাফ রয়েছে। স্বয়ং তার থেকে হাত না তোলাও প্রমাণিত।

৩. হাদীসগুলোতে পারস্পরিক বিরোধের সময় সাহাবায়ে কিরামের আমলের বিরাট গুরুত্ব হয়। আমরা যখন এ দিকটি লক্ষ্য করি তখন হযরত উমর, আলী ও ইবন মাসউদ রা.-এর আমল দেখি হাত উত্তোলন না করার। যেমন, তাদের আছরগুলো পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তিন মনীষী হলেন, সাহাবায়ে কিরামের উলুমের সারনির্ঘাস। তাদের বিপরীতে যাদের থেকে হাত তোলা বর্ণিত আছে তাঁদের বেশির ভাগ কম বয়স্ক সাহাবী। যেমন, হযরত ইবনে উমর ও ইবনে যুবাইর রা.।

৪. মদীনা ও কুফাবাসীদের আমল অব্যাহত রয়েছে হাত না উঠানোর উপর। অথচ অন্যান্য শহরে হাত উত্তোলনকারী ও অনুত্তোলনকারী দু ধরনের লোকই রয়েছে।

৫. নামাযের ইতিহাসের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এর ক্রিয়াগুলো হরকত থেকে প্রশান্তির দিকে এসেছে। এটাও হাত উত্তোলন না করার প্রাধান্যের দাবী রাখে।

৬. সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা. এর রেওয়ায়াত—

قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَالِي أَرَأَيْكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَُا أَذْنَابُ خَيْلٍ شَمْسٍ
أُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ - مسلم : ১৮১/১

যদিও সালামের সময় হস্ত উত্তোলন সংক্রান্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও **أُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ** বাক্য দ্বারা বোঝা যায় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে হস্ত উত্তোলনকে প্রশান্তির পরিপন্থী সাব্যস্ত করেছেন এবং নামাযে সুকুন তথা প্রশান্তির প্রতি উৎসাহিত করেছেন। অতএব, এ হাদীসটি দ্বারা হানাফীদের প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ না হলেও এক পর্যায়ে তাদের মায়হাবের সমর্থন অবশ্যই হয়।

৭. হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর রেওয়ায়াতের সমস্ত রাবী ফকীহ। স্বয়ং হযরত ইবনে মাসউদ রা. হাত উত্তোলন সংক্রান্ত সমস্ত রাবীদের তুলনায় বড় ফকীহ। আর হাদীসে মুসালসাল বিলফুকাহা অন্যান্য হাদীসের তুলনায় প্রধান হয়ে থাকে।

بَابُ مَنْ رَأَى الْإِسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ

অনুচ্ছেদ : যিনি সুবহানাকা দ্বারা (নামায) শুরু করার মত পোষণ করেন

۱. حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ عَنْ عَلِيٍّ الرَّفَاعِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثًا أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمَزٍ وَنَفْخَةٍ وَنَفْثَةٍ ثُمَّ يَقْرَأُ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقُولُونَ هُوَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا، وَهُمْ مِنْ جَعْفَرٍ -

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - هَلْ بَيَّنَّ التَّكْبِيرَ وَالْفَاتِحَةَ ذِكْرَ مَسْنُونٍ؟ وَآيَ الذِّكْرِ أَوْلَى؟ مَا الْإِخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْأَثَمَةِ الْعِظَامِ؟ اكْتُبْ بِالذَّلَائِلِ - أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح -
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ১। আবদুস সালাম ইবনে মুতাহহার হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাত্রিকালে নামায আদায় করার জন্য দাড়াতেন, তখন তাকবীরে তাহরীমা বলার পর এই দু'আ পাঠ করতেন-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

অতঃপর তিনি তিনবার اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ বলতেন এবং অকবীর কবীর তিনবার বলার পর অতঃপর কিরাআত পাঠ করতেন। -নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এই হাদীসটি আলী-হাসান সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। ভুল হয়েছে জাফর থেকে।

তাকবীর ও সূরা ফাতিহার মাঝে দোআ

ইমাম মালিক র.-এর মাযহাব হল, তাকবীর এবং সূরা ফাতিহার মাঝখানে কোন যিকির মাসনূন নেই; বরং তাকবীরের পর নামাযের শুরু সরাসরি সূরা ফাতিহা দ্বারা হয়। তাদের দলীল তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত আনাস রা.-এর রেওয়ায়াত-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - ترمذی : ১৭/৮

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমর এবং উসমান রা. কিরাআত শুরু করতেন আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) দ্বারা।’

কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে তাকবীর এবং ফাতিহার মাঝখানে কোন না কোন যিকির মাসনূন।

ইমাম মালিক র.-এর প্রমাণের উত্তর এই দেয়া হয় যে, তাঁর দলীল হাদীসে ইফতিতাহ দ্বারা জাহরী (উচ্চৈঃস্বরে) কিরাআত শুরু করা উদ্দেশ্য। অতএব, আন্তে কিরাআত এর পরিপন্থী নয়।

কোন যিকির উত্তম

অতঃপর এতে মতানৈক্য আছে যে, তাকবীর এবং সূরা ফাতিহার মাঝে কোন যিকির উত্তম। শাফিঈদের মতে তাওজীহ তথা- الخ -لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ -পড়া উত্তম। আর হানাফীদের মতে উত্তম হল ছানা।

ইমাম তিরমিযী র. ছানা প্রমাণের জন্য হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আয়েশা রা.-এর দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ দুটি হাদীস সনদগতভাবে প্রশ্নসাপেক্ষ। অবশ্য হযরত আনাস ইবনে মালিক র.-এর হাদীস এ অনুচ্ছেদে সহীহ ও প্রমাণিত।

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

হযরত শাহ সাহেব র. বলেন- ইমাম শাফিঈ র. স্বীয় মাযহাবের উপর কুরআনে কারীমের সূরা আনআমের আয়াতের সহায়তা নিয়েছেন। তাতে أَكْبَرُ-এর পর إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ نَظَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْخ-এর পর উল্লিখিত হয়েছে। (তাছাড়া অন্য কোন কোন রেওয়াজ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।) ইমাম আবু হানীফা র. সূরা তুরের সে আয়াতের সহযোগিতা নিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ الْخ- 'তুমি যখন দাঁড়াও তখন তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা কর।'

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ نَظَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْخ-এর সাথে مُتَعَلِّق হয়ে উহ্য ফেলُ أُسَبِّحُ এর- যমীরে ফায়েল থেকে হাল। অথবা وَاو আতফের জন্য। আর উহ্য ইবারত হল, وَنَعْمُدُ بِحَمْدِكَ এমতাবহায়া হব্বে অতিরিক্ত।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيُّ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عِلِّيٍّ ابْنِ عِلِّيٍّ عَنِ الْحَسَنِ أَيُّ الْبَصْرِيِّ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা। কারণ, মুহাদ্দিসীনের মতে এ হাদীসটি মুরসাল। এতে আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর উল্লেখ নেই। মূলতঃ এ হাদীসের বিবরণদাতা জাফর র. থেকে ভুল হয়ে গেছে। তিনি এটিকে মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, এ হাদীসটি হাসান বসরী র. থেকে মুরসাল রূপে বর্ণিত, আর তিনি 'আবু সাঈদ রা.-এর উল্লেখ করেননি।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى نَاطِلُقُ بْنُ غَنَمٍ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ الْمَلَرِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا طَلْقُ بْنُ غَنَمٍ وَقَدْ رَوَى قِصَّةَ الصَّلَاةِ عَنْ بُدَيْلِ جَمَاعَةً لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ شَيْئًا مِنْ هَذَا .

হাদীস ২। হোসাইন ইবনে আলী..... হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ .

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি তালক ইবনে গাননাম ছাড়া আবদুস সালাম ইবনে হারব থেকে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি এবং বুদাইল থেকে আবদুস সালাম ছাড়া অন্যরা নামাযের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে এই দোয়াটি তাঁরা উল্লেখ করেননি।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالشَّهِيرِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ -

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হল, এ হাদীসটি যে শায় এ কথার বিবরণ দেয়া। কারণ, সুবহানাকা দ্বারা নামায শুরু করার বিষয়টি প্রসিদ্ধ নয়। কারণ, আবদুস সালাম ইবনে হার্ব থেকে বর্ণনাকারী শুধু তাল্ক ইবনে গান্নাম। যদি আবদুস সালাম ইবনে হার্ব থেকে এ হাদীসটি মাশহুর হত, তবে তাল্ক ইবনে গান্নাম ছাড়া অন্যরাও বর্ণনা করতেন এবং এ হাদীস দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে বলেন-

وَقَدْ رَوَى قِصَّةَ الصَّلَاةِ الْخِ بَعْنَى اسْتِفْتَاَحِ الصَّلَاةِ عَنْ يَدَيْهِ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ
الِاسْتِفْتَاَحِ بِسُبْحَانَكَ.

যেহেতু বুদাইল থেকে কোন বর্ণনাকারী سُبْحَانَكَ দ্বারা শুরু করার বিবরণ দেননি। অতএব, এই অংশটুকু শায়। কারণ, তালক ইবনে গান্নাম এ বিবরণে একক।

যেহেতু এ অনুচ্ছেদে ইমাম মালিক র.-এর প্রমাণ হযরত আনাস রা.-এর হাদীস দ্বারা بِسْمِ اللَّهِ কুরআনের অংশ কিনা এ বিষয়ে আলোকপাত হয় এজন্য এ মাসআলাটি নিয়েও আলোচনা করা হল।

بِسْمِ اللَّهِ কুরআনের অংশ কি না?

এ শিরোনামের উদ্দেশ্য হল, এই মাসআলাটি বর্ণনা করা যে, بِسْمِ اللَّهِ কুরআনে হাকীমের অংশ কি না? এ বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সূরা নামলে হযরত সুলাইমান আ.-এর চিঠিতে যে বিসমিল্লাহ এসেছে সেটা সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনে হাকীমের অংশ। অবশ্য যে بِسْمِ اللَّهِ সূরার শুরুতে পড়া হয়, সেটা সম্পর্কে মতভেদ আছে।

● ইমাম মালিক র. বলেন, এটা কুরআনের অংশ নয় এবং অন্যান্য যিকিরের ন্যায় এটিও একটি যিকির।

● ইমাম শাফিঈ র.-এর উক্তি হল, এটি সূরা ফাতিহার অংশ। অন্য সূরাগুলোর অংশ কি না এ ব্যাপারে তাঁর দুটি উক্তি আছে। বিশুদ্ধতম উক্তি হল, অন্য সূরাগুলোরও অংশ।

● ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে এটি কুরআনের অংশ। কিন্তু কোন বিশেষ সূরার অংশ নয়; বরং এই আয়াতটি দুই সূরার মাঝে ব্যবধানের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

● ইমাম শাফিঈ র.-এর প্রথম প্রমাণ সেসব রেওয়ায়াত-যেগুলো নামাযে উচ্চঃস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া প্রমাণ করে। তিনি বলেন, যদি এটি ফাতিহার অংশ না হত তবে উচ্চঃস্বরে পড়া বিধিবদ্ধ হত না। এর উত্তর হল, জোরে পড়া সুনন বলে প্রমাণিত নয়।

● তাঁর দ্বিতীয় প্রমাণ সুনানে নাসাঈতে বর্ণিত হযরত আনাস রা.-এর হাদীস-

قَالَ بَيْنَمَا دَاتِ يَوْمَ بَيْنَ أَظْهَرْنَا يُرِيدُ النَّبِيُّ ﷺ إِذْ أَغْفَا أَغْفَا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا لَهُ مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ نَزَلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ مِنْ سُورَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْآبَتُ، ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرِيدُونَ مَا الْكَوْثَرُ الْخِ

‘তিনি বলেছেন, একবার তিনি তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা ভাব এল। অতঃপর তিনি মৃদু হাসতে হাসতে মাথা উত্তোলন করলেন, আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার হাসির কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা নাযিল হল-

অতঃপর بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُمْ الْأَبْتَرُ.

তিনি বললেন, তোমরা জান কাওয়ার কি? ...।

-নাসাঈ : ১/১৪৩ - ১৪৪

○ শাফিঈগণ বলেন, এখানে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা আরম্ভ করেছেন بِسْمِ اللَّهِ দ্বারা, যা এই সূরার অংশ হওয়ারই প্রমাণ। কিন্তু শাফিঈদের এই প্রমাণের দুর্বলতা স্পষ্ট। কারণ, اللَّهُ بِسْمِ পড়ার কারণ, এটা সূরার অংশ হওয়া ছিল না; বরং রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اللَّهُ بِسْمِ পড়েছিলেন, তিলাওয়াত শুরু করার জন্য।

○ শাফিঈদের তৃতীয় প্রমাণ হল, সমস্ত মুসহাফে اللَّهُ بِস্ম প্রতিটি সূরার সাথে লেখা আছে। ইমাম নববী র. এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু এটাও দুর্বল প্রমাণ। কারণ, মুসহাফগুলোতে লিখিত হওয়ার ফলে কুরআনের অংশত্ব প্রমাণিত হয় সূরার অংশত্ব প্রমাণিত হয় না।

হানাফীদের প্রমাণাদি

হানাফীদের প্রথম প্রমাণ সেসব রেওয়ায়াত যেগুলোতে اللَّهُ بِস্ম জোরে না পড়ার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। কারণ, اللَّهُ بِস্ম জোরে না পড়া এর সূরা ফাতিহার অংশ না হওয়ার নিদর্শন।

○ তাছাড়া আলোচ্য হাদীসে اللَّهُ بِস্ম দ্বারা কিরা'আত শুরু করার পরিবর্তে আল-হামদু লিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করার বিবরণ রয়েছে। যা অংশ না হওয়ার প্রমাণ পেশ করছে। এখানেও ইমাম শাফিঈ র. সেই ব্যাখ্যাই করেছেন যে, আল-হামদু লিল্লাহর উল্লেখ নাম হিসেবে রয়েছে। এটা বলা উদ্দেশ্য যে, সূরা ফাতিহা সূরা মিলানোর পূর্বে পড়তেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অযৌক্তিক। বিবেক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার দিকে যায় না।

○ হানাফীদের তৃতীয় প্রমাণ হযরত আবু হোরায়ারা রা.-এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত—

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ سُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهُوَ الَّذِي يَبْدِئُ الْمَلِكُ، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

‘নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, কুরআনের একটি সূরা রয়েছে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট। এটি এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে। ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। সেটি হচ্ছে الَّذِي يَبْدِئُ الْمَلِكُ. এ হাদীসটি হাসান।’

- তিরমিযী : ২/১৩২

আর সূরা মুলকের ৩০ আয়াত তখনই হয় যখন বিসমিল্লাহকে এর অংশ না মানা হয়। অন্যথায় যদি বিসমিল্লাহকেও এর অংশ গণ্য করেন তবে ৩১ আয়াত হয়ে যাবে।

○ হানাফীদের চতুর্থ প্রমাণ— কুরআনের আয়াত— وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُنَافِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ—

‘আমি আপনাকে ‘সাবই মাসানী’ (পুনরাবৃত্ত সাত আয়াত) এবং মহান কুরআন দান করেছি।’—সূরা হিজর : ৮৬

এখানে سَبْعَ مُنَافِي দ্বারা অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে সূরা ফাতিহা উদ্দেশ্য। কারণ, এটি একরূপ সাতটি আয়াত দ্বারা গঠিত যেগুলো নামাযে বারবার তিলাওয়াত করা হয়। আর সূরা ফাতিহার সাত আয়াত তখনই যখন বিসমিল্লাহকে সূরা ফাতিহার অংশ না মানা হয়। অন্যথায় আয়াত আটটি হয়ে যাবে। এর সহায়তা যেসব সহীহ হাদীস দ্বারাও হয় যেগুলোতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফাতিহাকে) السَّبْعَ الْمُنَافِي সাব্যস্ত করেছেন।

○ হানাফীদের পঞ্চম প্রমাণ হযরত আবু হোরায়া রা.-এর একটি সুদীর্ঘ হাদীস যাতে তিনি বলেন-

فَاتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَالَ أَنْتَنِي عَلَى عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوْضَ إِلَى عَبْدِي. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي كَمَا سَأَلَ.

‘তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন, আমি সালাত তথা সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধেকরূপে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দার জন্য তা রয়েছে যা সে দরখাস্ত করেছে। বান্দা যখন বলে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আর যখন বলে الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, বান্দা আমার তা‘রীফ করেছে। যখন বলে مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ তখন তিনি বলেন, আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে। (রাবী) আরেকবার বলেছেন, আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার নিকট সোপদ করেছে। অতঃপর যখন বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তখন তিনি বলেন, এটি আমার ও বান্দার মাঝে যৌথ। আর বান্দা যা দরখাস্ত করেছে তার জন্য সেটি। আর বান্দা যখন বলে صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ তখন তিনি বলেন, এটা আমার বান্দার আর আমার বান্দা যা চায় তার জন্য তা।’

- মুসলিম : ১/১৬৯ - ১৭০

এটি হাদীসে কুদসী। এতে সূরা ফাতিহার বিস্তারিত বিবরণ ও প্রতিটি আয়াতের ফযীলত প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এতে বিসমিল্লাহর উল্লেখ নেই, যা বিসমিল্লাহ ফাতিহার অংশ না হওয়ার প্রমাণ।

এগুলো হল হানাফীদের প্রমাণ।

○ ইমাম মালিক র.ও এসব দলীল দ্বারা প্রমাণ দেন। তিনি বলেন, যেহেতু বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ নয়, না অন্য কোন সূরার অংশ, সেহেতু এটি সামগ্রিকভাবে কুরআন শরীফের অংশ কিভাবে হতে পারে?

○ এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য হল, যেহেতু কোন বিশেষ সূরার অংশ নয়, তাই পুরা কুরআনের অংশ। কারণ, তার মধ্যে কুরআনের সংজ্ঞা বাস্তবে পাওয়া যায়। অর্থাৎ,

كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ الْمُرْسَلِينَ ﷺ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ

‘আল্লাহ তা‘আলার সে কালাম যেটি সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিলকৃত, মুসহাফে লিখিত এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সন্দেহাতীতভাবে মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত।’

অতএব, এটাকে অবশ্যই কুরআনে কারীমের অংশ মানতে হবে।

بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الْإِفْتِتَاحِ

অনুচ্ছেদ : (নামায) শুরুকালে নীরবতা অবলম্বন

۱. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَاسِإِ سَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ سُمْرَةُ رَضِ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَعَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ الرُّكُوعِ . قَالَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِ قَالَ فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي فَصَدَّقَ سُمْرَةَ رَضِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ حَمِيدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . وَضَحْ قَوْلَهُ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ سَكْتَةً الْخ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِ . أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِ .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম..... হাসান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সামুরা রা. বলেন, নামাযের মধ্যে যে দুই স্থানে নীরব থাকতে হয় তা আমি স্মরণ রেখেছি। প্রথমত ইমাম যখন তাকবীরে তাহরীমা বলে তখন হতে কিরাআত শুরু করা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়ত ইমাম সূরা ফাতিহা ও কিরাআত পাঠের পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে। তখন হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলে তাঁরা মদীনায় হযরত উবাই ইবনে কাব রা.-এর নিকট এ সম্পর্কে জানার জন্য পত্র লেখেন। তিনি হযরত সামুরা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির সমর্থন করেন।

-ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, রাবী হুমাইদ অনুরূপভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসেও কিরাআত সমাপ্তির পর ক্ষণিকের জন্য নীরবতার বিবরণ রয়েছে।

حَفِظْتُ : ফাতিহা পড়ার আগে একবার নীরবতা সর্বসম্মত বিষয়, যাতে সানা পড়া হয়। শুধু ইমাম মালিক র.-এর একটি রেওয়াজাত এর পরিপন্থী। দ্বিতীয় নীরবতা হল, সূরা ফাতিহার পর। হানাফীদের মতে তাতে আস্তে আস্তে আমীন বলা হবে। শাফিঈ ও হাম্বলীদের মতে শুধু নীরব থাকবে। তৃতীয় আরেকটি নীরবতা হল, কিরা'আতের পর রুকু পূর্বে, যা হয়ে থাকে শ্বাস ঠিক করার জন্য। শাফিঈ এবং হাম্বলীগণ এই নীরবতাকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেন। হানাফীদের মধ্য হতে আব্দায়া শামী র. এই তাফসীল বর্ণনা করেছেন- যদি কিরা'আতের সমাপ্তি আব্দাহর উত্তম নামগুলোর মধ্য হতে কোন একটির উপর হয়, যেমন الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ তাহলে নীরবতা মুস্তাহাব নয়; বরং এটাকে তাকবীরের সাথে মিলিয়ে পড়া উত্তম। আর যদি সমাপ্তি অন্য কোন শব্দের উপর হয় তাহলে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত। আলোচ্য হাদীসে হযরত কাতাদা রা.-এর উক্তিটি কিরা'আতের পর নীরবতা সূন্নত প্রমাণ করেছে এবং কিয়াসের বিপরীতে এর প্রাধান্য হওয়া উচিত ও নীরবতাকে মাসনুন মনে করা উচিত।

তিরমিযীর রেওয়ায়াতে আছে-

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, এখানে তো তিনটি সাকতা বা নীরবতা হয়ে গেল। অথচ পরে দ্বিবাচনের শব্দ এসেছে- (يَعْنِي مَاهَاتَانِ السَّكَّتَانِ)

৩ এর উত্তর কেউ কেউ এই দিয়েছেন যে, বস্তুতঃ : وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ অর্থঃ পূর্বের বাক্য অর্থঃ : وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ-এরই বয়ান। আর কেউ কেউ বলেছেন, হযরত সামুরা এবং উবাই ইবন কা'ব রা. যে দুই নীরবতার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন সেগুলো : إِذَا فَرَّغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। পরে হযরত কাতাদা : وَلَا الضَّالِّينَ বলে নিজের পক্ষ থেকে তৃতীয় আরেকটি সাকতা বা নীরবতার কথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ حُمَيْدٌ أَيْ الطَّوِيلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَسَكَّتَهُ إِذَا فَرَّغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ .

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি যেরূপ হাসান বসরী থেকে ইউনুস বর্ণনা করেছেন, অনুরূপভাবে হুমাইদ তাবীলও হুবহু অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থঃ : وَإِذَا فَرَّغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ এই তা'লীক দ্বারা উদ্দেশ্য সত্ত্বতঃ ইউনুসের হাদীসটিকে শক্তিশালী করা। এ উদ্দেশ্যে আশ'আস ও কাতাদার হাদীসও আনয়ন করেছেন।

হযরত সামুরা রা.-এর জীবনী

নাম ও পরিচিতি : নাম- সামুরা। উপনাম- আবু আবদুল্লাহ, আবু আবদুর রহমান, আবু মুহাম্মদ, আবু সলাইমান। পিতার নাম- জুনদুব। তিনি ফাযার গোত্রের সন্তান। তিনি সুপ্রসিদ্ধ সাহাবী।

বংশধারা : সামুরা ইবনে জুনদুব ইবনে হিলাল ইবনে হারীজ ইবনে মুররাহ ইবনে হারব ইবনে আমর ইবনে জাবির আল-ফাযারী।

গুণাবলি : ইবনে ইসহাক বলেন, তিনি আনসারীদের মিত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সহজ-সরল মনীষী, নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী, আমানতদার, মহৎপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন।

হাদীস বিবরণ : তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর সর্বমোট বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১২৩। কেউ কেউ তাঁকে হাফিজে হাদীসগণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর থেকে বহু সাহাবী ও তাবিঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- তাঁর পুত্রদ্বয়-সলাইমান, সা'দ, আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা, যাবেদ ইবনে উকবা, রাবী ইবনে আমিলা, আবু রাজা, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা, হাসান বসরী প্রমুখ।

গভর্নর পদে দায়িত্ব পালন : যিয়াদ তাঁকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। অতঃপর যিয়াদের ইত্তিকালের পর হযরত মুয়াবিয়া রা.ও তাঁকে কয়েক বছর এ পদে বহাল রাখেন। তিনি খারিজীদের প্রতি কঠোর ছিলেন। ফলে তারা তাঁকে শত্রু ভাবত। তবে হাসান বসরী, ইবনে সীরীন প্রমুখ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

ওফাত : তিনি হিজরী ৫৯ সনের শেষের দিকে বসরায় ইত্তিকাল করেন। ইবনে আবদুল বার র.-এর মতে, তিনি ৫৮ হিজরী সনে বসরায় ইত্তিকাল করেন। কারো মতে, হিজরী ৬০ সনে কুফায় ওফাত লাভ করেন।

- বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, উসদুল গাবাহ : ২/৫৫৪- ৫৫৫; আল-ইসাবা : ২/৭৮; ইকমাল : ৫৯৭

بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : যিনি সশব্দে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর কথা উল্লেখ করেননি

٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبُ بْنُ نُسَيْرٍ نَا جَعْفَرُ نَا حَمِيدُ الْأَعْرَجِ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكُشِفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الْآيَةَ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الشَّرْحِ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنْ كَلَامِ حَمِيدٍ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . هَلْ يَقْرَأُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سِرًّا أَوْ جَهْرًا؟ مَا الْإِحْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْأَتَمَّةِ الْكَرَامِ؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جُزْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؟ أَذْكَرُ مَعَ الْأَوَّلَةِ الْوَاضِعَةِ وَالْجَوَابِ عَنْ إِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ .
أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ৪। কুতন ইবনে নুসাইর..... হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি ইফ্ক তথা মিথ্যা অপবাদের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তিনি চেহারা খুললেন এবং বললেন—
أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ
আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। “যারা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছে তারা তোমাদের মধ্যেরই লোক.....।”

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। কারণ, মুহাদ্দিসদের একদল এই হাদীস ইমাম যুহরী র. হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় ঐ আয়াতের বর্ণনার সাথে أَعُوذُ بِاللَّهِ এর উল্লেখ নেই। আমার আশংকা হচ্ছে أَعُوذُ بِاللَّهِ বাক্যটি রাবী হুমাইদ নিজস্বভাবে পাঠ করেছেন।

মায়হাবের বিবরণ

এ মাসআলায় মায়হাবগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল, ইমাম মালিক র.-এর মতে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ একেবারে বিধিবদ্ধই নয়, না জোরে না আস্তে।

○ ইমাম শফিঈ র.-এর মতে বিসমিল্লাহ মাসনূন। জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামায়ে জোরে, আর আস্তে কিরাআত বিশিষ্ট নামায়ে আস্তে পড়তে হবে।

○ ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমদ ও ইসহাক র.-এর মতেও বিসমিল্লাহ মাসনূন। অবশ্য এটাকে সর্বাবস্থায় আস্তে পড়া উত্তম, চাই জোরে নামায বিশিষ্ট হোক অথবা আস্তে। এই মাসআলাতে কোন কোন আহলে জাহির যেমন ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কায়্যিম র.ও হানাফীদের সাথে আছেন। কোন কোন মুহাজ্জিক শাফিঈও এই মাসআলায় হানাফীদের মায়হাব অবলম্বন করেছেন।

বিভিন্ন মাযহাবের প্রমাণাদি

ইমাম মালিক র.-এর প্রমাণ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল রা.-এর হাদীস, যাতে তিনি তাঁর ছেলেকে বিসমিল্লাহ পড়তে নিষেধ করেছেন, এটাকে বিদআত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন-

وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَمَّا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَا تَقْلُهَا
إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - ترمذی : ৫৭/১

তাছাড়া তিরমিযীতে **بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** এর অধীনে হযরত আনাস রা.-এর হাদীসে আছে-

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - ترمذی : ৫৭/১

কিন্তু হানাফীদের পক্ষ থেকে এ দু'টি হাদীসের উত্তর হল, এখানে সাধারণ বিসমিল্লাহ নয় বরং জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। যার প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযীর হাদীসেই আছে, আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল রা.-এর ছেলে বলেন-

سَمِعْنِي أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ أَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - ترمذی : ৫৭/১

এর দ্বারা স্পষ্ট এটাই যে, তিনি উকৈঃস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ে থাকবেন। এর ফলে আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল রা. বলেছেন-

أَيُّ بَنِي مُعَذِّتٍ إِيَّاكَ وَالْحَدَّثُ وَلَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ ابْغَضَ إِلَيَّ الْحَدَّثُ فِي
الْإِسْلَامِ - ترمذی : ৫৭/১

যেন আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল রা. বিসমিল্লাহর বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতএব, আলোচ্য হাদীসে **فَلَا تَقْلُهَا** শব্দটিকে **فَلَا تَجْهَرُ بِهَا** এর অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

এর প্রমাণ হল, এই রেওয়াজাতে কোন কোন সূত্রে **قَوْلُ** (বলা)-এর পরিবর্তে **جَهْرُ** (জোরে বলা) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হাফিজ যায়লাঈ র. 'নসবুর রায়াতে' এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাছাড়া **فَلَا تَقْلُهَا** শব্দটিকে **فَلَا تَجْهَرُ بِهَا** এর অর্থে এজন্য গ্রহণ করা হবে যে, সাধারণ বিসমিল্লাহ অন্যান্য বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

ইমাম শাফিঈ র. বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার সমর্থনে অনেক রেওয়াজাত পেশ করেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্য হতে কোন রেওয়াজাত একরূপ নেই যেগুলো সহীহও এবং স্পষ্টও। এজন্য হাফিজ যায়লাঈ র. 'নসবুর রায়াতে' তাঁর সমস্ত প্রমাণের বিস্তারিত রদ করেছেন। এখানে পুরো আলোচনার বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শাফিঈদের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণাদি এবং এগুলোর উপর পর্যালোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১. ইমাম শাফিঈ র.-এর সবচেয়ে মজবুত প্রমাণ, যার উপর হাফিজ ইবন হাজার র. প্রমুখ নির্ভর করেছেন, সেটি হল 'সুনানে নাসাঈ'তে উল্লিখিত হযরত নুআইম আল-মুজমির-এর রেওয়াজাত। তিনি বলেন-

صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ أَمِينَ فَقَالَ النَّاسُ أَمِينَ - وَيَقُولُ كَلَّمَا سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْإِئْتِنِينَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ - وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا أَشَبِّهُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

‘আমি হযরত আবু হোরাযরা রা.-এর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি পড়েছেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অতঃপর সূরা ফাতিহা শুরু থেকে **وَلَا الضَّالِّينَ** পর্যন্ত পড়েছেন। তারপর বলেছেন আমীন। অতঃপর লোকজন ও আমীন বলেছেন। যখনই সিজদা করেছেন তখনই বলেছেন, আল্লাহ আকবার এবং যখনই বসা থেকে উঠেছেন, উভয়ে আমীন বলেছেন। যখনই সিজদা করেছেন তখনই বলেছেন, আল্লাহ আকবার এবং যখনই বসা থেকে উঠেছেন, উভয় রাক‘আতে বলেছেন, আল্লাহ আকবার। আর যখন সালাম ফিরিয়েছেন, তখন বলেছেন, যার হাতে আমার আত্মা তাঁর শপথ। আমি তোমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের সাথে অধিক সাম স্যশীল।’

- নাসাঈ : ১/১১৪

হাফিজ যায়লাঈ র. এই রেওয়াযাতের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন- প্রথমতঃ এ রেওয়াযাতটি শায এবং মা’লুল। কারণ, হযরত আবু হোরাযরা রা.-এর কয়েকজন শিষ্য এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শুধু নুআইম আল-মুজমির ছাড়া কেউ বিসমিল্লাহ পাঠের এই বাক্য বর্ণনা করেন নি। যদি মেনে নিই এটা নির্ভরযোগ্য, তবুও এই রেওয়াযাতটি শাফিঈদের মায়হাবের ব্যাপারে স্পষ্ট নয়। কারণ, কিরাআত শব্দ দ্বারা শুধু বিসমিল্লাহ পড়া প্রমাণিত হয়, জোরে পড়া নয়। কারণ, কিরাআত শব্দটিতে আস্তে পড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব এ রেওয়াযাত দ্বারা শাফিঈদের প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ নয়।

২. শাফিঈদের দ্বিতীয় প্রমাণ সুনানে ‘দারাকুতনীতে’ বর্ণিত হযরত মু‘আবিয়া রা.-এর ঘটনা। যেটি হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন-

قَالَ صَلَّى مُعَاوِيَةُ رَضِيَ بِالْمَدِينَةِ صَلَوةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَمْ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَقْرَأْ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا وَلَمْ يَكْبِرْ حِينَ يَهْوَى حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلَاةَ - فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَا مُعَاوِيَةُ! أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَمْ الْقُرْآنَ وَلِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوَى سَاجِدًا (قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ) كُلُّهُمْ (أَيُّ رَوَاتِهِ) يُفَاتَ.

‘তিনি বলেছেন, হযরত মু‘আবিয়া রা. মদীনা মুনাওয়ারায় একবার নামায আদায় করেছিলেন। তাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়েছেন। সূরা ফাতিহার জন্য তিনি বিসমিল্লাহ পড়েননি। এরূপভাবে তার পরবর্তী সূরার জন্যও তা পাঠ করেননি। নীচের দিকে অবতরণের সময় তাকবীরও বলেননি। এভাবে পুরো নামায সমাপ্ত করেছেন। তিনি যখন সালাম ফিরালেন, তখন মুহাজির এবং আনসার শ্রোতাগণ সর্বদিক থেকে তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, হে মু‘আবিয়া! আপনি কি নামাযে চুরি করেছেন, না ভুলে গেছেন? বর্ণনাকারী বলেছেন, অতঃপর তিনি যে কোন নামায পড়েছেন, প্রত্যেকটিতে সূরা ফাতিহা ও তৎপরবর্তী সূরার জন্য বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়েছেন। সিজদার দিকে অবতরণ করার সময় তাকবীর বলেছেন। দারাকুতনী বলেন, এ হাদীসের সমস্ত রাবী নির্ভরযোগ্য।’

- দারাকুতনী : ১/৩১১

ইমাম হাকিম র. ও এই রেওয়াযাতটি বর্ণনা করেছেন এবং এরপর বলেছেন **عَلَى شَرْطٍ** **هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ** **هُوَ أَجْرَدُ مَا يُعْتَمَدُ فِي هَذَا الْبَابِ** **أَرَأَيْتَ** **الْمُسْلِمِ** **أَرَأَيْتَ** **ر. বলেন-**

হাফিজ জামালুদ্দীন যায়লাঈ র. বলেন- প্রথমতঃ এই হাদীসটি সনদ ও মতন উভয় দিক দিয়ে মুযতারিব, দ্বিতীয়তঃ কয়েকটি কারণে এই হাদীসটি মা’লুল-

১। কারণ, হযরত আনাস রা. বসরায় থাকতেন এবং হযরত মু'আবিয়া রা.-এর মদীনায় আগমনের সময় তাঁর মদীনায় আগমন প্রমাণিত নয়।

২। কারণ, যেসব উলামায়ে মদীনা হযরত মু'আবিয়া রা.-এর উপর প্রশ্ন করছেন, স্বয়ং তাঁরা বিসমিল্লাহ আস্তে পড়ার প্রবক্তা ছিলেন। তাঁদের একজন সম্পর্কেও বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার প্রবক্তা ছিলেন বলে জানা যায়নি। অতএব, তাঁরা জোরে পড়ার দাবী কিভাবে করতে পারেন?

○ শাফিঈদের তৃতীয় প্রমাণ-মুস্তাদরাকে হাকিমে হযরত ইবনে আক্বাস রা.-এর রেওয়ায়াত-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে পড়তেন।’

- মুস্তাদরাকে হাকিম : ১/২৩২- ২৩৩ (সনদে মুহাম্মদ দুর্বল -লেখক)

হাফিজ যায়লাঈ র. ‘নসবুর রায়’তে এই রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করার পর বলেন-
فَالْحَاكِمُ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (হাকিম বলেছেন, এর সনদ সহীহ। তাতে কোন ত্রুটি নেই।)

○ এই রেওয়ায়াতটির উত্তর হল, এই হাদীসটি দুর্বল। এবং এটি মওযুহ কাছাকাছি এবং হাকিম র. কর্তৃক এটাকে সহীহ সাব্যস্ত করা হয়েছে তাঁর প্রসিদ্ধ নম্রতার ভিত্তিতে। এজন্য হাফিজ যাহাবী র. এই রেওয়ায়াতটিকে দুর্বল বলেছেন। বাস্তবতা হল, হযরত ইবনে আক্বাস রা. এর দিকে সম্বোধিত এই রেওয়ায়াতটি সহীহ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ, স্বয়ং ইবনে আক্বাস রা. থেকে তাঁর এই উক্তি প্রমাণিত আছে-

الْجَهْرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قِرَاءَةُ الْأَعْرَابِ -

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে পড়া বেদুঈনদের কিরা’আত।’ - মুসান্নাফে ইবনে আবু শায়বা : ১/৪১১

○ শাফিঈদের একটি প্রমাণ তিরমিযীতে বর্ণিত (৫৭/১) (بَابُ مَنْ رَأَى الْجَهْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) -এ হযরত ইবনে আক্বাস রা.-এর হাদীস-
فَالْحَاكِمُ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (হাকিম বলেছেন, এর সনদ সহীহ। তাতে কোন ত্রুটি নেই।)

○ কিন্তু এর উত্তর হল, প্রথমতঃ স্বয়ং ইমাম তিরমিযী র. এই রেওয়ায়াতটি সম্পর্কে বলেছেন-
فَالْأَبْرُ -عَيْسَى وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ (আবু ঈসা বলেছেন, এর সনদটি শক্তিশালী নয়।)

দ্বিতীয়তঃ এতে জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে স্পষ্ট বিবরণ নেই। অতএব, এর দ্বারা প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ নয়।

শাফিঈদের মৌলিক প্রমাণাদি ছিল এগুলোই, যা পূর্বে বর্ণনা করা হল। খতীবে বাগদাদী এবং ইমাম দারাকুতনী র. শাফিঈদের সমর্থনে আরো অনেক রেওয়ায়াত সংকলন করেছেন। কিন্তু হাফিজ যায়লাঈ র. ‘নসবুর রায়’তে এগুলোর এক একটিকে দুর্বল অথবা জার সাব্যস্ত করেছেন। সংক্ষিপ্ত এই যে, শাফিঈদের বর্ণিত হাদীসগুলো হয়তো সহীহ নয় অথবা স্পষ্ট নয়। এজন্য হাফিজ যায়লাঈ র. ‘নসবুর রায়’তে এবং আল্লামা ইবনে তাযমিয়া ফাতাওয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন ইমাম দারাকুতনী র. বিসমিল্লাহ জোরে পড়ার রেওয়ায়াতগুলো সংকলন করেছেন এবং এ বিষয়ের উপর একটি পুস্তিকা সংকলন করেছেন তখন কোন কোন মালিকী তাঁর কাছে এলেন এবং শপথ দিয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন যে, এগুলোতে সহীহ হাদীসও আছে কি না? তখন ইমাম দারাকুতনী র. উত্তর দিলেন-

كُلُّ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْجَهْرِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَأَمَّا عَنِ الصَّحَابَةِ فَنُفُتُهُمْ صَحِيحٌ وَضَعِيفٌ -

‘জোরে পড়া সংক্রান্ত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সবগুলো হাদীসই অশুদ্ধ। আর সাহাবী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোনটি সহীহ কোনটি দুর্বল।’

- নসবুর রায় : ১/৩৫৮ - ৩৫৯

তাদের প্রমাণাদির দুর্বলতার স্বীকারোক্তি এর চেয়ে বেশি আর কি হতে পারে?

অন্য বহু মুহাদ্দিস স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, বিসমিল্লাহ জোড়ে পড়ার ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নেই। হাফিজ যায়লাঈ র.-এর কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, রাফীযীরা বিসমিল্লাহ উচ্চারণে পড়ার প্রবক্তা ছিল, আর তাদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে- **كَذَّبَ النَّاسُ بِالْحَدِيثِ** (হাদীসের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় মিথ্যুক।) এজন্য তারা জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার ব্যাপারে অনেক হাদীস জাল করেছে। এ কারণে জোরে বিসমিল্লাহ সংক্রান্ত বেশীরভাগ হাদীসের সনদ কোন না কোন রাফীযীর উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই বুখারী, মুসলিম জোরে বিসমিল্লাহ পড়ার রেওয়াজ্যতগুলো বর্ণনা করেননি। হাফিজ যায়লাঈ র. বলেন যে, এই অধ্যায়ের কোন স্পষ্ট রেওয়াজ্যত যদি সনদগতভাবে প্রমাণিত হত, তবে আমি দু'বার কসম খেয়ে বলি, ইমাম বুখারী র. তা স্বীকৃত সহীহে অবশ্যই উল্লেখ করতেন। কারণ, ইমাম বুখারী র. হানাফীদের উপর প্রশ্ন উত্থাপন বিশেষভাবে পছন্দ করতেন এবং তাদেরকে **قَالَ بَعْضُ النَّاسِ** (কেউ কেউ বলেছেন) শব্দে উল্লেখ করেছেন।

হানাফীদের প্রমাণাদি

হানাফীদের যেসব প্রমাণ রয়েছে সেগুলো যদিও সংখ্যায় কম কিন্তু সূত্রগতভাবে মর্যাদাবান এবং আজিমুশশান, বিতর্কতার চূড়ান্ত মানদণ্ডে উন্নীত।

১. হানাফীদের প্রথম প্রমাণ-সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আনাস রা.-এর রেওয়াজ্যত-

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِ وَعُثْمَانُ رَضِ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

‘তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর, উমর ও উসমান রা.-এর সাথে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তে শুনিনি।’

- মুসলিম ১: ১১৭২

এই রেওয়াজ্যতটি নাসাঈতে নিম্নোক্ত ভাষায় এসেছে-

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - نَسَائِي : ১৬৬/১

যদ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সহীহ মুসলিমের রেওয়াজ্যতে না পড়ার কথা এসেছে, না পড়ার দ্বারা জোরে না পড়া উদ্দেশ্য।

২. নাসাঈতে হযরত আনাস রা.-এর একটি রেওয়াজ্যত আছে-

صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَسْمَعْنا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا - نَسَائِي : ১৬৬/১

‘রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামাযে ইমামতি করেছেন, তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আমাদের শুনিয়ে পড়েননি। এমনিভাবে আবু বকর এবং উমর রা. আমাদের ইমামতি করেছেন, তাঁরাও আমাদেরকে তা শুনিয়ে পড়েননি।’

এতে স্পষ্ট হল, হযরত আনাস রা. এর উদ্দেশ্য জোরে বিসমিল্লাহ না পড়ার কথা বলা, সরাসরি না পড়ার কথা নয় :

৩. তৃতীয় প্রমাণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল রা. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস। যাতে তিনি বলেন-

سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ أَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ لِي أَيْ بُنَى مُحَدَّثُ ابْنِكَ وَالْحَدَّثُ قَالَتْ لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الْحَدَّثُ فِي الْإِسْلَامِ وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي يَكْرِى رَضَ وَعُمَرُ رَضَ وَعُثْمَانُ رَضَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَاتَقْلَهُ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - ترمذی : ۵۷/۱

এই রেওয়াযাতে لَا تَجْهَرُ بِهَا দ্বারা উদ্দেশ্য হারা আনাস রা.-এর যে রেওয়াযাত আমার উপরে উল্লেখ করেছি তাতে জোরে না পড়ার কথা বলা আছে। অতএব, এখানেও তাই উদ্দেশ্য হবে।

৩ কিন্তু এর উপর শাফিঈগণ প্রশ্ন করেন যে, এতে আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল-এর ছেলে অজ্ঞাত।

৩ এর উত্তর হল, মুহাদ্দিসীন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, তাঁর নাম ইয়াযীদ এবং তাঁর সূত্রে তিনজন রাবী বর্ণনা করেন। বস্তুতঃ উসূলে হাদীসের নিয়ম হল, যে ব্যক্তি থেকে রেওয়াযাতকারী দু'জন তিনি আর অজ্ঞাত থাকেন না। আর এখানে তো তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারী দুয়ের অধিক। এ কারণেই ইমাম তিরমিযী র. বলেন- حَدِيثٌ آتٍ عَنْ أَبِي يَكْرِى رَضَ وَعُمَرُ رَضَ وَعُثْمَانُ رَضَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَاتَقْلَهُ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - ترمذی : ৫৭/১

৪. ত্বাহাজী প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ ذَلِكَ فَعَلُ الْأَعْرَابِ -

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বিসমিল্লাহির রাহীম জোরে পড়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, এটা বেদুঈনদের কাজ। - ত্বাহাজী : ১/১০০

এরূপভাবে ত্বাহাজীতেও হযরত আবু ওয়াইল রা. থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا بِالتَّائِمِينَ -

‘তিনি বলেছেন, হযরত উমর ও আলী রা. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং আউযুলিলাহ ও আমীন কোনটি উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন না।’ - ত্বাহাজী : ১/১৯৯

মোটকথা, এসব রেওয়াযাত সহীহ এবং স্পষ্ট হওয়ার কারণে ইমাম শাফিঈ র.-এর প্রমাণাদির মুকাবিলায় প্রাধান্য উপযোগী।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قَدَرَوِي هَذَا الْحَدِيثُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلَامَ عَلَى هَذَا الشَّرْجِ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنْ كَلَامٍ حُمِيدٍ -

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, এ হাদীসের উপর দু'ভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা-

১. যুহরী থেকে এ হাদীস বর্ণনাকারী যেমন হুমাইদ আল আ'রাজ আল মক্কী, অনুরূপভাবে আরও একদলও আছে। কিন্তু হুমাইদ আল আ'রাজের বর্ণনাধারা এই দলের পরিপন্থী। কারণ, হুমাইদের বর্ণনাধারায় আছে-

إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا ذَكَرَتْ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِإِفْكِ الْآيَةِ .

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ : জোহর নামাযের কিরাআত

٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَعْقِبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ح وَثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ الْحَجَّاجِ وَهَذَا لَفْظُهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَإِنِّي سَلَمَةٌ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسَمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرُّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظَّهْرِ وَيَقْصُرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . اذْكُرِ الْقِرَاءَةَ الْمَسْنُونَةَ فِي الصَّلَوَاتِ الْحُمُسَةِ . اَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ২। মুসাদ্দাদ ও ইবনুল মুসান্না হযরত আবু কাতাদা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামাযের ইমামতি করতেন। অতঃপর তিনি জোহর ও আসরের নামায আদায়কালে তার প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং অপর দুটি সূরা পাঠ করতেন। তিনি কখনও কখনও আমাদের গুনিয়ে আয়াত পাঠ করতেন। তিনি জোহরের নামাযের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফজরের নামাযও অনুরূপভাবে আদায় করতেন।
-বুখারী, মুসলিম, নাসাই, ইবনে মাজাহ

কোন নামাযে কোন সূরা মাসনুন

স্বাভাবিক অবস্থায় ফজর ও জোহরে তিওয়ালে মুফাস্সাল (সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত), আসর ও ইশায় আওসাতে মুফাস্সাল (সূরা বুরুজ থেকে লামইয়াকুন পর্যন্ত), মাগরিবে কিসারে মুফাস্সাল (লামইয়াকুন থেকে শেষ পর্যন্ত) পড়া মাসনুন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, রাবী মুসাদ্দাদ তাঁর বর্ণনায় সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠের উল্লেখ করেননি।

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : إِنْ إِيْمَامُ أَبُو دَاوُدَ ر.-এর উস্তাদ।

وَأَبَى سَلَمَةَ : এর আতফ আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদার উপর। এর অর্থ হবে, ইবনুল মুসান্না এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা এবং আবু সালামা উভয় থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু দাউদের প্রথম উস্তাদ মুসাদ্দাদ স্বীয় সনদে আবু সালামার কথা উল্লেখ করেননি।

عَنْ يَحْيَى عَنْ إِبْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ . ثُمَّ اتَّفَقَا إِيْ مُسَدَّدٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى عَنْ إِبْنِ أَبِي قَتَادَةَ .
আর ইবনুল মুসান্নার বিবরণের সারনির্যাস হবে
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَابْنِ سَلَمَةَ كِلَاهُمَا عَنْ إِبْنِ أَبِي قَتَادَةَ .
এ হল সনদগত পার্থক্য।

আরেকটি পার্থক্য হল, মূলপাঠগত। ইমাম আবু দাউদ র. বলেন-

وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةَ .

এর সারকথা হল, আবু দাউদের উস্তাদ ইবনুল মুসান্না ফাতিহাতুল কিতাব এবং সূরার কথা আলোচনা করেছেন। কিন্তু মুসাদ্দাদ ফাতিহাতুল কিতাব এবং সূরার কথা আলোচনা করেন নি।

অনুচ্ছেদ : সশব্দে কিরাআত না পড়লে সূরা ফাতিহা পড়ার মত যিনি গোষণ করেন

١. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَكِيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتَصَرَ مِنْ صَلَوةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَيْفًا؟ فَقَالَ
رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ! قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ أَكِيْمَةَ هَذَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى
مَعْنَى مَالِكٍ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحَ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। কা'নাবী হযরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বললেন- একবার রাসূলুল্লাহ সগুন্বাহ্ অলাইহে ওয়াসাল্লাম উকৈঃশ্বরে কিরাআত পাঠের মাধ্যমে নামায আদায়ের পর জিজ্ঞেস করলেন- তোমাদের কেউ কি এখন আমার সাথে (নামাযে) কিরাআত পাঠ করেছে? জবাবে এক সাহাবী বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন নবী করীম সগুন্বাহ্ অলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন- এজন্য (আমি মনে মনে) বললাম, আমার কুরআন পাঠের সময় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে কেন।

রাবী বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাইহে 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এরূপ শোনার পর সাহাবায়ে কিরাম উকৈঃব্বরে কিরাত পঠিত নামায়ে তাঁর পিছনে কিরাত পাঠ থেকে বিরত থাকেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে উকায়মা র.এ হাদীসটি মামার, ইউনুস, উসামা ইবনে যায়েদ র. ইমাম যুহরী হতে মালিকের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ أَكِيمَةَ هَذَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, এ হাদীসটি ইবনে উকাইমা-আবু হোরায়ারা সূত্রে ইমাম মালিক র. ও যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন হাদীসের সনদে রয়েছে, এমনিভাবে যুহরী থেকে মা'মার, ইউনুস, এবং হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা মালিক র.-এর শব্দ উল্লেখ করেননি, অর্থগত বিবরণ দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاحِدٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوْزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وَابْنُ السَّرِّحِ قَالُوا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَكِيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ بِقَوْلِ صَلَّى إِنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوَةُ نَظْنُ أَنَّهَا صَلَوَةُ الصَّيْحِ بِمَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مَالِي أَنَا زَعُ الْقُرْآنِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ فَأَنْتَهَى النَّاسُ وَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ بَنِيهِمْ، قَالَ سُفْيَانُ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ مَعْمَرٌ إِنَّهُ قَالَ فَأَنْتَهَى النَّاسُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَنْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ مَالِي أَنَا زَعُ الْقُرْآنِ، وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَأُونَ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ ﷺ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ قَوْلُهُ فَأَنْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ .
السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . مَا الْإِخْتِلَافُ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ بَيْنَ الْأَتَمَّةِ الْكِرَامِ ؟ أَكْتُبُ بِالذَّلِيلِ الْوَاضِحَةِ وَالْجَوَابِ عَنْ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস ২। মুসাদ্দাদ..... হযরত আবু হোরাযরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে একটি নামায আদায় করলেন। আমরা মনে করলাম এটি ফজরের নামায। مَالِي أَنَا زَعُ الْقُرْآنِ । ইমাম আবু দাউদ র. বলেছেন, মুসাদ্দাদ তাঁর হাদীসে বলেছেন যে, মা'মার যুহরী সূত্রে আবু হোরাযরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন- “অতঃপর লোকজন কিরাআত থেকে বিরত হয়ে যায়।’ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ যুহরী عَنْ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ শব্দ বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান বলেছেন, যুহরী আর একটি কথা বলেছেন। সেটি আমি শুনিনি। মা'মার বলেছেন সে কথাটি হল- فَأَنْتَهَى النَّاسُ ।

আবু দাউদ র. বলেন, আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক এটি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রেওয়াযাতে শেষ বাক্য হল- مَالِي أَنَا زَعُ الْقُرْآنِ আওয়াঈ র. যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এরপর মুসলমানরা উপদেশ গ্রহণ করেছেন। আর যে নামাযে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বশব্দে কিরাআত পড়তেন তাতে তাঁরা কিরাআত পড়তেন না।

আবু দাউদ র. বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ফারিসকে বলতে শুনেছি النَّاسُ فَأَنْتَهَى হল যুহরীর বাক্য।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَنْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَبِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ ابْنُ السَّرْجِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ مِنْ بَيْنِهِمْ قَالَ سَفْيَانٌ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهُمَا فَقَالَ مَعْمَرٌ أَنَّهُ قَالَ فَأَنْتَهَى النَّاسُ الْخ -

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য স্বীয় উস্তাদগণের মাঝে الْقِرَاءَةُ বাক্যের বিবরণে যে ইখতিলাফ রয়েছে তার বিবরণ দান। এটি কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর, না কি অন্য কোন রাবীর? ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসে আমার এক উস্তাদ মুসাদ্দাদ বলেন, আমার সনদ এ হাদীসে দু'টি- ১. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা। ২. মা'মার।

তারা দু'জন এ হাদীসটি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা فَأَنْتَهَى النَّاسُ বাক্য বর্ণনা করেননি। তাঁর হাদীস الْقُرْآنُ أَنْزَعُ مَالِي এর উপর সমাণ্ড হয়েছে। কিন্তু এর পরিপন্থী আমার উস্তাদ মা'মার যুহরী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এ হাদীসে الْقُرْآنُ أَنْزَعُ مَالِي বাক্যের পর فَأَنْتَهَى النَّاسُ বাক্যও বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর, আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ ইবনুস সার্বহ র.ও এ হাদীসটি মা'মার থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি যুহরী থেকে। তিনি এ হাদীসে বলেছেন- فَأَنْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ বাক্যটি হযরত আবু হোরায়রা রা. বলেছেন।

এরপর ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আযযুহরী র.ও সুফিয়ান-যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন, আমি এ শব্দটি শুনিনি। যখন যুহরী হাদীসটি বর্ণনা করছিলেন, তখন আমি মা'মারকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, যুহরী الْقُرْآنُ أَنْزَعُ এর পর فَأَنْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ বলেছেন। এতে বুঝা যায়, এটি যুহরীর শব্দ। ইমাম আবু দাউদ র. বাকি দুই উস্তাদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আলমারওয়াযী ও মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে খালাফের কোন ইখতিলাফ বর্ণনা করেননি।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَنْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ مَالِي أَنْزَعُ الْقُرْآنُ -

এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, فَأَنْتَهَى বাক্য যুহরী বলেননি। যদ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় এটি যুহরীর কথা। কারণ, এটি যদি যুহরীর হত, তবে যুহরীর কোন কোন ছাত্র তা পরিহার করতেন না। যেমন- আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক যুহরী থেকে বর্ণনাকালে এটি উল্লেখ করেননি।

وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيهِ فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ ﷺ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ قَارِسٍ قَالَ قَوْلُهُ فَأَنْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ -

এর দ্বারা উদ্দেশ্য فَأَنْتَهَى النَّاسُ বাক্যটি কার? এ সংক্রান্ত ইখতিলাফের বিবরণ দান।

Free @ www.e-ilm.weebly.com

২. অপরদিকে ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামায ও আস্তে কিরাআত বিশিষ্ট নামায উভয়টিতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

৩. ইমাম মালিক ও আহমদ র.-এ ব্যাপারে একমত যে, জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযগুলোতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু অতঃপর তাঁদের থেকে বিভিন্ন রেওয়াজাত রয়েছে। কোন কোন রেওয়াজাতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া মাকরুহ, কোনটিতে জায়যি, আর কোনটিতে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে। আস্তে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযগুলো সম্পর্কে তাঁদের থেকে তিনটি রেওয়াজাত রয়েছে। যেমন— ১. কিরাআত ওয়াজিব, ২. মুস্তাহাব, ৩. মুবাহ।

এতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে কিরাআত ওয়াজিব হওয়ার উক্তি শুধু শাফিঈ র.-এর। বরং এটাও তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী। অন্যথায় তাহকীক হল, ইমাম শাফিঈ র.ও জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযগুলোতে কিরাআত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা নন।

আল-মুগনীতে ইবনে কুদামা র.-এর আলোচনা দ্বারাও এটাই বোঝা যায়। তাছাড়া কিতাবুল উম্মে ইমাম শাফিঈ র.-এর আলোচনা দ্বারাও এটাই বুঝা যায়। কারণ, তাতে ইমাম শাফিঈ র. বলেন—

وَنَعْنُ نَقَوُّ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ قِرَاءَةً لَا يَسْمَعُ فِيهَا قِرَاءَتَهَا .

‘আমরা বলি, জামাআতে যেসব নামাযে ইমাম সশব্দে কিরাআত পড়েন না, সেসব নামাযে মুকতাদী কিরাআত পড়বে।’

—কিতাবুল উম্ম : ৭/১৫৩

পক্ষান্তরে ‘কিতাবুল উম্ম’ ইমাম শাফিঈ র.-এর নতুন গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত, পুরানো কিতাবগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন হাফিজ ইবনে কাছীর র. ‘আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া’য় এবং আশ্বামা সুয়ুতী র. ‘হসনুল মুহাযারায়’ (১/১২২) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, ‘কিতাবুল উম্ম’ হল, ইমাম শাফিঈ র.-এর মিসরে স্থানান্তরিত হওয়ার পরবর্তীতে রচিত গ্রন্থ। অতএব, এটা তাঁর নতুন কিতাবগুলোর অন্তর্ভুক্ত। যার দাবী হল, এটা ইমাম শাফিঈ র.-এর নতুন উক্তি, পুরনো উক্তি নয়। এতে স্পষ্ট হল, জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে কিরাআত ওয়াজিব হওয়ার মাযহাব আমাদের যুগের গায়রে মুকাদ্দিসীদের। এমনকি দাউদ জাহিরীও এর প্রবক্তা নন। তাছাড়া আশ্বামা ইবনে তাইমিয়াহ র.ও জোরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে ইমামের পেছনে কিরাআত জোরে না পড়ার প্রবক্তা। আস্তে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে প্রবল ধারণা মুতাবিক কিরাআত মুস্তাহাব হওয়ারই প্রবক্তা।

ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠের প্রবক্তাদের প্রমাণাদি

হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা.-এর হাদীস

ইমাম শাফিঈ র. এবং ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠের প্রবক্তাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং শক্তিশালী প্রমাণ হল হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত তিরমিযী : ১/৫৭-এর হাদীস।

قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ فَتَقُلْتُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ تَقْرَؤُنَ وِرَاءَ إِمَامِكُمْ، قَالَ قُلْنَا بَارِسَ رَسُولُ اللَّهِ! إِي وَاللَّهِ . قَالَ لَا تَفْعَلُوا الْإِيَّامَ الْقِرَانَ، فَإِنَّهُ لَأَصْلُوهُ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا .

এই হাদীসটি যদিও শাফিঈ মতাবলম্বীদের মাযহাবের ক্ষেত্রে স্পষ্ট, কিন্তু সহীহ নয়। এজন্য ইমাম আহমদ র.-এ হাদীসটি মা'লুল সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে তাইমিয়াহ তাঁর ফাতাওয়ায় অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তাছাড়া হাফিজ ইবনে আব্দুল বার র. এবং অন্যান্য কোন কোন মুহাদ্দিস ও মা'লুল বা ক্রটিযুক্ত বলে উক্তি করেছেন।

হযরত আবু হোরায়া রা.-এর হাদীস

শাফিঈ মতাবলম্বী প্রমুখের দ্বিতীয় প্রমাণ হযরত আবু হোরায়া রা.-এর হাদীস। যেটি সহীহ মুসলিম এবং ইমাম তিরমিযী র. ও এটাকে প্রাসঙ্গিকভাবে মুআত্তা'করুপে বর্ণনা করেছেন-

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الْحَدِيثِ إِنِّي أَكُونُ أَحِبَّاءًا وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ اقْرَأْ بِهَا فَيَ نَفْسِكَ - (اللفظ للترمذی : ۷۱/۱)

এর উত্তর হল, এ হাদীসের দুটি অংশ রয়েছে- একটি মারফু, যার মধ্যে শুধু এতটুকু ইরশাদ রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায অসম্পূর্ণ। কিন্তু এই ছকুমতি হানাফীদের অন্যান্য প্রমাণের আলোকে ইমাম এবং মুনফারিদের জন্য প্রযোজ্য। দ্বিতীয় অংশ হযরত আবু হোরায়া রা.-এর উপর মাওকুফ। তিনি ইমামের পেছনে ফাতিহা সম্পর্কে বলেছেন- نَفْسِكَ- প্রথমতঃ তো এটা হযরত আবু হোরায়া রা.-এর নিজস্ব ইজতিহাদ। যেটি মারফু হাদীসের বিপরীতে প্রমাণ নয়। দ্বিতীয়তঃ এই ইরশাদটির এই অর্থও হতে পারে যে উচ্চারণ ব্যতীত মনে মনে সূরা ফাতিহা পড়বে।

আবু কিলাবার রেওয়ায়াত

শাফিঈদের একটি প্রমাণ আবু কিলাবার রেওয়ায়াত।

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ فَقَالَ بَعْضُ نَعَمْ، وَقَالَ بَعْضٌ لَا، فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعْلَيْنَ فَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَيَ نَفْسِهِ - مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ :

۳۷৬/১, مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : ১২৭/২

এর উত্তর হল, এর দ্বারা তো বোঝা যায়, ইমামের পেছনে কিরাআত তরককে প্রিয়নবী সাদ্বাহ আল্লাইহ ওয়াসাল্লাম উত্তম সাবাস্ত করেছেন। অতএব, এটি শাফিঈদের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

৫৭/১ - ترمذی : ৫৭/১ : قَرَأَ يَقْرَأُ : لِأَصْلَوَةِ لِمَنْ كَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - ترمذی : ৫৭/১ (সকর্মক ক্রিয়া) হয়। যেমন কَرَأْتُ بِالْكِتَابِ বলে; قَرَأْتُ الْكِتَابِ নয়। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে এটাকে ব এর মাধ্যমে মুতা'আদী করা হয়েছে এর কারণ কি? এর উত্তরে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন ব হরফটি এখানে তাবাররুকের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। উহা ইবারত মূলত এরূপ ছিল-

لَأَصْلَوَةِ لِمَنْ كَمْ يَقْرَأُ وَيَتَرَكُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ -

'যে সূরা ফাতিহা পড়ল না এবং এর দ্বারা বরকত অর্জন করল না তার নামাযই হয় না।'

২. আর কেউ বলেছেন এখানে ব অতিরিক্ত।

৩. কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও ইলমী তাহকীক হযরত শাহ সাহেব র. فَصَّلَ الْخُطَابِ فِي مَسْنَدِهِ : নামক গ্রন্থে করেছেন। সেটি হল, যে সব ফে'ল প্রত্যক্ষভাবে মুতা'আদী হয় সেগুলোকে কখনো কখনো ব-এর মাধ্যমে মুতা'আদী (সকর্মক) করা হয়। কিন্তু উভয় অবস্থাতে অর্থগত পার্থক্য হয়। এ কারণে যখন ব-এর মাধ্যমে থাকে না তখন অর্থ এই হয় যে, মাফউল পুরোপুরি মাফউল অর্থাৎ, মাফউলিয়াতে তার সাথে অন্য কিছু অংশীদার নেই। আর যখন ব-এর মাধ্যমে হয় তখন অর্থ হয়, মাফউলে বিহী মাফউলের অংশ।

মাফউলেবিহী অন্য কোন কিছুও তার সাথে শরীক। এজন্য قَرَأَ-কে যখন প্রত্যক্ষভাবে মুতা'আদী করা হয়, তখন এর মাফউলেবিহী পরিপূর্ণ পঠিত বিষয় হবে। আর অর্থ হবে শুধু এটাকেই পড়া হয়েছে' অন্য কোন জিনিস পড়া হয়নি। আর যখন ب-এর সাথে মুতা'আদী করা হবে তখন মাফউলেবিহী হবে পঠিত বিষয়ের কোন অংশ। অর্থ এই হবে যে, মাফউলেবিহীও পড়া হয়েছে এবং এর সাথে আরো কিছুও। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিরাআতের বিবরণ দিতে গিয়ে يَقْرَأُ بِالطُّورِ - يَقْرَأُ بِالْمَغْرِبِ بِالطُّورِ এবং قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ - يَقْرَأُ بِالْمَغْرِبِ بِالطُّورِ শব্দ এসেছে। এগুলোর অর্থ হল, শুধু সূরা তুর এবং সূরা কাফ পড়েননি; বরং এগুলোর সাথে আরো কিছু পড়েছেন। অর্থাৎ, সূরা ফাতিহা এর পরিপন্থী এক রেওয়াজাতে আছে سُورَةُ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ এখানে ব হরফ নেই। অতএব, এর অর্থ হল, শুধু সূরা আর-রহমান পড়েছেন, এর সাথে অন্যকিছু পড়েননি। অতএব, আলোচ্য হাদীসে ফাতিহাতুল কিতাবের উপর ب প্রতিষ্ঠা করিয়ে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, নামাযে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া হবে না; বরং এর সাথে আরো কিছু পড়া হবে। অর্থাৎ, সূরা মিলাতে হবে।

হযরত শাহ সাহেব র. বলেন, এই মূলনীতিটি শুধু যমখশরীর কিতাবুল মুফাস্সালে উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া যমখশরী কাশশাফে وَهَزَى إِلَيْكَ بِجَذَعِ النَّخْلَةِ আয়াতের তাফসীরে যে আলোচনা করেছেন, তদ্বারাও বোঝা যায়।

হানাফীদের প্রমাণাদি :

(১) কুরআনের আয়াত : হানাফীদের সর্বপ্রথম দলীল কুরআনে কারীমের আয়াত—

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - سورة الاعراف : ২০৬

এই আয়াতটি তিলাওয়াতে কুরআনের সময় শ্রবণ ও নীরবতা অবলম্বন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট। আর সূরা ফাতিহা যে কুরআন এটা সর্বসম্মত বিষয়। অতএব, এর দ্বারা ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠও নিষিদ্ধ বোঝা যায়।

হানাফীদের প্রমাণ হাদীস

হযরত আবু মুসা আশআরী ও আবু হোরায়রা রা.-এর হাদীস

(২) হানাফীদের দ্বিতীয় প্রমাণ হযরত আবু মুসা আশআরী রা.-এর সূত্রে বর্ণিত সহীহ মুসলিমের একটি সুদীর্ঘ রেওয়াজাত। তাতে তিনি বলেন—

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقْبِمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيُؤْمِكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قُرِئَ فَأَنْصِتُوا" وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ الخ -

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে খুৎবা দিলেন। তিনি আমাদের সুন্নতের বিশদ বিবরণ দিলেন এবং আমাদের নামায শিখালেন। তিনি বললেন, যখন তোমরা নামায পড়, তখন তোমাদের কাতার সোজা কর। অতঃপর যেন তোমাদের কেউ ইমামতি করে। যখন ইমাম তাকবীর দিবে তখন তোমরাও তাকবীর দাও। আর যখন ইমাম কিরাআত পড়বে, তখন তোমরা নীরব থেকো, যখন ইমাম غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ পড়বে তখন তোমরা আমীন বলো।' -মুসলিম : ১/১৭৪

হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর হাদীস

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنصَرَفَ مِنْ صَلَوةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ عَمِي أَحَدٌ نَكُمُ إِنْفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنْزَعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِمَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَواتِ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - (ترمذی : ۷۱/۱ : نسائی : ۱۴۴/۱)

এ হাদীসটি হানাফীদের মাযহাবে উপর স্পষ্ট হবার সাথে সাথে এটাও স্পষ্ট করছে যে, ইমামের পেছনে কিরাআত পাঠকে কুরআনের সাথে বাদানুবাদ সাব্যস্ত করার পর সাহাবায়ে কিরাম ইমামের পেছনে কিরাআত বর্জন করে দিয়েছিলেন। এই হাদীসে এই ব্যাখ্যাও হতে পারে না যে, এতে ইমামের পেছনে সূরা পড়তে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া নয়। কারণ, এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধের কারণও বর্ণনা করে দিয়েছেন, সেটি হল, কুরআনের সাথে বাদানুবাদ। আর এই কারণটি যেরূপভাবে সূরা পাঠে বিদ্যমান এরূপভাবে সূরা ফাতিহা পাঠেও বিদ্যমান। অতএব, উভয়ের হুকুমও এক।

হানাফীদের প্রমানাদির উপর প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত আলোচনা বড় বড় গ্রন্থাদিতে রয়েছে।

হানাফীদের মাযহাব ও আছারে সাহাবায়ে কিরাম

বিতর্কিত মাসআলাগুলোতে সিদ্ধান্ত এর ভিত্তিতেও হয় যে, এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মাযহাব ও মা'মূল কি ছিল? এই দৃষ্টিকোন থেকে যদি লক্ষ্য করা হয়, তাহলেও হানাফীদের পাল্লা ভারী দেখা যায়। বহু আছারে সাহাবা তাদের সমর্থনে পাওয়া যায়।

আল্লামা আইনী র. উমদাতুল কারীতে লিখেছেন যে, ইমামের পেছনে কিরাআত পরিহারের মাযহাব প্রায় ৮০ জন সাহাবী থেকে প্রমাণিত। তন্মধ্যে অনেক সাহাবী এ ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। অর্থাৎ, চার খলীফা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, য়ায়েদ ইবনে সাবিত, জাবির, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.।

● সারকথা, অধিকাংশ মুহাদ্দিস এই মত পছন্দ করেছেন যে, ইমাম যখন সশব্দে কিরাআত পড়বেন তখন মুক্তাদী কিরাআত পড়বে না এবং তাঁরা বলেছেন, ইমামের নীরবতাগুলোর অনুসরণ করবে (তথা ইমাম যখন নীরবতা অবলম্বন করবেন তথা আয়াত পড়ে পড়ে থামবেন সেই ফাঁকে ফাঁকে মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহা পড়বে।)

● ইমামের পেছনে এ কিরাআত পড়া নিয়ে উলামায়ে কিরাম মতবিরোধ করেছেন। সাহাবা, তাবঈঈন ও তৎপরবর্তী অধিকাংশ আলিমের মত হল, ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া। এমতই পোষণ করেন মালিক ইবনে আনাস, আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ি। লোকজনও পড়ে। ব্যতিক্রম শুধু কুফার অধিবাসী একটি সম্প্রদায়। আমি মনে করি, যে কিরাআত পড়বে না তার নামাযও জায়য নয়।

● সূরা ফাতিহা পাঠ তরক করার ব্যাপারে একদল আলিম কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। যদিও ইমামের পেছনেই হোক না কেন। তাঁরা বলেছেন, সূরা ফাতিহা পাঠ ব্যতীত নামায যথেষ্ট হবে না। চাই একাকী হোক কিংবা ইমামের পেছনে। তাঁরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হযরত উবাদা ইবন সামিত রা.-এর রেওয়াজটিকে মাযহাবরূপে গ্রহণ করেছেন। হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

পর ইমামের পেছনে কিরাআত পড়েছেন এবং নবীজী সদ্দাহ্‌য় হুসাইই ওয়সল্লুম-এর বাণী- لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এমতই গোষণ করেন শাফিঈ, ইসহাক র. প্রমুখ।

○ তবে আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেছেন, নবীজীর বাণী لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ এর উদ্দেশ্য হল, যখন সে একাকী থাকবে। তিনি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কারণ, তিনি বলেছেন, যে সূরা ফাতিহা না পড়ে একটি রাকআত পড়ল সে নামাযই পড়ল না। তবে যদি ইমামের পেছনে থাকে। আহমদ র. বলেছেন, তিনি নবীজীর একজন সাহাবী। তিনি এর রাবী। তিনি لَا صَلَوةَ لِمَنْ كَمَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যখন মুসল্লী একা হবে। তা সত্ত্বেও ইমাম আহমদ র. ইমামের পেছনে কিরাআতকে পছন্দ করেছেন এবং ইমামের পেছনে হলেও ফাতিহা তরক না করতে বলেছেন।

بِقِرَاءَةِ الْكِتَابِ হাদীসটির সাথে দুটি মহাবিতর্কিত ফিকহী মাসআলা সংশ্লিষ্ট।

○ একটি মাসআলা হল, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া। শাফিঈ মতাবলম্বীগণ এ দ্বারা ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেন। এই মাসআলাটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এসেছে।

নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয না ওয়াজিব?

○ দ্বিতীয় মাসআলা যেটি এখানে উল্লেখযোগ্য সেটি হল, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয না ওয়াজিব।

১. ইমামত্রয় এটাকে ফরয ও নামাযের রুকন মানেন। তাঁরা বলেন যে, এটা তরক করলে নামায সম্পূর্ণ ফাসিদ হয়ে যায়। তাঁদের মতে সূরা মিলানো মাসনুন বা মুস্তাহাব। তাঁরা সূরা ফাতিহা ফরয হওয়ার উপর আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

২. ইমাম আবু হানীফা র. বলেন, সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয় বরং ওয়াজিব। ফরয হল সাধারণ কিরাআত। এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ্য যে, হানাফীদের মতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মিলানো উভয়টির হুকুম এক। তথা উভয়টি ওয়াজিব। এগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি তরক করলে ফরয তো আদায় হয়ে যায়; কিন্তু নামায দোহরানো ওয়াজিব থেকে যায়।

হানাফীদের প্রমাণ কুরআনে কারীমের আয়াত نَسْرًا مَّا نَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ (তোমাদের জন্য কুরআনের যতটুকু সহজ হয় ততটুকু তিলাওয়াত কর।) এখানে مَا نَسْرَ তথা যতটুকু সহজ হয় ততটুকু পড়া ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে; কোন নির্দিষ্ট সূরা নির্ধারণ করা হয়নি। আর মুতলাক খবরে ওয়াহিদ দ্বারা শর্তায়িত হতে পারে না। তাছাড়া মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়া রা.-এর মারফু' হাদীস রয়েছে-

مَنْ صَلَّى صَلَوةً لَمْ يَقْرَأْ بِهَا الْقُرْآنَ فَهِيَ خِدَاجٌ نَلَاثًا غَيْرَ تَمَامٍ.

'যে সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়া নামায পড়ল, তার সে নামায অসম্পূর্ণ। তিনবার একথাটি বললেন। এ নামায সম্পূর্ণ নয়।'

خِدَاج-শব্দের অর্থ হল অসম্পূর্ণ। এই হাদীসে সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাযকে অসম্পূর্ণ তো বলা হয়েছে তবে আসলেই নামায হয়নি একথা তো বলা হয়নি। কাজেই প্রমাণিত হল যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাযের সম্ভাব্যতা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু তার গণাবলীতে ক্রটি থেকে যাবে।

আলোচ্য হাদীসটির বিভিন্ন উত্তর হানাফীদের পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে।

○ لَا كَمَالَ তথা পূর্ণতাকে না করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মুহাক্কিকীন এ উত্তরটি পছন্দ করেননি। শায়খ ইবন হুমাম র. এটাকে রদ করতে গিয়ে লেখেন যে, এখানে যদি لَا كَمَالَ-এর জন্য প্রয়োগ করা

نَفِيٍّ- لَا صَلَوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ, যেমন, হয় তাহলে ফাতিহাকে ওয়াজিব বলাও মুশকিল হবে। যেমন, কিন্তু মসজিদে নামায আদায় করা নামাযের কোন ওয়াজিব নয়। এ কারণে মসজিদের প্রতিবেশী যদি মসজিদের পরিবর্তে ঘরে নামায আদায় করে নেয়, তাহলে তার নামায দোহরানো ওয়াজিব নয়। এর দাবী এটাই যে, ফাতিহা তরককারীর নামাযও দোহরানো ওয়াজিব নয়। অথচ স্বয়ং হানাফীগণও এর প্রবক্তা নন।

কিন্তু আলাচ্য হাদীসের সবচেয়ে প্রশান্তিদায়ক ও মুহাক্কিকসুলভ উত্তর দিয়েছেন হযরত শাহ সাহেব র. স্বীয় গ্রন্থ الْكِتَابُ فِي مَسْئَلَةِ أَمِ الْخُطَابِ ۝ এ। তিনি বলেন, এ হাদীসে لَا পূর্ণতাকে না করার জন্য নয়, সত্তাকে না করার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, কিরাআত না করার ছুরতে নামায সম্পূর্ণ ফাসিদ হয়ে যায় যেন এখানে কিরা'আত দ্বারা শুধু ফাতিহা পড়া নয় বরং সাধারণ কিরা'আত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাধারণ কিরা'আতই পড়ল না, না সূরা মিলাল, না সূরা ফাতিহা পড়ল তার নামাযই হয় না। যেন لَا-এর نَفِيٍّ ذَاتِ-এর অর্থ তখন পাওয়া যাবে, যখন ফাতিহা ও সূরা মিলানো উভয়টি পরিহার করা হবে।

এ ব্যাখ্যাটি এজন্য অধিক প্রাধান্য উপযোগী যে, কোন কোন রেওয়াযাতে এর (এই হাদীসের) সাথে نَصَاعِدًا অতিরিক্ত শব্দটি নির্ভরযোগ্য অনেক রেওয়াযাত দ্বারা প্রমাণিত। যখন এই অতিরিক্তটুকু প্রমাণিত হয়ে গেল তখন পুরো ইবারত এরূপ হল- لَا صَلَوةَ لِمَنْ يَفْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا

যার অনুবাদ এই হবে যে, যে ব্যক্তি ফাতিহা এবং অতিরিক্ত আরো অংশ না পড়বে তার নামায হবে না। অতএব, এই হাদীসের উদ্দেশ্য এই হবে, যখন কিরাআত একেবারেই হবে না তখন নামায না হওয়ার হুকুম লাগবে। আর এই অর্থটি হানাফী মাযহাবের হুবহু অনুকূল। কোন কোন রেওয়াযাতে نَصَاعِدًا-এর পরিবর্তে نَمًا অথবা تَبَسَّرَ مَا অথবা وَابْتَيْنَ مَعَهَا শব্দও এসেছে। এসব অতিরিক্ত অংশ সনদগতভাবে সহীহ যেমন এগুলোর তাহকীক ইনশাআল্লাহ ইমামের পিছনে কিরা'আতের মাসআলায় আসবে।

যদি মেনে নেয়া হয় যে, نَصَاعِدًا এবং زَادَ ইত্যাদি অতিরিক্ত অংশ প্রমাণিত নয় তখনও ফাতিহাতুল কিতাবের উপর ب প্রবিষ্ট করা সত্তাগতভাবে এর প্রমাণ যে, ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছুও পড়া উদ্দেশ্য। যেমন প্রথমে বলা হয়েছে যে, কিরা'আতকে ب দ্বারা মুতা'আদী করার ফলে অর্থ এই হবে যে, মাফউল পরিপূর্ণ পঠিত বিষয় নয়; বরং পঠিত বিষয়ের অংশ। অতএব এ হাদীস দ্বারা হানাফীদের রদ হয় না।

بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يُجْهَرْ

অনুচ্ছেদ : ইমাম জোরে কিরাআত না পড়লে যে তার মত পোষণ করে

۱. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّبِيبُ النَّاسِ نَاشِعَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَلَمَّا قَرَأَ أَيْكُمُ قَرَأَ، قَالُوا رَجُلٌ - قَالَ قَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَ بَعْضًا -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ الْبَيْسَ قَوْلُ سُعَيْدٍ اَنْصِتْ
لِلْقُرْآنِ؟ قَالَ ذَاكَ إِذَا جَهَرَبِهِ، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ، قَالَ
لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْعَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১। আবুল ওয়ালীদ (দ্বিতীয় সনদ) মুহাম্মদ ইবনে কাসীর হযরত ইমরান ইবনে
হোসাইন রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জোহর নামায আদায় করলেন, এক ব্যক্তি
এসে তাঁর পিছনে سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায থেকে অবসর হয়ে
বললেন, কে তিলাওয়াত করেছে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এক ব্যক্তি (তিলাওয়াত করেছে)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি অনুধাবন করছিলাম যে, তোমাদের কেউ আমার কাছ থেকে কুরআন ছিনিয়ে নিয়েছে।

আবু দাউদ র. বলেন, আবুল ওয়ালীদের রেওয়াজাতে আছে, শোবা বলেছেন, আমি কাতাদাকে বললাম,
সাস্তিদ কি বলেন নি, যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে, তখন নিরব থাক? তিনি বললেন, এটা তখনকার বিষয়
যখন জোরে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। ইবনে কাসীরের রেওয়াজাতে আছে, শোবা কাতাদাকে বলেছেন,
বোধহয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন তিলাওয়াতকে অপছন্দ করেছেন। কাতাদা বললেন, যদি অপছন্দ
করতেন তবে তা থেকে নিষেধ করতেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ الْبَيْسَ قَوْلُ سُعَيْدٍ اَنْصِتْ
لِلْقُرْآنِ قَالَ ذَاكَ إِذَا جَهَرَبِهِ .

এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান এ হাদীসে দু'টি সনদ রয়েছে- ১. আবুল ওয়ালীদ. ২. মুহাম্মদ
ইবনে কাসীর আল আবদী। তাঁরা দু'জনই শো'বার শিষ্য।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ আবুল ওয়ালীদ স্বীয় হাদীসে বলেছেন, যখন আমার উস্তাদ শো'বা
এ হাদীসটি স্বীয় উস্তাদ কাতাদা থেকে শুনেছেন, অথচ হাদীসে সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট এবং নিঃশব্দে কিরাআত
বিশিষ্ট নামাযে মুকতাদীর জন্য কিরাআত পড়তে সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তখন শো'বা স্বীয় উস্তাদ
কাতাদাকে প্রশ্ন করলেন যে, আপনার উস্তাদ সাস্তিদ ইবনে মুসাইয়্যিব নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, চাই
সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামায হোক অথবা নিঃশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট, তাহলে আপনি আপনার উস্তাদের
বিরোধিতা কিভাবে করছেন? তখন কাতাদা উত্তর দিলেন, নীরবতা অবলম্বনের নির্দেশ সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট
নামাযের সাথে বিশেষিত। কিরাআত নিঃশব্দে হলে নীরবতার নির্দেশ নেই। অতএব, কাতাদা যেন নীরবতা
অবলম্বনের নির্দেশকে সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযের সাথে খাস করে দিয়েছেন। এ হল শো'বার উক্তির
সারমর্ম।

○ আবু দাউদের কোন কোন ব্যাখ্যাতা শো'বার উক্তি এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, শো'বা কাতাদাকে বললেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাবের উক্তি **أَنْصَبَ لِلْفُرَّانِ** সশব্দে ও নিঃশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট উভয় প্রকার নামাযকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রা.-এর হাদীসে আছে- **إِنَّ الرَّجُلَ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ** -এর হাদীসে আছে- **خَالَجَنِي** যদ্বারা বাহ্যত মনে হয় **مُخَالَجَتْ** নিঃশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযেও হয়। কিন্তু নিষিদ্ধ নয়, নিষিদ্ধ শুধু সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে। তাহলে সাঈদের উক্তি হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন রা.-এর হাদীসের পরিপন্থী হল। তখন কাতাদা এই বিরোধ অবসানের জন্য বললেন, সাঈদের উক্তি তে নীরবতার নির্দেশ সশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযের সাথে খাস। অতএব, সাঈদের উক্তি এবং ইমরান ইবনে হোসাইন রা.-এর হাদীসে বিরোধ রইল না।

○ কিন্তু আল্লামা সাহারানপুরী র. এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা উপরে যা উল্লেখ করেছি এটি উদ্দেশ্য। কারণ, সাঈদের উক্তি সশব্দে ও নিঃশব্দে কিরাআত বিশিষ্ট উভয় নামাযকে অন্তর্ভুক্ত করে। এক্ষেপে ইমরান ইবনে হোসাইন রা.-এর হাদীসও উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, উভয়টিতে বিরোধ কিভাবে হল যে, তার অবসানের প্রয়োজন হয়?

হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব র. হযরত গাসুহী র. থেকেও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বায়হাকী র. এ উক্তিটির অর্থ এই বর্ণনা করেছেন- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেছেন, কাতাদার উক্তি **إِذَا جَزَيْتَهُ** তে দু'টি সম্ভাবনা আছে-

১. এক অর্থ হল, যখন ইমাম জোরে কিরাআত পড়েন, ২. আর এক সম্ভাবনা হল, যখন মুকতাদী জোরে কিরাআত পড়ে। অর্থাৎ, মুকতাদীর জন্য কিরাআত জায়েয হবে না যদি সে জোরে পড়ে। আর যদি আন্তে পড়ে, তবে এটা **إِنْصَاتُ** তথা নীরবতার পরিপন্থী হবে না।

وَقَالَ ابْنُ كَيْسَرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِقَتَادَةَ كَانَهُ كَرِهَهُ قَالَ لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ .

সারকথা হল, ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমার উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে কাসীর খীয় হাদীসে বলেন, তাঁর উস্তাদ শো'বা যখন কাতাদার কাছ থেকে এ হাদীস শোনেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এর দ্বারা তো বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকতাদীর কিরাআতকে খারাপ মনে করেছেন। তখন কাতাদা উত্তর দিলেন, না, যদি খারাপ মনে করতেন, তবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই নিষেধ করতেন। এতে বুঝা গেল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারাপ মনে করেননি। কাজেই ইমামের পিছনের কিরাআত ব্যাপক আকারে মাকরুহ নয়।

○ সম্ভবতঃ এ দু'টি উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য ইমামের পিছনে কিরাআত প্রমাণ করা। কারণ, ইমরান ইবনে হোসাইন রা.-এর হাদীস যেহেতু ব্যাপক আকারে মাকরুহ প্রমাণ করে, যা হানাফীদের সমর্থক, সেহেতু ইমাম আবু দাউদ র. প্রথম উক্তি দ্বারা এটিকে সশব্দে কিরাআতের অবস্থার সাথে বিশেষিত করে দেন। অর্থাৎ, মুকতাদীর কিরাআত পাঠ মাকরুহ তখন, যখন ইমাম সশব্দে কিরাআত পড়েন, আর দ্বিতীয় উক্তি দ্বারা ব্যাপক আকারে বৈধতা প্রমাণ করছেন।

○ কিন্তু আপনি জানেন, কোন একটি হুকুমের কারণ অর্থাৎ **مُخَالَجَتْ** -এর উপর সতর্ক করা, এটি সুস্পষ্ট ভাষায় হুকুম বলে দেয়ার পর্যায়ভুক্ত। যদিও এ হুকুমের উপর সুস্পষ্ট বিবরণ নাই হোক না কেন।

তাছাড়া, উক্তিটি যদিও ব্যাপক আকারে মাকরুহ না হওয়া বুঝায়। কিন্তু কাতাদার পূর্বোক্ত উক্তি ইমামের জোরে কিরাআতের সময় মাকরুহের দাবী রাখে। কাজেই ব্যাপক আকারে বৈধতা প্রমাণ করা প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়।

بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

অনুচ্ছেদ : তাকবীরের পরিপূর্ণতা (কোন কোন স্থানে তাকবীর)

২. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ نَا أَبِي وَبَقِيَّةَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ غَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُكْعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْاِثْنَيْنِ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَّهَا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الْكَلَامُ الْأَجْمَرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزَّيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَوَأَفَقَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ وَشُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ الْجَوَابُ بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ২। আমার ইবনে উসমান আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান এবং সালামা র. হতে বর্ণিত, তারা বলেন, আবু হুরায়রা রা. ফরয ও অন্যান্য নামায আদায়ের সময় দাঁড়ানো ও রুকু করা কালে তাকবীর বলতেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" বলার পর "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" বলতেন সিজদায় যাওয়ার পূর্বে। অতঃপর তিনি সিজদায় যেতে "اللَّهُ أَكْبَرُ" বলতেন। সিজদা হতে মাথা উত্তোলন এবং পুনরায় সিজদায় গমনকালে তিনি তাকবীর বলতেন, অতঃপর সিজদা হতে মাথা উত্তোলনকালে তাকবীর বলতেন। দ্বিতীয় রাক'আতের বৈঠক হতে দশায়মান হবার সময়ও তিনি আত্মাহ আকবার বলতেন। তিনি প্রত্যেক রাক'আতেই আত্মাহ আকবার বলতেন। নামাযান্তে তিনি বলতেন— আত্মাহর শপথ! যার হাতে আমার জীবন! তোমাদের তুলনায় আমার নামায রাসুলুহা সাদ্দাহা ল্লাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায়ের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। শ্রিয়নবী সাদ্দাহা ল্লাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এল্পে নামায আদায় করেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইমাম মালিক, আলী ইবনে হোসাইন সূত্রে এটাকে সর্বশেষ বাক্য বলেছেন। আবদুল আলী যুহরী সূত্রে এ ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْكَلَامُ الْأَجْمَرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزَّيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَوَأَفَقَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - أَوْضَحَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ৩ । মুহাম্মদ ইবনে বাশশার আবদুর রহমান ইবনে আবযা তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন- তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায আদায় করেছেন । প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর পূর্ণভাবে বলতেন না

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন- এর অর্থ এই যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ককু হতে মাথা উঠিয়ে যখন সিজদায় যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন পূর্ণভাবে তাকবীর উচ্চারণ করতেন না । তিনি সিজদা হতে দাঁড়ানোর সময়ও পূর্ণরূপে তাকবীর উচ্চারণ করতেন না ।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি -عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الشَّامِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْكَلَانِيُّ -

এখানে বলতে চাইছেন, আমার উস্তাদ ইবনে বাশশার হাসান ইবনে ইমরানের সিফত 'শামী' উল্লেখ করেছেন । অর্থাৎ, তিনি ছিলেন শামের অধিবাসী । এরপর আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে বাশশার যা বলেছেন, তা সঠিক । কারণ, তাঁর উপনাম আবু আবদুল্লাহ আসকালানী অর্থাৎ, হাসান ইবনে ইমরানের উপনাম আবু আবদুল্লাহ । তিনিই হলেন আসকালানী । বস্তুতঃ আসকালান শামের একটি শহরের নাম । অতএব, ইবনে বাশশার যে তাকে শামী বলেছেন, তা সहीহ । তবে আমার দ্বিতীয় উস্তাদ ইবনে মুসান্না এ সিফাতটি উল্লেখ করেননি ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيَمَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ : ককু থেকে মাথা উত্তোলন করার সময় কি পড়বে

١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ نَعْمَانَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رِنَّا لَكَ الْحَمْدُ مِلًّا السَّمَوَاتِ وَمِلًّا الْأَرْضِ وَمِلًّا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ بَعْدُ الرُّكُوعِ قَالَ سُفْيَانُ لَقِينَا الشَّيْخَ عُبَيْدًا أَبَا الْحُسَيْنِ فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ بَعْدُ الرُّكُوعِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَصَمَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ بَعْدُ الرُّكُوعِ .

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ ثُمَّ زَيَّنَهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - عَلَى مَنْ ذِمَّةُ قِرَاءَةِ التَّسْمِيْعِ وَالتَّحْمِيدِ؟ مَا الْاِخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْأَتَمَةِ الْكَرَامِ؟ وَمَا هِيَ الدَّلَائِلُ؟ أَوْضَحَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ . أَذْكَرُ بُدْءًا مِنْ حَيَاةِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস নং ১। মুহাম্মদ ইবনে ইসা..... আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করতেন তখন বলতেন—

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَّ السَّمَوَاتِ وَمِلَّ الْأَرْضِ وَمِلَّ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ -

আবু দাউদ র. বলেন, সুফিয়ান সাওরী ও শোবা ইবনে হাজ্জাজ রা. উবাইদ আবুল হাসান সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। এতে “রুকুর পরে” কথাটি নেই। সুফিয়ান বলেন, আমরা আবুল হাসানের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনিও এ হাদীসে ‘রুকুর পরে’ কথাটি বর্ণনা করেননি।

আবু দাউদ র. বলেন, শোবা এ হাদীসটি আবু ইসমা-আমাশ-উবাইদ সূত্রে বর্ণনা করতে গিয়ে بَعْدَ الرُّكُوعِ শব্দটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ أَبِي الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ سُفْيَانُ لَقِينَا الشَّيْخَ عَبْدًا أَبَا الْحَسَنِ فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَصَمَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ -

এ তিনটি উক্তির সারনির্ঘাস হল, আ‘মাশের শিষ্যদের মধ্যে এ হাদীসের সূত্র এবং মূলপাঠের ব্যাপারে ইখতিলাফ হয়েছে। সূত্রগত ইখতিলাফ হল, আবু মু‘আবিয়া, ওয়াকী, মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ এরা সবাই আ‘মাশ-উবাইদ ইবনুল হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আ‘মাশের এসব শিষ্য বলেছেন, ‘উবাইদ ইবনুল হাসান’ যেমন উপরোক্ত সনদে পরিলক্ষিত হয়। মূলপাঠে তাঁরা বলেছেন—بَعْدَ الرُّكُوعِ -এর দ্বারা বুঝা যায়, এ দো‘আটি রুকু পরবর্তীকালের।

আ‘মাশের শিষ্য আবু ইসমা আ‘মাশ থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে সনদে عَنْ عَبْدِ

বলেছেন। মূলপাঠে বলেছেন—بَعْدَ الرُّكُوعِ তিনি رَفَعَ رَأْسَهُ إِذَا উল্লেখ করেননি এবং উবাইদের সিফতে ইবনুল হাসান উল্লেখ করেননি। আবুল হাসানও বলেননি। যেরূপ আবু দাউদের উক্তি وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَصَمَةَ দ্বারা বুঝা যায়। এ হল আ‘মাশের শিষ্যদের মাঝে সনদ ও মতনগত ইখতিলাফ।

অতঃপর, উবাইদের শিষ্যদের মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে, সুফিয়ান সাওরী ও শো‘বা উভয়ে উবাইদ ইবনুল হাসান থেকে রেওয়ায়াত করতে গিয়ে ‘উবাইদ আবুল হাসান’ বলেছেন। এ হল সনদগত বিষয়। মতন সম্পর্কে তাঁরা দু’জন بَعْدَ الرُّكُوعِ বলেননি। সম্ভবতঃ সুফিয়ানের بَعْدَ الرُّكُوعِ হীন রেওয়ায়াতটি মধ্যবর্তী সূত্রসহকারে। অন্যথায় الشَّيْخُ এর কি অর্থ হবে? অতএব, বুঝা গেল, এ রেওয়ায়াতটি ছিল পরোক্ষভাবে সূত্রের মাধ্যমে। অতঃপর, যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত হয় এবং এরপর হাদীস বর্ণনা করেন, তখন بَعْدَ الرُّكُوعِ বর্ণনা করেননি। কিন্তু উবাইদের শিষ্যদের মধ্য থেকে আ‘মাশের রেওয়ায়াতটি আ‘মাশ থেকে সনদের শুরুতে চার শিষ্য বর্ণনা করেছেন, তাতে যে رَفَعَ رَأْسَهُ إِذَا শব্দ আছে তা থেকে بَعْدَ الرُّكُوعِ বের হয়। যেন উবাইদের শিষ্য আ‘মাশ بَعْدَ الرُّكُوعِ বলেছেন। কিন্তু আ‘মাশের দ্বিতীয় শিষ্য আবু ইসমা সরাসরি بَعْدَ الرُّكُوعِ বলেছেন।

স্বত্বা, ইবনুল হাসান ও আবুল হাসান উভয়টিই সহীহ।

তাসমী' ও তাহমীদ পাঠের দায়িত্ব কার

মুনকারিদ সম্পর্কে একমত রয়েছে যে, সে **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** এবং **الْحَمْدُ لِلَّهِ** উভয়টি পড়বে। তাছাড়া মুকতাদী সম্পর্কেও একমত রয়েছে যে, সে শুধু **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** বলবে। অবশ্য ইমাম সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। শাফিঈ মতাবলম্বীগণ এবং ইমাম ইসহাক ও ইবন সীরীন র.-এর মাযহাব হল, তিনিও উভয়টি পড়বেন। ইমাম আবু হানীফা র. এবং প্রসিদ্ধ রেওয়াযাত অনুযায়ী ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ র.-এর মাযহাব হল, ইমাম শুধু **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** পড়বে।

শাফিঈদের প্রমাণ : তিরমিযীতে বর্ণিত, হযরত আলী রা.-এর হাদীস-

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ الْخ

হানাফীদের প্রমাণ : তিরমিযীতে (১ম খণ্ড) (১৫৩) বর্ণিত হযরত আবু হোরাযরা রা.-এর হাদীস-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ الْخ

এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম এবং মুকতাদীর দায়িত্ব আলাদা আলাদা নির্ধারণ করে বন্টন করে দিয়েছেন। বস্তুত বন্টন অংশীদারিত্বের পরিপন্থী। আর হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, শাফিঈদের হাদীসটির উত্তর হল, এটি একাকী নামায পড়ার অবস্থায় প্রযোজ্য।

হযরত ইবনে আবু আওফা রা.-এর জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : নাম আবদুল্লাহ। পিতা হলেন আবু আওফা। আবু আওফার আসল নাম হল- আলকামা ইবনে কায়েস আসলামী। হোদায়বিয়া, খায়বর এবং তৎপরবর্তী যুদ্ধগুলোতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা তিনি মদীনা মুনাওয়রায় অবস্থান করেছেন। তাঁর ওফাতের পর তিনি কুফায় চলে আসেন।

ওফাত : কুফায় সর্বশেষ ওফাত লাভকারী সাহাবী হলেন তিনি। ৮৭ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। ইমাম শা'বী র. প্রমুখ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

- আল ইকমাল : ৬০৩; উসদুল গাবাহ : ৪/৭৮ - ৭৯

بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : নামাযে সালামের জবাব দেয়া

۷. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ وَهَّابٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ لَا غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلَا صَلَاةٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ فَضِيلٍ عَلَى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعَهُ.

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ.

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ৭। মুহাম্মদ ইবনুল আলা র. হযরত আবু হোরাযরা রা. হতে বর্ণিত, রাবী বলেন : এ হাদীসটি মারফু, অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন- নামাযে ও সালামে কোনরূপ অনিষ্ট নেই।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইবনুল ফুযাইল র. ইবনে মাহদীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর সনদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মারফু করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ فَضِيلٍ عَلَى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعَهُ .

এ উক্তির সারমর্ম হল, সুফিয়ান সাওরী থেকে এ হাদীসটি বর্ণনাকারী তিনজন। একজন আবদুর রহমান ইবনে মাহদী যিনি এর পূর্বের হাদীসে আছেন। ইবনে মাহদী হাদীসটি মারফু আকারে বর্ণনা করেছেন, এতে কোন সন্দেহও করেননি। তাতে তিনি عَنْ النَّبِيِّ ﷺ বলেছেন।

আর দ্বিতীয় শিষ্য হলেন, মু'আবিয়া ইবনে হিশাম, যিনি এ হাদীসে আছেন তিনি সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি বলেছেন-رَوَاهُ رَفَعَهُ সংশয়ের সাথে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় শিষ্য হলেন ইবনে ফুযাইল। তিনি এ হাদীসটি সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে মারফু আকারে নয়, আবু হোরাযরা রা. এর উপর মাওকুফ আকারে। কাজেই ইবনে ফুযাইল ইবনে মাহদীর পরিপন্থী মাওকুফ বর্ণনা করলেন। তবে হাদীসের শব্দ উভয়ের রেওয়াজাতে এক রকম।

আবু দাউদ র. বলেন-رَوَاهُ ابْنُ فَضِيلٍ عَلَى لَفْظِ آخَرَ ইবনে মাহদীর শব্দ হল-لَا غَرَارَ فِي صَلَاةٍ لَا غَرَارَ فِي تَسْلِيمٍ মু'আবিয়া ইবনে হিশামের শব্দের অনুকূল নয়। কারণ, মু'আবিয়ার শব্দ হল-لَا غَرَارَ فِي تَسْلِيمٍ

ইবনে ফুযাইল ইবনে মাহদীর পরিপন্থী মাওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন। সন্দেহের ক্ষেত্রে তিনি মু'আবিয়ারও পরিপন্থী বিবরণ দিয়েছেন, আবার হাদীসের শব্দের ক্ষেত্রেও। অবশ্য ইমাম আবু দাউদ র. স্বীয় গ্রন্থে ইবনে ফুযাইলের হাদীসটি আনেননি।

بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ : নামাযে ইঙ্গিত করা

٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ أَبِي غُطَفَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّسْبِيحُ لِلرَّجَالِ يَعْزِي فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إِشَارَةً تَفْهَمُ عَنْهُ فَلْيَعِدْ لَهَا يَعْزِي الصَّلَاةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ وَهُمْ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضِعْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ২। আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ র.হযরত আবু হোরায়া রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন— নামাযের মধ্যে (ইমামের ভুল সম্পর্কে অবহিতির জন্য) পুরুষরা “سَيِّحَانُ لِلَّهِ” বলবে এবং মেয়েরা “হাতের উপর হাত মারবে।” বস্তুতঃ কেউ নামাযে এরূপ কোন ইঙ্গিত করে যদ্বারা কোন বিষয় বুঝা যায় তবে সে পুনরায় নামায দোহরাবে।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি ভুল।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ وَهْمٌ .

ইঙ্গিত প্রমাণে এ হাদীসটি সমস্ত সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। অতএব, এটি ভুল হবে। কারণ, অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা ইঙ্গিত প্রমাণিত। কাজেই নামায দোহরানোর হুকুম কেন হবে? কাজেই নামায দোহরানোর হুকুম বিশিষ্ট হাদীসটি ভুল। আর যদি দোহরানোর হুকুম বিশিষ্ট হাদীসটিকে সহীহও মেনে নেয়া হয়, তবে বলা হবে, নামায পুনরায় আদায়ের হুকুম মুস্তাহাবমূলক। অথবা এরূপ ইঙ্গিতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেটি নামায ভঙ্গের কারণ।

بَابُ كَيْفِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ : তাশাহুদে বৈঠক ক্রম

٤. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى أَيْضًا مِنَ السُّنَنِ كَمَا قَالَ جَرِيرٌ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْرِكِ . مَا الْإِخْتِلَافُ فِي كَيْفِيَةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ ؟ بَيِّنْ مَذَاهِبَ الْأَثَنَةِ فِيهِ مَعَ الْأَدْلَةِ الْوَاضِحَةِ وَالْجَوَابِ عَنْ إِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ . أَوْضِعْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ৪। উসমান ইবনে আবু শায়বা র. এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى أَيْضًا مِنَ السُّنَنِ كَمَا قَالَ جَرِيرٌ .

এর সারনির্ধাস হল, ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইয়াহইয়া থেকে এ হাদীসটি বর্ণনাকারী তিনজন—

১. আবদুল ওয়াহাব—তিনি এ অনুচ্ছেদের তৃতীয় নম্বর হাদীসের রাবী।

২. জারীর।

৩. হাম্মাদ ইবনে যায়েদ।

জারীর ইয়াহইয়া থেকে السُّنَةِ শব্দে আবদুল ওয়াহাবের রেওয়ায়াতের ন্যায় বিবরণ দিয়েছেন।

অতএব, এতে ইয়াহইয়ার তিন শিষ্য একরকম হয়ে গেলেন। তবে হাম্মাদ ইবনে যায়েদের রেওয়ায়াতটি ইমাম আবু দাউদ র. আনেননি।

নামাযের বৈঠক সংক্রান্ত মতবিরোধ

হাদীস দ্বারা বৈঠক দু'ধরনের প্রমাণিত আছে- ১. ইফতিরাশ তথা বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে রাখা। ২. তাওয়াররুক অর্থাৎ বাম কোলের উপর বসা এবং উভয় পা ডান দিকে বের করে দেয়া। যেমন, হানাফী মেয়েরা বসে থাকে।

১. হানাফীদের মতে পুরুষের জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় বৈঠকে ইফতিরাশ উত্তম।

২. ইমাম মালিক র.-এর মতে উভয়টিতে তাওয়াররুক উত্তম।

৩. ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে যে বৈঠকের পর সালাম হবে তাতে তাওয়াররুক আর যে বৈঠকের পর সালাম হবে না তাতে ইফতিরাশ উত্তম।

৪. ইমাম আহমদ র.-এর মতে দু'রাকআত বিশিষ্ট নামাযে ইফতিরাশ উত্তম। আর চার আক'আত বিশিষ্ট নামাযে শুধু শেষ বৈঠকে তাওয়াররুক উত্তম।

○ যারা তাওয়াররুক উত্তম বলেন, তাদের প্রমাণ তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত আবু হুমাঈদ সাইদী রা. এর রেওয়ায়াত। এই রেওয়ায়াতটির শেষ শব্দগুলো নিম্নরূপ-

حَتَّى كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقُضِي فِيهَا صَلَوَتَهُ آخِرَ رَجْلِهِ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِيهِ
مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ.

○ এর উত্তর দিতে গিয়ে ইমাম ত্বাহাভী র. এর সনদের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন এবং এটাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু এই উত্তরটি ঠিক নয়। কারণ, এই রেওয়ায়াতটি সহীহ বুখারীতেও এসেছে, এটি ইমাম ত্বাহাভী র. কর্তৃক বর্ণিত, সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্ত এবং প্রমাণযোগ্য। -১/৬৪

○ অতএব, বিশুদ্ধ উত্তর হল, হযরত এটি ওযর অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিংবা বৈধতার বিবরণের উপর। পক্ষান্তরে এই ইখতিলাফই যেহেতু শুধু শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে এজন্য বৈধতার বিবরণ অযৌক্তিক নয়। অবশ্য মহিলার জন্য তাওয়াররুক এজন্য উত্তম সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, তাতে সতর বেশী হয়।

○ স্বয়ং হানাফীদের প্রমাণ হযরত ওয়াইল ইবন হুজর রা. থেকে বর্ণিত তিরমিযী ১ম খণ্ডের হাদীসটি। তিনি বলেন-

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قُلْتُ لَأَنْتَظِرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِي لِتَشْهَدُ افْتَرَشَ رَجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى يَعْنِي عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رَجْلَهُ الْيُمْنَى - (عرف السنن : ১০/১)

ইমাম তিরমিযী র. এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন,

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

শাফিঈ মতাবলম্বীগণ এই হাদীসটিকে প্রথম বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি অযৌক্তিক। কারণ, এতে হযরত ওয়াইল রা. এর উক্তি لَا تَنْتَظِرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায শুরুত্বারোপের সাথে দেখার প্রমাণ পেশ করে। অতএব, যদি উভয় বৈঠকে ধারণগত কোন পার্থক্য হত তাহলে হযরত ওয়াইল রা. অবশ্যই এটি বর্ণনা করতেন। অতএব, শাফিঈদের এই উত্তর প্রমাণের ক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে না।

بَابُ مَنْ ذَكَرَ التَّوْرَكَ فِي الرَّابِعَةِ

অনুচ্ছেদ : যিনি চতুর্থ রাকআতে তাওয়ারুকের উল্লেখ করেছেন

٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبُو بَدْرٍ نَا زُهَيْرٌ أَبُو خَبِثَةَ نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ نَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عُبَيْشٍ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ فَذَكَرَ فِيهِ قَالَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفِّهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكَ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى فَكَبَّرَ كَذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ فِي التَّوْرَكَ وَالرُّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثُنْتَيْنِ -

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ -

হাদীস : ৪ । আলী ইবনুল হোসাইন র. হযরত আব্বাস অথবা আইয়াশ ইবনে সাহল সাইদী র. হতে বর্ণিত, একবার তিনি এরাপ এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে তাঁর পিতাও উপস্থিত ছিলেন। রাবী বলেন—রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজ্জদা করেন তখন তিনি দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ে পাতার উপর ভর করেন। অতঃপর যখন তিনি বসেন, তখন এক পায়ের উপর ভর করে পশ্চাৎদিকের উপর বসেন এবং অন্য পা খাড়া করে রাখেন। পরে তিনি **اللَّهُ أَكْبَرُ** বলে সিজ্জদায় গমন করেন এবং সেখান হতে **اللَّهُ أَكْبَرُ** বলে দণ্ডায়মান হন এবং এই সময়ে তিনি পশ্চাৎদিকের উপর ভর করে বসেন নি। এভাবেই তিনি দ্বিতীয় রাকআত আদায় করেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতের পর বসেন। বৈঠক শেষে তিনি **اللَّهُ أَكْبَرُ** বলে দাঁড়ান এবং পরবর্তী দুই রাকআত আদায় করেন। এরপর সর্বশেষ বৈঠকে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফেরান।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ فِي التَّوْرَكَ وَالرُّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثُنْتَيْنِ -

এই উক্তিটি দ্বারা উদ্দেশ্য এই রেওয়ায়াত এবং আবদুল হামীদে রেওয়ায়াতের মাঝে পার্থক্য করা। আবদুল হামীদে হাদীসটি হল, এ অনুচ্ছেদের প্রথম এবং দ্বিতীয় হাদীস। ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আবদুল হামীদ হীয রেওয়ায়াতে শেষ ভাষাহুদে তাওয়ারুকের কথা উল্লেখ করেছেন **بَابُ إِفْتِنَاجِ الصَّلَاةِ** অর্থাৎ এ অনুচ্ছেদের

প্রথম হাদীসে। ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ এটি উল্লেখ করেননি। আবদুল হামীদ প্রথম তাশাহুদ থেকে দাঁড়ানোর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলনের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেরূপ নামায শুরু করা সংক্রান্ত দ্বিতীয় হাদীসটিতে রয়েছে। এর শব্দ এরূপ-
 ۞ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَحَاضِيَ بِهِمَا مِنْكِبَيْهِ
 এটি উল্লেখ করেননি। তাঁর হাদীসের শব্দ হল, এরূপ-
 ۞ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ

মতব্যা. الصَّلَاةِ-এর হাদীসগুলো আবার দেখা উচিত।

بَابُ فِي السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ : সালাম

۱. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ ح وَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زَائِدَةُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَائِسِيِّ ح وَنَا تَيْمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ أَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ شَرِيكِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا إِسْرَائِيلُ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَالْأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثِ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَفْسِرْهُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرواهُ زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَيَعْنِي بِنِ أَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدَ عَنْ أَبِيهِ وَعَلَّقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَشُعْبَةُ كَانَ يُنْكَرُ هَذَا الْحَدِيثَ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا .

السُّؤَالُ : تَرْجِمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . كَمْ مَرَّةً يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ وَكَيْفَ؟ وَمَا الْإِخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْأَثَمَةِ الْكِرَامِ؟ بَيْنَ مَعَ الْأَدْلَةِ وَالْجَوَابِ عَنْ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১। মুহাম্মদ ইবনে কাছীর র. হযরত আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ডানদিকে এবং পরে বাম দিকে এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর চেহারা মুবারকের ওদ অংশটি পরিলক্ষিত হত এবং তিনি السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ , السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ বলে সালাম ফিরাতেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আবু ইসহাকের হাদীসটি মারফু হওয়ার বিষয়টি শোবা অস্বীকার করতেন।

وَقَالَ إِسْرَائِيلُ ইমাম আবু দাউদ র. এখানে বলতে চাইছেন, এ হাদীসটি আবু ইসহাক থেকে বর্ণনাকারী কয়েকজন- ১. সুফিয়ান, ২. যাইদা, ৩. আবুল আহওয়াস, ৪. আমার ইবনে উবাইদ তানাক্সী, ৫. শরীক, ৬. ইসরাঈল।

ইসরাঈল তাঁর সনদে বলেছেন-الْأَسْوَدُ وَالْأَحْوَصُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْرَافِيلَ আসওয়াদ শব্দটি যুক্ত করেছেন। আবু ইসহাকের অন্য কোন ছাত্র এটি যুক্ত করেননি।

অর্থবা, এই রেওয়ায়াতের সনদে আবুল আহওয়াস দু'জন। একজন মুসান্নাদের উস্তাদ, অপরজন আবু ইসহাকের উস্তাদ। দুইজন আলাদা আলাদা ব্যক্তি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ سَفْيَانَ أَيْ الشَّوَرِيِّ وَحَدِيثِ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَفْسُرْهُ.

ইসরাঈল শব্দটি মুবতাদা لَمْ يَفْسُرْهُ শব্দটি খবর। লَمْ শব্দটির যমীরে ফায়েল ইসরাঈলের দিকে ফিরেছে। আর যমীরে মাফউল ফিরেছে হাদীসের দিকে। অর্থ হল, ইসরাঈল স্বীয় হাদীসের তাফসীর উল্লেখ করেননি, যেমন সুফিয়ান উল্লেখ করেছেন। লَمْ يَفْسُرْهُ এর অর্থ হল, ইসরাঈল সে সনদের সাথে হাদীসের ব্যাখ্যা করেননি, যেমন সুফিয়ান করেছেন। সুফিয়ানের হাদীসটি হল-إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ-এ হল মুফাসসার।

অতঃপর তিনি হাদীসের শেষে বলেছেন-الْإِسْلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ-এ হল মুফাসসির। অর্থাৎ, يُسَلِّمُ-এর তাফসীর হল আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। ইসরাঈল স্বীয় হাদীসে এই তাফসীরটি উল্লেখ করেননি। অতএব, গ্রন্থকার লَمْ يَفْسُرْهُ বলে সুফিয়ানের হাদীসটিকে অনুচ্ছেদে আনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, এ শব্দগুলো সুফিয়ানের হাদীসের।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ إِسْحَاقَ وَيَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلَّقَمَةَ.

আলকামার আতফের ব্যাপারে বাহ্যত দুটি সম্ভাবনা রয়েছে-

আবদুর রহমানের উপরও আত্ফ হতে পারে, আবার أَبِيهِ-এর উপরও হতে পারে। প্রথম ছুরতে আবু ইসহাকের রেওয়ায়াত আলকামা থেকে হবে পরোক্ষভাবে- সসূত্রে। অর্থাৎ, আবু ইসহাক আবদুর রহমান ও আলকামা উভয় থেকে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় ছুরতে আবু ইসহাকের রেওয়ায়াত আবদুর রহমানের পিতা আসওয়াদ ও আলকামা থেকে হবে আবদুর রহমান সূত্রে। কিন্তু বায়হাকীতে বর্ণিত হোসাইন ইবনে ওয়াকিদের হাদীস দ্বারা প্রথম সম্ভাবনার প্রাধান্য হয়। কিন্তু অন্য কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা দ্বিতীয় ছুরতেরও প্রাধান্য হয়। কিন্তু এতে কোন কোন রাবী থেকে ভুল হয়ে গেছে।

সারকথা, ইমাম আবু দাউদ র. এখানে আবু ইসহাকের সনদে ইখতিলাফের দিকে ইঙ্গিত করছেন। সেটি হল, এ হাদীসটি সুফিয়ান, যাইদা, আবুল আহওয়াস আমার ইবনে উবাইদ তানাক্সী এবং শরীক আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু ইসহাক-আবুল আহওয়াস- আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে ইসরাঈলের বিবরণে আসওয়াদ অতিরিক্ত আছে। যুহরীও আবু ইসহাক থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। তাতে আছে-

إِسْرَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلَقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلَقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَشُعْبَةُ يُنَكِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا .

হতে পারে শো'বার অস্বীকৃতি এ হাদীসের সনদের ইখতিলাফের কারণে। কিন্তু ইমাম তিরমিযী র. এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। যেন তিনি এই ইখতিলাফ ও শো'বার অস্বীকৃতির প্রতি ভ্রম্পেই করেননি।

সালাম কয়বার ও কিভাবে দিবে

১. إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
 হাযলী এবং অধিকাংশ আলিম বলেছেন যে, নামাযে ব্যাপক আকারে ইমাম মুকতাদী এবং মুনাফারিদ সবার উপর দু'দুটি সালাম ওয়াজিব। একটি ডান দিকে অপরটি বাম দিকে।

২. কিন্তু ইমাম মালিক র.-এর মাযহাব হল, ইমাম শুধু একবার সামনের দিকে মুখ তুলে সালাম করবেন এবং এর পর সামান্য বাঁ দিকে ফিরে যাবেন। আর মুকতাদী তিন সালাম ফিরাবেন। একটি ইমামের সালামের জবাবে সামনের দিকে, আরেকটি ডান দিকে, আরেকটি বাম দিকে।

ইমাম মালিক র.-এর প্রমাণ

হযরত আয়েশা রা. এর হাদীস-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا . (العرف الشذى : ১/৬৫-৬৬)

৩ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম-এর উত্তরে বলেন, এ হাদীসটি দুর্বল। কারণ, এতে রয়েছে মুহাইর ইবন মুহাম্মদ নামক একজন রাবী। তার সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ র. বলেন, শামবাসী তার সূত্রে মুনকার হাদীসগুলো বর্ণনা করেন। এই রেওয়াযাতিও শামবাসী থেকে বর্ণিত, অতএব, এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

৪ অবশ্য ইমাম মালিক র.-এর একটি দলীল তুলনামূলক মযবুত। এটি সুনানে নাসাঈতে হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীস। এতে সালাম ইবন আবদুল্লাহ স্বীয় পিতা হযরত ইবনে উমর রা. এর সফরের নামাযের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন-

فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْأَخْرَةَ ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الصَّلَاةُ - أَمَرَ يَخْشَى قَوْلَهُ فَلْيَصِلْ هَذِهِ

'অতঃপর তিনি ইশার নামায আদায় করলেন, তাতে তিনি একবার সালাম ফিরালেন চেহারার দিকে। অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো সামনে এমন কোন বিষয় উপস্থিত হয় যা ফওত হওয়ার আশংকা হয়, তখন যেন সে এই নামায আদায় করে।' -নাসাঈ : ১/৯৯

৫ এর উত্তরে কেউ কেউ বলেছেন, এটি ওযরের অবস্থায় প্রযোজ্য। যেমন রেওয়াযাতের শেষ বাক্যটিও এর সমর্থন করেছে। কিন্তু এ উত্তরটি তাদের মাযহাব মতে তো সঠিক হতে পারে, যারা প্রথম সালামকে ওয়াজিব

এবং দ্বিতীয়টিকে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলেন। যেমন, ইমাম আবু হানীফা র. এর একটি শায় (নগণ্য) রেওয়ায়াত এটি। আর মুহাজ্জিক ইবন হুমাম র.-এর ফতওয়াও এর উপরই। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা র.-এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত হল, উভয় সালাম ওয়াজিব। এমতাবস্থায় এই উত্তরটি সহীহ হবে না।

○ এজন্য আদ্যুমা আইনী র. উত্তর দিয়েছেন যে, হতে পারে কোন সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় সালাম এত আন্তে বলেছিলেন যে, কেউ কেউ এখানে একই সালাম মনে করেছেন। তাছাড়া প্রচুর রেওয়ায়াতের বিপরীতে কয়েকটি শায় বা নগণ্য রেওয়ায়াতকে কিভাবে প্রাধান্য দেয়া যায়, অথচ ইমাম ত্বাহাভী র. দুই সালামের হাদীসগুলো বিশজ্ঞান সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব, এ মুতাওয়াতির বিষয়টিকে কয়েকটি দুর্বল অথবা বিভিন্ন সম্ভাবনা বিশিষ্ট রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে পরিহার করার প্রশ্নই আসে না।

بَابُ السَّهْوِ فِي السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দু' সিজদাতে ভুল হলে

۲. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَرْ عَنْ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ وَحَدَّثَ حَمَّادُ أَيْمَ قَالَ ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقُلْ بِنَا وَلَمْ يَقُلْ فَأَوْمَأَ قَالَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ رَفَعَ وَلَمْ يَقُلْ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ اطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَتَمَّ حَدِيثُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَوْمَأَ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكُلُّ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ فَكَبَّرَ وَلَا ذَكَرَ رَجَعَ -

السُّؤَالُ : تَرْجِمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ -
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

হাদীস : ২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা র. মালিক র.- আইউব-মুহাম্মদ- সুয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী হাম্মাদের হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ। রাবী বলেন- অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেন। তবে এই বর্ণনায় “وَبِنَا”- “আমাদেরকে নিয়ে” এবং “فَأَوْمَأَ”- “লোকজন ইশারা করেছে” শব্দঘরের উল্লেখ নেই। রাবী বলেন- লোকেরা শুধুমাত্র “হা” বলে জবাব দিয়েছিল।

রাবী আরো বলেন- অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর দিয়ে (সিজদা হতে মাথা) উত্তোলন করেন এবং এই বর্ণনায় (সিজদার পর) তাকবীরের বিষয়ও উল্লেখ নেই।

অতঃপর তিনি তাকবীর দিয়ে সিজদা করেন পূর্বের সিজদার ন্যায় অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ। এরপর মাথা উত্তোলন করেন। মালিকের হাদীস সমাপ্ত। হাম্মাদ ছাড়া কেউ فَأَوْمَأَ উল্লেখ করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, যে সকল রাবী এহাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের কেউই فَكَبَّرَ وَ رَجَعَ শব্দঘরের উল্লেখ করেননি।

وَحَدِيثُ حَمَادٍ أَيْ هَادِيءُ هَلْ، এ হাদীসটি আইউব থেকে বর্ণনাকারী একজন হলেন হাম্বাদ ইবনে যায়েদ। এটি হল এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীস। আইউব থেকে বর্ণনাকারী আর একজন হলেন মালিক। তাঁর হাদীস এটিই। অবশ্য হাম্বাদ ইবনে যায়েদের হাদীস মালিকের হাদীসের তুলনায় পূর্ণাঙ্গতম।

وَالْأَرْثَاقُ مَالِكُ تَارَ رِوَايَاوَاتِهِ ﷺ بَلَّغَهُنَّ "بِنَا" وَ "فَاوْمُوا" شَبَّ بَلَّغَنِي।
যে রূপভাবে হাম্বাদ ইবনে যায়েদ তাঁর রেওয়ায়াতে উল্লেখ করেছেন।

وَالْأَرْثَاقُ مَالِكُ ر. تَاشَاهُجُهُنَّ جَنَّا پَرِثَمُ سِجْدَا تَهَكَ مَاتَا اُثَانَا سَمَی تَاكَوِیْرُ شَبَّ وَ
বলেননি।

وَتَمَّ حَدِيثُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ : أَرْثَاقُ، মালিকের হাদীস رَفَعَ এর উপর শেষ হয়ে গেছে। তিনি এরপরবর্তী অংশ উল্লেখ করেননি। তবে হাম্বাদ ইবনে যায়েদ أَخْبَرَ الْحَدِيثِ فَقِيلَ مُعْتَمِدًا إِلَى أَخْبَرَ الْحَدِيثِ উল্লেখ করেছেন।

وَالْأَرْثَاقُ، এ হাদীসের রাবীগণের কেউ إِمَاءُ বা ইস্তিতের কথা উল্লেখ করেননি। বরং সবাই نَعَمُ শব্দ অথবা এর সমার্থক শব্দ বলেছেন। কিন্তু হাম্বাদ ইবনে যায়েদ ইস্তিতের কথা উল্লেখ করেছেন।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكُلُّ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ فَكَبَّرَ وَلَا ذَكَرَ رَجَعَ.

এ ইবারতটি আবু দাউদের মিসরী কপিতে নেই। কানপুরী কপিতেও নেই। অবশ্য কলমী কপিতে এই ইবারতটি পাওয়া যায়। সেখান থেকে দিল্লীর কপিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ এ ইবারতটি না হওয়া উচিত। যদি আছে বলে মেনে নেয়া হয়, তবে এর অর্থ হবে আইউব থেকে যারা হাদীসটি বর্ণনা করেন তাদের কেউ فَكَبَّرَ শব্দ উল্লেখ করেননি, رَجَعَ শব্দও উল্লেখ করেননি। হাম্বাদ ইবনে যায়েদ আইউব থেকে বর্ণনাকালে তা উল্লেখ করেছেন।

۳. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ نَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ عُلْفَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَمَادٍ كُلُّهُ إِلَى أَخْبَرَ قَوْلِهِ نَبَتْ أَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ قُلْتُ فَالتَّشَهُدُ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي التَّشَهُدِ وَاحِبٌ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَلَمْ يَذْكُرْ كَانَ يَسْمِيهِ ذَا الْيَدَيْنِ وَلَا ذَكَرَ فَاوْمُوا وَلَا ذَكَرَ الْغَضَبَ وَحَدِيثُ حَمَادٍ أَيْ هَادِيءُ.

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح.

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ৩। মুসাদ্দাদ র. হযরত আবু হোরায়ারা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে নামায আদায় করেন।

অতঃপর রাবী হাম্বাদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- আমি এ সম্পর্কে জানতে পারি যে, সিজদায়ে সাহুর পরেও সালাম আছে। রাবী সালামা বলেন- অতঃপর আমি মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে তাশাহুদ পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। জবাবে তিনি বলেন- আমি হযরত আবু হোরায়ারা রা.

হতে তাশাহুদ পাঠ করা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাই নি। তবে তাশাহুদ পাঠ করাই আমার নিকট শ্রেয়। এ বর্ণনায় তাঁকে যুল-ইয়াদাইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে কোন উল্লেখ নেই এবং এই হাদীসে “فَأَوْمُوا” তথা লোকজন ইশারা করল” ও “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাগান্বিত হন” এগুলোরও কোন উল্লেখ নেই। অবশ্য হাদীসের হাদীসটি পূর্ণতম।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

وَلَمْ يَذْكُرْ كَانَ يُسَمِّيهِ ذَا الْبَيْدَيْنِ وَلَا ذَكَرَ فَأَوْمُوا .

অর্থাৎ, এ হাদীসটি সালামা ইবনে আলকামা ও আইউব উভয়ে মুহাম্মদ ইবনে সীরীনে থেকে বর্ণনা করেছেন। সালামা ইবনে আলকামা তাঁর হাদীসে كَانَ يُسَمِّيهِ ذَا الْبَيْدَيْنِ এবং فَأَوْمُوا এর উল্লেখ করেননি। যেরূপ হাদীস ইবনে যায়েদ- আইউব-মুহাম্মদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসব শব্দ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসে। হাদীস ইবনে যায়েদের হাদীস হল সালামা ইবনে আলকামার হাদীস। এতে বুঝা যায়, আইউব মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের হাদীসে এসব শব্দ বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় হাদীস ইবনে যায়েদ আইউব থেকে এসব শব্দ কিভাবে উল্লেখ করেছেন?

٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ نَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَهْشَامٍ وَيَحْيَى بْنُ عَتِيْقٍ وَابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي قِصَّةِ ذِي الْبَيْدَيْنِ أَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانٍ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ وَحُمَيْدٌ وَتَوْسُ وَعَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ . وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرَا عَنْهُ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ .

السُّوَالُ: تُرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ، أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস নং ৪। আলী ইবনে নাসর হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে যুলইয়াদাইনের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বলেছেন, অতপর সিজদা করেছেন।

হিশাম বলেন, وَسَجَدَ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ অর্থাৎ, তাকবীর বলেছেন, অতঃপর তাকবীর বলেছেন এবং সিজদা করেছেন।

আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি হাবীব ইবনে শহীদ, হুমাইদ, ইউনুস, আসিম আহওয়াল-মুহাম্মদ সূত্রে আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীস ইবনে যায়েদ হিশাম থেকে যে বর্ণনা করেছেন তা অন্য কেউ উল্লেখ করেননি। পক্ষান্তরে হাদীস ইবনে সালামা ও আবু বকর ইবনে আইয়্যাস এ হাদীসটি হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তারা দু'জনে হাদীস ইবনে যায়েদ যে বর্ণনা করেছেন তা বর্ণনা করেননি।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ ابْنُ الشَّهِيدِ وَحَمِيدٌ وَبُؤْسٌ وَعَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُرَّةٍ رَضَ .

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, এ হাদীসটি যেসব সুমহান মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন। তাদের কেউ **كَبُرَ** শব্দ উল্লেখ করেননি। যেমন হাম্মাদ ইবনে যায়েদ হিশাম থেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন- **وَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ كَبُرَ ثُمَّ كَبُرَ وَسَجَدَ**। হাম্মাদ ইবনে যায়েদের হাদীসটি এ অতিরিক্ত শব্দের বিবরণে সে সব মুহাদ্দিসের রেওয়াজাতের পরিপন্থী, যেরূপভাবে উপরোক্ত অতিরিক্ত অংশের ক্ষেত্রে মালিক র.-এর ও বিরোধী।

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرَا عَنْهُ هَذَا اللَّفْظَ الَّذِي ذَكَرَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ كَبُرَ ثُمَّ كَبُرَ .

ইমাম আবু দাউদ র. বলতে চান, মালিকের হাদীসে প্রথম ইখতিলাফ ছাড়া আরেকটি ইখতিলাফ রয়েছে। মালিকের হাদীসে প্রথম ইখতিলাফ মধ্যবর্তী তাকবীর সংক্রান্ত ছিল। আর এই ইখতিলাফটি হল, প্রথম সিজদার প্রথম তাকবীর সম্পর্কে। অতএব, ইমাম আবু দাউদ র. এর রেওয়াজাতটি যেমন- হাম্মাদ ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেছেন হিশাম থেকে, অনুরূপভাবে হিশাম থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামাও বর্ণনা করেছেন। একরূপভাবে হিশাম থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামাও বর্ণনা করেছেন এবং আবু বকর ইবনে আইয়াশও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদ ইবনে সালামা এবং আবু বকর ইবনে আইয়াশ এ শব্দটি উল্লেখ করেননি, যেটি হাম্মাদ ইবনে যায়েদ করেছেন। অতএব হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইবনে সীরীনের শিষ্য এবং হিশামের শিষ্যদের বিপরীত রেওয়াজাত করছেন।

কাজেই, হাম্মাদ ইবনে যায়েদের এই অতিরিক্ত বিবরণ শায।

بَابُ (إِذَا شَكَّ فِي الثَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ) مَنْ قَالَ يُلْقَى الشُّكُّ

অনুচ্ছেদ : (যখন দুই অথবা তিন রাক'আতে সন্দেহ করবে তখন) যে বলে সন্দেহ বাদ দিবে

١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشُّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَةً كَانَتْ الرُّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتْ الرُّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مَرُغْمَتَي الشَّيْطَانِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثُ أَبِي خَالِدٍ أَشْبَعُ .

السُّوَالُ: تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . مَا يَصْنَعُ الْمُصَلِّي إِنْ شَكَ فَمِى عَدَدِ الرُّكْعَاتِ؟ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ بِسُنُوَا مَعَ الْأَدَلَّةِ . أَوْضَحْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّرَافِ .

হাদীস : ১১। মুহাম্মদ ইবনুল আলা র. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে (রাক'আত সম্পর্কে) সন্দেহান হবে, তখন তা দূরীভূত করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে খেয়াল করবে এবং যখন তার দৃঢ় বিশ্বাস এই হবে যে, তার নামায শেষ হয়েছে, তখন সে দুটি সিজদা করবে। যদি প্রকৃতপক্ষে তার নামায পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে দুটি সিজদা এবং শেষ রাক'আত তার জন্য নফলরূপে পরিগণিত হবে। তার পূর্বে যদি তার নামায পরিপূর্ণ না হয়ে থাকে, তবে শেষের দুই সিজদা তার নামাযের পরিপূরক হবে এবং এ সিজদা দুটি হবে শয়তানের জন্য অপমান স্বরূপ।

—মুসলিম, নাসাই, ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَطْرِبٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ .

সম্ভবতঃ ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ হাদীসটি হিশাম ইবনে সা'দ ও বর্ণনা করেছেন, যেটি ইমাম তাহাজী র. বর্ণনা করেছেন শরহে মা'আনিল আছারে। মুহাম্মদ ইবনে মুতাররিফ ও বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসটি ইমাম আহমদ র. স্বীয় মুসনাদে এনেছেন। এমনিভাবে ইমাম মালিক র. বর্ণনা করেছেন, সেটি এ অনুচ্ছেদের তৃতীয় হাদীস। আবদুর রহমান আল-কারীও বর্ণনা করেছেন এ অনুচ্ছেদের চতুর্থ হাদীস। তাঁরা সবাই যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হিশাম ও মুতাররিফ ছাড়া সবাই মুরসাল রেওয়ায়াত করেছেন। আবু সাঈদ, হিশাম, মুতাররিফ মাওসুল রূপে রেওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আবু দাউদ র. এ অনুচ্ছেদের শেষে বলেন— إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ إِلَّا أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ . এতে বুঝা যায় শুধু হিশামের রেওয়ায়াতটি মুত্তাসিল, অন্যদের রেওয়ায়াত নয়।

রাক'আত সংখ্যায় সন্দেহ হলে কি করবে

নামাযের রাক'আত সংখ্যায় সন্দেহ হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আওয়াঈ, ইমাম শা'বী প্রমুখের মায়হাব হল, সর্বাবস্থায় নামায দোহরানো ওয়াজিব। ব্যতিক্রম শুধু তখন যখন রাক'আত সংখ্যা সম্পর্কে ইয়াকীন হয়ে যায়। আর হযরত হাসান বসরী র. এর মায়হাব হল, সর্বাবস্থায় সিজদায়ে সাহ ওয়াজিব। চাই কমের উপর ভিত্তি করুক অথবা বেশীর উপর। ইমামত্রয় (মালিক, শাফিঈ, আহমদ র.)-এর মায়হাব হল, এমতাবস্থায় কমের উপর ভিত্তি করা ওয়াজিব এবং এরূপ প্রতিটি রাক'আতে বসা জরুরী যার সম্পর্কে সন্ধান রয়েছে যে, এটি শেষ রাক'আত হতে পারে। তাছাড়া সিজদায়ে সাহও আবশ্যিক।

○ ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে এই মাসআলাটিতে তাকসীল রয়েছে। তাহল, যদি মুসল্লীর এই সন্দেহ শুধু প্রথমবার হয়ে থাকে তবে তার উপর নামায দোহরিয়ে পড়া ওয়াজিব। আর যদি সব সময় এ ধরনের সন্দেহ

আসতে থাকে তাহলে তার উপর নামায দোহরানো ওয়াজিব নয়। বরং তার জন্য আবশ্যক চিন্তা ফিকির করা। চিন্তা ফিকির করে যেদিকে প্রবল ধারণা হয় তার উপর আমল করবে। আর যদি কোন দিকে প্রবল ধারণা না হয় তাহলে কন্মের উপর ভিত্তি করবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহু করবে। তাছাড়া কন্মের উপর ভিত্তি করার সূরতে যেসব রাক'আতে সর্বশেষ রাক'আত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলোতে বসাও জরুরী।

○ মূলতঃ এই মাসআলাতে মতভেদের কারণ হল, এরূপ ছুরত সম্পর্কে রেওয়াযাতগুলোর ইখতিলাফ। কোন কোন রেওয়াযাতে নামায দোহরানোর হুকুম রয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে উমর রা.-এর রেওয়াযাতে আছে। আবার সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইবনে মাসউদ রা.-এর রেওয়াযাত দ্বারা চিন্তা ফিকিরের নির্দেশ বোঝা যায়-

إِذَا سَهَى أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ - مصنف ابن

ابن شعبة : ২/২৮

আর কোন কোন রেওয়াযাতে কন্মের উপর ভিত্তি করার নির্দেশ রয়েছে। যেমন ইমাম তিরমিযী র. মুআল্লাকরূপে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন-

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْوَاحِدَةِ وَالْثِنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِي الْإِثْنَيْنِ وَالثَلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا إِثْنَيْنِ - بخاری : ৪/৪৮

কোন কোন রেওয়াযাতে সিজদায়ে সাহুর হুকুম রয়েছে। যেমন, তিরমিযীতে হযরত আবু হোরাযরা রা.-এর মারফু' হাদীসটি-

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيُلَيِّسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ - عرف الشئ : ১/৯০

○ ইমামত্রয় এসব হাদীসের মধ্য থেকে কন্মের উপর ভিত্তি করার হাদীসগুলো অবলম্বন করেছেন। আর সিজদায়ে সাহুকে এর উপর প্রয়োগ করেছেন। ইমাম আওয়াঈ এবং শা'বী র. নতুনভাবে নামায পড়ার হাদীসগুলো গ্রহণ করেছেন। অবশিষ্টগুলো বর্জন করেছেন। হাসান বসরী র. সিজদায়ে সাহুর হাদীসটি অবলম্বন করেছেন। ইমাম আবু হানীফা র. সবগুলো হাদীসের উপর আমল করেছেন এবং প্রত্যেকটি হাদীসের একটি বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্র সাব্যস্ত করে সবগুলো হাদীসের মাঝে সর্বোত্তম সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তিনি হযরত ইবনে উমর রা.-এর উপরোক্ত হাদীসটিকে (যাতে নামায দোহরানোর নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।) প্রথমবার সন্দেহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। আর চিন্তা ফিকিরের হুকুমে হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। কন্মের উপর ভিত্তি এবং সিজদায়ে সাহুর হুকুম সেসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন, যেগুলোর বরাত পেছনে দেয়া হয়েছে। হানাফীদের মাযহাবের প্রাধান্যের কারণ হল, তাদের মাযহাব অনুসারে সমস্ত হাদীসের উপর আমল হয়। কিন্তু ইমামত্রয়ের মাযহাবের ভিত্তিতে পুনরায় নামায পড়া এবং চিন্তা-ফিকিরের হাদীসগুলোর উপর মোটেও আমল হয় না।

بَابُ مَنْ قَالَ يَتِمُّ عَلَى أَكْبَرِ ظَنِّهِ

অনুচ্ছেদ : যিনি বলেন (নামায) পূর্ণ করবে তার প্রবল ধারণা অনুগাতে

۱. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَّكَتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَأَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهُدَتْ ثُمَّ سَجَدَتْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهُدَتْ أَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ حُصَيْنٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَوَأَقْبَعَ عَبْدُ الْوَاحِدِ أَيْضًا سُفْيَانُ وَشَرِيكَ وَإِسْرَائِيلَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلَامِ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُسَيِّدُوهُ.

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। নুফায়সী র. হযরত আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন— যখন তুমি নামাযের মধ্যে তিন রাক'আত না চার রাক'আত আদায় করেছ, এ সম্পর্কে সন্দেহান ও এবং তখন তোমার প্রবল ধারণা চার রাক'আত আদায়ের প্রতি হয় তখন তুমি তাশাহুদ পাঠ করতঃ বসা অবস্থায় সালামের পূর্বে দুটি সিজদা করবে। অতঃপর তাশাহুদ পাঠ করতঃ শেষ সালাম ফিরাবে। -নাসাঈ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ حُصَيْنٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَوَأَقْبَعَ عَبْدُ الْوَاحِدِ أَيْضًا سُفْيَانُ وَشَرِيكَ وَإِسْرَائِيلَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلَامِ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُسَيِّدُوهُ.

সারকথা, এ হাদীসটি যেমন মুহাম্মদ ইবনে সালামা বর্ণনা করেছেন খুসাইফ থেকে, এরূপভাবে আবদুল ওয়াহিদ ও খুসাইফ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবনে সালামা মারফুর্নামে বর্ণনা করেছেন। যেমন সনদের দিকে তাকালে বুঝা যায়। আবদুল ওয়াহিদ এটি মারফুর্নামে বর্ণনা করেননি। তাছাড়াও সুফিয়ান, শরীক ও ইসরাঈল এ তিনজনও খুসাইফ থেকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, সুফিয়ান, শরীক, ইসরাঈল তারা সবাই মারফু আকারে বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে আবদুল ওয়াহিদের অনুকূল ছিলেন এবং হাদীসের মূলপাঠে ইখতিলাফ করেছেন। কিন্তু এই ইখতিলাফটি ইমাম আবু দাউদ র. বর্ণনা করেননি। সম্ভবতঃ এই ইখতিলাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সেই ইখতিলাফ যেটি মুহাম্মদ ইবনে যুফাইল- খুসাইফ সূত্রে বর্ণিত রেওয়াজাতে আছে। যেটি ইমাম আহমদ রীয মুসনাদে এনেছেন। সেটি হল—

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُسَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ إِذَا شَكَّكَتَ فِي صَلَاتِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمْ تَدِرْ ثَلَاثًا صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعًا، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّكَ أَنَّكَ

صَلَّيْتَ ثَلَاثًا فَقُمَّ فَارْكَعْ رُكْعَةً ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ سَلِّمْ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ ظَنِّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا فَسَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ سَلِّمْ -

এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে সালামা- খুসাইফ সূত্রে বর্ণিত হাদীস যা প্রমাণ করে তার পরিপন্থী।

আব্দামা সাহারানপুরী র. বলেন, ইমাম আবু দাউদ র. যেসব রেওয়ায়াতের বরাত দিয়েছেন সেসব রেওয়ায়াত হাদীস গ্রন্থাবলীতে আমি পাইনি। না আবদুল ওয়াহিদের রেওয়ায়াত, না তাঁর অনুকূল অন্যান্য রেওয়ায়াত।

بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

অনুচ্ছেদ : যে বসা অবস্থায় তাশাহুদ পড়তে ভুলে গেছে

۱. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ الْمَغْفِرَةِ بْنِ شُبَيْلِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمَغْفِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ -

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ -

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ১। হাসান ইবনে আমর র. হযরত মুগীরা ইবনে শোবা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখন ইমাম (তিনি বা চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে) দু' রাক'আত আদায়ের পর না বসে দশায়মান হওয়া কালে সম্পূর্ণ সোজা হওয়ার পূর্বে এটা তার স্মরণ হয়; তখন সাথে সাথেই বসবে এবং যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকে তখন আর না বসে নামায শেষে দু'টি সিজদায়ে সাহু করবে।

-ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ فِي كِتَابِي عَنْ جَابِرِ الْجَعْفَرِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ -

এ উক্তিটি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. এ হাদীসটির দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করছেন।

হযরত আব্দামা সাহারানপুরী র. এ রাবীর নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতা সংক্রান্ত উক্তির বিস্তারিত বিবরণ বায়লুল মাজহুদে দিয়েছেন। মুসলিমের মুকাদ্দমায় জাবির জু'ফীর সমালোচনা প্রসিদ্ধ।

۲. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الْجَشْمِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ

عَلَاةَ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمَغْفِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَتَهَضَّ فِي الرُّكْعَتَيْنِ قُلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَ

اللَّهِ وَمَضَىٰ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السُّهُرِ فَلَمَّا انْتَصَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُفِيرَةِ بَيْنَ شُعْبَةَ رَضٍ وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُفِيرَةِ بَيْنَ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عِلَاقَةَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عُمَيْسٍ أَخُو الْمُسْعُودِيِّ وَفَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضٍ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُفِيرَةُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَالضَّعَّاكُ بْنُ قَيْسٍ وَمَعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضٍ أَفْتَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا فِي مَنْ قَامَ مِنْ ثُنْتَيْنِ ثُمَّ سَجَدُوا بَعْدَ مَا سَلَّمُوا .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضِعْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ২২। উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর র. যিয়াদ ইবনে আলাকা র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত মুগীরা রা. ইমামতি করাকালে দুই রাক'আতের পর না বসে দাঁড়িয়ে যান। তখন আমরা সُبْحَانَ اللَّهِ বলি (ভুল সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য) জবাবে তিনিও সُبْحَانَ اللَّهِ বলেন। নামায সমাপনান্তে তিনি ভুলের জন্য দুটি সিজদায়ে সাহ করেন। পরে তিনি সে স্থান ত্যাগ করার পর বলেন- আমি যেরূপ করেছি, এরূপ আমি রাসূলুল্লাহ সন্তান্নাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখেছি।

-তিরমিযী

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

অর্থাৎ, এ হাদীসটি যেরূপ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে যিয়াদ ইবনে আলাকা বর্ণনা করেছেন যে, সিজদায়ে সাহ হবে সালামের পর এ ছুরতে ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য এ উক্তি দ্বারা সালামের পর সিজদায়ে সাহ হওয়ার বিষয়টিকে শক্তিশালী করা। অর্থাৎ, দু'রাকআত পড়ে যদি তাশাহহুদ না পড়ে ভুলক্রমে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সিজদায়ে সাহ হবে সালামের পর। আবার এর দ্বারা জাবির জু'ফীর রেওয়াজাতের উপর মাসউদীর রেওয়াজাতটিকে শক্তিশালী করাও উদ্দেশ্য। কারণ, জাবির জু'ফী তো রাসূলে আকরাম সন্তান্নাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন। এর পরিপন্থী মাসউদী স্বীয় হাদীসে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রা.-এর এবং রাসূলে করীম সন্তান্নাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনে আবু লায়লা ও আবু উমাইসের হাদীস দ্বারা মাসউদীর রেওয়াজাতের আরও শক্তি যুগিয়েছেন যে, এটি হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা-এর কর্ম এবং রাসূলুল্লাহ সন্তান্নাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল। এরপর তিনি উলামায়ে কিরামের ফতওয়াগুলো উল্লেখ করেছেন।

بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

অনুচ্ছেদ : জুমআর নামায তরককারীর কাফ্ফারা

১. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْبِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَنْصِفِ دِينَارٍ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِي الْإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। হাসান ইবনে আলী র. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- যে ব্যক্তি বিনা ওযরে জুমুআর নামায ত্যাগ করে, সে যেন এক দীনার সদকা করে। যদি তার পক্ষে এক দীনার (স্বর্ণমুদা) সদকা করা সম্ভব না হয়, তবে যেন অর্ধ দীনার সদকা করে। -নাসাই

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, ইবনে কায়স র.ও ভিন্ন সনদে এই হাদীসটি এরূপে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ أَيْ بِلَفْظٍ وَخَالَفَهُ فِي الْإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ .

অর্থাৎ এ হাদীসটিকে যেরূপভাবে হাম্মাম কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন এরূপভাবে খালিদ ইবনে কায়সও কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু খালিদ হাদীসের সনদে হাম্মামের বিরোধিতা করেছেন। হাম্মামের সনদটি হল, عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْبِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَيَنْصِفِ دِينَارٍ বলেছেন। আর খালিদ ইবনে কায়স কুদামার স্থলে الْحَسَنُ عَنْ বলেছেন। আর হাদীসের মূলপাঠে উভয়ই একই রকম বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ

২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَاسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَاتَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهِمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهِمٍ أَوْ صَاعٍ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بُشَيْرٍ هَكَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ وَقَالَ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ২। মুহাম্মদ ইবনে সলাইমান র. হযরত কুদামা ইবনে ওয়াবারাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- বিনা কারণে যে ব্যক্তির জুমুআর নামায পরিত্যক্ত হবে, সে যেন এক দিরহাম বা অর্ধ-দিরহাম অথবা এক সা' গম, বা অর্ধ সা' গম সদ্কা করে । -নাসাই, ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, সাঈদ ইবনে বশীর এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সা'-এর পরিবর্তে এক মুদ অথবা অথবা অর্ধ মুদ শব্দ উল্লেখ করেছেন। (এক মুদ $\frac{2}{3}$ সা')।

(পুরাতন ওজনগুলোকে নতুন ওজনের সাথে মিলিয়ে জানতে হলে দেখুন আমাদের গ্রন্থ জাকরুল আমালী ফী নজরিত তাহাজী)

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ هَكَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَذَا أَوْ نَصْفَ مِدٍّ وَقَالَ عَنْ سُرَّةَ رَضٍ

এ উক্তিটির সারনির্ঘাস হল, এ হাদীসটি কাতাদা থেকে আইউব আবুল আলা বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হাদীসের সনদেই তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরূপভাবে সাঈদ ইবনে বশীরও কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাঈদ ইবনে বশীর আইউব আবুল আলার বিরোধিতা করেছেন। সূত্র ও মূলপাঠ উভয়টিতেই। মূলপাঠে বিরোধ হল, صَاعٌ جُنْطِيَّةٌ এবং نَصْفَ صَاعٍ جُنْطِيَّةٌ এর পর مِدٍّ এবং نَصْفَ مِدٍّ এর শব্দ অতিরিক্ত করেছেন। সনদগত বিরোধ হল তিনি عَنْ سُرَّةَ رَضٍ সূত্রে মুত্তাসিল আকারে আর আইউব আবুল আলা মুরসালরূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, $\text{عَنْ سُرَّةَ رَضٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ}$ মধ্যস্থান থেকে 'সামুরা' বাদ দিয়েছেন।

بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

অনুচ্ছেদ : ৪ কার উপর জুমআ ওয়াজিব

۱. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا قَبِيصَةُ نَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ يَعْنِي الطَّائِفِيَّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو رَضٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ الْإِدَاءَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضٍ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدُهُ قَبِيصَةُ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْعُرُكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১। মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. সূত্রে নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, যে আযান (প্রথম আযান) শুনে এরূপ সবার উপর জুমআ আবশ্যক।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন- একদল রাবী এ হাদীসটি সুফিয়ান থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর মাওক্ফরূপে বর্ণনা করেছেন। তারা এটিকে মারফু' বর্ণনা করেন নি। শুধু কাবীসাই এটি মারফু' আকারে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سَفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضَ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ.

উদ্দেশ্য হল, সুফিয়ান থেকে একদল লোক এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন কাবীসা, সুফিয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে পার্থক্য হল, কাবীসার রেওয়ায়াত মারফু'। তিনি বলেছেন, فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ আর একটি দল মারফু' আকারে বর্ণনা করেননি।

بَابُ التَّخْلُفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلِ الْبَارِدَةِ

অনুচ্ছেদ : ঠাণ্ডা রাতে জামাআতে অনুপস্থিতি

۲. حَدَّثَنَا مُزْمَلُ بْنُ هِشَامٍ نَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَادَى ابْنُ عُمَرَ رَضَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانٍ ثُمَّ نَادَى أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ قَالَ فِيهِ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ثُمَّ يَنَادِي أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلِ الْبَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبِيدُ اللَّهِ قَالَ فِيهِ فِي السَّفَرِ فِي اللَّيْلِ الْقَرَّةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ.

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الرَّهَّابِ .

হাদীস : ২। মুআয্মাল ইবনে হিশাম র. হযরত নাকি র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর রা. দাজনান নামক স্থানে নামাযের জন্য আযান দেন। অতঃপর তিনি স্ব-স্ব অবস্থানে সকলকে নামায আদায়ের ঘোষণা দেন।

রাবী নাকি র. বলেন, অতঃপর হযরত ইবনে উমর রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, তিনি মুআয্মিনকে নামাযের আযান দিতে বলতেন, অতঃপর মুআয্মিন ঘোষণা দিত যে, সফরের সময় প্রচণ্ড শীত অথবা বৃষ্টির রাতে স্ব-স্ব অবস্থানে (তীব্রত) নামায আদায় করো।

-ইবনে মাজাহ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبِيدُ اللَّهِ قَالَ فِيهِ فِي السَّفَرِ فِي اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ وَالْمَطِيرَةِ .

বাহ্যত উবাইদুল্লাহর আতফ মনে হচ্ছে আইউবের উপর। যদি তাই হয়, তবে অর্থ হবে হাম্মাদ ইবনে সালামা আইউব ও উবাইদুল্লাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন- যেরূপ আইউব থেকে ইসমাইল বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেছেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা-উবাইদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি পাওয়া গেল না। কেউ পেলে ভাল। অন্যথায় এর আতফ হবে হাম্মাদ ইবনে সালামার উপর। এ সম্পর্কেও হয়রত বলেছেন, এ হাদীসটিও আমি পাইনি।

মোটকথা, ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আইউব থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামা ও ইসমাইলের রেওয়ায়াতের মধ্যে পার্থক্য হল, হাম্মাদের রেওয়ায়াতে আছে- فِي السَّفَرِ فِي اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ وَالْمَطِيرَةِ আর ইসমাইলের রেওয়ায়াতে আছে- فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ مَكَانَ الْقَرَّةِ- এখানে او এর স্থলে او আছে। অর্থাৎ, বলেছেন,, الْقَرَّةِ وَالْمَطِيرَةِ ওয়াও সহকারে বলেননি।

بَابُ اللَّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ : জুমআর জন্য (বিশেষ) পোশাক পরিধান করা

۳. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو أَنْ يَحْيَى بْنُ سَوْبِدٍ الْإَنْصَارِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنَ حَبَّانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَجِدَ أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَجِدْتُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْنِ مَهْنَتِهِمْ قَالَ عَمْرُو وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمَنِيَرِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৩। আহমদ ইবনে সালাহ র. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সন্তানরা ইয়াহইয়া ওয়াসত্ব ইরশাদ করেছেন- তোমাদের কারো পক্ষে বা তোমাদের পক্ষে সন্তব হলে- নিজেদের সাধারণ পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া জুমআর নামাযের জন্য পৃথক এক জোড়া কাপড়ের ব্যবস্থা করে নেবে।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবনে সালাম রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উপরোক্ত হাদীস মিশরের উপর বসে বলতে শুনেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ إِبْنِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ .

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য হল, এ হাদীসটির তিনটি সনদের ইখতিলাফ বর্ণনা করা। প্রথম সনদটি عَنْ يَحْيَى بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ صَبَانَ عَنْ ابْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ইবনে সালাম কে তা অজানা। বরং অস্পষ্ট। যদি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম উদ্দেশ্য হয়, তবে সনদ মুনকাতি। কারণ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সাব্বান আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে সাক্ষাত করেননি। কারণ, ইবনে সাব্বানের জন্য সাতচল্লিশ হিজরীতে আর আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এর পূর্বেই ইত্তিকাল করেছেন। আর যদি ইবনে সালাম দ্বারা ইউসুফ ইবনে সালাম উদ্দেশ্য হয়, তবে হাদীসটি মাওসুল। বক্তৃতঃ ইমাম আবু দাউদ র. তৃতীয় যে সনদটি وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ করে বর্ণনা করেছেন সেটি মাওসুল। সেটি দ্বিতীয় সনদের অস্পষ্ট ব্যক্তির বিবরণ দানের জন্য আনা হয়েছে যে, তিনি হলেন ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, অন্য কোন ব্যক্তি নন।

بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

অনুচ্ছেদ : ধনুকের উপর ঠেস লাগিয়ে যে খুতবা দেয়

۵. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُعَمِّدٍ بْنِ مَعْنٍ عَنْ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا حَفِظْتُ قَائِلَ الْإِمَامِ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، قَالَتْ وَكَانَ تَتَوَرَّعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَتَوَرَّعُنَا وَاجِدًا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ إِمَامٌ هِشَامُ بِنْتُ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْعَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَمْ هِشَامُ صَحَابِيَّةٌ؟ أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস নং ৫। মুহাম্মদ ইবনে বাশশার..... বিনতুল হারিস ইবনে নোমান রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকেই সূরা কাফ মুখস্থ করেছি। তিনি প্রতি জুমআয় এ সূরা দিয়ে খুতবা দিতেন। তিনি বলেন, আমাদের চুলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুলা ছিল এক।

আবু দাউদ র. বলেন, রাওহ ইবনে উবাদা শো'বা থেকে বলেন, তিনি বলেছেন **إِنِّي حَارِثَةُ بِنِ النَّعْمَانِ** আর ইবনে ইসহাক বলেছেন **إِنِّي حَارِثَةُ بِنِ النَّعْمَانِ** **أُمُّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بِنِ النَّعْمَانِ**।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ رَجُلٌ بَنُ عَبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ بِنْتُ حَارِثَةَ بِنِ النَّعْمَانِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ أُمُّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بِنِ النَّعْمَانِ .

সারনির্যাস হল, শো'বা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনজন- ১. মুহাম্মদ ইবনে জাফর, ২. রাওহ ইবনে উবাদা, ৩. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক।

মুহাম্মদ ইবনে জাফর তাঁর সনদে বলেছেন- **عَنْ بِنْتِ الْحَارِثِ** এতে তা এবং উপনামের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ, হারিস এর স্থলে হারিসা বলেননি এবং উম্মে হিশাম উপনামও নেই। রাওহ ইবনে উবাদা তা সহকারে হারিসা বলেছেন এবং উম্মে হিশাম উপনাম উল্লেখ করেননি। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তা সহকারে হারিসাও বলেছেন, আবার উপনাম উম্মে হিশামও উল্লেখ করেছেন। অতএব, রাওহ ইবনে উবাদা উপনাম অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ইবনে জাফরের অনুকূল, আবার তাযের উল্লেখ প্রতিকূল, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক মুহাম্মদ ইবনে জাফরের প্রতিকূল উভয়ক্ষেত্রে। মূলতঃ মুহাম্মদ ইবনে জাফরের রেওয়াযাতে যা বলেছেন তা ঠিক নয়। কারণ, ইমাম মুসলিম ও আহমদ র.ও এ হাদীসটি স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এতে মুহাম্মদ ইবনে জাফর স্বীয় সনদে **بِنْتُ النَّعْمَانِ** **إِنِّي** **لِلْحَارِثَةِ بِنِ النَّعْمَانِ** আবু দাউদ র. যে মুহাম্মদ ইবনে জাফরের রেওয়াযাতে তা ছাড়া উল্লেখ করেছেন, হতে পারে মুহাম্মদ ইবনে জাফর উভয় শব্দে রেওয়াযাত করেছেন। একবার তা সহকারে আরেকবার তা ছাড়া। আবু দাউদ র. তা শূন্য রেওয়াযাতটি পেয়েছেন।

উম্মে হিশাম রা.-এর পরিচিতি : তিনি হারিসা ইবনে নো'মানের কন্যা। তিনি সাহাবী ! একদল রাবী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧. حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَرْوَانَ نَا سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ أُخْتِهَا رَضَ قَالَتْ مَا أَخَذْتُ قَافَ إِلَّا مِنْ فَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُهَا فَيُكَلِّ جُمُعَةٍ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَابْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بِنِ النَّعْمَانِ رَضَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحَ .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস নং ৭। মুহাম্মদ ইবনে খালিদ আমরার বোন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি **وَالْقُرْآنِ** **السَّجْدِ** সূরাটি শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকেই শিখেছি। তিনি সূরা কাকটি প্রতি জুম'আয় তিলাওয়াত করতেন।

আবু দাউদ র. বলেন, সলাইমানের রেওয়ায়াতের ন্যায় ইয়াহইয়া ইবনে আইউব ও ইবনে আবুর রিজাল ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ-আমরা-উম্মে হিশাম বিনতে হারিসা ইবনে নোমান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا أَيْ كَمَا رَوَاهُ سَلَيْمَانُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ كَمَا رَفَى سَنِدِ الْحَدِيثِ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ .

এখানে কذا বলে উদাহরণ দান শুধু সূরা কাফ জুমআতে পড়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু এ উদাহরণটি বোধহয় সহীহ নয়। কারণ, ইবনে আবুর রিজালের হাদীসটি মুসনাদে আহমদেও আছে। তাতে রয়েছে—

قَالَتْ مَا أَخَذْتُ قِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي الصُّبْحِ .

بَابُ اسْتِثْنَاءِ الْمُحَدِّثِ لِلْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ : উযু ভেঙ্গে গেলে ইমামকে কিভাবে অবহিত করে যাবে

۱- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِصِيُّ نَا حَجَّاجُ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَحَدُكُمْ أَحْدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ رَضِ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। ইব্রাহীম ইবনুল হাসান র. হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন— যখন নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো উযু ছুটে যায়, তখন সে যেন তার নাক ধরে বের হয়ে যায় (নাক ধরা উযু নষ্টের পরিচায়ক) -ইবনে মাজাহ

আবু দাউদ র. বলেন, হাশ্বাদ এটি হিশাম- তাঁর পিতা-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা রা.-এর সূত্রে তারা দু'জন উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْإِمَامُ يُخَطِّبُ .

আবু দাউদের সমস্ত কপিতে ইবারত- إِذَا دَخَلَ الْخ- আছে। কিন্তু কানপুরের কপিতে এই ইবারতটি নেই। না হওয়াই সহীহ। কারণ, এই ইবারতটির কোন অর্থ মিলে না। মূলতঃ এখানে সম্ভবতঃ دَخَلَ إِذَا শব্দটি লিপিকারের পক্ষ থেকে ভুলক্রমে লেখা হয়েছে। মূল ইবারত হবে- إِذَا أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ, যেমন ইবনে জুরাইজ-হিশাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতটিতে আছে। বায়হাকীর রেওয়ায়াতে ফযল ইবনে মুসার সূত্রেও অনুরূপ আছে। ইমাম আবু দাউদ র. ইবনে জুরাইজের যে রেওয়ায়াতটি এনেছেন, তাতে আশ্বার ইবনে সালামা এবং উসামার রেওয়ায়াতের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে জুরাইজ-হিশাম সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে একতো إِذَا أَحَدُكُمْ আছে, আবার রেওয়ায়াতটি মুস্তাসিলও। কারণ, এতে হযরত আয়েশা রা.-এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আশ্বার ইবনে সালামা ও আবু উসামার রেওয়ায়াতে আছে دَخَلَ إِذَا, আবার রেওয়ায়াতটি মুস্তাসিলও নয়। কারণ, এতে 'হযরত আয়েশা' রা.-এর উল্লেখ নেই।

بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ.

অনুচ্ছেদ : দু' ঈদের তাকবীর

٤. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ حَبَّانَ عَنْ أَبِي يَعْلَى الطَّلَنْقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْبِرُ فِي الْفِطْرِ فِي الْأَوَّلَى سَبْعًا ثُمَّ يَفْرَأُ ثُمَّ يَكْبِرُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَكْبِرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَفْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكَبَّرَ وَأَبْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ سَبْعًا وَخَمْسًا.

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ ثُمَّ زَيِّنْهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . كَمْ تَكْبِيرًا فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ؟ مَا الْإِخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْكِرَامِ؟ بَيِّنْ بِالْأَدَلَّةِ الْوَاضِعَةِ وَالْجَوَابَ عَنْ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالَفِينَ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح.

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৪। আবু তাওবা র. আমর ইবনে শোআইব র. তাঁর পিতা ও দাদা সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিতরের প্রথম রাক'আতে সাতটি তাকবীর বলার পর কিরাআত পাঠ শুরু করতেন। কিরাআত শেষে তাকবীর বলার পর প্রথম রাক'আত সমাপনান্তে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে চারবার তাকবীর বলে কিরাআত শুরু করতেন এবং পরে রুকু করতেন।

-ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এ হাদীসটি ওয়াকী ও ইবনে মুবারক র.ও বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা (প্রথম রাক'আতে) ৭ বার এবং (দ্বিতীয় রাক'আতে) ৫ বার তাকবীরের কথা বলেছেন।

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি

এই মাসআলাতে মতভেদ রয়েছে যে, দু' ঈদে অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি।

○ ইমাম মালিক র.-এর মতে ১১টি তাকবীর। ৬টি প্রথম রাক'আতে (তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া), আর পাঁচটি দ্বিতীয় রাক'আতে। ইমাম শাফিঈ র. এর মতে ১২ তাকবীর। ৭টি প্রথম রাক'আতে (তাকবীরে তাহরীমা

ছাড়া)। আর ৫টি দ্বিতীয় রাক'আতে। ইমাম আহমদ র.-এর মায়হাব মালিকীদের অনুরূপ। তবে তাঁরা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, উভয় রাক'আতে তাকবীরগুলো হবে কিরাআতের পূর্বে।

❶ হানাফীদের মতে অতিরিক্ত তাকবীর শুধু ৬টি। তিনটি প্রথম রাক'আতে কিরাআতের পূর্বে, আর তিনটি দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআতের পর।

১. ইমামত্রয়ের প্রমাণ- **كُثِّرَ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ** সূত্রে বর্ণিত তিরমিযীর হাদীস। অবশ্য এতে ইমাম শাফিঈ র. 'প্রথম রাক'আতে ৭ তাকবীর' বাক্যটিকে সম্পূর্ণরূপে অতিরিক্ত তাকবীরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। আর মালিকী ও হাম্বলীগণ বলেন, এই সাত তাকবীরে একটি তাকবীরে তাহরীমাও অন্তর্ভুক্ত। এরূপভাবে তাদের মধ্যে একটি তাকবীর নিয়ে মতপার্থক্য হয়ে গেল।

❷ হানাফীগণ এ হাদীসের এই উত্তর দেন যে, এটি নির্ভর করে কাছীর ইবনে আব্দুল্লাহর উপর। তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম তিরমিযী র. এই হাদীসটি সম্পর্কে যে 'হাসান' বলে মন্তব্য করেছেন, অন্যান্য মুহাদ্দিস এর উপর কঠোর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

২. তাঁদের দ্বিতীয় প্রমাণ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.-এর মারফু' হাদীস-

الْتَكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَابِيهَا .

'ঈদুল ফিতরে প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর। দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর। আর উভয় রাক'আতে কিরাআত হবে এর পরে।'

-আবু দাউদ : ১/১৬৩

কিন্তু এই হাদীসটি নির্ভর করে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান তায়েফীর উপর। তিনিও দুর্বল।

৩. তাঁদের তৃতীয় প্রমাণ আবু দাউদে বর্ণিত হযরত আয়েশা রা. এর রেওয়াজাত-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خُمْسًا

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর।'

-আবু দাউদ : ১/১৬৩

কিন্তু এটি নির্ভর করে ইবনে লাহী'আর উপর। যার দুর্বলতা প্রসিদ্ধ। তাঁদের মায়হাবের স্বপক্ষে আরো প্রমাণাদি আছে; কিন্তু সবগুলোই দুর্বল।

হানাফীদের প্রমাণাদি

১. হানাফীদের প্রথম দলীল সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত মাকহুলের রেওয়াজাত-

أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحَذِيفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، تَكْبِيرَةً عَلَى الْجَنَانِ (أَي مِثْلَ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَانِ) فَقَالَ حَذِيفَةُ رَضِيَ صَدَقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ كَذَلِكَ كُنْتُ أَكْبِرُ فِي الْبَصْرَةِ حِينَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ، قَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ .

‘হযরত আবু হোরাযরা রা.-এর সাথী আবু আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইবনুল আস হযরত আবু মূসা আশআরী রা. ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ফিতরে কিরূপ তাকবীর দিতেন? হযরত আবু মূসা রা. বললেন, চার তাকবীর দিতেন, জানাযার তাকবীরের ন্যায়। হযরত হুযাইফা রা. বললেন, তিনি সত্য বলেছেন। এতদশ্রবণে হযরত আবু মূসা রা. বললেন, আমি যখন বসরার গভর্নর ছিলাম, তখন আমি অনুরূপ তাকবীর দিতাম। আবু আয়েশা বলেন, আমি তখন সাদ ইবনুল আস রা.-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম।’

-আবু দাউদ : ১/১৬৩

এই হাদীসে চার তাকবীরের উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল, তাকবীরে তাহরীমা। আর তিনটি অতিরিক্ত। এই হাদীসটি দুটি হাদীসের স্থলাভিষিক্ত। কারণ, এতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত হুযায়ফা রা. হযরত আবু মূসা রা.-এর সত্যায়ন করেছেন।

এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনে সাওবান সম্পর্কে কেউ কেউ দুর্বলতার অভিযোগ করলেও তত্ত্বজ্ঞানী মুহাম্মদসীনের মতে তিনি হাসান পর্যায়ে রাবী।

২. হানাফীদের দ্বিতীয় প্রমাণ হযরত ইবনে আক্বাস রা., হযরত মুগীরা ইবনে ও'বা রা. এবং হযরত ইবনে মাসউদ রা. প্রমুখের আমল। আবার তাবিঈদের একটি বিরাট সংখ্যকের মাযহাবও হানাফীদের অনুকূল।

-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৩/২৯৩, ৩৯৫

৩. হানাফীদের তৃতীয় প্রমাণ ইবরাহীম নাখঈর রেওয়াযাত-

‘রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হল, অথচ লোকজন তখন জানাযার তাকবীর সম্পর্কে মতবিরোধ করছিল। অতঃপর এই ইখতিলাফের উপর লোকজন ছিল। এভাবে হযরত আবু বকর রা. এরও ওফাত হয়ে গেল। যখন হযরত উমর রা. শাসক নির্বাচিত হলেন, আর তিনি এ প্রসঙ্গে লোকজনের মতপার্থক্য প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তাঁর কাছে বিষয়টি খুব ভারি মনে হল। ফলে তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনীষীর নিকট সংবাদ পাঠালেন। তিনি বললেন, আপনারা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী সম্প্রদায়। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকজনের সামনে ইখতিলাফ করতে থাকবেন আপনারদের পরবর্তীগণও মতানৈক্যে লিপ্ত থাকবে। আর যখন কোন বিষয়ে একমত হবেন লোকজনও তার উপর একমত হয়ে যাবে। অতএব, আপনারা কোন একটি সর্বসম্মত বিষয়ের চিন্তা করুন। যেন তিনি তাঁদেরকে সচেতন করলেন। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যে রায় পোষণ করেন, আমাদেরকে তার পরামর্শ দিন। তখন উমর রা. বললেন, বরং আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন। কারণ, আমি তো আপনারদেরই মতো একজন মানুষ। অতএব, তাঁরা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ফিকির করলেন। বাদানুবাদ করলেন। অতঃপর তাঁরা এ বিষয়ে একমত হয়ে জানাযার মধ্যে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর নির্ধারণ করলেন। এর উপর তাদের সবার একমত প্রতীতি হল।’

এতে বোঝা গেল, হযরত উমর রা. এর যামানায় দু' ঈদে চারটি করে তাকবীর হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

আল্লামা ইবনে রুশদ র. বিদায়াতুল মুজতাহিদে লিখেছেন যে, ঈদের তাকবীর সংখ্যা সম্পর্কে কোন মারফু' হাদীস সহীহরূপে প্রমাণিত নেই। তিনি এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাশল র.-এর উক্তিও বর্ণনা করেছেন। ‘নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু' ঈদের তাকবীর সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই।’ ইবনে রুশদ বলেন, ‘এ কারণে বিভিন্ন ইসলামী আইনবিদ বিভিন্ন সাহাবীর আমল দ্বারা প্রমাণ পেশ করে করে স্ব-ব মাযহাব নির্ধারণ করেছেন। তাছাড়া এই মতানৈক্যটি উত্তমতার ক্ষেত্রে। নামায সর্বসম্মতিক্রমে সর্বপ্রকারেই হয়ে যায়।’

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ سَبْعًا وَخَمْسًا .

সারমর্ম হল, এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে মু'তামিরও বর্ণনা করেছেন। এটি হল তৃতীয় হাদীস। এতে আছে- الْاَوَّلَى وَخَمْسٌ فِي الْاٰخِرَةِ- এবং ইবনে মুবারক ও আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান সে আবু লায়লা, যার থেকে চতুর্থ হাদীসটি সুলাইমান ইবনে হাক্বান বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি দ্বিতীয় রাকআতে اَرْبَعًا বর্ণনা করেছেন। যেন ইমাম আবু দাউদ র. সুলাইমান ইবনে হাক্বানের রেওয়াযাতটিকে তাঁদের রেওয়াযাতের বিরোধিতার কারণে শায হবার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কারণ, اَرْبَعًا কারও রেওয়াযাতে নেই।

جَمَاعُ اَبْوَابِ صَلَوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيعِهَا

অনুচ্ছেদ : সালাতুল ইসতিসকা ও তার ব্যাপক শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত

٢. حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرِّجِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِي ذَنْبٍ وَيُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي عَبَادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ اصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ رِءَاةٍ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ اَبِي ذَنْبٍ وَقَرَأَ فِيهِمَا زَادَ ابْنُ السَّرِّجِ يَرِيدُ الْجَهْرَ

السُّؤَالُ : تَرْجِمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . اَوْضَحْ مَا قَالَ الْاِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ২। ইবনুস সারহ র. আব্বাদ ইবনে তামীম মাযিনী র. সূত্রে বর্ণিত, তিনি তাঁর চাচা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীকে বলতে শুনেছেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসতিসকার নামায আদায় করতে গিয়ে লোকদের দিকে পিঠ দিয়ে আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন।

রাবী সুলাইমান ইবনে দাউদের বর্ণনায় আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে তাঁর চাদর উন্টিয়ে গায়ে দিয়ে দু' রাক'আত নামায আদায় করেন। ইবনে আবু যিবের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত নামাযে দু'রাকআতে কিরাআত পড়েছেন। ইবনুস সারহ বলেন, মানে সশব্দে পাঠ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি- قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

সারকথা, এ হাদীসে ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তাদ দু'জন- ১. সুলাইমান ইবনে দাউদ আলআতাকী,

২. ইবনুস সারহ।

সুলাইমান ইবনে দাউদ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ উল্লেখ করেছেন। ইবনুস সারহ তা উল্লেখ করেননি। তার পরবর্তীতে উভয় উক্তাদ একমত।

قَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَقَرَأَ فِيهِمَا زَادَ ابْنُ السَّرْحِ يُرِيدُ الْجَهْرَ .

অর্থাৎ যুহরী থেকে ইবনে আবু যিব এবং ইউনুস উভয়ই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবু যিব বলেছেন قَرَأَ فِيهِمَا যার অর্থ ইবনুস সারহ বর্ণনা করেছেন সশব্দে পড়া। যেমন উপরোক্ত মা'মারের হাদীসেও جَهْر এর উল্লেখ রয়েছে।

٧. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا هِشَامُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُقْبَةَ وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ ، فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُبْتَذِلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى زَادَ عُثْمَانُ فَرَقَى عَلَى الْمَنِيرِ ثُمَّ انْتَفَخَا فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبُكُمْ هَذَا وَلَكِنْ كَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَمَا يَصِلِّي فِي الْعِيدِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْأَخْبَارُ لِلنُّفَيْلِيِّ وَالصَّوَابُ ابْنُ عُتْبَةَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ৭। নুফায়লী ও উসমান ইবনে আবু শায়বা র.ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সন্তানরাহি ওয়াসত্বাম সাধারণ পোশাক পরিধান করে বিনয় হৃদয়ে ইসতিস্কার নামায আদায়ের জন্য মাঠে যান। অতঃপর তিনি মিশরে উঠেন। (রাবী উসমানের মত) এ সময় তিনি সাধারণ নামাযের খুত্বার অনুরূপ খুত্বা না দিয়ে সম্পূর্ণ সময়টি কাকুতি-মিনতির সাথে দু'আ ও তাকবীরের মধ্যে অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি ঈদের নামাযের মত দুই রাক'আত নামায আদায় করেন।

-নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ أَيْ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ وَإِنْ اِخْتَلَفَا فِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ .

অর্থাৎ, নুফাইলী এবং উসমান এ শব্দটি সম্পর্কে ইখতিলাফ করেছেন। নুফাইলী 'ইবনে উতবা' বলেছেন, আর উসমান বলেছেন, ইবনে 'উকবা'।

এ বাক্যটি নুফাইলীর রেওয়াজাতে নেই।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْأَخْبَارُ لِلنُّفَيْلِيِّ وَالصَّوَابُ ابْنُ عُتْبَةَ .

এ শব্দ নুফায়লীর। উভয় উস্তাদের ব্যাপারে যে ইবনে উকবা ও ইবনে উতবার পার্থক্য রয়েছে, এতে সহীহ হল, ইবনে উতবা, ইবনে উকবা নয়।

أَبَوَابُ صَلَاةِ السَّفَرِ

সফরের নামায

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

অনুচ্ছেদ : মুসাফিরের নামায

۳. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْرٍ -

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ - أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح -
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ৩। আহমদ ইবনে হাম্বল র. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আম্মার র. হতে বর্ণিত, তিনি পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَهُ -

ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য, এ হাদীসের সনদগত ইখতিলাফের বিবরণ দান। এ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীসটি ইয়াহইয়া আল কাত্তান ও আবদুর রায্যাক- ইবনে জুরাইজ-আবদুর রহমান ইবনে আবু আম্মার-আবদুল্লাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন দ্বিতীয় হাদীসে আছে। আবু দাউদ এই সনদে আবদুর রায্যাক ও মুহাম্মদ ইবনে বকরের রেওয়ায়াতটি ইবনে জুরাইজ থেকে আবদুর রহমানের সূত্রে ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে আবু আম্মার থেকে বর্ণনা করছেন। ইমাম আবু দাউদ র. সামনে গিয়ে বলেন-রَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْرٍ- এ কথা বলে ইবনে বকরের রেওয়ায়াতটিকে প্রাধান্য দিতে চাইছেন। কারণ, ইবনে বকর ও হাম্মাদ ইবনে মাস'আদাও বর্ণনা করেছেন। তাতে মুহাম্মদ ইবনে বকর আবদুর রহমানের সূত্রে ছাড়া বর্ণনা করেছেন। অতএব, ইবনে বকরের হাদীসটির প্রাধান্য হবে।

কিন্তু হযরত সাহারানপুরী র. বলেন, এ রেওয়ায়াতটির প্রাধান্যের প্রয়োজন কি? কারণ, ইমাম মুসলিম, নাসাই, ইবনে মাজাহ এবং তাহাভী র. আবদুর রহমান সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হতে পারে ইবনে জুরাইজ উভয় থেকে শুনেছেন।

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَوَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ : দু' নামায একত্রে আদায় করা

৩. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ نَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فِي عَزْرَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجَلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَأَنْ يَرْتَجَلَ قَبْلَ أَنْ تَرْتِغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ أَنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَجَلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَأَنْ يَرْتَجَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ آخِرَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ الْمُفَضَّلِ وَاللَّيْثِ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضِعْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৩। ইয়াযীদ ইবনে খালিদ র. মুআয ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধে রওয়ানার পূর্বে সূর্য হলে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করতেন এবং সূর্য হলে পড়ার পূর্বে রওয়ানা করলে তিনি জোহর দেহীতে পড়তেন এবং আসর আদায়ের জন্য নামতেন। তিনি মাগরিবেও তাই করতেন, অর্থাৎ রওয়ানার পূর্বে সূর্যাস্ত হলে তিনি মাগরিব এবং ইশা তার প্রথম সময়ে একত্রে আদায় করতেন, আর রওয়ানা হওয়ার পরে সূর্যাস্ত হলে তিনি মাগরিব বিলম্ব করে ইশার সাথে একত্রে পড়তেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

যেহেতু এসব হাদীস সফরে দুই নামায একত্রে পড়ার প্রমাণ, অথচ শাফিঈ ও হাযলীগণ একত্রিকরণকে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করেন, সেহেতু বোধহয় ইমাম আবু দাউদ র. এ উক্তি দ্বারা নামায একত্রিকরণের প্রমাণ হাদীসগুলোর সমর্থন করছেন। কারণ, মু'আয ইবনে জাবাল রা.-এর হাদীসের সমর্থন ইবনে আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়াত দ্বারা হয়।

৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي مُوَدُّودٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ فِي السَّفَرِ إِلَّا مَرَّةً .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يَرَوِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ رَضَ أَنَّهُ لَمْ يَرِ ابْنَ عُمَرَ رَضَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطْرًا إِلَّا تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَعْنِي لَيْلَةَ اسْتَصْرَحَ عَلَى صَفِيَّةَ وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ رَضَ فَعَلَّ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ .

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الرَّهَّابِ .

হাদীস : ৪৪। কুতাইবা র. ইবনে উমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরকালে এক বারের অধিক মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেননি।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি মতে অন্য এক বর্ণনায় নাফি র. বলেছেন যে, হযরত সাফিয়া রা.-এর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর ইবনে উমর রা.কে তিনি সেই রাতেই শুধু মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করতে দেখেছেন। হযরত নাফি র. হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি ইবনে উমর রা.-কে এক বা দুইবার দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করতে দেখেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يَرَوِي عَنْ أَيُّوبَ .

ইমাম আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য, সুলাইমান ইবনে আবু ইয়াহইয়া- ইবনে উমর রা. সূত্রে বর্ণিত মারফু' রেওয়য়াতটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ, এটি মারফু' নয়। হযরত ইবনে উমর রা.-এর কর্ম তাঁর উপর মাওকুফ।

কিন্তু এখানে মাওকুফকে প্রাধান্য দান অথবা মারফু'কে দুর্বল সাব্যস্ত করার প্রয়োজন নেই। কারণ, এ মারফু' এবং মাওকুফের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। এর পছন্দ হল, নাফি' ইবনে উমর রা. থেকে শুনে মারফু' বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে উমর রা.-এর কর্ম দেখে মাওকুফ আকারে বর্ণনা করেছেন। উভয়ের মাঝে কোন সংঘর্ষ নেই।

উপরোক্ত উক্তি দ্বারা হাদীস মাওকুফ হওয়ার যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ উক্তি দ্বারা শক্তি যোগানো উদ্দেশ্য।

হযরত সাহারানপুরী র. বলেন, এ তা'লীকটি আমার নিকট মওজুদ গ্রন্থাবলীতে পাইনি।

۵. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ مَالِكٌ أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا إِلَى تَبُوكَ .

السَّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ - أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح. -
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

হাদীস : ৫। কা'নাবী র. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয়ভীতি ও সফরকালীন সময় ছাড়াও জোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার নামায় একত্রে আদায় করেছেন।

রাবী মালিক র. বলেন, সম্ভবতঃ তিনি বৃষ্টির কারণে এরূপ করেন। আবুয-যুবাইর হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে— আমরা তাবুকের যুদ্ধের সফরে এরূপ করেছিলাম। -মুসলিম, নাসাই

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ مَالِكٌ أَرَىٰ ذَالِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ - অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জোহর, আসর এরূপভাবে মাগরিব ও ইশা একত্রিত করেছেন, এটি না সফরের অবস্থায় ছিল, না শংকার অবস্থায়। অতএব, ইমাম মালিক র. এ একত্রিকরণের বিষয়টির সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করেছেন যে, আমার মতে এ দু'ওয়াক্ত নামায় একত্রিকরণের কারণ ছিল বৃষ্টি। ইমাম মালিক র.-এর কারণ, ইবনে আব্বাস রা.-এর পরবর্তী হাদীসের পরিপন্থী। হাদীসটি হল—

قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ الْعِشَاءَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ -

এ কারণে ইবনুল মুনিযির র.ও বলেন, এ হাদীসটিতে দু'নামায় একত্রিকরণকে কোন ওজরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কিভাবে সহীহ হতে পারে? অথচ যখন ইবনে আব্বাস রা.-কে প্রশ্ন করা হয়েছে এই একত্রিকরণ কিভাবে হয়েছিল? তিনি উত্তরে বললেন—أَرَادَ أَنْ لَا يَجْرُعَ أُمَّتُهُ

তাছাড়া ইমাম মালিক র. তো জোহর ও আসর নামায় বৃষ্টির কারণে একত্রিকরণ জায়েযই মনে করেন না। কাজেই এই একত্রিকরণকে বৃষ্টির অবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যথার্থ হয় কিভাবে? কাজেই এই একত্রিকরণকে বাহ্যিক একত্রে আদায়ের অর্থে প্রয়োগ করা হবে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ -

মোটকথা, ইমাম মালিক র. আবুয যুবাইর মক্কী থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, এটি মক্কী থেকে হাম্বাদ ইবনে সালামাও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্বাদ ইবনে সালামার রেওয়ায়াতে মাগরিব ও ইশার উল্লেখ নেই। তাঁর শব্দগুলো হল—

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاَهَا إِلَى تَبُوكَ -

এ তালীকটি ইমাম মুসলিম র.ও স্বীয় সহীহে মাওসুলরূপে এনেছেন—

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيَّ ذَالِكَ؟ قَالَ أَنْ لَا يَجْرُعَ أُمَّتُهُ -

আবু দাউদের বাহ্যিক বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম মালিক র.-এর রেওয়াযাত এবং কুররা ইবনে খালিদেদের রেওয়াযাত একই। উভয়টিতে পার্থক্য হল, ইমাম মালিক র.-এর রেওয়াযাতে আছে- *فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا* - রেওয়াযাতে আছে-

অতএব, উত্তর দেয়া যায় যে, উভয়ের মাঝে মূলপাঠগত পার্থক্যের বিষয়টির বিবরণ দেয়ার জন্য ইমাম আবু দাউদ র. এখানে উভয়টি উল্লেখ করেছেন। বাকি ঐক্য দ্বারা উদ্দেশ্য, উভয়টি সনদগতভাবে একই।

۷. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُحَارِبِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ سِرَّ سِرْحَتِي إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجَلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوُ هَذَا بِإِسْنَادِهِ .

السَّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৭৭। মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ র. আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদ র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত ইবনে উমর রা.-এর মুআযযিন নামাযের সময় আস-সালাত (নামাযে আসুন) শব্দ উচ্চারণ করে তাঁকে ডাকলে তিনি বললেন, চলো, চলো। অতঃপর তিনি পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ দূরীভূত হওয়ার প্রাক্কালে বাহন হতে অবতরণ করে মাগরিবের নামায আদায় করেন এবং এরপর সামান্য অপেক্ষা করে পশ্চিমাকাশের সাদাবর্ণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হলে তিনি ইশার নামায আদায় করেন, অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জরুরী কাজে রত থাকলে তিনি এরূপ করতেন, যে রূপ আমি করেছি। তিনি সেই দিন ও রাতের সফরে তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করেন (অর্থাৎ, তিনি দ্রুত পথ অতিক্রম করেন)।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوُ هَذَا .

এই তালীক দ্বারা উদ্দেশ্য আলোচ্য হাদীসটিকে শক্তিশালী করা। কারণ, নাসিখ' এ হাদীসটি ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। যার মুতাবি' আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদেদের হাদীস। অতঃপর, নাসিখ' থেকে ফুয়াইল ইবনে গায়ওয়ান বর্ণনা করেছেন। ইবনে জাবিরের রেওয়াযাত এর মুতাবি'। অতএব, এর শক্তি অর্জিত হল।

۸. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جَابِرٍ بِهَذَا الْمَعْنَى، قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

হাদীস : ৮। ইব্রাহীম র. ইবনে জাবির র. থেকে এই সনদেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, তিনি সেদিন পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ উধাও হওয়ার সময় বাহন হতে অবতরণ করে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ .

এ তালীক হারা ইমাম আবু দাউদ র.-এর উদ্দেশ্য, ফুযাইল ইবনে গায়ওয়ান এবং ইবনে জাবিরের রেওয়ায়াতটিকে শক্তিশালী করা।

٩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا حَمَادُ

بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْإِشَاءَ وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ بِنَا

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ فَيَ غَيْرِ مَطَرٍ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الرَّهَّابِ .

হাদীস : ৯। সুলাইমান ইবনে হারব ও আমর ইবনে আওন র. ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে অবস্থানকালে জোহরের (শেষ সময়) চার রাক'আত এবং আসরের (প্রথম সময়ে) চার রাক'আত মোট আট রাক'আত এবং মাগরিব ও ইশার নামায ঐরূপে একত্রে সাত রাক'আত আদায় করেন।

—বুখারী, মুসলিম, নাসাই

অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, বৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও তিনি ঐরূপে দুই নামায একত্রে আদায় করেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ بِنَا .

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, তাঁর তিনজন উত্তাদ রয়েছেন— ১. সুলাইমান, ২. মুসাদ্দাদ, ৩. আমর ইবনে আওন। সুলাইমান ও মুসাদ্দাদ বিনা বলেননি। আমর ইবনে আওন বলেছেন।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ فَيَ غَيْرِ مَطَرٍ .

অর্থাৎ, এ হাদীসটি সালিহ মাওলাত তাওআমাও বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্বাস রা. থেকে। কিন্তু এতে গَيْرِ মَطَرٍ ও উল্লেখ করেছেন।

١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ جَارُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ

بَيْنَهُمَا عَشْرَةٌ أَمْيَالٍ بَعْضُ بَيْنِ مَكَّةَ وَسِرْفَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১১। মুহাম্মদ ইবনে হিশাম র. হিশাম ইবনে সাদ র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা ও সারিফ নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যকার দূরত্ব দশ মাইল (কেউ কেউ ছয়/সাত মাইলের কথাও উল্লেখ করেছেন)।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ أَخِيهِ سَالِمٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِهَابٍ -

যেহেতু শাফাক উধাও হয়ে যাওয়ার পর মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায়করণ প্রমাণিত হল ইবনে দিনারের হাদীস দ্বারা, সেহেতু এর সমর্থনের জন্য বোধহয় এ দুটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন যে, জমা দ্বারা উদ্দেশ্য প্রকৃত অর্থে একত্রিকরণই। এজন্য এ তালীকটি ইমাম নাসাইও উল্লেখ করেছেন, তাতে আছে ذَهَبَ بَيَاضٌ حَتَّى كَرَّبَ قَرُبَ ذَهَابُ بَيَاضِ الْاُفُقِ। কিন্তু এর দ্বারা এর সমর্থন এজন্য হতে পারে না যে, সম্ভবতঃ দিগন্তের শুভ্রতা দ্বারা প্রথম রাতের শুভ্রতা উদ্দেশ্য যা সূর্যাস্তের প্রথম সময়ে হয়ে থাকে। অথবা উদ্দেশ্য-كَارِبٌ ذَهَابُ بَيَاضِ الْاُفُقِ। কারণ, নাকি' ও আবদুল্লাহর আগের হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায়। আর যেসব রেওয়ায়াতে غَابَ الشَّفَقُ এসেছে, সেগুলোতেও قَرُبَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ উদ্দেশ্য। কারণ, এগুলোতে মাগরিব নামাযের পর ইশার নামাযের উল্লেখ সুস্পষ্ট ভাষায় রয়েছে। কাজেই غَابَ الشَّفَقُ এবং ذَهَبَ তে একরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে যাতে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের পস্থা বেরিয়ে আসে।

١٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ قَالَ رَبِيعَةُ يَعْنِي كَتَبَ إِلَيْهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضَ فَمَرَرْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَا قَدْ أَمْسَى قُلْنَا الصَّلَاةُ فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّيْتُ النُّجُومَ ثُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلَاةَ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَدَّيْهِ السَّيْرُ صَلَّى صَلَاتِي هَذِهِ يَقُولُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلٍ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سَالِمٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيْعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دُوَيْبٍ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مِنْ ابْنِ عُمَرَ رَضَ كَانَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّفَقِ -

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ - أَوْضِعْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح -

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ১২। আব্দুল মালিক ইবনে শোআইব র. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে দীনার র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি ইবনে উমর রা.-এর সাথে হিলাম এবং সূর্য ডুবে গিয়েছিল, ঐ সময় তিনি সফরে পথ অতিক্রম করছিলেন। যখন আমরা 'আস-সালাত' বলি, তখনও তিনি পথ অতিক্রম করতেই থাকেন। অতঃপর যখন পশ্চিমাকাশের লালিমা বিদূরিত হল এবং তারকারাজির আলো স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হল, তখন তিনি অবতরণ করে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সন্তান হুসাইন ইবনে আলী-কে সফরকালীন সময়ে জরুরী অবস্থায় একরূপে নামায আদায় করতে দেখেছি।

ইমাম আবু দাউদের উক্তি মতে রাবী বলেন, রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর নবীজী ﷺ একই রকম ঐ দু'নামায একত্রে আদায় করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ইবনে উমর রা. আকাশ প্রান্তের লাল বর্ণ অতিক্রান্ত হওয়ার পর দু'নামায একত্রে আদায় করতেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ مُفَضَّلٌ قَاضِي مِصَرَ .

উদ্দেশ্য হল, মুফায্ফলের পরিচয় দান। তিনি মিসরের বিচারপতি ছিলেন। তাঁর দোয়া কবুল হত।

١٤. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ وَوَجَّهَ الْمَقْرَبُ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَيَنْ عِشَاءَ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ .

হাদীস : ১৪। সুলাইমান ইবনে দাউদ র. উকাইল র. হতে এ সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তিনি অনুরূপ পশ্চিমাকাশে লালিমা দূরীভূত হওয়ার পর মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন।

-রাবী, মুসলিম, নাসাই

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا قَتَيْبَةُ وَحْدَهُ .

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করা এবং শায হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা। কারণ, এ হাদীসটি হাফিজে হাদীস নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরাও লাইস থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে আগে একত্রিকরণের উল্লেখ নেই, শুধু কুতাইবা আগে একত্রিকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই হাদীসটি শায।

بَابُ مَتَى يُتِمُّ الْمَسَافِرُ

অনুচ্ছেদ : কখন মুসাফির (নামায) পূর্ণাঙ্গ আদায় করবে

٣. حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ بِقَصْرِ الصَّلَاةِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوُهَيْبِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . الْقَصْرُ وَاحِدٌ أَوْ جَائِزٌ؟ يَتَنَزَّاهُ الْمَذَاهِبُ الْإِسْلَامِيَّةُ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْجَوَابِ عَنْ إِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ . أَوْضَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .

الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ৩। নুফাইলী র. হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় সেখানে পনের দিন অবস্থান করেন এবং সে সময় তিনি নামায় 'কসর' করেন।

—ইবনে মাজাহ, নাসাই

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ بْنُ سَلِيمَانَ وَاحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضَ -

উদ্দেশ্য মুহাম্মদ ইবনে সালামা- মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক- যুহরী- উবাইদুল্লাহ- ইবনে আব্বাস সূত্রে মুসনাদ আকারে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এটি গায়েরে মাহফুজ।

সহীহ হল, আবদা ইবনে সুলাইমান, আহমদ ইবনে খালিদ আল ওয়াহাবী এবং সালামা ইবনুল ফযল- ইবনে ইসহাক সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনে আব্বাস রা.-এর উল্লেখ নেই। বায়হাকী তাঁর সুনানে অনুরূপ মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

কসর ওয়াজিব, না জায়েয

সফরে কসরের (চার রাক'আত নামায় অর্ধেক হওয়ার) বিধিবদ্ধতা ইজমাঈ বিষয়। অবশ্য এতে মতবিরোধ রয়েছে যে, কসর ওয়াজিব, না জাযিয়।

○ হানাফীদের মতে কসর আযীমত তথা ওয়াজিব। অতএব, এটা ছেড়ে পূর্ণ নামায় আদায় করা জাযিয় নেই। ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ র. এর একটি রেওয়ায়াত অনুরূপ রয়েছে। অপর রেওয়ায়াতে কসরকে উত্তম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর পরিপন্থী ইমাম শাফিঈ র. এর মতে কসর হল রুখসত। তথা এর অবকাশ রয়েছে। সম্পূর্ণ আদায় করা শুধু জাযিয় নয় বরং উত্তম।

শাফিঈদের প্রমাণাদি

১. ইমাম শাফিঈ র. এর প্রমাণ কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত-

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ -

'তোমরা যখন পৃথিবীতে সফর করবে তখন তোমাদের নামায়ে কসর করাতে কোন দোষ নেই।' -সূরা নিসা : ১০১

এতে جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ শব্দ প্রমাণ করেছে যে, কসর করাতে কোন দোষ নেই। এই শব্দটি মুবাহ বা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে নয়।

○ এর উত্তর হল, দোষের অস্বীকৃতি এটি এরূপ একটি তা'বীর (অভিব্যক্তি) যেটি ওয়াজিবের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যেমন সাঈ সম্পর্কে বলা হয়েছে- فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا

'কেউ যদি বায়তুল্লাহর হজ্জ করে অথবা উমরা করে তার জন্য সাফা মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করাতে কোন দোষ নেই।'

—সূরা বাকারা : ১৫৮

অথচ সাঈ সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব।

অবশ্য এই তাকসীরের উপর সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস দ্বারা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। এটি হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন-

قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَدْ آمَنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

'তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কে বললাম, (আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,) 'তোমাদের জন্য নামাযে কসর করতে কোন দোষ নেই, যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদের বিপদে ফেলবে।' এখন তো লোকজন নিরাপদ হয়ে গেছে! উত্তরে হযরত উমর রা. বললেন, তুমি যে বিষয়ে বিস্ময়ান্বিত হও, আমারও এ বিষয়ে বিস্ময় জেগেছিল। অথচ আমি এ বিষয়ে রাসূলে আকারাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এটি সাদকা। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন। কাজেই তার দান তোমরা গ্রহণ করো।'

-মুসলিম : ১/২৪১

এ আয়াত দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটিকে সফরের নামাযের সাথে সম্পৃক্ত সাব্যস্ত করেছেন, সালাতুল খাওফের সাথে নয়।

○ এর উত্তর হল, মূলতঃ নামাযে কসরের অনুমতি এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই এসেছিল। অতঃপর যখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন হযরত উমর রা. এর মনে এই সন্দেহ জন্মেছিল যে, বোধ হয় এই আয়াত নামাযের কসরের ব্যাপক অনুমতিকে রহিত করে দিয়ে এটাকে সালাতুল খাওফের সাথে শর্তায়িত করে দিয়েছে। এরই ভিত্তিতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তিনি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে ইরশাদ করেছেন- صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ যার সারনির্ঘাস হল, সফরের কসর আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর ছিল একটি দান। যেটি এখনও অব্যাহত। আয়াতটি এটাকে রহিত করেনি। কারণ, এ আয়াতটি সফরের কসর সংক্রান্ত নয়, বরং সালাতুল খাওফ সংক্রান্ত।

২. শাফিঈদের দ্বিতীয় প্রমাণ- সুনানে নাসাঈতে বর্ণিত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. এর একটি রেওয়াত-

إِنَّمَا إِعْتَمَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي قَصُرْتُ وَأَتَمَّمْتُ وَأَفْطَرْتُ وَصُمْتُ، قَالَتْ أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ! وَمَا عَابَ عَلَى.

'তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কায় এসে উমরা করলেন। মক্কায় আসার পর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোন। আপনি তো কসর করেছেন, আর আমি নামায পূর্ণ আদায় করেছি। আপনি রোযা রাখেননি। আর আমি রোযা রেখেছি। উত্তরে তিনি বললেন, আয়েশা! তুমি ভাল করেছ। তিনি আমাকে দোষারোপ করেননি।'

-নাসাঈ : ১/২১৩, সুনানে কুবরা-বারখানী : ৩/১৪২

এর দ্বারা বোঝা গেল, সফরে নামায পূর্ণ পড়া জাযিয় এবং উত্তম।

○ এর উত্তর হল, প্রথমতঃ তো এই রেওয়াতাতে আলা ইবনে যুহাইর নামক একজন রাবী সম্পর্কে আপত্তি রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসটি আহাম্মা মারদীনীর উক্তি মতে মুযতারিব। তৃতীয়তঃ হাফিজ যায়লাঈ র. এই হাদীসটির মূলপাঠকে মুনকার সাব্যস্ত করেছেন। মোটকথা, এ রেওয়াতটি মা'লুল এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন সফরের সাথেই ঝাপ খায় না। অতএব, এর দ্বারা প্রমাণ সঠিক নয়।

○ যদি মেনে নিয়ে এই হাদীসটিকে সঠিক সাব্যস্ত করে স্বীকার করা হয় যে, মক্কা বিজয়কালে হযরত আয়েশা রা.ও সাথে ছিলেন, তখন এই উত্তর দেয়া যেতে পারে যে, রাসূলে আকারাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সফরে পনের

দিন বা ততোধিক সময় মক্কাতে অবস্থান করেছেন। (মুকীম ছিলেন।) তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকামতের নিয়ত করেননি।। কিন্তু সজাবনা আছে যে, হযরত আয়েশা রা. মনে করেছিলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘকাল পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করবেন, এ কারণে তিনিও নামায পূর্ণ আদায় করেছিলেন এবং রোযা রেখেছিলেন। ফলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রা.-এর কাজ ভাল হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

৩. শাফিঈদের তৃতীয় প্রমাণ- সুনানে দারাকুতনীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা রা.-এরই অপর একটি রেওয়ায়াত- **كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَتَمَّ وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ** 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে কসর করতেন এবং সম্পূর্ণও আদায় করতেন। রোযা রাখতেন আবার (কখনো) বর্জনও করতেন।'।

ইমাম দারাকুতনী র. এই হাদীসটির সনদ সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

-দারাকুতনী : ২/১৮৯

০ এর এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, হাদীসের অর্থ এই হতে পারে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন মনযিলের কম সংক্ষিপ্ত সফরে নামায পূর্ণ করতেন। আর তিন মনযিলের অধিক সফরে কসর করতেন।

৪. শাফিঈদের চতুর্থ প্রমাণ হযরত উসমান রা.-এর আমল যে, তিনি মক্কা মুকাররমায় পূর্ণ নামায আদায় করতেন।

-নাসাঈ : ১/২১২

০ এর উত্তর হল, হযরত উসমান রা. মক্কা মুকাররমায় ঘর তৈরি করে নিয়েছিলেন। আর তাঁর ইজতিহাদ ছিল, যে শহরে মানুষ ঘর তৈরি করে নিবে তাতে পরিপূর্ণ নামায পড়া ওয়াজিব।

কেউ কেউ বলেছেন, হযরত উসমান রা.-এর পূর্ণাঙ্গ নামায আদায় করার কারণ ছিল, সেখানে হজ্জের সময় বেদুঈনদের সমাবেশ হত। যদি সেখানে তিনি কসর করতেন তাহলে আশংকা ছিল, বেদুঈনরা মনে করে বসত যে, পূর্ণ নামাযই দু'রাক'আত। অতএব, তিনি তা'লীমের উদ্দেশ্যে ইকামত তথা অবস্থানের নিয়ত করে পূর্ণ নামায আদায় করা সঙ্গত মনে করেছেন।

হানাফীদের প্রমাণাদি

১. সহীহাইনে হযরত আয়েশা রা. এর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেছেন-

الصلوة أول ما فرضت ركعتان فأثرت صلوة السفر وأتممت صلوة الحضر (اللفظ للبخارى :

(১৬৮/১ : ২৬১)

'নামায সর্বপ্রথম ফরয করা হয়েছে দু'রাক'আত, অতপর সফরের নামায স্থির রাখা হয়েছে, আর বাড়ীতে অবস্থানকালের নামায পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে।'।

মুসলিমের রেওয়ায়াতে **وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ** (ইকামত অবস্থায় নামায বৃদ্ধি করা হয়েছে।) শব্দ বর্ণিত আছে।

এতে বোঝা গেল, সফরে দু'রাক'আত সহজতার ভিত্তিতে নয় বরং স্বীয় আসল ফরযের উপর স্থির থাকার কারণে। অতএব, সেটি আযীমত (ওয়াজিব) ক্বশসত বা অবকাশ নয়।

২. নাসাঈতে হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে-

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَالنَّحْرِ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ

'জুম'আর নামায দু'রাক'আত, ঈদুল ফিতরের নামায দু'রাক'আত। কুরবানীর নামায দু'রাক'আত। সফরের নামায দু'রাক'আত, পূর্ণাঙ্গ, কসর নয় তোমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায়।' -নাসাঈ : ১/২১১

৩. নাসাঈতেই হয়রত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে—

قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ -

‘তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় ইকামত অবস্থায় চার রাক‘আত নামায ফরয করেছেন। আর সফর অবস্থায় দু‘রাক‘আত।’ -নাসাঈ : ১/২১২

৪. হয়রত ইবনে উমর রা.-এর সে হাদীসটি পেছনে এসেছে, যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ -

‘এটি আল্লাহর দান। তিনি তোমাদের তা দান করেছেন। অতএব, তার দান গ্রহণ করো।’ -সহীহ মুসলিম : ১/২৪১

৫. মুয়াররিক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ عَنْهُ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ -

‘আমি হয়রত ইবনে উমর রা.-কে সফরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। উত্তরে তিনি বললেন দু‘রাক‘আত। যে সুননের বিরোধিতা করল সে কুফরী (নাশোকরী) করল।’ -মাজমাউয যাওয়াইদ : ২/১৫৫

৬. অধিকাংশ সাহাবীর মায়হাবও হানাফীদের অনুরূপ।

-প্রটাব : তাহাজ্জী : ১/২০২, ২০৮

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ بَنِّ سُلَيْمَانَ وَاحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوُهَيْمِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِ -

উদ্দেশ্য মুহাম্মদ ইবনে সালামা— মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক— যুহরী— উবাইদুল্লাহ— ইবনে আব্বাস সূত্রে মুসনাদ আকারে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এটি গায়রে মাহফুজ।

সহীহ হল, আবদা ইবনে সলাইমান, আহমদ ইবনে খালিদ আল ওয়াহাবী এবং সালামা ইবনুল ফযল— ইবনে ইসহাক সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনে আব্বাস রা.-এর উল্লেখ নেই। বায়হাকী তাঁর সুনানে অনুরূপ মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

অনুচ্ছেদ : শত্রুভূমিতে অবস্থানকালে কসর পড়বে

۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَنِي مُصَيْنَةَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ مَعْمَرٍ لَا يُسْنَدُ -

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - أَوْضَحَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১। আহমদ ইবনে হাম্বল র. হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বিশ দিন অতিবাহিত করাকালে নামায 'কসর' করেন।
قَالَ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ مَعْمَرٍ لَا يَسْنِدُهُ .

অর্থাৎ এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে মা'মার ছাড়া অন্যরাও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মা'মার ছাড়া অন্য কেউ মুসনাদরূপে বর্ণনা করেননি। ইমাম বায়হাকী র.ও এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, تَفَرَّدَ بِهِ, আলী ইবনে মুবারক প্রমুখ ইয়াহইয়া-ইবনে সাওবান- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ صَلَوةِ الْخَوْفِ مَنْ رَأَى أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ وَهُمْ صَفَانِ فَيَكْبِّرُ بِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَرْكَعُ بِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَسْجُدُ الْإِمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامًا يَحْرُسُونَهُمْ فَإِذَا قَامُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى مَقَامِ الْآخَرِينَ فَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْآخِرُ إِلَى مَقَامِهِمْ ثُمَّ يَرْكَعُ الْإِمَامُ وَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَسْجُدُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الْآخَرُونَ ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - شَرَحَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

অনুচ্ছেদ : শংকার নামায ভয়-ভীতির সময় যুদ্ধকালে নামায গড়ার পদ্ধতি হল, ইমাম মুসল্লীদেরকে দু'কাতারে বিভক্ত করবেন। সবাই মিলে একত্রে তাকবীর বলে নামায আরম্ভ করবে। অতঃপর সবাই একত্রে রুকু করবে। অতঃপর ইমাম তাঁর নিকটবর্তী কাতারের লোকজন নিয়ে প্রথম রাক'আতের দু'টি সিজদা করবেন। তখন পিছনের কাতারের লোকজন পাহারায় রত থাকবে। অতঃপর প্রথম কাতারের মুসল্লীগণ সিজদা থেকে দাঁড়াবে তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকজন নিজেরাই (প্রথম রাক'আতের) দু'টি সিজদা আদায় করবে। অতঃপর ইমামের নিকটবর্তী প্রথম কাতারের মুসল্লীরা পিছনে সরে যাবে এবং দ্বিতীয় সারির তথা পিছনের কাতারের লোকজন তাদের জায়গায় এসে দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় ইমাম সবাইকে নিয়ে রুকু করবেন এবং পরে তার নিকটবর্তী মুসল্লীদের নিয়ে সিজদা করবেন। এ সময় পিছনের সারির লোকেরা পাহারায় রত থাকবে। তারপর ইমাম যখন প্রথম কাতারের লোকদের সাথে বসবেন তখন দ্বিতীয় সারির লোকজন (দ্বিতীয় রাক'আতের) সিজদা করবে। তারপর সবাই একত্রে বসে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ .

অনুচ্ছেদের শুরুতে উভয় দলের ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমায় শরীক হয়ে শংকার নামায আদায়ের যে পন্থা বর্ণনা করা হল, এটি সুফিয়ান সাওরীর উক্তি।

প্রথম হাদীসে আছে—عَنِ ابْنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى قَوْلِهِمْ—এসব উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য, উভয় দলের একসাথে তাকবীরে তাহরীমায় ইমামের সাথে অংশগ্রহণ করে শংকার নামায আদায়ের যে পন্থা এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তার সমর্থন করা। যেটি সুফিয়ান সাওরীর উক্তিও। অবশ্য এর কোন কোন রেওয়াযাত মারফু আবার কোনটি মুরসাল।

بَابُ مَنْ قَالَ يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الْإِمَامِ وَصَفٌّ وَجَّاهَ الْعَدُوَّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رُكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ قَائِمًا حَتَّى يُصَلِّيَ الْبُيُوتَ مَعَهُ رُكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يَنْصَرِفُوا فَيُصَفُّوا وَجَّاهَ الْعَدُوَّ وَتَجِيءُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِمْ رُكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا فَيَتِمُّونَ لِنَفْسِهِمْ رُكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يَسْلِمُ بِهِمْ جَمِيعًا .

অনুচ্ছেদ : যে বলে শংকাকালীন সময়ে এক কাতার ইমামের সাথে দাঁড়াবে আর এক কাতার শত্রুদের সম্মুখীন থাকবে। তাদের অভিমত হল, যারা ইমামের নিকটবর্তী থাকবে ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাকআত নামায আদায় করে ততক্ষণ দাড়িয়ে থাকবেন যতক্ষণ না তার সাথে নামায আদায়কারীরা তাদের দ্বিতীয় রাকআত নামায পূর্ণ করবে। এরপর তারা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে যাবে। যারা সে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তারা এসে দাঁড়াবে ইমামের পিছনে। তখন ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাকআত অর্থাৎ, ইমামের দ্বিতীয় রাকআত আদায় করে ততক্ষণ বসবেন যতক্ষণ না পিছনে আগমনকারীরা তাদের দ্বিতীয় রাকআত পূর্ণ করবে। এরপর ইমাম সাহেব উভয় দলকে নিয়ে সালাম ফিরাবেন।

١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا أَبِي نَاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صُتْبَيْنِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رُكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رُكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ ﷺ رُكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رُكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ ثُمَّ زَيِّنْهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْخَوْفِ فِي زَمَانِنَا؟ كَمْ صُورَةً لَهَا؟ وَمَا هِيَ؟ أَذْكَرُ صُورَةً رَاجِحَةً عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ مَعَ الدَّلَائِلِ وَجِهَةِ التَّرْجِيحِ . أَوْضَحْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ . أَذْكَرُ نَبْذَةً مِنْ حَبَاةِ سَيِّدِنَا سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১। উবাইদুল্লাহ ইবনে মুআয র. হযরত সাহল ইবনে আবু হাসমা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে সংগে নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নামায আদায়

করেন। ঐ সময় তিনি তাঁর পেছনে দু' সারিতে লোকদের দাঁড় করান। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী সারির লোকদের নিয়ে এক রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় তাঁর সাথে নামায আদায়কারীগণ স্ব স্ব দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। অতঃপর তারা পিছনে সরে গেলে পিছনের সারির লোকেরা সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনি তাদেরকে নিয়ে আরো এক রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বসে থাকাবস্থায় পিছনে আগমনকারীরা তাদের দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। অতঃপর তিনি (সবাইকে নিয়ে) সালাম ফিরান।

—বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাই

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا رَوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوَ رَوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَهُ فِي السَّلَامِ وَرَوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ رَوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ وَثَبَتْ قَائِمًا .

এই ইবারতটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পরবর্তীতে আসছে। এটির পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

হযরত সাহুল রা.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ পরিচিতি : সাহুল ইবনে আবু হাছমা রা.-এর পিতার নাম সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। কেউ বলছেন, আব্দুল্লাহ ও উবাইদুল্লাহ, আর কারো কারো মতে, আমির। উপনাম আবু মুহাম্মদ। বংশ হল সাহুল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সাইদা ইবনে আমির ইবনে আদী ইবনে মাজদাআ আনসারী আওসী।

জন্ম : হিজরতের তৃতীয় বর্ষে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ওয়াকিদী র.-এর মতে তিনি যখন ৮ বছর বয়সী তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয়। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস মুখস্থ করেছেন।

ইবনে আবু হাতিম র. বলেছেন, তিনি তাঁর কোন সন্তানকে বলতে শুনেননি, তিনি বাইয়াতে রিয়ওয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথপ্রদর্শক ছিলেন। এর পরবর্তী সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ওয়াকিদীর উক্তিটি বিতর্কিত।

সালাতুল খাওফ সংক্রান্ত তাঁর হাদীসটি বিতর্কিত ও প্রসিদ্ধ। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন নাফি, আব্দুর রহমান ইবনে মাসউদ, বুশাইর ইবনে ইয়াসার, সালিহ ইবনে খাওয়াত।

ওফাত : হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর শাসনামলের প্রথম দিকে তিনি ওফাত লাভ করেন।

—বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : উসদুল গাবাহ : ২/৫৭০-৫৭১; ইকমাল : ৫৯৬; ইসাবা : ২/৮৬

সালাতুল খাওফ এখনো জায়েয আছে কিনা

সালাতুল খাওফ গরিষ্ঠের মতে সর্বপ্রথম পড়া হয়েছিল যাতুর রিকার যুদ্ধে। অধিকাংশের মতে এটি চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। অতঃপর সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে এই নামাযটি রহিত হয়ে যায়নি; বরং এখনো জায়েয আছে। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ র. থেকে একটি রেওয়ায়াত হল, এই নামাযটি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিশেষিত ছিল। কারণ, কুরআনে কারীমে শব্দ এসেছে **وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ** 'আর আপনি যখন তাদের মাঝে থাকেন, অতঃপর তাদের জন্য নামায কয়েম করেন'।

○ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম এর উত্তরে বলেন, এই সন্ধানটি শুধু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নয় বরং এটি একটি সাধারণ সন্ধান। যার সম্পর্ক সমস্ত ইমামের সাথে। এর বহু নজির কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য ইবনে হুমা র. লিখেছেন, উত্তম হল, ভয়ের স্থানে দু'টি জামা'আত আলাদা আলাদা করা। তবে যদি সমস্ত লোক একই ইমামের পেছনে নামায পড়ার জন্য গো ধরে বসে থাকে তবে সালাতুল খাওফের অনুমতি আছে।

সালাতুল খাওফ আদায়ের তিনটি পদ্ধতি

রেওয়ায়াতসমূহে সালাতুল খাওফের তিনটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

○ প্রথম পদ্ধতি হল, একদল ইমামের সাথে এক রাক'আত পড়বে। আর দ্বিতীয় দল শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে। ইমাম যখন সিজদা শেষ করবেন, প্রথম দলটি তখনই তাদের দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ করবে। ইমাম এতটুকু সময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান থাকবেন। তারপর দ্বিতীয় দল আসবে। ইমাম তাদেরকে এক রাক'আত পড়িয়ে সালাম ফিরাবেন আর সে দলটি মাসবুকের ন্যায় স্বীয় দ্বিতীয় রাক'আত পুরা করবে। এই পদ্ধতিটি হযরত সাহল ইবনে আবু হাছমা রা. এর রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। যেটি মাওকুফ এবং মারফু' উভয় আকারে বর্ণিত আছে।

যেহেতু এই রেওয়ায়াতটি হল এই বিষয়ে বর্ণিত বিস্তৃততম, সেহেতু শাফিঈগণ ও অন্যান্য আলামি এ পদ্ধতিকে উত্তম সাব্যস্ত করেছেন।

○ দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, ইমাম প্রথম দলটিকে এক রাক'আত পড়াবেন। আর এই দলটি সিজদার পরে স্বীয় নামায পূর্ণ করা ব্যতীত ফ্রন্টে চলে যাবে। তারপর দ্বিতীয় দল আসবে। ইমাম তাদেরকে দ্বিতীয় রাক'আত পড়াবেন এবং সালাম ফিরাবেন। তারপর এই দলটি স্বীয় নামায তখনই পূর্ণ করবে এবং ফ্রন্টে চলে যাবে। তারপর প্রথম দল এসে স্বীয় দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ করবে।

○ তৃতীয় পদ্ধতি হল, প্রথম দলটি এক রাক'আত ইমামের সাথে পড়ে চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় রাক'আত ইমামের সাথে এসে পড়ে চলে যাবে। এরপর প্রথম দল এসে স্বীয় নামায পূর্ণ করবে। এরপর দ্বিতীয় দল এসে নিজের নামায পূর্ণ করবে।

○ সালাতুল খাওফের এই তিনটি পদ্ধতি জাযিয়। অবশ্য হানাফীগণ তন্মধ্য হতে তৃতীয় পদ্ধতিটিকে উত্তম সাব্যস্ত করেছেন এবং এই পদ্ধতি ইমাম মুহাম্মদ র. কিতাবুর আছারে হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বিবেক দ্বারা অনুধাবনযোগ্য না হওয়ার কারণে এই মাওকুফটিও মারফু'য়ের পর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া ইমাম আবু বকর জাসাস র. আহকামুল কুরআনে এই পদ্ধতিই হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

○ অতএব, হাফিজ ইবনে হাজার র. কর্তৃক এই বক্তব্য রাখা ঠিক নয় যে, 'এই তৃতীয় পদ্ধতিটি রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত নয়।' তাছাড়া হযরত ইবনে উমর রা. এর যে রেওয়ায়াতটি ইমাম তিরমিযী র. **بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَواتِ الْعُرْفِ (العرف الشفئ: ১/১২৬)** উল্লেখ করেছেন, তাতে উভয় পদ্ধতির সম্ভাবনা আছে। কারণ, প্রথম দল চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দল এক রাক'আত আদায় করার পর কি করেছে তার বিবরণে হাদীসের শব্দাবলী নিম্নরূপ—**فَقَضَوْا رُكْعَتَهُمْ**—অতঃপর তারা দাড়াল এবং তাদের রাক'আত আদায় করল। আর অপর দলটি দাড়াল অতঃপর তাদের রাক'আত আদায় করল। এতে প্রথমে **هُؤْلَاءُ** শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত যদি দ্বিতীয় দলের দিকে সাব্যস্ত করা হয় তবে এটি হবে দ্বিতীয় পদ্ধতি। আর যদি প্রথম দলের দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত করা হয় তবে এটি হবে তৃতীয় পদ্ধতি।

হানাফীদের পদ্ধতির প্রাধান্যের কারণ

○ তৃতীয় পদ্ধতির প্রাধান্য এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এটি কুরআনের অধিক অনুকূল এবং তারতীবেরও অধিক অনুকূল। কুরআনের অধিক অনুকূল হওয়ার কারণ হল, কুরআনে প্রথম দলটি সম্পর্কে বলা হয়েছে—**فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ زُرَائِكُمْ** এতে প্রথম দলটিকে সিজদা করার পর পেছনে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, এতে প্রথম পদ্ধতির সম্ভাবনা নেই। আর তারবীরের অধিক অনুকূল হওয়ার কারণ হল, প্রথম পদ্ধতিতে

প্রথম দলটি ইমামের পূর্বেই নামায থেকে অবসর হয়ে যায়। যেটি ইমামতির মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যের খেলাফ। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দ্বিতীয় দলটি প্রথম দলের পূর্বেই অবসর হয়ে যায়। যেটি স্বাভাবিক তারতীবের খেলাফ। পক্ষান্তরে তৃতীয় পদ্ধতিতে যদিও যাতায়াত বেশি, কিন্তু না তাতে ইমামতির লক্ষ্য উদ্দেশ্যের খেলাফ কিছু আছে, না স্বাভাবিক তারতীবের, না কুরআনে কারীমের, না কুরআনের বাহ্যিক শব্দের।

স্বরণ রাখা উচিত যে, অধিকাংশ ফকীহের মতে সালাতুল খাওফের জন্য পরিমানগত কসর জরুরী নয়। অতএব, যদি সালাতুল খাওফ মুকীম অবস্থায়ই হয় তবে চার রাক'আত পড়া হবে এবং প্রতিটি দল একের পরিবর্তে দু'দু রাক'আত ইমামের সাথে আদায় করবে।

بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى رُكْعَةً وَثَبَّتَ قَائِمًا أَتَمَّوْا لِنَفْسِهِمْ رُكْعَةً وَثَبَّتَ قَائِمًا أَتَمَّوْا لِنَفْسِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ سَلَمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وَجَاهَ الْعُدُوِّ وَاخْتَلَفَ فِي السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ : যে বলে, যারা এক রাক'আত পড়ে এবং দাঁড়িয়ে থাকে তারা নিজেদের এক রাক'আত পূর্ণ করবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে, অতঃপর শত্রুদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের মুকাবিলায় দাঁড়াবে এবং সালামের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে

۱. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خُوَاتٍ عَنْ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَوَةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَّاهَ الْعُدُوَّ فَصَلَّى بِالنَّبِيِّ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ ثَبَّتَ قَائِمًا وَأَتَمَّوْا لِنَفْسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا وَجَّاهَ الْعُدُوَّ وَجَّاهَتِ الطَّائِفَةُ الْآخَرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَوَتِهِ ثُمَّ ثَبَّتَ جَالِسًا وَأَتَمَّوْا لِنَفْسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ -

قَالَ مَالِكٌ وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى .

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। কানাবী র. সাহিহ ইবনে খাওয়াত র. সূত্রে বর্ণিত, তিনি “যাতুররিকা” নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শংকাকালীন নামায আদায়কারী সাহাবী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তাঁরা এই পদ্ধতিতে নামায আদায় করেন যে, এক দল তাঁর সাথে নামাযে রত ছিল এবং অপর দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকটবর্তী সাহাবীগণকে নিয়ে এক রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে থাকেন আর সাহাবীগণ নিজ নিজ দ্বিতীয় রাক'আত নামায আদায় করে শত্রুর মুকাবিলার জন্য গমন করেন। তখন অপর দলটি (যারা শত্রুর মুকাবিলায় নিযুক্ত ছিলেন) এসে তাঁর পেছনে দাঁড়ালে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে থাকেন আর তাঁর সাহাবীগণ তাঁদের স্ব স্ব দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। পরে তিনি দ্বিতীয় দলের সাথে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন।

— বুখারী, মুসলিম, নাসাই

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ مَالِكٌ وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى .

ইমাম মালিক র. বলেন, শংকার নামাযের যতগুলো পদ্ধতি আছে তন্মধ্যে থেকে আমার মতে এই পছন্দনীয়। বুখারীতে শব্দ নিম্নরূপ -

قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلَوةِ الْخَوْفِ .
مُؤَيَّاتٌ آتَاهُ عَرُوفٌ - فِي صَلَوةِ الْخَوْفِ .
وَقَالَ يَكُونُ فِي قَضَائِهِمْ بَعْدَ السَّلَامِ أَحْتُ -

হাফিজ র. বলেন, এর দ্বারা বুঝা যায়, তিনি (নামাযের) ধরন সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাতো হইতো শুনেছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদ্ধতির উপর আমল করেছেন। ইমাম মালিক র.-এর নিকট এটি অধিক পছন্দনীয়।

٢. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَفْصَةَ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ صَلَوةَ الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَطَائِفَةٌ مُوْاجِهَةً الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رُكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَّتَ قَائِمًا وَاتَّكَمُوا لِأَنْفُسِهِمُ الرُّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمُوا وَانْصَرَفُوا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ فَكَانُوا وَجَاهَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يَقْبَلُ الْأُخْرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ثُمَّ يَسْلِمُ فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يَسْلِمُونَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوُ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَهُ فِي السَّلَامِ وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوُ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ وَثَبَّتُ قَائِمًا .

السُّؤَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ২। কানাবী র. সাহল ইবনে আবু হাছমা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ভয়-ভীতির সময়ে নামাযের নিয়ম এই যে, ইমাম একদল লোক নিয়ে নামাযে দাঁড়াবেন এবং অপর দল দশমনের মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকবে। অতঃপর ইমাম তার নিকটতম সাধীদের সাথে এক রাক'আত নামায রুকু সিজ্দাসহ আদায় করবেন এবং পরে ইমাম দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় তার এই সংগীরা স্ব স্ব দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করবে এবং সালাম শেষে তারা চলে গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করবে। ঐ সময় যারা শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল তারা এসে তাক্বীর বলে ইমামের পক্ষাতে দাঁড়াবে। তখন ইমাম তাদের সাথে রুকু ও সিজ্দা করে (দ্বিতীয় রাক'আত আদায়ের পর) সালাম ফিরাবে। ঐ সময় তার সংগীরা দাঁড়িয়ে স্ব স্ব বাকী নামায পড়ে সালাম ফিরাবে।

-বুখারী, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাযাহ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ الْخ -

بَابُ مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي الْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلُّي بِمَنْ مَعَهُ رُكْعَةً ثُمَّ يَأْتُونَ مَصَافَّ أَصْحَابِهِمْ وَيَجِئُ الْآخَرُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ يُصَلُّي بِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ تَقْبِلُ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلِي الْعُدُوِّ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلَّهُمْ .

٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ نَا سَطْعَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى نَجْدٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ لَقِيَ جَمْعًا مِنْ غُطَفَانَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَفْظُهُ عَلَى غَيْرِ لَفْظٍ حَيَوَةٍ وَقَالَ فِيهِ جِئْنَا رَكْعَ بَيْنَ مَعَهُ وَسَجَدَ، قَالَ فَلَمَّا قَامُوا مَشَوْا الْقَهْقَرَى إِلَى مَصَافٍ أَصْحَابِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَيْنٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَبُرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَفُّوا مَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا ثُمَّ سَجَدُوا فَسَجَدُوا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعُوا ثُمَّ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا ثُمَّ سَجَدُوا هُمْ لِأَنفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامُوا فَتَنَكَّصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ الْهَقَرَى حَتَّى قَامُوا مِنْ وَرَائِهِمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَقَامُوا فَكَبَرُوا ثُمَّ رَكَعُوا لِأَنفُسِهِمْ ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَكَعَ فَرَكَعُوا

ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدُوا مَعَهُ سَرِيعًا كَأَنَّهُ كَانَ سَرِيعًا جَاهِدًا
لَا يَأْتُونَ سِرَاعًا ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا .
السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضِعْ مَا
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ২। মুহাম্মদ ইবনে আমর র. হযরত আবু হোরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নজদে গমন করি। ঐ সময় আমরা যাতুর-রিকা নামক স্থানের একটি খেজুর বাগানে অবস্থান করি। তখন গাতফান গোত্রের সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থজ্ঞাপক হাদীস বর্ণনা করেন, যদিও কিছু শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে।

রাবী ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে, ‘যখন তাঁর সাহাবীগণ রুকু-সিজদা করেন।’ রাবী আরো বলেন, রাক‘আত শেষে তাঁরা কিবলার দিকে মুখ রেখে পশ্চাদপসারণ করে যারা শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল, তাদের স্থানে গিয়ে দণ্ডায়মান হন। উক্ত বর্ণনায় কিবলার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের কথা উল্লেখ নেই।

আবু দাউদ র. বলেন, হযরত আয়েশা রা. ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাকবীরের সাথে সাথেই তাঁর নিকটবর্তী কাতারের লোকজন তাকবীর বলেন, এবং তাঁর সাথে প্রথম রাকআতের রুকু ও সিজদা আদায় করেন। এরপর তিনি প্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সাথে সাথে তারাও মাথা উত্তোলন করেন। প্রথম সিজদার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে থাকেন তখন মুকতাদীরা নিজেরাই দ্বিতীয় সিজদা করে শত্রুদের মুকাবিলার জন্য চলে যান। তখন দ্বিতীয় দল এসে নিজেরা তাকবীর বলে রুকু করেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সিজদা করেন। তারপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী দাঁড়িয়ে যান। তখন মুকতাদীরা নিজেরাই দ্বিতীয় সিজদা আদায় করে দাঁড়িয়ে যান। এরপর উভয় দল একত্রিত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রুকু সিজদা আদায় করে পূর্ববর্তী সিজদাটি (অর্থাৎ, যে সিজদাটি সবাই আলাদা আলাদাভাবে আদায় করেছিলেন) জামাআতের সাথে আদায় করেন এবং তা খুব দ্রুত সম্পাদন করেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামসহ সালাম ফেরান। এরূপভাবে সবাই জামাআতের অর্ধেকাংশে শরীক হয়ে নামায পূর্ণ করেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَفَّظَهُ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ حَيَرَةٍ .

উপরোক্ত হাদীসের শব্দ ও এই হাদীসের শব্দে পার্থক্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ .

প্রথম হাদীসের পদ্ধতি আর এই হাদীসের পদ্ধতিতে পার্থক্য স্পষ্ট। প্রথম হাদীসে আছে, প্রথম দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে প্রথম রাকআতের দু’ সিজদা দিবে। কিন্তু এই হাদীস তাঁর পরিপন্থী। কারণ, এতে প্রথম দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে প্রথম রাকআতের শুধু একটি সিজদাই দিয়েছে, দ্বিতীয় সিজদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় দলের সাথে দিয়েছেন।

এরপর ইমাম আবু দাউদ র. শংকার নামাযের বিভিন্ন পদ্ধতি স্বতন্ত্রভাবে আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ কারেমে করে বলেছেন এবং প্রতিটির সমর্থনেও রেওয়ায়াত পেশ করেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْلِمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لَأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ : যে বলে প্রতিটি দলের সাথে এক রাক'আত পড়বেন অতঃপর সালাম ফিরাবেন অতঃপর প্রতিটি দল আরেক রাক'আত পড়বে

۱۲۴۳- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْآخَرَى مُوْاجِهَةً الْعُدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا
فَقَامُوا فِي مَقَامِ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هَؤُلَاءِ
فَقَضَوْا رُكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رُكْعَتَهُمْ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَلِكَ
قَوْلُ مُسْرُوقٍ وَيُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ وَكَذَلِكَ رَوَى يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي
مُوسَى رَضِ أَنَّهُ فَعَلَهُ .

السُّوَالُ : تَرْجُمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

১২৪৩। মুসাদ্দাদ র. হযরত ইবনে উমর-রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দলকে নিয়ে এক রাক'আত নামায আদায় করেন এবং এই সময় দ্বিতীয় দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। অতঃপর প্রথম দলটি শত্রুর মুকাবিলার জন্য গমন করলে দ্বিতীয় দলটি আসার পর তিনি তাদের নিয়ে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে সালাম ফেরান। ঐ সময় তারা স্ব স্ব দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করে শত্রুর মুকাবিলায় গমন করে। অতঃপর প্রথম দলটি তাদের বাকী নামায সম্পন্ন করে। —বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই

সালাতুল খাওফ সংক্রান্ত কিছু পদ্ধতি আগেও এসেছে আবার কিছু পরেও আসবে। এ অনুচ্ছেদে যে পদ্ধতি বলা হয়েছে এ সম্পর্কে হযরত সাহারানপুরী র. হাফিজ র.-এর উক্তি বর্ণনা করেন

لَمْ يَخْتَلِفِ الطَّرُقُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِ فِي هَذَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ أَتَمُّوا لَأَنْفُسِهِمْ فِي حَالِهِ وَاجِدَةٍ
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ أَتَمُّوا عَلَى التَّعَاتِبِ وَهُوَ الرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَالْأَفْطَحُ تَضْيِيعُ الْحَرَاةِ
الْمَطْلُوبَةِ وَإِفْرَادُ الْإِمَامِ وَحْدَهُ وَتَرْجِيحُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِ وَلَفْظُهُ ثُمَّ يَسْلِمُ
مَقَامَ هَؤُلَاءِ أَى الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ فَقَضَوْا لَأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ دَهَبُوا وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى
مَقَامِهِمْ فَصَلُّوا لَأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا وَظَاهِرُ أَنَّ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ وَالَّتِ بَيْنَ رُكْعَتَيْهَا ثُمَّ أَتَمَّتْ
الطَّائِفَةُ الْأُولَى بَعْدَهَا وَبِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ أَخَذَتِ الْعَنْفِيَّةُ وَاخْتَارَ الْكَيْفِيَّةَ الَّتِي فِي حَدِيثِ ابْنِ

مُسْعُوْدٍ رَضِيَ عَنْهُمَا وَالْأَوْزَاعِيُّ وَهِيَ الْمُوَافَقَةُ لِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ رَضِيَ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ الْوَارِدَةُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْهُ غَيْرِهِ لِقُوَّةِ الْإِسْنَادِ وَلِْمُوَافَقَةِ الْأَصُولِ فِي أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ قَبْلَ صَلَاةِ إِمَامِهِ أَنْتَهَى مُلَخَّصًا .
ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ الخ .

এসব উক্তি দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. উপরোক্ত ছুরটিকে শক্তিশালী করেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ يَصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رُكْعَةً ثُمَّ يَسَلِّمُ فَيَقُومُ الَّذِينَ خَلْفَهُ فَيَصَلُّونَ رُكْعَةً ثُمَّ يَجِيءُ الْآخَرُونَ إِلَى مَقَامٍ هُوَ لَا فَيَصَلُّونَ رُكْعَةً

অনুবাদ : এক দল বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে, ইমাম প্রথম দলের সাথে এক রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরাবেন এবং তারা উঠে স্বতন্ত্রভাবে আরেক রাক'আত নামায পড়বে। অতঃপর তারা শব্দর মুকাবিলায় চলে যাবে এবং পরবর্তী দল এসে তাদের স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামের সাথে এক রাক'আত নামায পড়বে।

পূর্বোক্ত শিরোনাম ও এটির মাঝে পার্থক্য হল, এ শিরোনামে উভয়দলের দ্বিতীয় রাক'আত, একাধারে পড়ার উল্লেখ রয়েছে। এর ছুরত হল দ্বিতীয় দল, ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করার পর যখন ইমামের দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি সালাম ফিরাবেন, তখন দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করবে। যখন উভয় দল দু'রাক'আত থেকে অবসর হবে তখন প্রথম দল দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করবে। কিন্তু প্রথম শিরোনাম এর পরিপন্থী। তাতে উভয় দলের দ্বিতীয় রাক'আত আদায়ের উল্লেখ নেই।

٢. حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ نَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يَوْسُفَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ خُصَيْفٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَكَبَّرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيعًا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ بِهَذَا الْمَعْنَى عَنْ خُصَيْفٍ وَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُمْرَةَ هَكَذَا إِلَّا أَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي صَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ مَضَوْا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مَقَامِ أَوْلِيكَ فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رُكْعَةً .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمْرَةَ كَابِلَ فَصَلَّى بَنَّا صَلَاةَ الْخَوْفِ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস নং ৪২। তামীম ইবনুল মুনতাসির র. খুসাইফ র. হতে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বললে উভয় দলই তাঁর সাথে তাকবীর বলে।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, সাওরী অনুরূপ অর্থে খুসাইফ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা রা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের নিয়মেই নামায আদায় করেন। তবে ব্যতিক্রম এই যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় দলটির সাথে নামাযের দ্বিতীয় রাকআত আদায়ের পর সালাম ফিরালে মুকতাদীরা শত্রুর মুকাবিলায় গমণ করে এবং সেখানকার দলটি ফিরে এসে তাদের দ্বিতীয় রাকআত আদায় করে শত্রুর মুকাবিলায় চলে যায়। পরবর্তী দলটি তাদের সুবিধা মত স্ব স্ব বাকী রাক'আত আদায় করে।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, আব্দুস সামাদ ইবনে হাবীব বলেন, আমার পিতা আমাকে জানান যে, তাঁরা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা রা.-এর সাথে কাবুল নামক স্থানে সালাতুল-খাওফ আদায় করেন।

فَكَبَّرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيعًا -

এর দ্বারা উদ্দেশ্য পূর্বোক্ত হাদীসে ও এটিতে যে পার্থক্য আছে তার বিবরণ দান। কারণ, পূর্বোক্ত হাদীসটি ইবনে ফযল-খুসাইফ সূত্রে বর্ণিত, দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণিত শরীক-খুসাইফ সূত্রে। পার্থক্য হল, শরীক তার হাদীসে বলেন, উভয় সফ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাকবীর বলেছে। কিন্তু ইবনে ফযল-খুসাইফ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এর উল্লেখ নেই।

হযরত সাহারানপুরী র. বলেন, শরীকের হাদীসটি ইবনে জারীর ও বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনে জারীর বলেছেন। আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদের হাদীসে এই শব্দ নেই।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِي هَذَا الْحَدِيثِ الشَّوَرِيُّ إِي سَفْيَانَ بِهَذَا الْمَعْنَى إِي بِمَعْنَى مَذْكُورِهِ شَرِيكَ عَنْ خُصَيْفٍ -

অর্থাৎ, فَكَبَّرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ الصَّفَّانِ

কিন্তু ইমাম তাহাজী র. সুফিয়ান সাওরী র. থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায়-

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَصَفَّ خَلْفَهُ وَصَفَّا مَوَازِيَ الْعِدِّ وَكُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَةً - الْحَدِيثُ -

সুফিয়ানের উক্তি صَلَاةٍ فِي صَلَاةٍ শব্দ হুবহু শরীকের হাদীসের শব্দরাজি فَكَبَّرَ الصَّفَّانِ এর অর্থবোধক। যদি صَلَاةٍ শব্দটির বহুবচনের যমীর الصَّفَّانِ-এর দিকে ফিরানো হয় আর এ যমীরটিকে সে-এর দিকে ফিরানো হয় যেটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে ছিল তাহলে উভয় হাদীসের অর্থ এক হবে না।

সম্ভবত শরীক সুফিয়ানের উক্তি দ্বারা প্রথম অর্থ বুঝে থাকবেন। এ কারণে অর্থগত বিবরণ দিয়েছেন এবং এতে সম্ভবত তার ভুল হয়ে গেছে। কারণ, শেষ জীবনে শরীকের স্মরণশক্তি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য বলা হচ্ছে যে, এ হাদীসটি খুসাইফ থেকে পাঁচজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে থেকে শরীকের শব্দ অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। অবশ্য সুফিয়ানের শব্দটিতেও উপরে বর্ণিত অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব বাহ্যত বুঝা যায় এ ভুলটি হয়েছে শরীক থেকে।

وَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمْرَةَ هَكَذَا .

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বিবরণের ন্যায়।

অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাক'আত পড়িয়েছেন, অতঃপর সালাম ফিরিয়েছেন।

مَضَوْا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ

অর্থাৎ, শত্রুদের সম্মুখে তারা গিয়েছেন, তখন কিন্তু তারা দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেননি। وَجَاءَ هَؤُلَاءِ

অর্থাৎ প্রথম দল।

অর্থাৎ, তারা দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন।

অর্থাৎ প্রথম দল দ্বিতীয় দলের স্থানে শত্রুদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন।

وَجَاءَ الثَّانِيَّةِ অর্থাৎ, প্রথম দলের স্থানে।

অর্থাৎ দ্বিতীয় দল।

অর্থাৎ, দ্বিতীয় রাক'আত।

অর্থাৎ, তারা সালাম দিয়েছেন।

এ হাদীস দ্বারা হযরত ইবনে মাসউদ ও আবদুর রহমান রা.-এর হাদীসের মাঝে পার্থক্য বুঝা যায় যে, ইবনে মাসউদ রা.-এর হাদীসে আছে- দ্বিতীয় দল যখন এক রাক'আত পড়ে নিয়েছেন আর তারা ইমামের দ্বিতীয় রাক'আতে রয়েছেন। অতএব ইমাম যখন সালাম ফিরিয়েছেন, তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকজন নিজেকে দ্বিতীয় রাক'আত সেখানেই পড়ে নিয়েছেন। অতঃপর এই কাতার অবসর হয়ে শত্রুদের বিপরীতে চলে যান। আর আব্দুর রহমান রা.-এর হাদীস দ্বারা জানা যায়, দ্বিতীয় দল যখন এক রাক'আত ইমামের সাথে পড়েছেন, তখন ইমামের দ্বিতীয় রাক'আতে যখন তিনি সালাম ফিরিয়েছেন, তখন এই দ্বিতীয় দল শত্রুদের সম্মুখে চলে গেছেন এবং প্রথম দল পুনরায় এসে দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে নিয়েছেন দ্বিতীয় দল দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করার পূর্বে। অতঃপর দ্বিতীয় দল স্বীয় অবশিষ্ট রাক'আত আদায় করেছেন।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য আবদুর রহমানের হাদীসটিকে শক্তিশালী করা।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رُكْعَةً وَلَا يَقْضُونَ

অনুচ্ছেদ : যারা বলেন প্রতিটি দলের সাথে এক রাক'আত পড়বেন আবার তারা কাযাও করবেন না

۱. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بَعِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِی الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ

ثَعْلَبَةَ بْنِ زُهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ يَطْبُرِ سِتَانَ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

فَعَالَ الْخُرُوفِ؟ فَقَالَ حَدِيفَةُ أَنَا فَصَلَّى بِهَؤُلَاءِ رُكْعَةً وَبِهَؤُلَاءِ رُكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا .

السُّوَالُ : تَرَجِمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ ثُمَّ زَيْنَهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحَ مَا قَالَ
الإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস-১। মুসাদ্দাদ র., ছালাবা ইবনে যাহ্দাম র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সাঈদ ইবনে-আস রা.-এর সাথে তাবারিস্তানে ছিলাম। তিনি সেখানে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ভীতির সময় নামায আদায় করেছেন? হযরত হুযাইফা রা. বলেন- আমি তাঁর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দলকে সংগে নিয়ে প্রথম রাক'আত এবং দ্বিতীয় দলকে সংগে নিয়ে দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। ঐ সময় মুক্তাদীগণ তাদের দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন নি।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, তারা দ্বিতীয় রাক'আত আদায় করেন। যায়েদ ইবনে ছাবিত রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, এই সময় মুক্তাদীগণ এক রাক'আত আদায় করেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাক'আত আদায় করেন। - নাসাঈ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
وَيَزِيدُ الْفَقِيرُ وَأَبُو مُوسَى جَمِيعًا عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَزِيدُ الْفَقِيرُ وَأَبُو مُوسَى جَمِيعًا عَنْ
جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِ يَزِيدُ الْفَقِيرُ إِنَّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةً وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ
بْنُ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَكَانَتْ لِلْقَوْمِ رَكْعَةً وَلِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ .

ইমাম আবু দাউদ র. এ অনুচ্ছেদে হযরত হুযাইফা রা.-এর হাদীসটি উল্লেখ করে আবু হোরায়রা রা.-এর মারফু রেওয়ায়াত অতঃপর ইবনে আব্বাস রা.-এর মারফু রেওয়ায়াত এরূপভাবে হযরত আবু হোরায়রা রা.-এর মারফু রেওয়ায়াত অতঃপর জাবির রা. এর মারফু রেওয়ায়াত অতঃপর ইবনে উমর রা.-এর মারফু হাদীস, অতঃপর যায়েদ ইবনে সাবিত রা.-এর মারফু রেওয়ায়াত পেশ করেছেন। হযরত হুযাইফা রা.-এর হাদীসটির সমর্থনে সেসব রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় হাদীস অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদীসটির দিকে قَالَ أَبُو دَاوُدَ -এর পর وَكَذَلِكَ রোহাৎ উল্লেখ করেছেন। এর সমর্থনে হযরত আবু দাউদ র. এর সব রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।

হযরত সাহারানপুরী র. এসব রেওয়ায়াতের সূত্র বর্ণনা করেছেন। অবশেষে ইমাম তাহাজী র. এর উত্তরটি উল্লেখ করেছেন। সেটি হল হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনাকারী মুজাহিদ ও উবাইদুল্লাহ যদিও এখানে এরূপভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই উবাইদুল্লাহ মুজাহিদের রেওয়ায়াতের বিরুদ্ধেও ইবনে আব্বাস রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব, ইমামের উপর এক রাক'আত ফরয হওয়া এবং বৈঠক, তাশাহুদ ও সালাম ছাড়া আদায় করা অসম্ভব। কাজেই ইবনে আব্বাস রা. এর উভয় রেওয়ায়াতে বৈপরিত্য হতে পারেনা। যদি কেউ মুজাহিদ-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত এরূপ রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণ করে তবে প্রতিপক্ষ এর পরিপন্থী উবাইদুল্লাহ-ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত দ্বারা-এর পরিপন্থী প্রমাণ পেশ করতে পারবেন।

بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ

অনুবাদ : যারা বলেন প্রত্যেক দলের সাথে দু'রাক'আত পড়বেন

۱. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا إِبْنُ نَاسٍ الْأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي خَوْفِ الظُّهْرِ فَصَفَّ بَعْضَهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضَهُمْ بِأَزَاءِ الْعِدْوِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا وَلِأَصْحَابِهِ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتَى الْحَسَنُ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ لِلْإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَلِكَ قَالَ سَلِيمَانُ الْبَشْكِرِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجُمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ - أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح -
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

হাদীস : ১১। উবাইদুল্লাহ ইবনে মুআয র. হযরত আবু বাক্রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুদ্ধকালীন) ভীতিকর পরিস্থিতিতে জোহরের নামায আদায় করেন। তখন লোকজন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে এক দল প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় এবং অপর দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। ঐ সময় তিনি তাঁর পিছনে দণ্ডায়মান লোকদের নিয়ে দু'রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরান। অতঃপর নামায শেষে তারা শত্রুর মুকাবিলায় চলে গেলে, সেখানে যারা ছিল তারা এসে তাঁর পিছনে দাঁড়ায়। তখন তিনি তাদের নিয়ে দু'রাক'আত নামায আদায় করে সালাম ফিরান। ফলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের রাক'আতের সংখ্যা চারে পৌঁছায় এবং সাহাবায়ে কিরামের দু'রাক'আত হয়। হযরত হাসান বসরী র. এক্রপ ফতওয়া দিতেন।

-নাসাই

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ لِلْإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَذَلِكَ قَالَ سَلِيمَانُ الْبَشْكِرِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, একরূপভাবে মাগরিবের নামাযে ইমামের ছয় রাক'আত এবং মুক্তাদীদের তিন তিন রাক'আত হবে। তিনি আরও বলেন, হযরত জাবির রা. হতেও একরূপ বর্ণিত হয়েছে।

মোদ্রা আলী কারী র. বলেন, আমাদের মাযহাব অনুযায়ী এ বিষয়টি এ কারণে জটিল যে, যদি এটাকে সফরের অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হয়, তবে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদা আবশ্যিক হবে। এটা হানাফীদের মাযহাব অনুযায়ী নাজায়েয। আর যদি বাড়ীতে অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন দু'রাক'আতের ক্ষেত্রে সালাম কিভাবে হয়। কাজেই এটাকে অবশ্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। তবে কাওম স্ব-স্ব দু'রাক'আত সালামের পর আদায় করেছেন।

ইমাম তাহাজী র.-এর মতে এটা তখনকার কথা যখন ফরয নামায দু'বার আদায় করা যেত।

আদ্রামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী র. বলেন, ইমাম তাহাজী র.-এর যে উত্তরটি মোদ্রা আলী কারী র. বর্ণনা করেছেন তাঁর ইবারত নিম্নরূপ-

وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ عِنْدَنَا فِي هَذِهِ الْأَثَارِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّاهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي سَفَرٍ يَقْصُرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَضَا بَعْدَ ذَلِكَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ هَكَذَا نَقُولُ نَحْنُ إِذَا حَضَرَ الْعَدُوُّ فِي مِصْرِ فَأَرَادَ أَهْلُ ذَلِكَ الْمِصْرِ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ الْخَوْفِ فَعَلُوا هَكَذَا يَعْنِي بَعْدَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الصَّلَاةُ ظَهْرًا أَوْ عَصْرًا أَوْ عِشَاءً.

فَإِنْ قَالُوا إِنَّ الْقَضَاءَ لَمْ يَذْكُرْ قَبْلَ لَهُمْ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا قَضَوْا وَلَمْ يَنْقُلْ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ وَقَدْ يَجِيءُ مِثْلُ هَذَا فِي الْأَخْبَارِ كَثِيرًا وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَقْضُوا فَإِنَّ ذَلِكَ لَأَحْجَةٌ لَهُمْ فِيهِ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْفَرِيضَةُ حِينَئِذٍ مَرَّتَيْنِ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَرِيضَةً وَقَدْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَسِيَ.

بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ

অনুচ্ছেদ : শত্রুঅশেষীর নামায

১. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُبْيَانَ الْهَذَلِيِّ وَكَانَ نَحْوَ عُرْنَةٍ وَعَرْقَاتٍ - فَقَالَ أَذْهَبُ فَأَقْتُلْهُ، قَالَ فَرَأَيْتَهُ وَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ - فَقُلْتُ إِنِّي لَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا إِنْ أَوْخَرُ الصَّلَاةُ، فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي وَإِنَّمَا أَصَلَّى أَوْمِي إِيْمَاءً نَحْوَهُ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِي مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، بَلَّغْنِي أَنَّكَ

تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ . فَبِحَسْبِكَ فِي ذَلِكَ . قَالَ إِنِّي لَفِي ذَلِكَ . فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتَّى إِذَا
أَمَكُنْتَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . كَيْفَ بَصَلَى طَالِبُ الْعَدُوِّ؟ أَذْكُرُ
مَوْضِعًا . أَوْضِعْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ১। আবু মা'মার আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর র. আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস র. থেকে তাঁর পিতা
সূত্রে বর্ণিত. তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে খালিদ ইবনে সুফিয়ান হযালীকে
হত্যার জন্য আরানা ও আরাফাতের দিকে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি তাকে আসরের নামাযের সময় দেখতে
পাই। এই সময় আমার মনে এরূপ শংকার সৃষ্টি হয় যে, যদি আমি নামাযে রত হই তবে সে আমার নাগালের
বাইরে চলে যাবে। তখন আমি ইশারায় নামায আদায় করতে করতে তার দিকে রওয়ানা হই। অতঃপর আমি
তার নিকটবর্তী হলে সে আমাকে জিজ্ঞেস করে- তুমি কে? আমি বলি, আমি আরবের একজন অধিবাসী। আমি
জানতে পারলাম যে, তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করছ। তাই আমি
তোমার নিকট এসেছি। তখন সে বলে, আমি এরূপ করছি। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তার সাথে পথ চলতে
থাকি। এমতাবস্থায় আমি সুযোগ মত তার উপর তরবারির আঘাত হেনে তাকে হত্যা করি। সে মরে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

তালিব দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

তালিব দ্বারা উদ্দেশ্য, যে ব্যক্তি শত্রু অবৈষণ করছে, দুশমনের পিছনে দৌড়ছে তাকে হত্যার জন্য। হাফিজ র.
বলেন-

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ كُلُّ مَنْ أَحْفَظَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ إِنَّ الْمَطْلُوبَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّةٍ يَوْمِي
إِيمَاءً وَإِنْ كَانَ طَالِبًا نَزَلَ فَصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِلَّا أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْ أَصْحَابِهِ فَيَخَافُ
عَوْدَ الْمَطْلُوبِ عَلَيْهِ فَيَعِزُّهُ ذَلِكَ وَعُورَ بِذَلِكَ أَنَّ الطَّالِبَ فِيهِ تَفْصِيلٌ بِخِلَافِ الْمَطْلُوبِ .
وَوَجَّهَ الْفَرْقُ أَنَّ شِدَّةَ الْخَوْفِ فِي الْمَطْلُوبِ ظَاهِرَةٌ لِتَحَقُّقِ السَّبَبِ الْمُقْتَضَى لَهَا وَأَمَّا الطَّالِبُ
فَلَا يَخَافُ اسْتِیْلَاءَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَخَافُ أَنْ يَفُوتَهُ الْعَدُوُّ وَمَلَّاهُ الْخَفِيَّةَ فِي ذَلِكَ مَا قَالَ
صَاحِبُ الْبَدَائِعِ وَلَوْ صَلَّى رَاكِبًا وَالْدَابَّةُ سَائِرَةٌ فَإِنْ كَانَ مَطْلُوبًا فَلَا بَأْسَ بِهِ، لِأَنَّ السَّبَبَ فِعْلُ
الدَّابَّةِ فِي الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا يُضَافُ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِتَسْيِيرِهِ فَإِذَا جَاءَ الْعُذْرُ انْقَطَعَتْ
الْإِضَافَةُ بِخِلَافِ مَا إِذَا صَلَّى مَاثِبًا أَوْ سَابِحًا حَيْثُ لَا يَجُوزُ، لِأَنَّ ذَلِكَ فِعْلُهُ حَقِيقَةٌ وَلَا يَحْتَمِلُ
إِلَّا إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى مُرُودِ النَّصِّ وَلَكِنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى مَآرٍ وَإِنْ كَانَ الرَّاَكِبُ طَالِبًا
فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَا خَوْفَ فِي حَقِّهِ فَيَمَكِّنُهُ النُّزُولُ .

تَفْرِيعُ أَبْوَابِ التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

অধ্যায় : নফল ও সুন্নতের রাকআত-এর শাখা-প্রশাখা

بَابُ إِذَا قَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيَهَا

অনুচ্ছেদ : নামায ফওত হয়ে গেলে কখন কাযা করবে

٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ نَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا خَالِدُ الْمَعْنَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوُتْرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا جَالِسًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَوةَ الْفَجْرِ ﷺ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ . أَوْضِحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ২। আহমদ ইবনে হাম্বল ও মুসান্নাদ র. আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায (সুন্নাত) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে ঘরে চার রাক'আত নামায আদায় করতেন। অতপর বাইরে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করতেন। পুনরায় ঘরে ফিরে এসে তিনি দু' রাক'আত নামায আদায় করতেন। তিনি মাগরিবের ফরয নামায জামাআতে আদায়ের পর ঘরে ফিরে এসে দু' রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআতে ইশার নামায আদায়ের পর ঘরে এসে দু'রাক'আত নামায আদায় করতেন।

রাবী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বিতরের নামাযসহ নয় রাক'আত নামায পড়তেন। তিনি রাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ও বসে (নফল) নামায পড়তেন। তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ করলে রুকু-সিজদাও ঐ

অবস্থায় করতেন এবং যখন তিনি বসে কিরাআত পাঠ করতেন তখন রুকু-সিদ্ধাও ঐ অবস্থায় করতেন। তিনি সুবহে সাদিকের সময় দু'রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। অতঃপর তিনি ঘর হতে বের হয়ে জামাআতে ফজরের নামায আদায় করতেন।

—মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাজাহ্,

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَبْدُ رَبِّهِ وَيَعَى بْنُ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا .

অর্থাৎ, ইতোপূর্বকার হাদীসে সা'দ ইবনে সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী কায়েস ইবনে আমর থেকে। এ হাদীসে আবেদে রাব্বিহী এবং ইয়াহইয়া উভয়ে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীমের উল্লেখ করেছেন। কায়েস ইবনে আমরের কথা উল্লেখ করেননি। অতএব, হাদীসটি মুরসাল।

إِنَّ جَدَّهُمْ زَيْدٌ : হযরত সাহারানপুরী র. বলেন, আবু দাউদের এই রেওয়ায়াতে যে যায়েদ শব্দটি আছে। এরূপভাবে অন্যসব কপিতেও আছে, এটি লিপিকারের ভুল। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে—

১. এ হাদীসটি বায়হাকী আবু দাউদ সূত্রে এনেছেন। তাতে যায়েদের উল্লেখ নেই। বায়হাকী র. বলেছেন—

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَبْدُ رَبِّهِ وَيَعَى ابْنَا سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا إِنَّ جَدَّهُمْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ .

এখানে যায়েদের বা অন্য কারও নাম নেই।

২. দ্বিতীয়ত, ইমাম তিরমিযী র. এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন—

رَوَوْهُ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى قَيْسًا .

আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেন—

وَهُوَ الصَّوَابُ فَإِنَّ جَدَّ سَعِيدٍ وَأَخَوْتَهُ عَبْدُ رَبِّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ قَيْسٌ لَا زَيْدٌ .

৩. আল্লামা সাহারানপুরী র. বলেন, তাঁর প্রপিতাদের কারও নাম যায়েদ পাওয়া যায়নি। যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে নামায পড়েছেন, অবশ্য তাঁদের মধ্যে যায়েদ ইবনে সা'লাবা নামক এক ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তিনি তো নববী যুগের পূর্বে বর্বরতার যুগে মৃত্যুলাভ করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পাননি।

হাফিজ র. ইসাবায় ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের দাদার জীবনীতে বলেন—

ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي بَابِ مَنْ فَاتَتْهُ رُكْعَتَا الْفَجْرِ فَقَالَ قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ وَيَعَى ابْنَا سَعِيدٍ صَلَّى جَدَّنَا زَيْدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ هَكَذَا قَرَأَتْ شَيْخُنَا الْبُلْقَيْنِيُّ الْكَبِيرُ فِي هَامِشٍ نُسَخَةٍ مِنْ تَجْرِيدِ الذَّمِيِّ وَلَمْ أَرَأِ النُّسَخَةَ الْمُتَعَدَّدَةَ مِنَ السَّنَنِ لَفْظَ زَيْدٍ بَلْ فِيهِ جَدَّنَا خَاصَّةً فَلْيَحْزَرْ فَإِنَّ نُسَبَ يَعَى بْنِ سَعِيدٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ إِلَّا زَيْدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ وَهُوَ جَدُّ أَعْلَى هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْتَهَى .

بَابُ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ : জোহরের পূর্বে ওপরে চার রাক'আত

১. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَنَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَ عَلَى النَّارِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
السُّوَالُ : تَرْجِمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِيُّ الشَّرِيفُ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . كَمْ رَكَعَةً تَسُنُّ قَبْلَ الظُّهْرِ؟ مَا الْإِخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْأَثَمَةِ الْعَظِيمِ؟ أَكُتِبَ مَدْلَلًا مُرْجِعًا مُجِيبًا عَنْ اسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ১১। মুআম্মাল ইব্বনুল ফযল র. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি জোহরের ফরয নামাযের পূর্বে এবং পরে চার রাক'আত করে নামায পড়বে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হবে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

সম্বন্ধতঃ এই ইবারত দ্বারা এর পূর্বকার মাকহুল সূত্রে বর্ণিত নোমানের রেওয়য়াতটির সমর্থন উদ্দেশ্য। কারণ, মুসনাদে আহমদে এ হাদীসে মাকহুল ও আমবাসার মাঝে তাঁর আযাদকৃত দাসের সূত্র রয়েছে।

জোহরের পূর্বে ৪ রাক'আত সুন্নত

হানাফী এবং মালিকীদের মতে জোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নত। ইমাম শাফিঈ র. এরও একটি উক্তি এটিই। মুহাম্মাযাবে তো ইমাম শাফিঈ র. এর এই উক্তিটি বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ ইমাম শাফিঈ র. নিজস্ব প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী এবং ইমাম আহমদ র. এর প্রবক্তা যে, জোহরের পূর্বে সুন্নত শুধু দু'রাক'আত। তাদের প্রমাণ তিরমিযীতে (باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر) বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর রেওয়য়াত-

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا .

১ সংখ্যাগরিষ্ঠের বক্তব্য হল, অধিকাংশ রেওয়য়াত চার রাক'আত সুন্নত হওয়ার প্রমাণ। যেমন-

১. তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত আলী রা. এর রেওয়য়াত, صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ . -মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।

২. হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা. এর রেওয়াযাত-

قَالَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تُدِمُّنَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؟ قَالَ يَا أَبَا أَيُّوبَ! إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَنْ تَرْتَجِعَ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فَأَجِبْ أَنْ يُصْعِدَ لِي فِيهِمْ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ أَنْ تَرْتَجِعَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ نِي كُلِّهِنَّ قَرَأَةً؟ قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ بَيْنَهُنَّ تَسْلِيمٌ فَاصْلٌ؟ قَالَ لَا إِلَّا التَّشَهُّدَ . (طحاوی : ۱/۱۲۵)

‘তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য হেলার পর সর্বদা চার রাক‘আত আদায় করেছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি সর্বদা এই চার রাক‘আত আদায় করেন? উত্তরে তিনি বলেন, আবু আইয়ূব! যখন সূর্য হেলে যায় তখন আসমানের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এগুলো জোহরের নামায পড়া পর্যন্ত আর বন্ধ করা হয় না। অতএব, আমি এ সময়ে দরজাগুলো বন্ধ হওয়ার পূর্বে আমার নেক আমল উপরে উত্থিত হোক তা পছন্দ করি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর প্রতি রাক‘আতে কি কিরাআত রয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ আমি বললাম এগুলোর মাঝে কি ব্যবধানকারী সালাম রয়েছে? তিনি বললেন, না, তাশাহুদ ছাড়া আর কোন সালাম নেই।’

৩. তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত উম্মে হাবীবা রা. এর রেওয়াযাত। তিনি বলেন-

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَافِظٌ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ .

৪. হযরত আয়েশা রা. এর রেওয়াযাত-

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ثَابَرَ عَلَى إِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ النَّجْرِ .

‘তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দিন রাতে বার রাক‘আত তথা, জোহরের পূর্বে চার রাক‘আত ও এর পরে দু’রাক‘আত, মাগরিবের পর দু’রাক‘আত, ইশার পর দু’রাক‘আত ও ফজরের পর দু’রাক‘আত সুনত সর্বদা আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ -নাশাই : ১/২৫৬

৫. তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা রা. এর রেওয়াযাত-

(তিরমিযী : ১/১৮২) . أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا .

উপরোক্ত হাদীসসমূহ ছাড়াও আরো প্রচুর রেওয়াযাত চার রাক‘আত সুনত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ।

বিরোধী হাদীসের উত্তর

○ হযরত ইবনে উমর রা.-এর হাদীসের উত্তরে আমরা বলব, এতে জোহরের পূর্বেকার সুনতের বিবরণ নয় বরং অন্য একটি নামাযের বিবরণ রয়েছে। যেটাকে বলা হয় ‘সালাতুয্ যাওয়াল’। এ দু’টি রাক‘আত ছিল নফল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু’রাক‘আত সূর্য হেলার তাৎক্ষণিক পর আদায় করতেন।

এর প্রমাণ হল, হযরত আয়েশা রা. থেকে একাধিক রেওয়ায়াত জোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর থেকেই জোহরের পূর্বে দু'রাক'আতের আলোচনাও কোন কোন রেওয়ায়াতে এসেছে। এজন্য তিরমিযীতেই আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

سَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَيُعَدُّهَا رَكْعَتَيْنِ الْخ

‘আমি হযরত আয়েশা রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, তিনি জোহরের পূর্বে দু'রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত আদায় করতেন.....।’ -তিরমিযী : ১/৮৩

অতএব স্পষ্ট হল, জোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং জোহরের পূর্বে দু'রাক'আত দু'টি নামাযই আলাদা আলাদা। চার রাক'আত ছিল জোহরের পূর্বকার সুন্নত। আর দু'রাক'আত সালাতুয যাওয়াল বা তাহিয়্যাতুল মসজিদ।

হাফিজ ইবনে জারীর তারাবী র. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'টি বিষয়ই প্রমাণিত। জোহরের পূর্বে চার রাক'আত পড়াও আবার দু'রাক'আত আদায় করাও। অবশ্য চার রাক'আতের রেওয়ায়াত বেশি। দু'রাক'আতের রেওয়ায়াত কম। অতএব, উভয় পদ্ধতি জাযিয় আছে।

بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

অনুচ্ছেদ : সালাতুত তাসবীহ

٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَفْيَانَ الْأَيْلِيُّ نَاحِبَانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ نَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوَّازِ حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يَرَوْنَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ إِيْتَنِي غَدًا أَحْبُوكَ وَإُنْبِكَ وَأَعْطِيكَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِينِي عَطِيَّةً، قَالَ إِذَا زَالَ النَّهَارُ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَذَكَرْ نَحْوَهُ قَالَ ثُمَّ تَرَفَّعْ رَأْسَكَ يَعْْنِي مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَوِ جَالِسًا وَلَا تَقُمْ حَتَّى تُسَبِّحَ عَشْرًا وَتَحْمَدَ عَشْرًا وَتُكَبِّرَ عَشْرًا وَتَهْلِلَ عَشْرًا ثُمَّ تَصْنَعْ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، قَالَ فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ، قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَصْلِيهَا تِلْكَ السَّاعَةَ، قَالَ صَلَّيْهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَبَّابُ بْنُ هِلَالٍ خَالَ هِلَالِ الرَّأْيِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرِّثَّانِ عَنْ أَبِي الْجَوَّازِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِ مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ رُوْحُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوَّازِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ قَوْلُهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ رُوْحٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ ثُمَّ زَيَّنَهُ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . هَلْ تَجُوزُ صَلَوةُ التَّسْبِيحِ ؟ أَذْكَرُ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ مُبْرِهِنًا وَمُوضِحًا كَيْفِيَّتَهَا . أَوْضَحَ مَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ২। মুহাম্মাদ ইবনে সুফিয়ান র. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি আগামীকাল আমার নিকট আসবে। আমি তোমাকে একটি উপদেশ বক্তৃ দেব। তিনি বলেন- আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কোন জিনিস প্রদান করবেন। (পরদিন আমি তাঁর দরবারে হাজির হলে) তিনি বললেন- যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়বে, তখন তুমি চার রাক'আত নামায আদায় করবে। অতঃপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন- অতঃপর তুমি দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে এবং দাঁড়ানোর পূর্বেই দশবার তাসবীহ, দশবার তাহমীদ, দশবার তাক্বীর ও দশবার তাহলীল (অর্থাৎ, سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) পাঠ করবে। তুমি চার রাক'আত নামাযেই এরূপ দু'আ পাঠ করবে। যদি তুমি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহগারও হও, তবুও তোমার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

রাবী বলেন- আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করি, যদি আমি তা ঐ সময়ে আদায় করতে না পারি? তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি দিবারাত্তির যখন সুযোগ পাবে তখনই তা আদায় করবে।
-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ الرَّأْيَ .

এখানে সনদে অবস্থিত হিলাল নামক বর্ণনাকারীর পরিচয় দান উদ্দেশ্য।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرِّبَّانِ عَنْ أَبِي الْجَوَّازِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضَ وَمَوْقُوفًا .

অর্থাৎ, এ হাদীসটি উমর ইবনে মালিকও আবুল জাওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন হাদীসের সনদে আছে। এখানে রেওয়াযাতে মারফু। মুসতামির ইবনে রাইয়ান আবুল জাওয়া থেকে মাওকুফ রূপে বর্ণনা করেছেন। এটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর উক্তি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তি নয়।

وَرَوَاهُ رُوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ .

অর্থাৎ, তাঁরা দু'জন ইবনে আব্বাস রা. থেকে মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। তবে পরবর্তীতে ঘেয়ে রাওহ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেন- فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَ حَدَّثْتُ এমতাবস্থায় এ রেওয়াযাতটি মারফু হয়ে যায়।

সালাতুত তাসবীহের বৈধতা

সালাতুত তাসবীহ সংক্রান্ত যতগুলো রেওয়াযাত এসেছে সবগুলো সূত্রগতভাবে দুর্বল। আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসটিও দুর্বল। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদীসের দুর্বলতার কারণে আত্মায়া ইবনুল জাওয়াযী র এই নামাযটির বিধিবদ্ধতা অস্বীকার করেছেন। অবশ্য হাফিজ ইবনে হাজার র. আল-আ'মালুল মুকাফফিরায় লিখেছেন যে, একাধিক সূত্রের কারণে এ হাদীসটি হাসান লিগায়রিহীতে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া তা'আমুল হারাতও এটি সমর্থিত। অতএব, সালাতুত তাসবীহকে বিদ'আত অথবা খেলাফে সুন্নত বলা অথবা এর ফযীলতকে অস্বীকার করা ঠিক নয়।

সُبْحَانَ اللَّهِ وَلِحَمْدِ اللَّهِ অতঃপর সালাতুত্ তাসবীহতে মৌলিক কথা হল, প্রতিটি রাক'আতে ৭৫বার اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ পড়বে।

এর দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। যেটি অনুযায়ী কিয়ামে ১৫ বার এরপর সিজদা পর্যন্ত প্রতিটি নকল ও হরকতে দশবার এই তাসবীহ পড়া হবে। আর দ্বিতীয় সিজদার পর বিশ্রামের বৈঠক করা হবে। এতেও এই তাসবীহ দশবার পড়া হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক র. থেকে বর্ণিত আছে। এতে বিশ্রামের বৈঠক নেই। এর পরিবর্তে কিয়ামে ২৫ তাসবীহর ১৫টি কিরাআতের পূর্বে, আর ১০টি কিরাআতের পর। এই দু'টি পদ্ধতি বিনা মাকরুহ জাযিয়।

হানাফীদের মতে যদিও বিশ্রামের বৈঠক মুস্তাহাব নয়, কিন্তু সালাতুত্ তাসবীহে বিনা মাকরুহ জাযিয়।

بَابُ رُكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ ابْنِ تَصْلِيَانِ -

অনুচ্ছেদ : মাগরিবের দু'রাক'আত (সুন্নত) কোথায় পড়া হবে?

٢. حَدَّثَنَا جُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرَجَرَانِيُّ نَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ نَصْرُ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوبَ الْقِمِّيَّ وَأَسْنَدُهُ مِثْلُهُ .

فَقَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا هَذَا الْحَدِيثُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ابْنِ الطَّبَّاعِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ أَيْ مِثْلَ حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ غَنَامٍ مُسْنَدًا .

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ২। হোসাইন ইবনে আব্দুর রহমান র.হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের ফরয নামায আদায়ের পর দু' রাক'আত সুন্নাত নামাযের কিরাআত এত দীর্ঘ করতেন যে, মসজিদে আগত লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যেত।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ نَصْرُ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوبَ الْقِمِّيَّ وَأَسْنَدُهُ أَيْ هَذَا الْحَدِيثُ مِثْلَهُ أَيْ مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ تَعْلِيلًا .

এরপর এটিকে মুসনাদ আকারে বর্ণনা করেছেন-

فَقَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا أَيُّ هَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ابْنِ الطَّبَّاعِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ أَيُّ مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحٍ بْنِ غَنَمٍ مُسْنَدًا .

৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَسَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا نَا يَعْقُوبُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ مُرْسَلٌ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَمِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَعْقُوبَ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ حَدَّثَكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ مُسْنَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

হাদীস : ৩। আহমদ ইবনে ইউনুস র. হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর র. হতে এই সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি- قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَمِيدٍ الْخ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -এর হাদীসটি মুরসাল তবে এটি মুসনাদও আছে-

بَابُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ : রাতের নামায (তাহাজ্জুদ)

১৭. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ وَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوُتْرِ يقرأُ فِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ مِثْلَهُ قَالَ فِيهِ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ يَا أُمَّتَاهُ! كَيْفَ كَانَ يَصَلِّي الرُّكَعَتَيْنِ؟ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضَحَ مَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَج .

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ১৭। মুনা ইবনে ইসমাঈল র. হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবম রাক'আতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর সমাপ্ত করতেন। অতঃপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তার পরিণত বয়সে সপ্তম রাক'আতের সময় বিভিন্ন শেষ করতেন এবং পরে বসে দু'রাক'আত নামায আদায় করতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'রাক'আতে রুকূর ইচ্ছায় দাঁড়াতেন এবং রুকূ অতঃপর সিজদা আদায় করতেন।

-মুসলিম

২. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ قَالَ وَاعْظِمُ لِي نُورًا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ عَنْ حَبِيبٍ فِي هَذَا وَكَذَلِكَ قَالَ فِي هَذَا قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كَهِيلٍ عَنْ أَبِي رُشْدَيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَ .

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَهُ . شَرَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحَ الْجَوَابُ بِسَمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ২। ওয়াহ্ব ইবন বাকিয়া র. হোসাইন হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন - (হে আব্বাহ্!) আমার অস্তিত্বে নূর দান কর।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ عَنْ حَبِيبٍ فِي هَذَا .

এর পূর্বেকার হাদীস সনদ পরিবর্তনের আগে পরে দু'টি সূত্রে হোসাইন থেকে বর্ণনাকারী হুশাইম ও মুহাম্মদ ইবনে ফুয়াইল। এই হাদীসে আবু খালিদ-হুসাইন-হাবীব সূত্রে যে রূপ বর্ণনা করেছেন, অনুরূপ শব্দে আবু খালিদ দালানীও হাবীব থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য, এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে اَعْظِمُ لِي نُورًا বা اَعْظِمُ لِي نُورًا শব্দের ইখতিলাফের বিবরণ দান। কারণ, ইবনে ফুয়াইল থেকে মুসলিম যে বিবরণ দিয়েছেন সেটি ছব্ব আবু দাউদের রেওয়ায়াতের মত। অর্থাৎ, اَعْظِمُ لِي نُورًا কিন্তু আবু দাউদের ইতোপূর্বেকার রেওয়ায়াত তথা মুহাম্মদ ইবনে ইসা ও উসমান ইবনে আবু শায়বার রেওয়ায়াতে আছে- اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْ لِيْ نُورًا - অতঃপর, ওয়াহ্ব ইবনে বাকিয়ার সনদ- খালিদ- হুসাইন পূর্বাঙ্ক এই রেওয়ায়াতটির শক্তি যোগায়। অতঃপর, সালামা ইবনে কুহাইল- আবু রিশদীন সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াত দ্বারা পুনরায় এর শক্তি যোগানোর দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

بَابُ مَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ : যে সকালের পর সিজদার (আয়াত) তিলাওয়াত করে

১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ نَا أَبُو بَحْرٍ نَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ نَا أَبُو تَيْمَةَ الْهَجِيمِيُّ قَالَ لَمَّا بَعَثْنَا الرُّكْبَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ كُنْتُ أَقْصُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَاسْجُدُ فِيهَا فَتَهَانِي ابْنُ عُمَرَ رَضَ فَلَمْ أَنْتَوِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضَ فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

السُّوَالُ : تَرْجِمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . أَوْضِعْ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الرَّعَّابِ .

হাদীস : ১। আবদুল্লাহ ইবনুস সাব্বাহ র. আবু তামীমা হজ্জাইমী সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা কাক্বেলার সাথে মদীনায় আসি তখন আমি ফজরের নামাযের পর লোকদেরকে ওয়াজ্ঞ নসীহত করতাম। এই সময় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে আমি সিজ্দা আদায় করতাম। ইবনে উমর রা. আমাকে এরূপ করতে তিনবার নিষেধ করেন। আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় তিনি পুনরায় আমাকে নিষেধ করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রা. উমর রা. ও উসমান রা.-এর পিছনে নামায পড়েছি। কিন্তু তাঁরা সূর্যোদয়ের পূর্বে সিজ্দায়ে তিলাওয়াত আদায় করতেন না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

فَالْأَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْمَدِينَةَ . অর্থঃ, ʿأَبُو دَاوُدَʼ শব্দ দ্বারা আবু তামীমার উদ্দেশ্য মদীনা মুনাওয়ারার দিকে প্রেরণ।

كُنْتُ أَخْصَرُ : অর্থঃ, আমি লোকজনকে ওয়াজ্ঞ করতাম ফজরের নামাযের পর এবং তাতে সিজদার আয়াতও তিলাওয়াত করতাম, সে সিজ্দা আদায় করতাম সূর্যোদয়ের পূর্বে। ফলে ইবনে উমর রা. আমাকে তিনবার নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি বিরত হইনি। আমি তাই করে যাচ্ছিলাম। অতঃপর, দ্বিতীয়বার বললেন এবং এ কথাও বললেন—

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضَ فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّمْسُ .

যদি এটি মারফু আকারে প্রমাণিতও হয়, তবু আমরা বলব, সূর্যোদয় পর্যন্ত সিজ্দা বিলম্বিত করার ইখতিয়ার আছে, যাতে মাকরুহ ওয়াক্ত পেরিয়ে যায়।

আর যদি এটি মারফু না হয়, তবে হতে পারে ইবনে উমর রা. নকল নামাযের উপর ক্রিয়াস করে থাকবেন। কারণ, যেহেতু নকল নামায নাজায়েয সেহেতু সিজ্দায়ে তিলাওয়াত করাও নাজায়েয। অন্যথায় আতা, সালিম, ইকরামা এবং কাসিম র. প্রমুখ থেকে ফজর ও আসরের পর সিজদার অবকাশ প্রমাণিত আছে। হযরত কা'ব ইবনে মালিক রা.-কে তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ যখন দেয়া হয়, তখন তিনি আসরের পর সিজ্দায়ে শুকর আদায় করেন। এ ঘটনাটি প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সাহাবায়ে কিরামের মজলিসে সংঘটিত হয়েছে।

হানাফীগণও বলেন, ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে সিজ্দায়ে তিলাওয়াত আদায় করা জায়েয।

○ এ হাদীসের উত্তর হল, এটি দুর্বল। হাদীস বর্ণনাকারী আবু বাহুর দুর্বল।

تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الْوَتْرِ

অধ্যায় : বিত্ৰ ও এর শাখা-প্রশাখার বিবরণ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَتْرِ

অনুচ্ছেদ : বিত্ৰ মুস্তাহাব

۲. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَارِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ زَادَ قَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا تَقُولُ قَالَ لَيْسَ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ .

السُّوَالُ : تَرْجِمُ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح

الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ২। উসমান ইবনে আবু শায়বা র. হযরত আবদুল্লাহ রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতটুকু বেশী আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ রা. এ হাদীস বর্ণনা করলে এক বেদুইন বলে, আপনি কি বলেছেন? জবাবে হযরত আবদুল্লাহ রা. বলেন, এটা তোমার ও তোমার সাথীদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

-ইবনে মাজাহ

فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : زَادَ : আবু দাউদের উস্তাদ ইবরাহীম ইবনে মুসা এ উক্তিটি অতিরিক্ত করেছেন। অর্থাৎ, قَالَ أَعْرَابِيٌّ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. যখন হাদীস বর্ণনা করেন, তখন এক বেদুইন বলেছেন, আপনি কি বলেন? ইবনে মাজাহর রেওয়ায়াতে আছে- مَا يَقُولُ অর্থাৎ, আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলতেন? তখন ইবনে মাসউদ রা. বললেন- لَيْسَ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ অর্থাৎ, এ হুকুম তোমার এবং তোমার সাথীদের জন্য নয়।

ইবনে মাজাহর টীকায় আছে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর এ উত্তরের অর্থ হল, বেদুইনরা এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, অধিকাংশ বেদুইন কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে থাকে। যেন ইবনে মাসউদ রা. এর মতে বিত্ৰের হুকুম আহলে কুরআনের জন্য। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে যেই কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে, তাদের সবার প্রতি এ হুকুম ব্যাপক।

۳- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّبِئِيُّ وَفَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالَا نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزُّوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْةَ الزُّوْفِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حَذَافَةَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْعَدَوِيُّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ آمَدَكُمْ بِالصَّلَاةِ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعِيمِ وَهِيَ الْوُتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ .

السُّوَالُ : شَكَّلَ الْحَدِيثَ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجَّمَهُ - الْوُتْرُ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبٌ؟ بَيْنَ مَدْلَلًا مَرَجِعًا مَعَ الْجَوَابِ عَنْ إِسْتِدْلَالِ الْمُخَالِفِينَ - أَوْضَحَ مَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَح -
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ৩। আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসী র. হযরত খারিজা ইবনে হযাফা আদাবী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য লাল ঘোড়ার চাইতেও উত্তম একটি নামায নির্ধারিত করেছেন এবং এটাই হল বিতর। এই নামাযের আদায়কাল হল, ইশার নামাযের পর হতে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত।
-তিরমিযী, ইবনে মাজাহ

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْعَدَوِيُّ .

অর্থাৎ, আবু দাউদের উস্তাদ আবুল ওয়ালীদ খারিজা ইবনে হযাফার পর الْعَدَوِيُّ শব্দ বাড়িয়েছেন। যেটি খারিজার সিফত। ইমাম আবু দাউদ র.-এর দ্বিতীয় উস্তাদ এ শব্দটি উল্লেখ করেননি।

বিতর নামায ওয়াজিব না সুন্নত

বিতর নামায সংক্রান্ত এই মতানৈক্য প্রসিদ্ধ যে, এটি ইমামত্রয়ের নিকট ওয়াজিব নয়, শুধু সুন্নত। অথচ ইমাম আবু হানীফা র. এটিকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেন।

হানাফীদের প্রমাণাদি

১. সুনানে আবু দাউদের একটি প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا .

‘বুরাদা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, বিতর হক— ওয়াজিব, কেউ যদি বিতর না পড়ে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর হক, কেউ যদি বিতর না পড়ে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিতর হক, কেউ যদি বিতর না পড়ে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’
- আবু দাউদ : ১/২০১

○ এর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, এর রাবী আবুল মুনির উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আতাকী দুর্বল।

○ এর উত্তর হল, ইমাম বুখারী র. প্রমুখ যদিও তাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু ইমাম ইবনে মাজিন র. তাকে নির্ভরযোগ্য বলেন। ইমাম আবু হাতিম র. তাকে ‘সালিহুল হাদীস’ সাব্যস্ত করেছেন এবং ইমাম বুখারী র. এর ব্যাপারে আপত্তি করেছেন যে, তিনি তাকে কিভাবে দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইমাম ইবনে আদী র. তার সম্পর্কে বলেন, 'আমার মতে তাঁর মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।' মোটকথা, সমালোচকদের তুলনায় তাঁকে যারা নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। সম্ভবতঃ এ কারণেই ইমাম আবু দাউদ র. এর উপর নীরবতা অবলম্বন করেছেন। যেটি তাঁর মতে হাদীস সহীহ বা হাসান হওয়ার প্রমাণ। ইমাম হাকিম র.ও এটাকে বুখারী মুসলিমের শর্তে উল্লীত সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

৩ দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করা হয় যে, **الْوَرْتُ حَقٌّ** বলার ফলে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না। কারণ, হক শব্দের অর্থ হল প্রমাণিত। এর উত্তর হল, **حَقٌّ** শব্দটি ওয়াজিবের অর্থে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এখানে সে অর্থই উদ্দেশ্য। এজন্য হযরত আবু আইউব রা. এর মারফু' হাদীসে এটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে—

الْوَرْتُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

২. হানাফীদের দ্বিতীয় প্রমাণ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. এর রেওয়ায়াত।

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ أَوْ نَسِيَهِ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা তা ভুলে যায়, সে যেন, সকাল হলে অথবা যখন স্মরণ হয় তখন তা পড়ে নেয়।' —দারাকুতনী : ২/২২

এতে বিতর নামায কাযা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর কাযার নির্দেশ হয় ওয়াজিবগুলোতে, সুন্নতে নয়।

৩. তিরমিযীতে (১/৮৫) হযরত খারিজা ইবনে হযাফা রা. এর হাদীস এসেছে। তিনি বলেন—

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَدَكُمْ بِصَلَوَةٍ مِنْ خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوَرْتِ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَوَةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

এতে **امد** শব্দটির অর্থ সংযুক্ত করা ও সাহায্য পৌঁছানো। এর সম্বন্ধ করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার দিকে। এটি যদি শুধু সুন্নত হত তাহলে এটিকে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করার পরিবর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত ইরশাদে রয়েছে—

كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ أَى شَهْرَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ

'আল্লাহ তা'আলা (রমযান মাসে) তোমাদের উপর রোযা ফরয করেছেন। আর আমি তোমাদের জন্য সুন্নত করেছি তারাবীহ।' —ইবনে মাজাহ : ১/৯৪

অতএব, **إِنَّ اللَّهَ أَمَدَكُمْ** এ আল্লাহ তা'আলার দিকে সংযুক্ত করার সম্বন্ধ বিতর ওয়াজিব হওয়া বুঝায়।

৪. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে বলা হয়েছে— **فَاَوْتَرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ!** এটি নির্দেশসূচক শব্দ। যেটি ওয়াজিব প্রমাণ করে। —মাজারিসু সুনান : ৪/১৮০, আবু দাউদ : ১/২০০, ২০১

৫. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর তরক করা ব্যতীত সর্বদা এটি আদায় করেছেন এবং এর তরককারীর প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে বলেছেন, 'যে বিতর পড়বে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।' —সুনানে আবু দাউদ : ১/২০১

সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমাণাদি

১. প্রথম প্রমাণ তিরমিযীতে বর্ণিত হযরত আলী রা. এর বাণী—

الْوَرْتُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ترمذی : باب ما جاء ان الوتر

ليس بحتم

○ হানাফীগণ এর উত্তরে বলেন, এখানে ওয়াজিব নয় বরং ফরযিয়তকে অস্বীকার করা হয়েছে। كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ-এর প্রমাণ। এজন্য আমরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ন্যায় এর ফরযিয়তের প্রবক্তা নই। এর অস্বীকারকারীকে কাকির বলি না।

২. তাঁদের দ্বিতীয় প্রমাণ সেসব রেওয়াজাত যেগুলোতে নামাযের সংখ্যা পাঁচ বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের বক্তব্য হল যদি বিতর ওয়াজিব হত তাহলে নামাযের সংখ্যা হয়ে যেত ছয়। —প্রটাব সুনানে নাসাই : ১/৮০

○ এর উত্তর হল, প্রথমতঃ তো বিতর ইশার অধীনস্থ বলে এটাকে স্বতন্ত্র গণ্য করা হয়নি। দ্বিতীয়তঃ পাঁচ সংখ্যা হল, ফরয নামাযের। বিতর তো ফরয নয়, বরং ওয়াজিব।

৩. ইমামত্রয়ের তৃতীয় প্রমাণ হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা. এর আছর। তার নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, অমুক ব্যক্তি বিতরকে ওয়াজিব বলেন, তখন তিনি তার ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে বলেন, ‘সে মিথ্যা বলেছে।’

এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ র. বর্ণনা করেছেন।

—আবু দাউদ : ১/২০১

○ এর উত্তরও এটাই যে, তিনি ফরযিয়তকে অস্বীকার করেছেন, ওয়াজিবকে নয়।

বাস্তবতা হল, এই ইখতিলাফ কার্যত শুধু শব্দগত মতপার্থক্যের পর্যায়ে। এর উদ্দেশ্য হল, ইমামত্রয়ের মতে সুন্নত এবং ফরযের মাঝে আদিষ্ট বিষয়ের অন্য কোন স্তর নেই। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা র. এর মতে এ দুটির মাঝে ওয়াজিবের একটি স্তর রয়েছে। এজন্য ইমামত্রয়ও বিতরকে সবচেয়ে তাকীদপূর্ণ সুন্নত মনে করেন। আর হানাফীগণও এর ফরযিয়তের প্রবক্তা নন। ফলে এর অস্বীকারকারীকে তাঁরা কাকির বলার প্রবক্তা নন। যেন এ ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত যে, বিতরের স্তর সাধারণ সুন্নতে মুয়াক্কাদার উর্ধ্বে ফরযের নীচে। যেহেতু ইমামত্রয়ের মতে ফরয এবং সুন্নতের মাঝে মধ্যবর্তী কোন স্তর ছিল না, সেহেতু তাঁরা এর জন্য সুন্নত শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে যেহেতু মাঝখানে ওয়াজিবের স্তর রয়েছে, এ কারণে তিনি এটাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, উভয়ের মাঝে যেন কোন পার্থক্য নেই।

অবশ্য কোন কোন শাখাগত মাসআলায় এই মতানৈক্যের প্রভাব প্রকাশিত হয়। যেমন, বাহনের উপর বিতর নামায পড়ার মাসআলা।

بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْوُتْرِ

অনুচ্ছেদ : বিতরের কুনুত

২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ نَا زُهَيْرُ نَا أَبُو إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِي أَخْبَرِهِ قَالَ هَذَا يَقُولُ فِي الْوُتْرِ فِي الْقُنُوتِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَقُولُهُنَّ فِي الْوُتْرِ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَوَّارِ رِبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ .

السُّوَالُ : شَكَلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجِمَ . شَرَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ
الْجَوَابُ بِاسْمِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ .

হাদীস : ২। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ র. আব ইসহাক র. উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ সনদ ও অর্থে বর্ণনা করেছেন। এতে الْوُتْرِ فِي الْقُنُوتِ বা কুনুত বর্ণনাকারী বলেছেন। তবে এই বর্ণনায় “أَقُولُهُنَّ فِي الْوُتْرِ”-তথ্য আমি তা বিতরের নামাযে পড়ি” কথাটুকুর উল্লেখ নেই।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ অর্থাৎ, আবদুল্লাহ বা যুহাইর বলেছেন।

قَالَ অর্থাৎ, যুহাইর অথবা হাদীসের বর্ণনাকারী
আবুল হাওরা বলেছেন- هَذَا অর্থাৎ, দো'আয়ে কুনূত শেষ হওয়ার পর

فِي الْوُتْرِ فِي الْقُوتِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَقُولُهُنَّ فِي الْوُتْرِ -

আবু দাউদ র. এর উদ্দেশ্য, আবু ইসহাকের দুই শিষ্য আবুল আহওয়াস এবং যুহাইরের পাঠ্যের বিবরণ দান। কারণ, আবুল আহওয়াস এ হাদীসটি আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্তিতে এ উক্তি হাদীসের আলীর বাণী সাব্যস্ত করেছেন। যেমন প্রথম হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে জানা যাবে। যুহাইরও এ হাদীসটি আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ উক্তিটিকে হাসান ইবনে আলীর উক্তি সাব্যস্ত করেননি। না এটিকে হাদীসের মাঝে উল্লেখ করেছেন, বরং হাদীসের শেষে উল্লেখ করেছেন যে, হাসান ইবনে আলী বিতরে এ দো'আর সাথে দো'আ করতেন এবং তিনি এটাকে আবুল হাওরার উক্তি সাব্যস্ত করতেন।

أَبُو الْحَوَّارِ رِبْعَةُ بْنُ شَيْبَانَ -

বাহ্যিক ইবারত দ্বারা ধারণা হয়, আবুল হাওরা هَذَا অর্থাৎ, অথচ ব্যাপারটি অনুরূপ নয়, বরং هَذَا অর্থাৎ, যুহাইরের দিকে ফিরেছে। هَذَا অর্থাৎ, মুবতাদা। رِبْعَةُ بْنُ شَيْبَانَ এর দ্বারা উদ্দেশ্য আবুল হাওরার পরিচয় দান।

۳. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَافَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هِشَامٌ أَقْدَمَ شَيْخٍ لِحَمَّادٍ وَيْلَعْنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَرَوْهُ عَنْهُ غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ يَغْنِي فِي الْوُتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيضًا عَنْ قَطْرِ بْنِ خُلَيْفَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ وَرَوَى عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مَسْعُورٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ فِي الْوُتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوتَ وَلَا ذَكَرَ أَبِيًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ وَسِمَاعُهُ بِالْكُوفَةِ مَعَ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْقُنُوتَ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي هِشَامٍ الدِّسْتَوَانِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوتَ .

وَحَدِيثُ زَيْدٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَجَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْقُنُوتَ إِلَّا مَا رَوَى عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مُسْعِرٍ عَنْ حَدِيثِهِ أَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ - زَيْدٌ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالشَّاهِرِ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ نَحْنُ أَنْ يَكُونَ حَفْصٌ عَنْ غَيْرِ مُسْعِرٍ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيُرْوَى أَنَّ أَبِيًا كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .

السُّؤَالُ : تَرْجِمَ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّزْيِينِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَح

الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৩। মুসা ইবনে ইসমাইল র. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামাযের শেষ রাক'আতে এরূপ দুআ করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَبِمَعْفَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

হযরত উবাই ইবনে কাব রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের (শেষ রাক'আতে) রুকুতে যাবার পূর্বে দুআ কুনূত পাঠ করতেন।

হযরত উবাই ইবনে কাব রা. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাফস ইবনে গিয়াস সূত্রে হযরত উবাই ইবনে কাব রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামাযে রুকুত পূর্বে দুআ কুনূত পাঠ করতেন....

-তিরমিযী, নাসাই, ইবনে মাযাহ

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, এরূপ বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই রা. রমযানের শেষ পনের দিন দুআ কুনূত পাঠ করতেন।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهِشَامُ أَقْدَمَ شَيْخٍ لِحَمَّادٍ وَلَفْغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَوْعَنَّهُ .

عَنْ هِشَامٍ .

এতে বুঝা যায়, এ ব্যক্তির সন্তা অপরিচিত, অজ্ঞাত। কিন্তু উলামায়ে কিরাম যখন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, সেহেতু তিনি আর অজ্ঞাত থাকেননি।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ -

এখান থেকে রুকুর পূর্বে কনুতের বিবরণ রয়েছে। এ উক্তির পর ইমাম আবু দাউদ র. ঈসা ইবনে ইউনুসের দুই সনদে উবাই ইবনে কা'ব রা.এর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। একটি এই قَالَ এর পরে, আরেকটি দ্বিতীয় قَالَ এর পরে رَوَى عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ রেওয়ামাত হাদীসটি উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। এসবে রুকুর পূর্বে কনুতের উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর তৃতীয় قَالَ দ্বারা ইমাম আবু দাউদ র. রুকুর পূর্বে কনুত প্রমাণকারী হাদীসগুলোর উপর কালাম শুরু করেছেন। প্রথমত, ঈসা ইবনে ইউনুসের সনদে সাঈদ ইবনে আবু আরুবা- কাতাদা সম্পর্কে বলেন-

وَحَدِيثُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

অর্থাৎ, ঈসা ইবনে ইউনুস- সাঈদ ইবনে আবু আরুবা- কাতাদা এর হাদীস এ দুটি বিষয়ে ইয়াযীদ ইবনে যুরাঈ-সাঈদ ইবনে আবু আরুবা সূত্রে বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী হয়ে গেল। কারণ, ১. ইয়াযীদ ইবনে যুরাঈ কনুতের উল্লেখ করেননি। ঈসা ইবনে ইউনুস উল্লেখ করেছেন। ২. ইয়াযীদ ইবনে যুরাঈ উবাইয়ের উল্লেখ করেননি। ঈসা ইবনে ইউনুস উল্লেখ করেছেন। অতএব, হাদীসটি মুরসাল।

وَكَذَلِكَ أَيْ كَمَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ وَسِمَاعُهُ - أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ بِالْكُوفَةِ مَعَ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوتَ -

তারা দুজনও ঈসা ইবনে ইউনুসের পরিপন্থী বিবরণ দিয়েছেন। তাঁরা দু'জন কনুতের উল্লেখ করেননি। বরং ঈসা ইবনে ইউনুসই স্ববিরোধিতা করেছেন। যখন তাঁর সাথে আবদুল আলা ও মুহাম্মদ ইবনে বিশর আল আবদীও কুফায় গুনেছেন। অন্যথায় আবু দাউদ র. লَمْ يَذْكُرُوا বহুবচনের শব্দ কিভাবে ব্যবহার করলেন। অতএব, বহুবচনের এই যমীর তিনজনের দিকেই ফিরবে- ১. আবদুল আলা, ২. মুহাম্মদ ইবনে বিশর আল আবদী, ৩. তাদের সাথে শ্রবণকারী ঈসা ইবনে ইউনুস। ইয়াযীদের দিকে যমীর ফিরতে পারে না। কারণ, তার আলোচনা পূর্বে হয়েছে।

وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ لَمْ يَذْكُرُوا الْقُنُوتَ -

অর্থাৎ, কাতাদা থেকে হিশাম দাসতাওয়াঈ এবং শো'বাও বর্ণনা করেছেন। তাঁরাও কনুতের উল্লেখ করেননি।

আবু দাউদ র.-এর উক্তির নির্ধাস হল, ঈসা ইবনে ইউনুসের শ্রেণীতে তাঁর পরিপন্থী বর্ণনা দাতা তিনজন-

১. ইয়াযীদ ইবনে যুরাঈ, ২. আবদুল আলা, ৩. মুহাম্মদ ইবনে বিশর আল আবদী। তাঁদের কেউ কনুতের উল্লেখ করেননি। প্রথম ব্যক্তি উবাই এর উল্লেখ করেননি।

সাঈদ ইবনে আবু আরুবা- কাতাদার শ্রেণীতে এসেও ইখতিলাফ হয়ে গেছে। সাঈদ ইবনে আবু আরুবা- কাতাদা কনুতের উল্লেখ করেন। কিন্তু হিশাম দাসতাওয়াঈ এবং শো'বা- কাতাদা তাঁর বিরোধিতা করেছেন। কারণ, তাঁরা দু'জনও কনুতের উল্লেখ করেননি।

○ কিন্তু এখানে আরেকটি ইখতিলাফ আছে। সেটি গ্রন্থকার বর্ণনা করেননি। সেটি হল কাতাদা ও সাঈদ ইবনে আবদুর রহমানের মাঝে ইয়াযীদ ইবনে যুরাই এর রেওয়ায়াতে আযরা নামক রাবী অভিন্নিত আছে। সম্ভবতঃ কাতাদা মুদাল্লিস হওয়ার কারণে তাঁকে উল্লেখ করেননি। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে তাদলীস করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে যেহেতু তাঁর উল্লেখ আছে, সেহেতু তাদলীস খতম হয়ে গেছে।

এটাও হতে পারে, তিনি প্রত্যক্ষভাবে আযরার কাছ থেকে শুনেছেন। অতএব, তাদলীস হবে না। এ হল ঈসা ইবনে ইউনুসের প্রথম হাদীস সংক্রান্ত আলোচনা।

অতঃপর ইমাম আবু দাউদ র. ঈসা ইবনে ইউনুসের দ্বিতীয় হাদীসের উপর কালাম আরম্ভ করেছেন। এ হাদীসটি ঈসা ইবনে ইউনুস কাতার ইবনে খলীফা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন-

وَحَدِيثُ زَيْدِ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْقُنُوتَ إِلَّا مَرُورَى عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زَيْدٍ فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ -

এখানে যুবাইদ থেকে বর্ণনাকারী চারজন-

১. সুলাইমান আ'মশ, ২. শো'বা, ৩. আবদুল মালিক ইবনে আবু সুলাইমান, ৪. জারীর ইবনে হামিম। তাঁরা সবাই কাতার ইবনে খলীফা- যুবাইদ এর খেলাফ বিবরণ দিচ্ছেন। কারণ, একজনও কুনুতের আলোচনা করেননি। শুধুমাত্র যুবাইদ থেকে বর্ণনাকারী মিসআরই কুনুতের উল্লেখ করেছেন। অতএব, এর দ্বারা যদিও কাতারের রেওয়ায়াতের মুতাবি' পাওয়া যায় না, কিন্তু সামনে যেয়ে ইমাম আবু দাউদ র. এর উপরও কালাম করেছেন। তিনি বলেন-

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ إِذَا رَوَاهُ حَفْصٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زَيْدٍ بِالشَّهْرِ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ -
نَخَافُ أَيْ نَظُنُّ -

এবার মুতাবা'আত দুর্বল হয়ে গেছে। যা কাতারের হাদীসের জন্য পাওয়া গিয়েছিল। ইমাম আবু দাউদ র.-এর এসব প্রশ্ন ইমাম বায়হাকী র.ও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এসবের উত্তর জাওহারে নাকী গ্রন্থকার দিয়েছেন। আন্বামা সাহারানপুরী র.ও বায়লুল মাজহুদে সেগুলো সবিত্তারে এনেছেন।

وَرُوي : পরে وَرُوي দ্বারা উবাইয়ের অর্থ রমযানের কুনুতের আমল বর্ণনা করেন। এর দুর্বলতার কারণে দুর্বল শব্দে (بُرُوي بِكَلِمَةِ الضَّرِيضِ) বর্ণনা করেছেন।

٥. حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ نَا هُشَيْمٌ أَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ رُكْعَةً وَلَا يَقْنَتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي فَإِذَا كَانَتِ الْعِشْرُ الْآخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ فَكَانُوا يَقُولُونَ أَتَى أَبَى -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِذْنَ ذَكَرَ فِي الْقُنُوتِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهَذَا الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ أَبِي رَضَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ فِي الْوُتْرِ -

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ بَعْدَ التَّشْكِيلِ - مَا مَعْنَى الْقُنُوتِ؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ وَالْقُنُوتُ فِي الْوُتْرِ مَشْرُوعٌ أَمْ لَا؟ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ مَا هِيَ الْفَاطَةُ الْقُنُوتِ؟ أَوْضَحْ مَسَائِلَ الْقُنُوتِ النَّازِلَةِ، فِي آيَةِ صَلَاةٍ تَكُونُ؟ وَفِي آيٍ وَقْتٍ؟ أَوْضَحْ مَبْرَهُنَا .
الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ .

হাদীস : ৫। শুজা ইবনে মাখলাদ র. হাসান বসরী র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাতাব রা. লোকদেরকে উবাই ইবনে কাবের পিছনে তারাবীর নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে সমবেত করেন। ঐ সময় হয়রত উবাই রা. তাদের নিয়ে রমযানের প্রথম বিশ দিন নামায আদায় করতেন এবং এর মধ্যে শেষ দশ দিন বিতরের নামাযে দুআ কুনূত পাঠ করতেন। রমযানের শেষ দশ দিন তিনি স্বীয় গৃহে একাকী নামায আদায় করতেন। লোকেরা বলাবলি করত যে, উবাই রা. পলায়ন করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ র. বলেন, কুনূত সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে- এই হাদীস থেকে তার অনির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ উবাই রা.-এর সূত্রে “ قُنْتُ فِي الْوُتْرِ ” অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাযে কুনূত পড়তেন” বলে যা বর্ণিত হয়েছে উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে তার দুর্বলতা প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي ذَكَرَ فِي الْقُنُوتِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهَذَا الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُنْتُ فِي الْوُتْرِ .

ইমাম আবু দাউদ র. এ দু'টি হাদীসের কারণে উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর পূর্বোক্ত হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেন। অথচ স্বয়ং এ দু'টি হাদীসই দুর্বল। কারণ, প্রথম সনদে অজ্ঞাত রাবী রয়েছেন। দ্বিতীয় সনদে ইনকিতা' বা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। প্রথমে বলেন- عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ আর দ্বিতীয়টিতে ইনকিতা'এর কারণ হাসান বসরী হয়রত উমর রা.-এর সাথে সাক্ষাত লাভ করেননি। তাছাড়া, বুখারী মুসলিম আ'সিম আল আহওয়াল থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ قَبْلَهُ، قُلْتُ فَإِنْ فَلَانَا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قُنْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَرَأَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يَقَالُ لَهُمُ الْقُرْآنُ زُهَاءُ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مُشْرِكِينَ دُونَ أَوْلَئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ فَقُنْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ .

কুনূতের অর্থ ও এর বিভিন্ন প্রকার

কুনূত শব্দটির অনেক অর্থ আছে। কেউ কেউ এর দশের অধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন। এখানে কুনূত দ্বারা বিশেষ যিকির ও দোয়া উদ্দেশ্য। কুনূত দু' প্রকার- ১. কুনূতে বিতর, ২. কুনূতে নাযিলা

কুনূতে বিতরে তিনটি মাসআলা রয়েছে বিতর্কিত।

প্রথম মাসআলা :

বিতর নামাযে কুনুত পড়া বিধিবদ্ধ কিনা?

যদি বিধিবদ্ধ হয়, তবে সারা বছর নাকি শুধু রমযানে? এতে বিভিন্ন মত রয়েছে—

১. হানাফী ও হাম্বলীদের মতে, সারা বছর বিতরে কুনুত পড়া বিধিবদ্ধ।
২. ইমাম মালিক র. এর প্রসিদ্ধ রেওয়ায়াত অনুযায়ী শুধু রমযানে বিধিবদ্ধ।
৩. ইমাম শাফিঈ র. এর মতে, শুধু রমযানের শেষার্ধ্বে এই কুনুত বিধিবদ্ধ।

দ্বিতীয় মাসআলা :

কুনুত কি রুকুর আগে হবে না পরে?

১. ইমাম শাফিঈ ও আহমদ র. এর মতে বিতরের কুনুত হবে রুকুর পরে।
২. ইমাম আবু হানীফা ও মালিক র. এর মতে, বিতরের কুনুত হবে রুকুর পূর্বেই।

তৃতীয় মাসআলা :

তৃতীয় মাসআলা হল, কুনুতের শব্দরাজি কি?

১. শাফিঈদের মতে, কুনুতে নাযিলার দোয়াই অর্থাৎ **اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ الْخ** কুনুতে বিতরে পড়া উত্তম। হাম্বলীদের মাযহাবেও তাই। তবে তাঁরা এর সাথে আউযুবিল্লাহও যুক্ত করেন।

২. হানাফীদের মতে, সূরায় হাফদ ও খুলা অর্থাৎ **اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ الْخ** কুনুত বিতরে পড়া উত্তম।

৩. ইমাম মালিক র.-এর পছন্দনীয় মাযহাব হল— উপরোক্ত দু'টি দোয়াই পড়বে। তার থেকে আরেকটি রেওয়ায়াত হল, সূরায় হাফদ ও খুলাই পড়বে।

এ পর্যন্ত ছিল কুনুতে বিতরের আলোচনা। এবার কুনুতে নাযিলার আলোচনা দেখুন।

কুনুতে নাযিলা সম্পর্কে আলোচনা :

যদি মুসলমানদের উপর কোন ব্যাপক মুসিবত অবতীর্ণ হয়, তখন সর্বসম্মতিক্রমে ফজর নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়া হয়। অবশ্য এই কুনুত রুকুর আগে হবে না পরে? এ বিষয়ে হানাফীদের কিতাবগুলোতে বিভিন্ন রকমের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রুকুর পরে হওয়ার রেওয়ায়াতই প্রসিদ্ধ। রুকুর পরে হওয়াই ইমাম শাফিঈ, মালিক ও আহমদ র.-এর মাযহাব। যদিও ইমাম শাফিঈ, মালিক র. থেকে রুকুর আগে ও পরে ইখতিয়ারও বর্ণিত আছে।

মোটকথা, ব্যাপক মুসিবত আপতিত হলে ফজর নামাযে কুনুতে নাযিলার বিধিবদ্ধতা সর্বসম্মত। এতে কারও কোন ইখতিলাফ নেই। অবশ্য ফজর ছাড়া অন্যান্য নামায সম্পর্কে মতানৈক্য আছে।

১. শুধু ইমাম শাফিঈ র.-এর মতে, ব্যাপক মুসিবত নাযিল হলে প্রতিটি নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়বে। যদি ব্যাপক মুসিবত না হয়, তবেও শাফিঈ ও মালিকীদের মতে, ফজর নামাযে কুনুত বিধিবদ্ধ। শাফিঈদের মতে, রুকুর পর, মালিকীদের মতে, রুকুর পূর্বে।

কিন্তু হানাফী ও হাম্বলীদের মতে, ব্যাপক মুসিবত না হলে, ফজর নামাযে কুনুত সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ নয়। ইমাম তাহাভী র. **بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا** অনুচ্ছেদ কায়ম করেছেন। অর্থাৎ, ফজর নামায ও

অন্যান্য নামাযে কুনুত বিধিবদ্ধ কিনা? উপরের এই আলাচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ফজর নামাযে কুনুতে নাযিলা পড়ার ব্যাপারে সবার ঐকমত্য রয়েছে। ফজর ছাড়া অন্যান্য নামাযেও কুনুতে নাযিলা পড়া শুধু ইমাম শাফিঈ র.-এর মত।

ব্যাপক মুসিবত না হলে

শাফিঈ ও মালিকীদের মতে, ফজর নামাযে কুনুত বিধিবদ্ধ। অতএব, তাঁদের মতে, সারা বছর ফজর নামাযে কুনুত হবে। চাই মুসিবত ব্যাপক হোক বা না হোক।

এর পরিপন্থী হানাফী ও হাম্বলীগণ। ফজর নামায ছাড়া ব্যাপক মুসিবত না হলে কুনুত হবে না বলে ইমাম চতুর্থের মতে ঐকমত্য রয়েছে।

যৌক্তিক প্রমাণ

হযরত ইমাম তাহাতী র. কুনুতে ফজর সম্পর্কে সাতজন সাহাবীর আমল পেশ করেছেন। তাদের নাম নিম্নরূপ—

১. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব, ২. আলী, ৩. ইবনে আব্বাস, ৪. ইবনে মাসউদ, ৫. আবুদ দারদা, ৬. ইবনে উমর এবং ৭. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন সাহাবীর মতে, যুদ্ধ-বিগ্রহ অবস্থায় ফজরে কুনুত পড়া প্রমাণিত আছে। শেখোক্ত চারজন সাহাবীর মতে যুদ্ধাবস্থা হোক বা না হোক, এ কুনুতে ফজর কোন অবস্থাতেই বিধিবদ্ধ নয়। অতএব, যুদ্ধ না থাকলে কুনুতে ফজর বিধিবদ্ধ নয় বলে এই সাতজন একমত। মতবিরোধ হল শুধু যুদ্ধাবস্থায়। ইমাম তাহাতী র. বলেন, যখন সাহাবায়ে কিরামের মাঝে মতানৈক্য হয়ে গেল যে, তিনজন সাহাবী কুনুতে ফজরের পক্ষে আর চারজন বিপক্ষে, অতএব, আমাদের যুক্তির আলোকে কাজ করতে হবে। যাতে আমরা এ দু'টি বিষয় থেকে বিতর্কটি উৎসারণ করতে পারি।

অতএব, আমরা চিন্তা করে দেখলাম, যে সব সাহাবী থেকে যুদ্ধাবস্থায় কুনুতের রেওয়াজ পাওয়া যায়, সেটি হয়ত ফজর সম্পর্কে অথবা মাগরিব সম্পর্কে। অবশ্য হযরত আবু হোরায়রা রা. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সন্তান্নাহু অলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই আমল বর্ণিত আছে—
إِنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

ইশা শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়—

১. মাগরিব নামায। একে বলে ইশা উলা। ২. ইশার নামায। এটিকে বলে ইশা আখিরা। অতএব, ইশা শব্দটি মুশতারাক তথা যৌথ অর্থবোধক হওয়ার কারণে এখানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে।

মোটকথা, কোন কোন রেওয়াজাতে ফজরে কুনুত আবার কোনটিতে মাগরিবে কুনুতের কথা এসেছে। আর এক রেওয়াজাতে ইশার নামাযে কুনুতেরও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম জোহর ও আসরের নামাযে কুনুত না হওয়ার ব্যাপারে একমত। চাই যুদ্ধাবস্থায় হোক বা না হোক। যেহেতু জোহর ও আসরের কোন অবস্থাতেই সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে কুনুত নেই, আর ফজর, মাগরিব ও ইশাতে যুদ্ধাবস্থা না থাকলে কুনুত না হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে, সেহেতু জোহর ও আসরের ন্যায় অবশিষ্ট নামাযগুলোতে অর্থাৎ, ফজর, মাগরিব ও ইশাতেও যুদ্ধাবস্থা না থাকার সময়ের মত যুদ্ধাবস্থায়ও কুনুত না হওয়া যুক্তিযুক্ত।

কুনুতে বিতর সংক্রান্ত একটি প্রশ্নোত্তর

এখানে একটি প্রশ্ন হয়, কোন কোন রেওয়াজাত ও প্রমাণাদি দ্বারা কুনুতের অপ্রামাণিকতা স্পষ্ট হয়ে যায়। তাহলে বিতরে কুনুত কোথা থেকে আসল।



○ এই প্রশ্নের উত্তরের সারমর্ম হল কুনূত পড়ার দুটি কারণ- ১. যুদ্ধ, ২. নামায। এবার দেখতে হবে বিতরে কুনূতের কারণ কি? যদি যুদ্ধ হয় তবে তাতে মতবিরোধ হওয়ার কথা। আর যদি কারণটি যুদ্ধ না হয় বরং নামায হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয হওয়া উচিত। অতএব, আমরা দেখলাম বিতরে কুনূত পড়া অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদ তথা হানাফী, হাযলী ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে পূর্ণ বছর বিধিবদ্ধ। আর কোন কোন ইসলামী আইনবিদ তথা শাফিঈদের মতে শুধু অর্ধ রমযানে বিধিবদ্ধ। তাছাড়া মালিকীদের মধ্য থেকে হযরত ইবনে নাকি' র.-এর মতেও অর্ধ রমযানে কুনূত বিধিবদ্ধ। অতএব, ইজমালীভাবে বিতরে কুনূত পাঠ সবার মতে বিধিবদ্ধ ও প্রমাণিত। আর বিতরের কুনূত নামাযের কারণে বিধিবদ্ধ। যুদ্ধের কারণে নয়। কারণ, উপরোক্ত কোন ইসলামী আইনবিদ কুনূত যুদ্ধ অবস্থা অথবা কোন বিশেষ অবস্থায় পড়া আর অন্য কোন অবস্থায় না পড়ার মত পোষণ করেন না। বরং সবার মতেই সর্বাবস্থায় বিতরে কুনূত বিধিবদ্ধ। এর উপরই আমল অব্যাহত। বস্তুতঃ ফজরের কুনূত যাদের মতে বিধিবদ্ধ সে বিধিবদ্ধতার কারণ যুদ্ধ। অতএব, ফজরের কুনূত অবিধিবদ্ধ হওয়ার কারণে বিতরের কুনূতে কোন প্রভাব পড়তে পারে না। যুক্তির দাবি তাই। এটাই আমাদের তিন আলিমের উক্তি।

একটি সন্দেহের অবসান ও হানাফীদের ফতওয়া

ইমাম তাহাজী র. যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করার পর বলেছেন-

فَثَبَّتْ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَنْتَفِي الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ فِي حَالِ حَرْبٍ وَلَا غَيْرِهِ قِيَاسًا وَنَظَرًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُعَمَّدٍ رَجِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

যদ্বারা বুঝা যায়, ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ র. এর মতে, ব্যাপক মুবিসত হোক বা না হোক কোন অবস্থাতেই কুনূতে নাযিলা নেই। পূর্ববর্তীগণের অধিকাংশ মূলপাঠ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থেরও ইবারতও অনুরূপ। কিন্তু হানাফী ইমামগণ থেকে ব্যাপক ও কঠিন বিপদকালে কুনূতে ফজরের উক্তিও বিদ্যমান আছে। হানাফীদের মতে, ফতওয়া হল ব্যাপক বিপদ ও কঠিন বালা মুসিবতের সময় ফজর নামাযে কুনূতে নাযিলা পড়া হবে। ইমাম তাহাজী র. থেকেও অনেকেই এ কথাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন-

لَا يَقْنَتُ فِي الْفَجْرِ عِنْدَنَا مِنْ غَيْرِ بَلِيَّةٍ فَإِنْ وَقَعَتْ بَلِيَّةٌ فَلَابَسَ الْخ. (هُكَذَا فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ نَقْلًا عَنِ السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. وَكَذَا ذَكَرَ قَوْلُهُ فِي الْكَيْسِيرِيِّ شَرْحَ الْمُنْبِيَّةِ وَعَنْهُ الشَّامِيُّ وَذَكَرَهُ الطَّحْطَاطِيُّ فِي حَاشِيَةِ الدَّرِّ وَالشَّرَنْبَلَالِيِّ فِي مَرَاثِي الْفَلَاحِ وَأَبُو السَّعْدِ فِي فَتَحِ الْمَعِينِ وَالْبَرْجَنْدِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْوَقَايَةِ وَالشَّيْلِيِّ فِي حَاشِيَةِ تَبْيِينَ الْحَقَائِقِ).

কেউ কেউ ইমাম তাহাজী র. এর এ দু'টি উক্তির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, সাধারণ যুদ্ধের ফলে কুনূত পড়া হবে না। বরং কঠিন বিপদের সময় কুনূত পড়া যেতে পারে-

(حَبِثُ قَالَ فِي إِعْلَاءِ السَّنَنِ وَوَقْتُ شَيْخُنَا بِأَنَّ الْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ لَا يَشْرَعُ لِمُطْلَقِ الْحَرْبِ عِنْدَنَا وَإِنَّمَا يَشْرَعُ لِبَلِيَّةٍ شَدِيدَةٍ تَبْلُغُ بِهَا الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ).

বুখারী মুসলিমের যেসব রেওয়ায়াতে ইশা, মাগরিব ও জোহরে কনুতে নাযিলা পড়ার প্রমাণ রয়েছে, সেগুলো সব রহিত। এজন্য হানাফীদের মতে, ফজরের নামায ছাড়া অন্যান্য নামাযে কনুতে নাযিলা পড়া বিধিবদ্ধ নয়। আমাদের উচিত হানাফীদের ফতওয়ার উপর আমল করা। অর্থাৎ, ফজর ছাড়া অন্য কোন নামাযে কনুতে নাযিলা পড়া উচিত নয়।

মোটকথা, কঠিন বিপদকালে ফজরের সময় কনুতে নাযিলার বিধিবদ্ধতা রয়েছে। হানাফীদের মতেও এটার উপরই ফতওয়া।

-শামী : ২/১১, ইয়াহ : ২/৭৭

অতএব, ইমাম তাহাভী কর্তৃক যুদ্ধাবস্থায় কনুতে ফজরের অবিধিবদ্ধতা হানাফীদের প্রতি ব্যাপক আকারে সম্বন্ধযুক্ত করা প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। -বিত্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বয়লুল মাজহদ : ২/৩২৬, লামিউদ দিরারী : ২/৫২, আওজাযুল মাসালিক : ১/৩৯৮, ২/১২০, আমানিল আহবার : ৪/১, ২০-২২। নববী : ১/২৩৭, ইয়াহুত তাহাজী : ২/৫৬-৮১

بَابُ فِي وَقْتِ الرُّتْرِ

অনুচ্ছেদ : বিত্বের ওয়াস্ত

৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ رُمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ، قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُمَا أَسَرَ وَرُمَا جَهَرَ وَرُمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ تَعْنِي فِي الْجَنَابَةِ.

السُّوَالُ : شَكَلَ الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا ثُمَّ تَرَجِمَ - شَرَحَ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ الْجَوَابُ بِاسْمِ الرَّحْمَنِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ -

হাদীস : ৩। কুতাইবা ইবনে সাঈদ র. আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায সম্পর্কে হযরত আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করি। তখন জবাবে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও রাত্রির প্রথমাংশে এবং কখনও শেষাংশে তা আদায় করতেন। আমি বলি, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কিরাআত আন্তে পড়তেন, না জোরে? তিনি বলেন, উভয় প্রকারেই- কখনো জোরে এবং কখনো আন্তে। নবীজী স. (গোসল ফরয হবার পর) কোন সময় গোসল করে এবং কোন সময় উষু করে শুতেন।

-মুসলিম তিরমিযী

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ تَعْنِي فِي الْجَنَابَةِ.

সারকথা হল, ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তাদ কুতাইবা ছাড়া অন্য কেউ হাদীসের শেষে تَعْنِي فِي الْجَنَابَةِ শব্দ অতিরিক্ত এনেছেন। অর্থাৎ, হযরত আয়েশা রা. গোসলের ক্ষেত্রে جَنَابَةٌ শব্দতো উল্লেখ করেননি, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ফরয গোসলই ছিল।

بَابُ كَيْفَ يَسْتَحِبُّ التَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ : কিরা'আতে কিরূপ তারতীল মুস্তাহাব?

٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّبَالِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ مَرْوَبِ الرَّمْلِيُّ بِمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهْشِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ قَتَيْبَةُ هُوَ فِي كِتَابِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ .

السُّوَالُ : تَرْجِمِ الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ بَعْدَ التَّرْجِيمِ بِالْعَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ . شَرِّحْ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ
الْجَوَابُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

হাদীস : ৬। আবুল ওয়ালীদ, কুতাইবা ও ইয়াযীদ র..পূর্ববর্তী হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাবী কুতাইবা বলেন, আমার কিতাবে তা এরূপে সংরক্ষিত আছে- সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কুরআনকে শব্দরূপে বিভক্তভাবে মধুর সুরে তিলাওয়াত করে না।

ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তি

قَالَ يَزِيدُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ .

সারকথা, এই হাদীসে ইমাম আবু দাউদ র.-এর উক্তাদ তিনজন-

১. আবুল ওয়ালীদ, ২. কুতাইবা ইবনে সাঈদ, ৩. ইয়াযীদ ইবনে খালিদ। এ তিনজনের মধ্যে ইয়াযীদ ইবনে খালিদ উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকার নাম উল্লেখ করেননি। শুধু مُلَيْكَةَ ৰ বলে রেওয়ায়াত করেছেন। আর সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাসের স্থলে সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ বলেছেন- এর পরিপন্থী অন্য দুই উক্তাদ উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকার নাম উল্লেখ করেছেন এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাসও বলেছেন। কিন্তু এ দু'জনের উক্তাদের মাঝে সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাসের নামোল্লেখ মত পার্থক্য হয়ে গেছে। কুতাইবা বীয এছ থেকে সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ আর স্মরণশক্তি থেকে সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস বলেছেন। এ হল সূত্রগত পার্থক্য।